ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন

জয়েস মায়ার

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন

জয়েস মায়ার

JOYCE MEYER
MINISTRIES

Nanakramguda, Hyderabad - 500 008

Unless otherwise indicated, Scriptures are taken from the Amplified® Bible.
Copyright © 1954, 1962, 1965, 1987 by the Lockman Foundation.
Used by permission.

Scriptures noted KJV are taken from the King James Version of the Bible.

Scriptures noted The Message are taken from The Message.
Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

Scriptures noted NIV are taken from the HOLY BIBLE:
NEW INTERNATIONAL VERSION®. Copyright © 1973, 1978, 1984 by International Bible Society. Used by permission of Zondervan Publishing House. All rights reserved.

Scriptures noted NKJV are taken from the NEW KING JAMES VERSION.
Copyright © 1979, 1980, 1982, Thomas Nelson, Inc., Publishers.

Copyright © 2009 by Joyce Meyer Ministries - Asia

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Joyce Meyer Ministries - Asia.

Joyce Meyer Ministries - Asia
Nanakramguda,
Hyderabad - 500 008

Phone: +91-40-2300 6777
Website: www.jmmindia.org

The LOVE REVOLUTION - Bengali
First Print - September 2009

Printed in India at:
Caxton Offset Pvt. Ltd.
Hyderabad - 500 004

সূচীপত্র

	পরিচিতি	vii
1.	জগতের মধ্যে কি রয়েছে যা অবৈধ?	1
2.	সমস্যার মূল কারণ	22
3.	কোন কাজ আকস্মিক ঘটে না	34
4.	সদাপ্রভুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া	51
5.	ভালোবাসা পথ দেখিয়ে দেয়	62
6.	ভালোবাসার দ্বারা মন্দকে পরাভূত করা	74
7.	উৎপীড়িতদের জন্য ন্যায়াচারণ	90
8.	ভালোবাসা অনুদার নয় উদার	114
9.	লোকেরা যে মূল্যবান তা অনুভব করতে দিন	132
10.	দয়াদ্রভাবের জন্য উদ্যমশীল আচরণ	153
11.	লোকেদের কি প্রয়োজন তা বের করুন আর তা সমাধানের অংশী হোন	165
12.	শর্তহীন ভালোবাসা	175
13.	ভালোবাসা অন্যদের বিবরণ রাখে না	184

14. ভালোবাসা প্রকাশের জন্য ব্যবহারিক পন্থা 193

15. আমাদের কি উদ্দীপনার প্রয়োজন না এক আমূল পরিবর্তনের? 216

"ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের" আগন্তুক ও লেখকগণ

ডারলেন স্কিচ্ 13

মার্টিন স্মিথ 106

পাষ্টার পৌল স্ক্যন্লন 124

জন সি. ম্যাকসওয়েল 143

পাষ্টার টমী বারনেট্ 207

পরিচিতি

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন, এই শব্দ নিজে থেকেই মানবীয় কোন শব্দ নির্ঘন্টে ব্যবহৃত বাক্যে আশার স্ফুলিঙ্গ, উদ্দীপনাময় প্রজ্বলন এবং আনুগত্যশীল অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। সমুদয় ইতিহাসের মধ্যে আমূল পরিবর্তনের এই যে ধারণা তা জলন্ত কাঠের টুকরোতে এমনি তেল ঢেলে দিয়েছে যে তা অবসাদপ্রাপ্ত হৃদয়ের কাছে এক উৎসাহের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এই আমূল পরিবর্তন সেই সমস্ত লোকেদের কাছে এমন উদ্যম যুগিয়েছে যা তাদের নিজেদের থেকেও বিষয়গুলো বৃহৎ করে দেখতে সাহায্য করেছে এবং পূর্বতন নর ও নারীদের উদ্দেশ্যবিহীন অবস্থার মধ্যে এমন এক কার্য সম্পাদন করেছে যে তারা এরজন্য মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত। আর তারাই মহান নেতাদের জন্ম দিয়েছেন এবং এমন অনুসারী প্রজন্ন বিদ্দের উন্নত করেছেন যা বাস্তবে এই জগৎকে পরিবর্তন করে দিয়েছে।

এই প্রকার এক আমূল পরিবর্তন হল হঠাৎ, মৌলিক ও সম্পূর্ণ এক পরিবর্তন। এই আমূল পরিবর্তন সাধারণত এক উত্তম লোকের দ্বারা অথবা সামান্য কোন লোক দলের দ্বারা আরম্ভ হয় আর তারা ধারাবাহিকভাবে যেভাবে তারা অতীতে বসবাস করে এসেছে সেই ভাবধারায় বসবাস করাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তারা আশা করে যে কোন কিছু নিশ্চই, অতি অবশ্যই পরিবর্তন হবে আর তারা এইভাবে তাদের চিন্তাধারাকে এমনভাবে উন্নত করতে থাকে যতদূর পর্যন্ত না সেই জমির মাটি প্রসারিত হচ্ছে আর পরিশেষে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে ততোদূর পর্যন্ত তারা ইহাতেই লিপ্ত থাকে আর সেটা হয় প্রায় মৌলিক ভাবেই।

সরকার যখন জানতে পারে যে মানুষ তাদের নাগরিকত্বের সুযোগ নিয়ে সরকারের পতন ঘটাতে চলেছে তখনি এই জগৎ অতীতের ন্যায় এই আমূল পরিবর্তনকে অনুভব করেছে। আমেরিকার আমূল পরিবর্তনে ইহা ঘটেছে, ফ্রান্সের এবং রাশিয়ার আমূল পরিবর্তনে ইহা ঘটেছে (ইহাকে আবার বলা হয় রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির আমূল পরিবর্তন), অপ্রচলিত পন্থায় যে আমূল পরিবর্তন স্থান নিয়েছিল তাদের বেশ কিছুর নাম এই প্রকার ঃ অকেজো সমাজব্যবস্থা বা যে পন্থায় কাজগুলো করা হতো তার স্থানান্তর ঘটানো ও পুরাতন চিন্তাধার দূরে ফেলে দিয়ে নূতন ভাবধারার প্রতি আলোকপাত ঘটানো, এইভাবে বিজ্ঞানমূলক পন্থার আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল বা

শিল্পে আমূল পরিবর্তন স্থান নিয়েছিল। থমাস যাফরস্ন বলেছেন, ''প্রতিটি বংশের প্রয়োজন রয়েছে এক নূতন ও আমূল পরিবর্তনের।'' আর এটাই হল জগৎকে পরিবর্তিত করার পরবর্তি সময়, যা কিনা সমস্ত আমূল পরিবর্তনের উর্দ্ধে।'' আমাদের সেই প্রকার আমূল পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই যা ইতিহাসে পূর্ব প্রজন্মের কাছে আভ্যন্তরীণ ভূখণ্ডের মতিভ্রম ঘটিয়েছে আর তাই রাজনীতি, অর্থনীতি বা প্রয়োগ কুশলতা ভিত্তিক কোন আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের যেটা প্রয়োজন তা হল ভালোবাসার এক আমূল পরিবর্তন।

আমাদের জীবনে যে প্রকার আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপরতার প্রভাব বিরাজ করেছে তাকে যেন আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমরা সকলে যতদিন পর্যন্ত না পরিবর্তীত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছি ততদিন পর্যন্ত আমাদের জগতের কোন কিছুই পরিবর্তীত হবে না। আমরা প্রায় সময়ে ইচ্ছা প্রকাশ করি যেন আমরা নিজেদের জীবন যেভাবে উপভোগ করি ও প্রতিদিন যে প্রকার মনোনয়ন নিই সেইভাবে আমরা আমাদের বাস্তবতার বিষয়টি অনুভব না করেই যেন জগতের রূপান্তর ঘটাই।

যদি এই জগতের সকল লোক জানতে পারে যে কিভাবে গ্রহণ করতে হয় ও কিভাবে প্রদান করতে হয় তাহলে আমাদের এই জগৎ আমূলভাবে পরিবর্তিত হয়ে এক ভিন্ন স্থানে পরিণত হতো। আমার মনে হয় আমরা সকলেই এটা জানি যে আমাদের সমাজে কিছু একটা ভুল রয়েছে আর সেটার জন্য নির্ণয় নেওয়ার আমাদের প্রয়োজন কিন্তু কেউই জানে না যে এই বিষয়ে কি করতে হবে বা পরিবর্তন আনার জন্য কিভাবে তা আরম্ভ করতে হবে। এই জগতের প্রতি আমদের যে অবস্থান তা নিয়ন্ত্রণের বর্হিভূত আর তা হল ইহার প্রতি অভিযোগ জানানো ও এই চিন্তাকরা যেন, ''*এরজন্য কেউ কিছু করে।*'' তাই আমরা এই বিষয়ে এমনভাবে বলি বা চিন্তা করি যেন হয় সদাপ্রভু বা আমাদের সরকার অথবা কোন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে এমন কেউ আধিকারিক এই বিষয়ে তৎপর হয়। কিন্তু আসল সত্য হল আমাদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করতে হবে। তাই আমাদের শিখতে হবে এমন ভাবে জীবনযাপন করতে যা হবে সম্পূর্ণরূপে এক ভিন্ন অর্থে তা যেন যেভাবে আমরা জীবনযাপন করে এসেছি সেইভাবে না হয়। পরিবর্তীত হওয়ার জন্য আমাদের শেখার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে আমরাও সমস্যার অংশী।

আমরা যেটা বুঝতে পারি না সেটাকে আমরা সংবদ্ধ করতে পারি না আর তাই আমাদের প্রথম কাজ হবে যেন সমস্যার মূল বিষয়কে আমরা উল্লেখ করি। আজকে বেশীর ভাগ লোক কেন অসুখী? আর কেনই বা আজকে আমাদের পরিবারগুলো, প্রতিবেশী নগর এবং রাজ্যের মধ্যে এক তীব্র উত্তেজনা ও উদ্বেগভাব? আর কেনই বা লোকেরা এতটা প্রচণ্ড ও উদ্ধত? আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে ''লোকেরা পাপী তাই। আর সেইজন্য সেখানে সমস্যা।'' আমি আপনার মতবাদের সঙ্গে একমত, কিন্তু এই সমস্যার দৃশ্য বিষয় নিয়ে আমি এমনভাবে আদানপ্রদান করতে চাই যার সঙ্গে আমরা প্রতিদিনই সম্মুখীন হয়ে থাকি। আমি দৃঢ়ভাবে আস্থা রাখি যে এই সমস্ত বিষয়ের মূল উৎস এবং সেইসঙ্গে আরো অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে তা কেবল

স্বার্থপরতা। এই স্বার্থপরতা অতি অবশ্যই পাপের এক বর্হিপ্রকাশ। এটা এমনি যার বিষয়ে কোন একজন এইভাবে বলেছেন, ''আমি যা করতে চাই সেটাই করবো, আর ইহাকে পাওয়ার জন্য আমার যা কিছু করার তার সবটাই শেষ পর্যন্ত আমি করে যাবো।'' যখন কোন লোক সদাপ্রভু এবং তাঁর পন্থার বাইরে চলে যায় তখনি পাপের অস্তিত্ব বিদ্যমান হয়ে ওঠে।

আমরা '' উল্টোভাবে '' জীবন যাপন করার অভিপ্রায় করি তাই আমাদের প্রয়োজন একেবারে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পন্থায় জীবন যাপন করার। আমরা জীবন যাপন করি আমাদের নিজেদের জন্য আর তবুও যা আমাদের পরিতৃপ্ত করতে পারে সেখানে গিয়েও আমরা থেমে থাকতে চাই না। আমাদের প্রয়োজন রয়েছে যেন আমরা অন্যের জন্য জীবনযাপন করি আর এইভাবে যেন সেই অত্যাশ্চর্য রহস্যকে রপ্ত করি কেননা আমরা যা প্রদান করি সেটাই আমাদের কাছে ফিরে আসে আর তা বহুগুণে আশীর্বাদ নিয়ে আসে। আমি সেই পন্থাই পচ্ছন্দ করি। যেভাবে এক প্রিয় চিকিৎসক লূক এটাকে উল্লেখ করেছেন, ''আপনার জীবনকে আপনি উৎসর্গ করে দিন, তখন আপনি দেখবেন আপনার জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তা যে কেবলই ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাই নয়। কিন্তু তা দেওয়া হবে আলাদাভাবে ও আশীর্বাদের সঙ্গে। সেইভাবে আপনি যদি নাও পান তবুও যেন দিতে থাকেন। কেননা উদারচেতা মনোভাব উদারতা উৎপন্ন করে'' (লূক ৬ঃ৩৮ সংবাদ থেকে নেওয়া)।

অনেক সমাজে এমন অবস্থাও রয়েছে যাদের মধ্যে সত্বাধিকার নিজ অধীনে রাখা, দখল করে রাখা এবং সেইসঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা হল সেই লোকেদের কাছে এক মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রত্যেকে চায় ''*তারা যেন প্রথম স্থানে থাকে,*'' যা নিশ্চিতভাবেই নির্দেশ করে অন্যকোন একজনকে কোন একটি জায়গায় প্রথম স্থান নির্বাচন করলে বহু লোক হয়তো নিরাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। আর সেই কারণেই জগতে কেবলমাত্র লোকই এক নম্বর দৌড়বাজের স্থানে থাকে, কেবলমাত্র একজন লোকই কোন কোম্পানির সভাপতি অথবা কোন চলচ্চিত্রের পর্দার একমাত্র অভিনেতা বা অভিনেত্রী দেখতে পাওয়া যায়! কেবলমাত্র একজন লোকই সারা জগতের প্রধান লেখক ও চিত্রশিল্পী হবে! অতএব আমি মনেকরি আমরা সকলেই যেন একটা উদ্দেশ্য স্থির করি আর এরজন্য আমরা আমাদের উত্তম কাজটাই করে চলি। আমি এমন কিছুতে আস্থা রাখি না যে আমরা যেন সমস্ত কিছুই আমাদের জন্য করি এবং অন্য লোকেদের জন্য চিন্তা না করি।

এই বইটি লেখার পিছনে আমি প্রায় ষাট বৎসর জীবন যাপন করে এসেছি আর আমার মনে হয় এখানে কেবলমাত্র কিছু বিষয় জানার জন্যই ইহা আমাকে যোগ্য করে তুলেছে। নিজেকে সুখী করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন এবং কোন্ বিষয়টা কার্যকরী ও কোন্টা কার্যকরী নয় সেই নৈপূণ্য এড়িয়ে চলার জন্য আমি বেশ দীর্ঘ সময়কাল বসবাস বা ব্যয় করে এসেছি। যে অভিপ্রায়ে কাজ করার জন্য ইহা রচনা করা হয়েছে সেই স্বার্থপরভাব জীবনকে গতিশীল করে তোলে না আর এটা নিশ্চিত মানুষের জন্য সদাপ্রভুরও সেই ইচ্ছা নয়। আমি আস্থা রেখে এই বইয়েতে প্রমাণ করে দিতে পারবো যে এই স্বার্থপরতা প্রসঙ্গত এমন এক প্রধান সমস্যা যা আমরা এই

বর্তমান জগতে সকলেই তার সন্মুখীন হচ্ছি আর তাই ইহাকে অপসারিত করার আগ্রাসী মনোভাপন্ন আন্দোলনই হবে আমাদের এক উত্তর। তাই আমাদের প্রয়োজন রয়েছে স্বার্থপরতার উপরে আমরা যেন যুদ্ধ ঘোষণা করি। আর সেইসঙ্গে আমাদের প্রয়োজন রয়েছে ভালোবাসার সেই আমূল পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করার।

ভালোবাসাকে অতি অবশ্যই যেকোন তত্ব বা চিন্তা অথবা অনুভূতির উর্দ্ধে রাখতে হবে, ইহাকে কার্যে প্রকাশ করতে হবে। ইহাকে অতি অবশ্যই যেন অনুভব করা ও দেখা যায়। সদাপ্রভু হলেন ভালোবাসা। এই প্রেম বা ভালোবাসা ছিল আর ইহা সর্বদাই তাঁর চিন্তার মধ্যে রয়েছে। তিনি এসেছেন আমাদের ভালোবাসতে এবং কিভাবে তাঁকে ভালোবাসতে হয় তা শেখাতে ও কিভাবে আমরা নিজেদের ও অন্যদের ভালোবাসতে পারি তা মর্মস্পর্শী করানোর জন্যই তিনি এসেছিলেন।

আমরা যখন এটা করি, তখন জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে, আর সেটা যখন না করি তখন কোন কিছুই সঠিক ভাবে কাজ করে না। স্বার্থপরতার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করাই হল এর প্রধান উত্তর কেননা ভালোবাসা প্রদান করে কিন্তু অপর দিকে স্বার্থপরতা কেবলই গ্রহণ করতে থাকে। আমাদের আমিত্ব থেকে অতিঅবশ্যই বাইরে আসতে হবে আর যীশু এসেছিলেন কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যের জন্যই, ২ করিন্থীয় ৫ঃ১৫ তে আমরা যেমনভাবে দেখি যথা, ''আর তিনি সকলের জন্য মরলেন, যেন যারা জীবিত আছে, তারা আর নিজেদের উদ্দেশ্যে নয় কিন্তু তাঁরই উদ্দেশ্যে জীবনধারণ করে যিনি তাদের জন্য মরেছেন ও উত্থাপিত হয়েছেন।''

সম্প্রতি আমি যখন এই জগতের সমস্ত প্রকার সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলাম যথাঃ সহস্রাধিক অনাহারী শিশু, AIDS, যুদ্ধ, অত্যাচার, মানবীয় যোগাযোগ, আত্মীয়দের মধ্যে যৌন সংগম এবং আরো বহু কিছু, তখন আমি সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, ''এই সমস্ত কিছু যখন সারা জগতে ঘটে চলেছে তখন কিছু না করে তুমি কেবল কিভাবে দাঁড়িয়ে সেগুলো দেখছো?'' আর সেই সময় আমি শুনতে পাই, সদাপ্রভু আমার আত্মার মধ্যে কথা বলছেন, ''আমি লোকেদের মধ্য দিয়েই এই কাজ করি, আর আমি এই জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছি যেন লোকেরা নিজে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ইহার জন্য কিছু করে।''

ঠিক যেমনভাবে শতসহস্র লোক চিন্তা করে, আপনিও হয়তো সেই একই ভাবে চিন্তা করছেন, আমি জানি জগতের সমস্যা রয়েছে, সেগুলো এতই বিশাল ও প্রকাণ্ড যে এরজন্য আমি কি করতে পারি যা ভিন্নতা নিয়ে আনতে সমর্থ করবে? এইভাবে মন্দতা যখন ধারাবাহিকতার সঙ্গে বিজয়ী হয়ে চলছে তখন এটাই হল এমন এক প্রকার চিন্তাধারা যা আমাদের পঙ্গু করে রেখেছে। তাই আমরা যা করতে পারি না সেই বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা করা থেকে বিরত থাকতে হবে আর আমরা যেটা করতে পারি সেই কাজ করার জন্য উৎসাহী হতে হবে। এই বইয়েতে, আমি এবং সেইসঙ্গে বেশ কিছু অতিথি লেখকদের যোগ দেওয়ার জন্য বলেছি যারা আপনাদের সঙ্গে এমনি বহু চিন্তাধারা আলোচনা করবেন যা আমাদের এই নূতন আন্দোলনের এমনি এক অংশ হয়ে

উঠবে যেন তা আমাদের যোগ্য করে তোলে ও এই জগতে মৌলিক ও ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

এই জগৎ যখন অধোমুখ হয়ে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে তখন কোন কিছু না করে কেবলমাত্র দাঁড়িয়ে থাকাটাকে আমি অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করি। যে সমস্ত সমস্যা আমি দেখতে পাচ্ছি তার সমস্তটা আমি হয়তো সমাধান করতে পারবো না কিন্তু আমার যতোটা সাধ্য ততটা করার চেষ্টা আমি করবো। আমার প্রার্থনা হল এটাই যেন আপনিও আমার সঙ্গে যোগ দেন আর অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকূলে দাঁড়ান এবং যেভাবে আপনি জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলতে চান সেই জায়গাগুলোতে মৌলিক পরিবর্তন আনার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতে আগ্রহী হন। অন্যরা আমাদের জীবনের প্রতি যা করে চলেছে সেই ভাবেই যেন আমাদের জীবনধারা থমকে না যায় কিন্তু আমরা তাদের জন্য কি করতে পারি সেটাই যেন জীবনের প্রকৃত প্রতিফলন হয়।

আমাদের জীবনধারণের প্রতিটি সময়েই প্রয়োজন হয়ে পড়ে এক আদর্শ এবং নির্ভরতা বা যোগ্যতার। আমরা জয়েস মেয়ারের সেবাকার্য থেকে প্রার্থনা সহকারে এমনি এক শর্ত অঙ্কন করেছি যেন এর দ্বারা আমরা জীবনযাপন করতে বদ্ধ পরিকর হই। এরজন্য আপনি কি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন?

আমি অনুকম্পাকে **প্রাধান্য দিই** আর নিজের
অজুহাত বিসর্জন দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়াই আর সদাপ্রভুর স্বাভাবিকভাবে ভালোবাসায়
জীবনযাপন করতে আমি **সমর্পিত হই।**
কোন কিছু না করা আমি **অপছন্দ** করি আর
এটাই আমার সংকল্প।
আমি ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনকারী।

কোন কিছু না করাটাকে আমি প্রত্যাখ্যান ও অগ্রাহ্য করেছি। আর এটাই আমার সংকল্প। আমি হলাম ভালোবাসার সেই আমূল পরিবর্তনকারী।

আমি প্রার্থনা করি যেন এই বাক্য সকল আপনার জীবনের এক নূতন আস্থা সূত্র হয় যার দ্বারা আপনি প্রকৃত জীবন যাপন করতে পারেন। অন্যরা কি করবে তা দেখার জন্য আপনি যেন কোন ভাবেই দেরী না করেন। আর এই অন্দোলন কিভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার জন্যও আপনি যেন দেরী না করেন। এটা হল এমন একটা বিষয় যা আপনি নিজে থেকে নিশ্চিত করবেন। এটা এমনি এক সর্মপণ যার জন্য আপনি নিজে থেকে মনোনয়ন নেবেন। তাই নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন ঃ ''আমি কি ধারাবাহিকভাবে সমস্যায় অংশগ্রহণ করবো না কি এর উত্তরের জন্য অংশগ্রহণ করবো?'' আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেন ইহার উত্তরে অংশগ্রহণ করি। ভালোবাসা হবে আমার জীবনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।

নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে থাকুন ঃ আমি কি ধারাবাহিকভাবে সমস্যায় অংশগ্রহণ করবো না কি এর উত্তরের জন্য অংশগ্রহণ করবো?" আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেন ইহার উত্তরে অংশগ্রহণ করি।

আপনি নিজের সম্বন্ধে কি মনে করেন? আপনি কি আজকের এই জগতের সমস্যার প্রতি স্থায়ী রূপদানকারী হয়ে থাকবেন? তারা যে কোন সময়েই ছিল না এই বিষয়ে আপনি কি ভণিতা করবেন না কি তা এড়িয়ে যাবেন? না কি আপনি ভালোবাসার সেই আমূল পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করবেন?

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন

প্রথম অধ্যায়

1

জগতের মধ্যে কি রয়েছে যা অবৈধ?

আমি কেবল একজন হলেও আমি কিন্তু একাই, তাই আমি
সমস্ত কিছু করতে পারি না আর যেহেতু আমি সমস্ত কিছু করতে পারি না
তাই আমি যেন কিছু করার জন্য নিজেকে প্রত্যাখ্যান না করি।
এডোয়ার্ড এভারীট হেল

সকালে বসে কফি পান করতে করতে জানলা দিয়ে বাইরের সুন্দর দৃশ্য আমি যখন উপভোগ করি তখন ঠিক সেই সময়েই ৯৬৩ মিলিয়ন লোক খিদের জ্বালায় কষ্ট পায়।

প্রতিদিন এক ডলারেরও কম পরিমান অর্থ এক বিলিয়নেরও বেশী লোক নিজের জন্য রোজকার করে থাকে।

আর কেবলমাত্র এই দারিদ্রতার জন্যই ত্রিশ হাজার শিশু আজকে মারা যাবে। তারা মারা যাচ্ছে এই জগতেরই সবথেকে দারিদ্রতম গ্রামের কোন না কোন একটি জায়গা থেকে - আর এরাই আবার এই জগতের মানুষের বিবেক বোধের বাইরে অপসারিত হয়ে পড়েছে। ইহার অর্থ হল ২১০.০০০ লোক প্রতি সপ্তাহে মারা যাচ্ছে আর বৎসর হিসাবে তার সংখ্যায় প্রায় ১১ মিলিয়ন আর তাদের মধ্যে বেশীরভাগই হল পাঁচবৎসরের নিচে বসবাসকারী ছেলে ও মেয়ে।

এই জগতে ২.২ মিলিয়ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে ৬৪০ মিলিয়ন মারা যাচ্ছে কেবলমাত্র যথাযথভাবে বাসস্থানের অভাবে। ৪০০ মিলিয়ন মারা যাচ্ছে পরিষ্কার পরিশ্রুত জল পান না করার অভাবে, আর ২৭০ মিলিয়ন যে কোনভাবে প্রকৃত প্রয়োজনীয় ঔষধের অভাবে।

এই সমস্ত পরিসংখ্যন আমাকে যেভাবে বিভ্রান্ত ও বিস্মৃত করে তুলেছে তা কি আপনার মনকেও সমানভাবে নাড়া দিচ্ছে? এই জগতে আবহমান বিষয়গুলো আমাদের জীবনকে অভিভূত করে তোলার মতো চিন্তাশীল এক বিষয়। এই সমস্ত বিষয়গুলো ঘটে চলেছে আমাদের এই পার্থিব জগতে এবং আমাদের চোখের সামনে। আমি অনুভব করতে পারছি যে পরিসংখ্যন আপনি এইমাত্র পড়লেন তা হয়তো যে নগর ও দেশে আপনি বসবাস করছেন তার সঙ্গে ইহার কোন মিল বা তা আপনার প্রযোজ্য বিষয় নয়। কিন্তু আজকে অন্য যে কোন সময়ের থেকে আমরা সকলেই এই জগতের এক নাগরিক। আমরা এই জগৎ সংসারের এক সম্প্রদায় আর মানবীয় সম্প্রদায়ের এই সদস্যরা অভাবনীয় ও অনিবাচনীয়ভাবে কষ্ট পাচ্ছে।

আমার প্রস্তাব এটাই ইহা হল জগৎ সংসারের সামনে উঠে দাঁড়ানোর জন্য এক আহ্বান - একজন যে আমাদের আত্মতুষ্টি থেকে, আমাদের অজ্ঞানতা থেকে বা কঠিনতার অনীহা থেকে গাত্রোত্থান ঘটাবে এবং দারিদ্রতা এবং যন্ত্রনার হাত থেকে, হারিয়ে যাওয়া ও অভাবের হাত থেকে, অন্যায় এবং অত্যাচার এবং জীবনে বেঁচে থাকার যে অবস্থা যা মানবীয় জীবন যাপনে সুস্বাস্থ্য বা সাধারণ উৎকর্ষ বা পদমর্যাদার ভার বহনের ক্লান্তি ডিঙ্গিয়ে জীবনকে আন্দোলিত হতে সাহায্য করবে ও সেইভাবেই তাদের বাঁচাবে। প্রসঙ্গত, ইহা হল ভালোবাসার সেই আমূল পরিবর্তনের সময়।

একটি ছোট মুখ ও ছয় স্ফোটক বিশিষ্ট দাঁত

কাম্বোডিয়াতে, জয়েস মায়ারের মিনিষ্ট্রির মেডিকেল আউটরিচের সময়ে এক দন্ত চিকিৎসক যিনি তাঁর সময়কে আমাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ব্যয় করে সেখানে গিয়ে একটি ছোট শিশুর একুশটি দাঁত তোলাতে সাহায্য করেছিলেন, এদের মধ্যে ছয়টি দাঁত ছিল স্ফোটক বিশিষ্ট। এইরকম একটা যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা আমার স্বামীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখন আমরা অষ্ট্রেলিয়া সফর করেছিলাম সেই সময়ে তারও অসহ্য দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছিল। তিনি সত্য সত্যই অসহায় ও জঘন্যঅবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন কেননা সেই সময় তিনি বিমানের মধ্যে থাকায় কোন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তাই রাত্রি ১০টার সময়ে যেই আমরা বিমান থেকে নামলাম, তখন কোন একজন দন্ত চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করলেন আর তার দ্বারা তিনি সাহায্য লাভ করলেন। কিন্তু সেই ছোট মেয়েটির বিষয়ে এবং তার সঙ্গে আরো যে হাজার হাজার শিশু রয়েছে যারা এইভাবে প্রতিদিন বেদনাগ্রস্থ হয়ে যন্ত্রণাভোগ করে চলেছে তাদের সম্বন্ধে তাহলে কি বোধ হয়, যাদের মধ্যে নেই কোন ঔষধ নাতো কোন রকমের মেডিকেলের সুযোগ? তাই কিছু সময় নিয়ে এই বিষয়ে একটু ভাবুন। আর যার একুশটি দাঁত নষ্ট হয়ে গিয়ে যন্ত্রনায় কষ্ট পাচ্ছে ইহা তার কাছে কেমন মনে হচ্ছিল?

এই প্রকার অকল্পনীয় বহু বেদনা রয়েছে। ইহা রয়েছে এই জগতের নির্জন গ্রামগুলোতে যাদের মধ্যে এই প্রকার প্রকৃত বাস্তব ঘটনা নিয়তই ঘটে চলেছে। আমাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই

তাদের সম্বন্ধে জানি না অথবা সব থেকে ভালো উপায়ে তাদের সম্বন্ধে যেটুকু জানি তা কেবলমাত্র কোন ছবি বা দূরদর্শনের পর্দায় হয়তো আমরা দেখে থাকি। আর তখন আমরা বলি, ''এটা কতো লজ্জা জনক ঘটনা। এই বিষয়ে সত্য সত্যই কারো কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে,'' আর তারপরেই আমরা পুনরায় আমাদের সকালের কফি পান করতে করতে জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য উপভোগ করতে আরম্ভ করে দিই।

অকিঞ্চিতকর বস্তু যখন মূল্যবান এক সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়

ক্যাম্বোডিয়ার অকিঞ্চন এক আঁস্তাকুড়ে গেহি নামে দশ বৎসরে এক মেয়ে বসবাস করতো। তার বয়স যখন চার বৎসর তফনি সে সেখানে চলে গিয়েছিল। তার বাবা ও মা তাকে আর সাহায্য করতে পারছিলেন না। তাই তারা তার বড় বোনকে বললো যেন সে তাকে সঙ্গে নেয়। তারা দুজনে যে ভাবে জীবন যাপন করতো তা হল সেই আস্তাকুঁড়। এখানেই তার থাকে আর এখানেই কাজ করে। গেহি, সপ্তাহের সাত দিন সেখানে ব্যয় করে আর আস্তাকুঁড়ে নিজের হাতে এক খন্ড লোহার শিকের সাহায্যে বা নিজের হাতেই সেই অকিঞ্চন আস্তাকুঁড়ে গর্ত খুঁড়ে কিছু খুঁজতে থাকে যেন খাবারের জন্য কিছু কাগজের টুকরো বা কটোরা বেচে পেট ভরাতে পারে। সে সেই আস্তাকুঁড়ে প্রায় ছয় বৎসর ধরে বসবাস করছে, তাদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা তার থেকেও বেশী সময় ধরে।

এটা বুঝে ওঠা আপনার কাছে এতটাই প্রয়োজনীয় যে ইহা হল নগরীর অকিঞ্চিন এক আস্তাকুঁড় আর এখানেই প্রতি রাত্রিতে আবর্জনার এবং নোংরার গাড়ী যাতায়াত করতে থাকে যারা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে জমা হওয়া সমস্ত আর্বজনাকে এই অকিঞ্চন জায়গাতে ফেলে আসে। এখনে শিশুরা অন্ধকার থাকতে থাকতেই কাজ করে, আর তারা মাথায় শিরোস্ত্রাণ পরিধান করে আলোর সাহায্যে আর্বজনা জমা করতে থাকে কেননা সব থেকে ভালো আর্বজনা তখনি পাওয়া যখন তা প্রথমে এসে পৌঁছায়।

এই অকিঞ্চন আস্তাকুঁড়ে আমার যখন পরিভ্রমণের করি তখন কোন এক সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞাসা করে এই বিষয়ে আমি কি চিন্তা করছি। আমি যখন আমার চিন্তাধারা সাবলীল ও সুসংবদ্ধ করার চেষ্টা করছি তখন আমি অনুভব করতে পারলাম সেই অবস্থা যেন আঁতকে ওঠার তাই এই বিষয়ে কিভাবে চিন্তা করতে হয় তা আমি জানতাম না। সেই অধঃপতনের গভীরতা স্বাভাবিকভাবেই আমার মনের মধ্যে পরিগণনা করতে পারছিলাম না যাকে আমি ভাষার মধ্যে প্রকাশ করি। কিন্তু আমি সংকল্প নিতে পেরেছিলাম ইহার বিষয়ে আমি কিছু করবো।

ইহার জন্য আমাকে প্রায় দীর্ঘ এক বৎসর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছিল যেন সেই বিষয়টিকে নিয়ে বেশ কিছু লোকেদের কাছে বলি আর এরজন্য আমাদের মিনিষ্ট্রির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল

যেন আমাদের অংশ থেকে এবং আমার নিজের অর্থও এই কাজে ব্যয় করি। এরজন্য আমরা দুটি বিরাট বাসকে এই কাজের জন্য জোগাড় করতে পেরেছিলাম ও তাদের ভ্রমণকারী ভোজনালয়ে রূপান্তর করতে পেরেছিলাম। তারা সেটাকে অকিঞ্চন আস্তাকুঁড়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ছেলে মেয়েদের সেই বাসের মধ্যে বসিয়ে উত্তম ভোজনের ব্যবস্থা করে বেশকিছু ভালো পাঠ তাদের শিখিয়ে ও লিখিয়ে উত্তম ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে তৎপর হয়েছিল। যীশুর ভালোবাসার কথাও আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করি কিন্তু তারা যে আমাদের ভালোবাসার প্রার্থী ইহা আমরা শুধু শুধু বলিনি। আমরা সেটা প্রকাশ করতে পারছিলাম ব্যবহারিকভাবে তাদের জীবনে প্রয়োজন মেটানোর দ্বারা।

সদাপ্রভুর অভিপ্রায়ই যথেষ্ট নয়

আমি একবার একটা লোকের গল্প শুনেছিলাম যিনি এক ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে রাশিয়া গিয়েছিলেন যেন সেখানে লোকেদের যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে ও তাঁর ভালোবাসার কথা বলতে পারেন। তার সেই পরিভ্রমণের সময়ে বহু লোক খিদেতে কষ্ট পাচ্ছিল, তিনি যখন দেখলেন একটা লাইন খাবারের জন্য অধির আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে তখন তিনি হাতে কয়েকটি সুসমাচার পুস্তিকা নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন আর সেই লাইনের লোকেদের একাট করে পুস্তিকা দিয়ে বলতে লাগলেন যীশু তাদের ভালোবাসেন। এখানে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন, তিনি তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন আত্মিকভাবে। কিন্তু সেখানে এক মহিলা তার দিকে তাকিয়ে উদাসীনতার সঙ্গে বললেন, '' আপনার মুখের কথা অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু সেই কথা আমাদের অসম্পূর্ণ পেটকে পরিপূর্ণ করতে পারছে না।''

আমি শিখেছি যে সদাপ্রভু তাদের ভালোবাসেন এই সুসংবাদ শুনে বেশ কিছু লোক প্রচণ্ডভাবে আঘাত পাচ্ছেন। আর তাই এই ভালোবাসকে যেন তারা ভালোভাবে অনুভব করতে পারে তার জন্য যে পন্থায় আমরা এটাকে উত্তমভাবে করতে পারি তা হল আমরা যেন তাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলো মেটাই, আর সেইজন্য এই কথা যোগ করে বলতে পারি যে তারা ভালোবাসার অনুরাগী।

বাক্যই যে যথেষ্ট এই বিষয়ে চিন্তা করা বা বলাতে আমাদের অতি অবশ্যই সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু যীশু নিশ্চিতভাবে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন সেই সঙ্গে যারা অত্যাচারিত

বাক্যই যে যথেষ্ট এই বিষয়ে চিন্তা করা বা বলাতে আমাদের অতি অবশ্যই সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

তাদের তিনি আরোগ্যদান এবং তাদের প্রতি উত্তম কাজ করার জন্যও এগিয়ে গিয়েছিলেন (দেখুন প্রেরিত ১০ঃ৩৮)। কথা বলা যথেষ্ট মূল্যবান নয়, আর এরজন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টারও প্রয়োজন

হয় না কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা প্রকাশ করা হল মূল্যবান বিষয়। ইহার জন্য সদাপ্রভুকে তাঁর একমাত্র পুত্রকে মূল্যস্বরূপ দিতে হয়েছিল। সেইসঙ্গে আমাদের প্রতিও সেই ভালোবাসাকে প্রভাবিত করার জন্য অনুমোদন জানিয়ে ছিলেন যার মূল্যও আমাদের কাছে প্রচুর। হতে পারে ইহার জন্য আমাদেরও হয়তো বিনিয়োগ করতে হতে পারে কিছু সময়, কিছু অর্থ, কিছু প্রচেষ্টা অথবা এমনকি আমাদের অধিকার পর্যন্ত - কেননা এই সমস্ত কিছুর এক মূল্য রয়েছে!

সদাপ্রভু আমাদের মূল্য গণনা করেছেন

আমার স্বামীর সঙ্গে কফি পান করার ঠিক কিছু পরেই পুনরায় দুপুরে ভোজনের জন্য আমরা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গাতে যাচ্ছিলাম। এরজন্য হতে পারে সেখানে আমারা প্রায় দুইঘন্টা সময় ব্যয় করবো কিন্তু ঠিক তখনি এই নিরূপিত সময়ের মধ্যেই ২৪০ টি শিশু যৌন ব্যবসায়ীদের হাতে শ্রম শিল্পের জন্য কৌশলে অপহৃত হয়ে যাবে যার অর্থ হল আমরা যদি ইহার জন্য কোন ব্যবস্থা না নিচ্ছি তবে প্রতি মিনিটে দুইজন করে শিশু কোন একজনের স্বার্থপরতা ও লালসার স্বীকর হয়ে তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেবে। এরজন্য আমরা কি করতে পারি? এরজন্য আমরা যে কোন প্রকারের যত্ন নিতে পারি। আমরা অন্য কোন লোককে এই কথা বলতে পারি, আমরা প্রার্থনা করতে পারি অথবা আমরা এরজন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে পারি। এই প্রকার শিশু ও মহিলাদের জঘন্যতম অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আনার জন্য যথাযথভাবে আমরা কোন সেবাকার্যকে বা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলতে পারি, অথবা সদাপ্রভু যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন তবে আমরা সেই অবহেলিত জায়গায় কাজ করতে পারি। যদি পূর্ণ সময়ের জন্য কোন কার্যকারী বা সেইরকম কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু কাজ করার জন্য বিবেচনা করতে পারি অথবা অল্প সময়ের জন্য মিশন কাজের জন্য বেড়িয়ে পড়তে পারি।

যৌনতার দাসত্ব

আপনি যখন ভগ্নপ্রায় এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন মেষের ধ্বংসাবশের এঁদো গলি দিয়ে হেঁটে যান তখন লোহার টুকরোগুলোকে এবোড়েখেবড়ো ভাবে সেখানের অট্টালিকাতে একসঙ্গে লেগে থাকতে দেখেন আর পচা জঙ্গলের মধ্য থেকে বাতাসে ভেসে আসা জঘন্য গন্ধ এবং মানুষের নোংরা কাপড়ের টুকরোর নিদর্শন গুলো আপনার চোখে পড়ে। আর আপনার পিছনেই ঠিক রাস্তার উপরের দিকে শিশুদের কান্নার অস্পষ্ট আর্তনাদের চিৎকার, ও চাপা কান্না, রাগ এবং রোষ যেন আপনার কানে ভেসে আসে, আর সেই উদাসীন রাস্তার মধ্যে একের পর এক দলছুট কুকুরের ঘনঘন গর্জনের আওয়াজও কানে ভেসে আসে।

তখন আপনার সংবেদনশীলতার বোধবুদ্ধি নিশ্চিত করে দেয় যে আপনি কি অনুভব করছেন। আর তখন আপনার সন্দেহের আর কোন অবকাশই থাকে না যে এই জায়গাটা

মন্দতায় পরিপূর্ণ। আপনার দিকদিয়ে ইহা চিন্তা করা তখন এতটাই কঠিন পড়ে যে এই জায়গাটা এমনি যা অনৈতীক ও খারাপ লোকেদের দ্বারা তৈরী হয়েছে যেখানে খারাপ লোকেরা শিশুদের যৌনতার জন্য এখানে বেচে দেয়।

তার বয়স যখন কেবলমাত্র সাত বৎসর তখনি এই জীবন্ত নরক সামরাওয়ার্ক হোমে পরিণত হয়। বারো বৎসর বয়সে তাকে যখন বাস স্টপ থেকে উদ্ধার করে আনা হল তখন ছোট্ট বালিকা হিসেবে তাকে বেচে দেওয়ার ফলে তার জীবনধারার অবনতি হয়ে পড়েছিল। তার গায়ের চামড়া এবং শরীরের হাড়, আবেগের দিক দিয়ে এমনি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল যে চোখ দুটো যেন ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল আর নিজেকে প্রকাশ করার কোন ভার তার নিজের মধ্যে ছিল না। প্রায় পাঁচবৎসর বয়স থেকেই সে এই লালসার বিকৃত পথের বলি হয়েছিল আর তার ছোট শরীরকে অমান্য করে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তারা তাকে বিরাট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতো। যেহেতু সে ছোট ছিল তাই তারা তাকে এক ডলারের পরিবর্তে বরং তিন ডলার দিতো।

এই নিগ্রহের ফলে তার মহিলা অঙ্গের গোপন জায়গাটা এতটাই ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল যে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করার জন্য তার প্রতি প্রচুরভাবে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আধ্যাত্মিক ও আবেগগতভাবে হানিকর অবস্থায় কষ্ট পাওয়ার থেকেও তার পুরো শরীর শারীরিক ভারসাম্যের তুলনায় অত্যন্ত গৌণ হয়ে পড়েছিল।

সামারওয়ার্ক দলটি HIV জীবানু নির্ণয় করার জন্য পারদর্শি ছিল। এক অনাথ শিশু হিসেবে, তার মা বাবা সম্বন্ধে কোন স্মৃতি তার মনে পড়ছিল না। ঠিক অন্যান্য আরো সকলের মতো সেও যেন মন্দতার এক অকল্পনীয় অন্ধকারের ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল।

পরিসংখ্যন [১] বলে ঃ

- প্রতিবৎসর ১.২ মিলিয়ন শিশু এই বেআইনি ব্যবসার শিকার হয়ে পড়ে। এই সংযোজনের মধ্যে প্রায় মিলিয়ন ইতিমধ্যেই বেআইনি ব্যবসার শিকার হয়ে পড়ে, আর মিলিয়ন প্রায় ইতিমধ্যেই এক বেআইনি ব্যবসার মধ্যে বন্দি হয়ে গিয়েছে।
- প্রতি দুমিনিটের মধ্যে একজন শিশুকে প্রস্তুত করা হচ্ছে যৌন কাজে শোষণ করার জন্য।
- গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় ত্রিশ মিলিয়ন শিশুর বাল্য জীবন যৌনজাত শোষনে হারিয়ে গিয়েছে।

এই অধ্যায়ে যে দন্ত চিকিৎসকের কথা আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যিনি জয়েস মেয়ার মিনিষ্ট্রির মেডিকেল আউটরীচে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইহা স্থান নিয়েছিল এই পৃথিবীর তৃতীয়তম একটি দেশে। এরা অন্য কোন লোকের কর্মী যারা আমাদের মতো লোকেদের সাহায্য করেন কিন্তু

এদের সকলেই এক অত্যাশ্চার্য্য স্বেচ্ছাকর্মী (ভলেন্টিয়ার) যারা নিজেদের কাজের মধ্য থেকে সময় বের করে নেয় আর নিজেদের খরচায় আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন। তারা দিনে বারো থেকে ষোল ঘন্টা কাজ করেন তা আবার এমন জায়গায় যে তাপমাত্রায় কাজ করতে তারা অভ্যস্থা নয় নাতো কোন ঠান্ডা বাতাসের ব্যবস্থা আর নাতো কোন পাখার বন্দোবস্ত রয়েছে। তারা কাজ করে নির্জন গ্রামে, তাম্বুর নিচে, সেখান থেকেই তারা লোকেদের সাহায্য করতে সম্ভবপর হয় যেখানের লোকেরা কোন প্রকার ঔষধপত্র বা মেডিকেল সাহায্য পায় না। সেখানে আমরা জীবনদায়ী ঔষধ এবং যন্ত্রণা থেকে লাঘব হওয়ার ঔষধ দিতে সমর্থ হয়েছি। আমরা তাদের ভিটামিন দিই,তাদের খাওয়াই সেইসঙ্গে তাদের জানতে দিই যে যীশু বাস্তবিক তাদের ভালোবাসেন। তাদের প্রত্যেককে সুযোগ দেওয়া হয় যেন তারা যীশুকে গ্রহণ করতে পারে আর তাদের অধিকাংশ লোক তা করার জন্য মনোনয়ন নেয়। আমি যখন সেই চিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, সেবিকা এবং অন্যান্য মেডিকেল সরবরাহকারীদের স্মরণ করি যারা আমাদের অত্যন্ত আবেগ উচ্ছল অবস্থায় বলেছিলেন যে কিভাবে না তাদের এই ভ্রমণ তাদের জীবনকে চিরকালের জন্য পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমরা তাদের ধন্যবাদ দেওয়ার চেষ্টা করি আর তারাও আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে জানাতে চায় যে তাদের জীবন সর্বকালের জন্য কি ভাবেই না তাদের চোখ খুলে দিয়েছে।

এই ক্যাম্বোডিয়া ভ্রমণের সময়ে আমরা আমাদের সেবাকাজের আয় ব্যয়ের এক হিসেবকারীকে সঙ্গে নিয়েছিলাম যদিও তিনি আমাদের আউটরিচের মিডিয়া উপস্থাপনার বিষয়টি দেখাশোনা করেন আর তিনি নিজে থেকে যা দেখছেন তা তার জীবনকে সত্যই প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেছেন ঃ " আমি বাস্তবে অনুভব করছিলাম যে আমি যেন আমার সমুদয় জীবনে বাতাসে এবং ঘাসের উপরে জীবনযাপন করেছি।" তার বলার অর্থ ছিল যে তিনি যেন বাস্তবতা থেকে বহু দূরে ছিলেন। আর আমার মনে হয় আমাদের অনেকেই প্রায় সেই প্রকার। আমি অনুভব করতে পারছি যে এই জগতের সকলে হয়তো পৃথিবীর তৃতীয় জগতে গিয়ে সেখানের লোকেরা কিভাবে জীবন যাপন করার জন্য দৈহিকভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে তা দেখতে পাবেন না কিন্তু আমরা যখন তাদের বিষয়ে পড়ি বা টেলিভিশানে তাদের দেখি তখন কম করে তাদের কথা স্মরণ করতে পারি যে এমন কিছু যা আমরা পড়লাম ও দেখলাম তা এই প্রকার বহু লোকের জীবনে ঘটছে। সদাপ্রভু এই লোকেদের ভালোবাসেন আর এখন তিনি আমাদের কাছে আসছেন যেন এই বিষয়ে কিছু করেন।

সঠিক খাদ্যের অভাবে অপুষ্টি

মিরেট এই জগৎকে এক ভিন্ন দিক দিয়ে দেখে। অঙ্গাচা যা ইথিয়োপিয়ার এক ছোট্ট গ্রাম, এখানে সে অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ভালোভাবে মানিয়ে চলার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে কিন্তু যোকোনভাবেই হোক না কেন সে অন্যান্যদের মতো নয়।

মিরেট স্বাস্থ্যবতী হয়েই জন্মগ্রহণ করে কিন্তু প্রতিদিন খাদ্যের অভাবে সে রোগা হয়ে যায় আর পরিণাম স্বরূপ তার শিরদাঁড়া আরো বাঁকা হয়ে যায় যা তাকে চলাফেরা করাতে অসুবিধায় ফেলে, ফলে সে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতে পারে না। আর এটা এতই বাড়তে থাকে যা তার পিছনের ডান দিককে যেন অশোভন করে তোলে আর সেটা এতটাই বড় যে সেটা লুকোনোও সম্ভব নয় সেইসঙ্গে সেই জায়গা এতটাই যন্ত্রণাদায়ক যে তা এড়িয়ে যাওয়াও যায় না। তার হাত যত দুর্বল হয় সেও ততই যেন দুর্বল হয়ে ওঠে।

মিরেটের এই ব্যাথ্যা সম্বন্ধে যদি কেউ জানে তবে তা হল তার বাবা এ্যাবেব, তিনি অন্য কোন কিছুর থেকে একটা কাজ বেশী **করতেন**, আর তা হলো তার সন্তানকে খাওয়ানো . . . তিনি তার সুন্দর মূল্যবান কন্যাটিকে সুস্থ করে তুলতে চান। মিরেট যদি ভালো খাবার নেয় যা তার শরীরের জন্য প্রযোজ্য তবে তার হানিকর অবস্থা বন্ধ হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার সমাধানের জন্য কোন আশাই যেন নেই।

এইভাবে দিনের পর দিন, এ্যাবেব তার শিশু কন্যাকে ভালোভাবে খাওয়াতে না পেরে যেন এক দ্বন্দের মধ্যে আপ্রাণ যুদ্ধ করতে থাকে। তিনি এটাও জানতেন যে তার শরীরে এমন কিছু একটা রয়েছে যার কোন পরিবর্তন হবে না, আর এইভাবে মিরেটের অবস্থা খারাপের দিকেই এগিয়ে যাবে। আর অতি শীঘ্র সে চলাফেরা করতে পারবে না আর একদিন মারা যাবে।

আজকে মিরেট জানে যে খিদের কষ্ট কেমন . . . আর এই ব্যাখ্যা যেন তাকে অন্য সকলের থেকে আলাদা করে রেখেছে। আর সে জানতো যে তার কাছে প্রতিটি দিন আগের দিনগুলো থেকে খারাপ হয়ে পড়বে।

International Crisis Aid'এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে Joyce Meyer Ministry মিরেটের জন্য খাবার যুগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পেরেছে যার দ্বারা সে জীবনধারণ করতে পারবে আর এইভাবেতার শিরদাঁড়ায় অবনতির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। কিন্তু সেখানে আরো অনেক মহামূল্যবান শিশু সন্তান রয়েছে . . . মিরেটের মতো আরো বহু, অনেক রয়েছে . . . যাদের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের সাহায্যের, আমরা যেন এইভাবে খাদ্যের অভাবের প্রতিকূলে যুদ্ধ করে তাদের জয়ী করতে পারি।

পরিসংখ্যান [২] বলে ঃ

- ঠিক এই মুহূর্তে এই পৃথিবীতে আনুমানিক ৯৬৩ মিলিয়ন লোক ভুখা বা উপোসী থাকে।
- প্রতিদিন প্রায় ১৬,০০০ শিশু সন্তান এই খিদে জাতীয় বা খাদ্য অভাবে মারা যায় যার সময়কাল প্রতি এক সেকেণ্ডে একটি করে শিশুর মৃত্যু ঘটে।

- ২০০৬ সালের মধ্যে প্রায় ৯.৭ মিলিয়ন শিশু সন্তান তার পাঁচ বৎসর কালীন জন্মদিনে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যুবরণ করেছে। এই মৃত্যু ঘটেছে উন্নতশীল দেশগুলোর মধ্যে আর তাদের চার পঞ্চমাংশ হল উপ সাহারা আফ্রিকা এবং সাউথ এশিয়াতে এই দুটি অঞ্চল আবার খিদের জ্বালা এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের শীর্ষ তালিকায় রয়েছে।

পৃথিবীর ভিত্তিমূলে যেন এক ফাটল

ইহা আমার কাছে এমনি মনে হচ্ছে যেন এই পৃথিবীর সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা ফাটল রয়ে গিয়েছে আর এরমধ্যে আমরা সকলে নিশ্চলভাবে বসে থেকে এই হ্রাসপ্রাপ্ত মন্দ অবস্থাকে কেবল দেখছি। আপনি যদি সর্তক হয়ে শোনেন তবে আপনি শুনতে পাবেন যেখানে লোকেরা প্রায় প্রতিটি জায়গাতে বলে চলেছে ''এই পৃথিবী যেন হ্রাসপ্রাপ্ত হতে চলেছে।'' এটাকে আমরা শুনতে পাই সংবাদ মাধ্যমে ও সাধারণ কথোপকথনের মধ্যে। ইহাতে মনে হচ্ছে যেন সকলেই পৃথিবীর অন্যায় সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলছেন। কিন্তু সেটাকে যখন পর্যন্ত না কাজে রূপান্তর করা হচ্ছে তবে তার কোন কিছুই সমাধান হবে না। আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় হল ঃ ''কে এই অন্যায়ের প্রতিকূলে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে আর মন্দ বিষয়গুলো ঠিকভাবে করার জন্য সিদ্ধান্ত নেবে?'' আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি ইহা করবো। আমি এটাও জানি যে সেখানে আরো বহু সহস্র লোক রয়েছে যারা এই সংকল্প নিয়েছেন যে তারাও তাই করবেন কিন্তু আমাদের প্রয়োজন বহু গুণিতক ও বহু শতাধিক ও সহস্রাংশ লোকেদের যারা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন যেন এইভাবে এই কাজকে এক পূর্ণমাত্রায় রূপ দেওয়া যায়।

আপনি যতটা পারেন তাকে মূল্য দিয়ে নির্ধারণ করতে থাকুন

আপনি হয়তো চিন্তা করছেন, জয়েস, আমি হয়তো যেটা করতে পারি তা হয়তো এই পৃথিবীতে যে সমস্যা রয়েছে তার কোন একটা জায়গাতেও ছাপ বা প্রভাব ফেলতে পারবে না। আপনি যা অনুভব করছেন তা আমি বুঝতে পারছি, কেননা একটা সময় ছিল যেখানে আমিও এইভাবে অনুভব করতাম। কিন্তু আমরা সকলেই যদি সেইভাবে চিন্তা করতে থাকি তবে কেউ আর কিছুই করতে সম্ভবপর হবে না আর তখন কোন কিছুরই পরিবর্তন ঘটবে না। হ্যাঁ, যদিও আমাদের পছন্দের প্রচেষ্টা এই সমস্যার সমাধান করবে না কিন্তু আমরা একসঙ্গে এর একটা ভিন্নতা নিয়ে আনতে সম্ভবপর হয়ে উঠবো। আমরা যেটা করতে পারবো না তার জন্য সদাপ্রভু আমাদের জবাবদিহি করবেন না কিন্তু আমরা যেটা করতে সম্ভবপর হতে পারি তারজন্য তিনি আমাদের জবাবদিহি করবেন।

আমি এই সম্প্রতি সময়ে ভারত থেকে ঘুরে দেশে ফিরে একটি শরীরচর্চার কেন্দ্রে গিয়েছিলাম যেখানে আমি এক মহিলাকে প্রায় সময়ে দেখি যিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি যদি সত্য সত্যই আস্থা রাখি তবে এই যে ট্রিপের জন্য যে সমস্ত প্রচেষ্টার প্রয়োজন তা কি কোন কিছুর সমাধান করতে পেরেছে কেননা সেখানে সহস্র সহস্র লোক এখন অনাহারে মারা যাচ্ছে, আর এরজন্য কিভাবে আমরা খাওয়াচ্ছি তাতে কোন যায় আসে না। সদাপ্রভু আমার হৃদয়ে কি বোঝা দিয়েছেন তা আমি তার সঙ্গে আলোচনা করলাম - সেখানে এমন কিছু যা চিরকালের জন্য সেই উৎসারিত বিষয়টিকে যেন শান্ত করে দিল। যদি আপনি এবং আমি তিন দিন না খাওয়ার ফলে খিদেয় থাকি আর কেউ যদি আমাদের কাছে কিছু খাবার দেয় যা সেই দিনের জন্য আমাদের পেটের ব্যথ্যাকে উপসম করে, তবে আমরা কি সেটা নেবো না আর সেটা পাওয়ার জন্য কি আনন্দিত হবো না? অতি অবশ্যই আনন্দিত হবো। আর ঠিক সেইভাবে যে লোকেদের আমরা সাহায্য করি তারাও আনন্দিত হয়। অনেকের জন্য আমরা যত্ন নেওয়ার একটা অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে পারছি কিন্তু সেখানে সবসময়ই সেই প্রকার লোকেরা রয়েছে যাদের আমরা এক বা দুবার সাহায্য করতে পারছি। এখন পর্যন্ত আমি বুঝতে পারছি যে এই আউটরিচে ছেলে বা মেয়েকে কেবলমাত্র একবেলার জন্য খাবার দিতে পারি তবে ইহা হবে মূল্যবান এক কাজ। আমরা যদি কারো ব্যথ্যা একদিনের জন্য রহিত করতে পারি তবে তা হবে এক মহামূল্যবান কাজ। আমি মনস্থ করেছি যে সর্বসময়ে আমি যতটুকু করতে সম্ভবপর ততটাই করি আর সদাপ্রভু আমাকে যা বলেছেন তা আমি স্মরণ রেখেছি, ''তুমি যদি কোন মতে কারো ব্যাথ্যা কেবলমাত্র এক ঘন্টার জন্যও লাঘব করতে পারো, তবে সেটা হবে এক মহামূল্যবান কাজ।''

এই পৃথিবী ইহার অনুভূতিকে হারিয়েছে

আমার মনে হয় ইহা বলা অত্যন্ত নিরাপদ কেননা এই পৃথিবীর প্রায় বিষয়গুলো যা আমাদের কাছে উৎসর্গ করা হয় তা যেন আস্বাদহীন আর এই বিষয়ে আমি কিন্তু খাবার সম্বন্ধে বলছি না। উদাহরণস্বরূপ প্রায় সংখ্যক চলচ্চিত্র যা হলিউড আমাদের কাছে উপস্থাপন করে তা যেন প্রায় আস্বাদহীন। বহু সংলাপ এবং বহু দৃশ্যময় প্রতিরূপের আস্বাদ যেন হজম করার মতো নয়। স্বাভাবিকভাবে যেকোন প্রকার আচার আচরণ যার মধ্যে আমরা দুর্বল আস্বাদ পাই তখন আমরা অতি শীঘ্রই যেন ''এই পৃথিবী বা জগৎকে দোষী করে বসি।'' তখন হয়তো আমরা এই প্রকার কিছু বলতে থাকি, ''এই জগতে এখন কি না ঘটতে চলেছে?'' তথাপি ''এই জগৎ সম্বন্ধে'' যে ব্যপ্তিকাল তার কেবলমাত্র অর্থ হল সেই লোকেরা যারা এই জগতে বসবাস করে। আর সেই জগতের লোকেরা যদি ইহার অনুভূতিকে হারিয়েছে তবে ইহার কারণ হল লোকেরা তাদের মনোভাব এবং কাজে আস্বাদহীন হয়ে পড়েছে। যীশু বলেছেন যে আমরা হলাম এই জগতের লবণ, কিন্তু এই লবণ যদি তার আস্বাদ (ইহার সামর্থ এবং গুণ) হারায় তবে ইহা আর কোন কাজে লাগে না (দেখুন মথি ৫ঃ১৩)। তিনি আবার এটাও বলেছেন, ''আমরা হলাম জগতের জ্যোতি আর সেই জ্যোতিকে আমরা যেন ঢাকা দিয়ে না রাখি (দেখুন মথি ৫ঃ১৪)।

এটাকে এইভাবে চিন্তা করতে থাকুন ঃ প্রতিদিন আপনি যখন বাড়ি ছেড়ে এই অন্ধকারময়, অনুভূতিহীন জগতের মধ্যে প্রবেশ করেন তখন আপনি সেখানের প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্যোতি ও আস্বাদস্বরূপ হতে পারেন। অনবরত আপনি নিজে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ভালো মনোভাব পোষণ করার মধ্য দিয়ে নিজের জায়গাতে আনন্দ নিয়ে আসতে পারেন। ঠিক যেভাবে প্রায় লোক করে থাকে সেইভাবে অভিযোগ না জানিয়ে বরং ধন্যবাদ চিত্ত, ধৈর্য্যশীল, অনুগ্রহশীল, মন্দ বিষয়গুলো অতি সত্বর মার্জনা করে দিয়ে দয়াদ্রভাব ও উৎসাহ দেখিয়ে আপনি জ্যোতিস্বরূপ হতে পারেন। এমন কি কেবলমাত্র একটু হাসি ও বন্ধুত্বপরায়ণতার মধ্য দিয়েও আপনি এই অনুভূতিহীন সমাজের মধ্যে এক সৌরভ নিয়ে আসতে পারেন।

আপনার সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না, কিন্তু আমি সহজ পাচ্য খাবার পছন্দ করি না। একবার আমার স্বামীর পেটের সমস্যা হয়েছিল আর চিকিৎসক তখন তাকে সম্পূর্ণভাবে বেশ কিছু সহজপাচ্য খাবার খেতে বলেছিলেন। আমার মনে আছে তিনি সেই খাবার খাওয়ার কোন চেষ্টাই করতেন না। দেভ কিন্তু অভিযোগকারী নয়। কিন্তু এই সময়ে প্রতিটি খাবারের সময়ে তাকে আমি বার বার বলতে শুনেছি,"এই খাবারগুলোর মধ্যে যেন কোন স্বাদ নেই।" ইহার মধ্যে যেন একটু লবণ ও একটু মশলা হলে ভালো হতো আর ঠিক সেই একইভাবে জগতেরও তেমন স্বাদের প্রয়োজন রয়েছে।

ভালোবাসা এবং সমস্ত প্রকার রাজকীয় গুণ ছাড়া এই জীবন আস্বাদহীন এবং জীবনযাপনের জন্য তা মূল্যহীন। আমি চাই আপনি যেন এটাকে গবেষণা করে দেখেন। আর তাই আপনি কেবলমাত্র এই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকুন ঃ আজকে আমি এই জগতে নিজেকে কার কাছে আকর্ষনীয় করে তুলবো, আপনি যখন বাইরে যাচ্ছেন তখন আপনার মনকে এমনভাবে স্থির করান যেন নিজেকে সদাপ্রভুর রাজদূতের ন্যায় মনে করতে পারেন। আর আপনার মনের ইচ্ছা হবে একজন দাতার ন্যায় আচরণ করে লোকেদের ভালোবাসবেন আর তাদের জীবনে এক অনুভূতিকর আস্বাদ প্রদান করবেন। আপনি এই কাজকে সারাদিন যে লোকেদের সঙ্গে কথোপকথন করেন তাদের সঙ্গে একটু মিষ্টি হেসে করতে পারেন। মিষ্টি হাসি হল গ্রহণযোগ্যতার এক নমুনা ও এক অনুমোদন। ইহা এমনি একটা বিষয় যা আজকের জগতে লোকেদের অত্যন্তভাবেই প্রয়োজন। আপনি নিজেকে সদাপ্রভুর সঙ্গে আমানতের ন্যায় আবদ্ধ করে আপনি যখন এইভাবে উত্তম বীজ বিভিন্ন জায়গাতে বপন করছেন তখন তাঁর উপরে আস্থা রাখুন যেন আপনার সিদ্ধান্ত অন্যদের আশীর্বাদ করতে পারে।

পরিবর্তনের সূচনা আপনার মধ্যেই আরম্ভ হয়

আপনি যে সবকিছু করতে পারবেন না ইহা আমি অনুভব করতে পারছি। আর তাই এইভাবে কোন কিছু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই না। আপনাকে অতিঅবশ্যই এমন কিছু বিষয় বস্তুকে না বলাতে অভ্যস্থ হতে হবে তা না হলে আপনার জীবন মানষিক চাপে নিষ্পেষিত হয়ে

উঠবে। আমি ছোটো ছেলে মেয়েদের পড়াশোনায় ইচ্ছাকৃতভাবে সেচ্ছায় সাহায্য করতে পারি না বা যারা বয়সে প্রাচীন তাদের কাছে খাবার পরিবেশন করতে পারি না কিন্তু আমি সেই কাজের জন্য আরো প্রচুর বিষয় সংযোজন করে রেখেছি যাতে এই জগতের মধ্যে এক ভিন্নতা নিয়ে আনতে পারি। আমার মনে হয় এই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রত্যেকেরই দেওয়া উচিত তা হল, ''অন্য একজনের জীবনকে ভালোভাবে গঠন করার জন্য আমি কি করেছি?'' আর হতে পারে এর থেকেও ভালো উত্তর হল, ''আজকে আমি এমন কি করছি যাতে অন্য কারো জীবনকে আমি একটা ভালো অবস্থায় আনতে পারি?''

কোন কোন সময়ে এই বইটি হয়তো পড়ার জন্য কঠিন মনে হতে পারে কেননা আশানুরূপভাবে ইহা এমন উৎস বের করে আনবে যা হয়তো অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেগুলো যেন আমাদের প্রত্যেকের দ্বারা সম্বোধিত হয়। উত্তম কোন কিছুই হঠাৎ করে ঘটে না। আমরা যদি এই আমূল পরিবর্তনের অংশী হতে চাই তবে তার অর্থ হল যেন কোন বিষয় বস্তুর পরিবর্তন হয়। আর যদি লোকেরা ইহাতে অংশগ্রহণ না করে তবে এই বিষয়গুলোর পরিবর্তন কখনো হবে না। তাই আমাদের প্রত্যেককে এই কথা অবশ্যই বলা দরকার ঃ পরিবর্তন আমার মধ্য দিয়েই আরম্ভ হবে!

উত্তম কোন কিছুই হঠাৎ করে ঘটে না। আমরা যদি এই আমূল পরিবর্তনের অংশী হতে চাই তবে তার অর্থ হল যেন কোন বিষয় বস্তুর পরিবর্তন হয়, আর যদি লোকেরা ইহাতে অংশগ্রহণ না করে তবে এই বিষয়গুলোর পরিবর্তন কখনো হবে না। তাই আমাদের প্রত্যেককে এই কথা অবশ্যই বলা দরকার ঃ পরিবর্তন আমার মধ্য দিয়েই আরম্ভ হবে!

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন
ডারলেন স্কিচ্

হৃদয় পথের যাত্রা সবথেকে এক জটিল ও রহস্যময়। এর মধ্যে থাকে দুঃখ এবং আনন্দ, সবুর করা, উচ্চতা এবং গভীরতা . . . আর দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এই প্রকার বহু কিছু প্রত্যাশা পূরণের এমন সমস্ত উচ্চারণহীন বিষয় যা হৃদয়ের মধ্যে এমনি এক জায়গা করে নেয় যে সেগুলো কোনভাবে কোন কিছুতে আর অনুভব করতে চায় না। যখন কোন একজন মহান সদাপ্রভুর ভালোবাসাকে বুঝে উঠতে ও তাঁর মধ্যে সামর্থ খুঁজে বের করতে অসমর্থ হয়ে ওঠে তখনি সেই মানব হৃদয় নিজে থেকে সমস্ত কিছু মোকাবিলা করাতে সমর্থ হয়ে উঠতে চায়। তখন তারা বেঁচে থাকা এমন কি বাস্তবতাকে পর্যন্ত দাবিয়ে রাখতে আরম্ভ করে। আর এই জায়গাতেই অগণিত মানুষকে আজকে দেখা যাচ্ছে তা ধনবান থেকে হত দরিদ্র পর্যন্ত। আর তাই তাদের সেই হৃদয়ের দারিদ্রভাবের জন্যই কোথায় যে তারা গৃহ খুঁজে পাবে সেই মানসিকতার তফাৎ আর বুঝে উঠতে পারছে না।

ভাববাদী যিশাইয় তার পুস্তক ৬১ঃ১১ পদে প্রগতিবাদী ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন সম্বন্ধে বলেন, যেখানে সেই শব্দ এইভাবে বর্ণনা করেছে যথা একটা দিন আসছে যেখানে ভালোবাসা প্রতিফলিত হবে আর লোকেরা তাদের ন্যায় সম্বন্ধে জানতে পারবে . . . আর এইভাবে যীশুও প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এক পথ প্রস্তুত করেন। বস্তুত ভূমি যেমনভাবে আপন অঙ্কুর নির্গত করে আর উদ্যান যেমন আপনাতে উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত করে তেমনি প্রভু, সদাপ্রভু সমস্ত জাতির সামনে ধার্মিকতা ও প্রশংসা অঙ্কুরিত করবেন।

তাই ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন কেবলমাত্র এক মহান চিন্তাধারাই নয় কিন্তু তা হল জরুরী প্রয়োজনের এক পূর্ণ ধারণা . . . তা বিশেষত আপনি যদি এই বেদনাদায়ক অন্যায়কে সারা পৃথিবীতে হতে দেখেন তবে এখনি ঘুরে দাঁড়ান . . . এই সমস্ত কিছুর মধ্যে সবথেকে বিয়োগান্তক বিষয় হল মানব জাতির ভগ্নচূর্ণ হৃদয়ের অবস্থা।

এই ভগ্ন অবস্থা আমাদের চোখের সামনে বার বার সেই ছবিটাকেই তুলে নিয়ে আসে যেখানে আমরা কোন মায়ের নিশ্চল ছবি দেখি। যেখানে মা তার নবজাত শিশুকে দুগ্ধপান করাচ্ছেন আর তার নিজের শরীরে তখন HIV/AIDS দ্বারা সমস্ত কিছু সর্বশ্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পুড়ে গিয়েছে। তিনি কিন্তু নিজের উত্তম কাজটাই করছেন কিন্তু তা হচ্ছে তার মনোনয়নের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে . . . । তিনি কি এইভাবে সবকিছু জানা স্বত্বেও তার শিশুকে দুগ্ধপান করিয়ে তার মধ্যে অবস্থান্তর হত্যাকারী পীড়াকে প্রভাবিত করছে না, না কি তিনি চোখের সামনে দেখবেন তার শিশু দুগ্ধ পান না করে পুষ্টি অভাবে অনাহারে মারা পড়বে? এই মায়ের হৃদয় তখন সম্পূর্ণভাবে ভগ্নচূর্ণ হয়ে গিয়েছে কেননা তিনি তো ঠিক আমারই মতো এক মা, স্নেহে পরিপূর্ণ।

আর তাকে যখন সুযোগ দেওয়া হয় তিনি দেখতে চান তার শিশুও যেন তার আদর ও যত্নে উন্নত হয়।

এইভাবে যুবক যুবতীদের আমাদের চারপাশে যখন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি যেখানে তাদের জন্য নেই কোন খাবার না তো রয়েছে পানীয় জল, নেই যাওয়ার কোন জায়গা আর তারা কিছু করতেও পারে না তখন যেন তাদের এই অবস্থা আমাদের মনকে চূর্ণ করে দেয় আর আমাদের হৃদয়ের একরাশ ঘোরকে কাটিয়ে দেয়। তাদের হৃদয় ও মনের মধ্যে তখন পূর্ণমাত্রায় অবর্ণনীয় স্বপ্নের ছাওয়া দেখতে পাওয়া যায় যে যদি কোনমতে তারা কোন রাস্তা খুঁজে পায়, স্কুলে যেতে পারে এবং খাবার জন্য কিছু কিনতে পারে।

পুনরায় হানিকর অবস্থা ছড়ানো এবং একে অপরের প্রতি ভয়ঙ্করভাবে বিদ্রোহ হয়ে ওঠা যেন কতোটাই না বিস্ময়কর বিষয় হয়ে ওঠে । তখন এই হতাশগ্রস্থ মানুষেরা তাদের নিজের জন্য নিজেদের কি না করে তোলে . . .। আর এইভাবে দীর্ঘ সময়কাল অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে লোকেরা এমনিভাবেই মানব জীবনধারার মূল্য পোষণ করতে থাকে। কিন্তু এই ব্যথা কেবল সেই প্রকার হৃদয়ই অনুভব করতে পারে।

সাব সাহারা আফ্রিকাতে একটি ছোট টিনের ঝুপড়িতে যাকে বলা হয় বাড়ি, সেখানে ১৪ বৎসরের এক বালক তার ছোট ভাই বোনকে বড় করে তুলেছে, সে সেখানের একটি শষ্য খামারে প্রতিদিন কাজ করে আর তার দ্বারাই নিজের সঙ্গে তাদের সকলকে সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে কোনভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, তাদের স্কুলে পাঠায়, সেই সঙ্গে অন্য কোন উপায়ে কোনভাবে তারা সকলে একদিনের খাবার খেয়ে কোনরকমে বেঁচে থাকে। তার মা ও বাবা HIVরোগে মারা গিয়েছে আর তাদের স্থানীয় শহর সেই শিশুদের সেখান থেকে বের করে দিয়েছে, কেননা তারা মনে করেছে তাদেরও এই রোগ হয়েছে। দলছুটের এই পথ অত্যন্ত দুর্গম তথাপি তাদের এই মাপকাঠির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আর এই চোদ্দ বৎসর বয়সের বালক অত্যন্তভাবে সাহসী হৃদয়ের হলেও তাকে কিন্তু কঠোর পরিশ্রম, অসুস্থ এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে দুর্বলভাবে বেড়ে উঠতে হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি'র এক মা যিনি তার জীবনকে তার সন্তান ও স্বামীর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন পরে তিনি জানতে পারলেন তার স্বামী মাসের পর মাস তার সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে আর এখন সে নূতন একজনকে খুঁজে পেয়েছে বিয়ে করার জন্য। তাই এখন এই মহিলা নিজেকে মূল্যহীন এবং লজ্জাজনক নারী বলে অনুভব করছেন এখন তাকে এমন একটা সময়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে যেখানে তার স্বামী তার পাশে নেই, শুধু তাই নয় তার সন্তানও আর তার সঙ্গে নেই কেননা তার স্বামী অভিভাকত্বের অধিকার নিয়ে সন্তানকে তার কাছে রেখেছে। এখন তার হৃদয় এতটাই হতাশাগ্রস্থ যে কোন কিছু গ্রহণ করা তার কাছে কঠিন হয়ে পড়েছে এবং সামনের দিকে যাওয়ার কোন রাস্তাই যেন তিনি আর দেখতে পাচ্ছে না।

ভালোভাবে আমার মনে আছে যখন আমি উগ্যান্ডার প্রান্তবর্তী স্থানে আশ্চর্যজনক এক নেতার সঙ্গে বসেছিলাম যেখানে অভিভূতকর এক স্পনসর প্রোগ্রামে একটি অফিস তার রয়েছে। আর সেখানে আমরা যখন কথোপকথোন আরম্ভ করলাম তখন তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করলেন যদিও তারা সেই অঞ্চলে অনাথদের উদ্বারে কি ভাবেই না সাহায্য করছেন আর তাদের হাতের নাগালের মধ্যে ছেলে মেয়েদের কাছে যত সত্বর পৌঁছানো যায় সেই সমস্ত নির্ভর যোগ্য ছেলে মেয়েদের বাঁচানোর প্রচেষ্টা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যখন ধারাবাহিকভাবে ও অসম্পূর্ণ ব্যর্থতা নিয়ে নিজের ভগ্নচূর্ণ হৃদয়ের কথা বলছিলেন তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে তার ক্লান্ত হৃদয়কে মালিশ করেদিলাম আর তখনি সেই শব্দ যেন ফোঁপানো কান্নায় পরিণত হল। মানবীয়তার আধারে যতদূর পর্যন্ত পৌঁছানো যায় সেইভাবে বহুবৎসরকাল নিরবিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করার পরেও ছেলে মেয়েরা যখন খিদে পেটে থেকে একাকী শুতে যাচ্ছে সেই অবস্থা দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে আত্মা যেন অবসন্ন হয়ে থমকে যেতে থাকে।

আফ্রিকার অতলে হতাশায় বসবাসকারী লোকসংখ্যা থেকে আরম্ভ করে এশিয়ার সবথেকে বহুলপরিমানে বসবাসকারী লোক এবং US to Oz পর্যন্ত লোকেরা টিকে থাকার জন্য এমনি প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তার গল্প এখান থেকে অনন্তকালীন স্থান পর্যন্ত যাতায়াত করতে থাকবে। এটা মনে হচ্ছে যে কোন জায়গাতেই আপনি তাকান সেখানেই অধিকতরভাবে আপনি এই দুস্তর মর্মবেদনার দেওয়াল দেখতে পাবেন যার জন্য আমাদের প্রয়োজন ট্রাক ভর্তি খাবারের প্যাকেট এবং রোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার প্রতিষেধকের ও পরামর্শদাতা ও সম্প্রদায়ের জন্য সাহায্য সেই সঙ্গে আমাদের আরো অন্যান্য বিষয়ের প্রয়োজন যেন এই অনির্ভরযোগ্য দুর্বলতার বৃত্তকে আমরা ভাঙ্গতে পারি। ''ভালোবাসার এক পরিবর্তন'' হ্যাঁ, ইহা এখানেই যেখানে আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে খুঁজে পাই। এই বিষয়ে লূক ৪ অধ্যায় অতি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কারভাবে এক সংবাদ প্রেরণ করে।

> ''সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন কেননা তিনি আমাকে অভিষেক করেছেন যেন দারিদ্রের কাছে সুসমাচার প্রচার করি আর বন্দিগণের কছে স্বাধীনতা ও অন্ধদের কাছে চোখ উন্মোচন ও উপদ্রুত লোকেদের নিস্তার করে বিদায় করার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করি'' (দেখুন লূক ৪ঃ১৮,১৯)।

যতবার আমি এই অনুচ্ছেদটি পড়ি ততবারই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যেন অন্যদের জীবনকে উন্নত করার প্রয়াসকে প্রতিফলিত করতে পারি . . . । ইহা সুস্পষ্টভাবে অত্যন্ত ছোট থেকে আরম্ভ করে অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে উর্দ্ধতন বা অধঃস্তন বা তৃতীয় স্থানে থাকা লোকটা পর্যন্ত . . . যেখানে মর্যাদার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণভাবে আরাম ও আমিত্বের জীবন থেকে উঠে এসে ঘুরে দাঁড়ানোর সময় হল এটাই যেন এইভাবে এমন পন্থায় আমরা নিজেদের মেলে ধরি যাতে এই জগতে যে সমস্ত ভাই বোন যারা প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে তাদের কাছে নিজেকে ব্যবহার করতে পারি।

সমস্ত প্রকার প্রতাপশালী শব্দের মধ্যে সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ রয়েছে যেখানে ভালোবাসা সত্য সত্যই যেন জীবন নিয়ে আসে . . .। আর সেই শব্দ হল '' আশা'' সেই শব্দ এইভাবে বলে . . . '' আমাদের সেই আশা রয়েছে যা আমাদের প্রাণের মঙ্গল স্বরূপ'' (দেখুন ইব্রীয় ৬ঃ১৯)। আর গীতসংহিতা ৩৯ঃ৭ বলে, '' . . . আর এখন হে প্রভু আমি কিসের আশায় থাকি, তোমাতেই আমার আশা? আমার আশা এবং প্রত্যাশা হল তুমি।'' এমন কি সময় যখন অসম্ভব এবং শীতল হয়ে যায় তখন আশা সর্বসময়ের জন্য জীবিত থাকে। আমাদের মিশন বা উদ্দেশ্য হল সেই আশাকে সেই নির্ভরতা ও ভালোবাসাকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসে আঘাতপ্রাপ্ত লোকেদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া।

আমার হৃদয় ভীষণভাবে পরিশ্রান্ত লোকেদের জন্য প্রসারিত ও প্রতিদ্বন্দীময় যেন যারা সবথেকে জঘন্যতম দারিদ্রতার আতঙ্কে বেষ্টিত হয়ে জীবনযাপন করছে তাদের কাছে সেই উত্তর নিয়ে উঠে আসার চেষ্টা করি। কিন্তু অত্যাশ্চার্যভাবে, যাদের কিছুই নেই আর যাদের অবস্থা যেন আশাহীন বলে মনে হচ্ছে তাদের সঙ্গে আপনি যখন বসে থাকেন তখন আপনি সদাপ্রভুর এমন বলশালী ইচ্ছা উপলব্ধী ও উপভোগ করেন যেন আপনি অত্যাশ্চার্য লোকেদের মধ্যে রয়েছেন। এমন কি তারা যখন বেঁচে থাকার যাত্রাপথে নিরবিছিন্ন ভাবে প্রতিদ্বন্দী ও প্রাণপণ প্রয়াস চালায় তখন সদাপ্রভু পুনরায় যেন জ্যোতি বিচ্ছুরিত করতে থাকেন। আমি অনেক বন্দিদের ''আশার'' মধ্যে থাকতে দেখেছি, সখরিয় ৯ঃ১২ যেমনভাবে বলা হয়েছে (সেই চিন্তাধারা আমি ভালোবাসি) . . . যারা অতি সাধারণভাবে ও সম্পূর্ণ হৃদয়ে আস্থা রাখে এবং জানে যে কেবলমাত্র সদাপ্রভু নিজেই তাদের উত্তর ও যোগান দাতা।

আমার একমাত্র অনুসন্ধান হল, আমার সমুদয় জীবন দিয়ে সদাপ্রভুকে ভালোবাসা আর তাঁর আরাধনা করা, আর আমার সবথেকে উচ্চমানের প্রাধান্য হল তাঁর অন্বেষণ করা তাঁকে ভালোবাসা এবং তাঁর সেবা করা। আরাধনা আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবশালী করে তোলে, তাঁর উপস্থিতির মূল্য দেওয়া আর আশ্চর্য্য অনুগ্রহ হল তাঁর অবর্ণনীয় এক দান, সেই সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে বহুলভাবে অনন্তকালের জন্য তাঁকে প্রকাশ করা। আর তিনি যা কিছু করেছেন সেই সমস্ত কিছুর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া ও সেটাকেই অবিরাম চালিয়ে যাওয়া। একজন পারদর্শি শিষ্যের কাজ হল আন্তরিকতার সঙ্গে স্তুতি এবং প্রতিদ্বন্দীর মধ্যে যীশুকে উচ্চকৃত করা যেটা কিনা আমার সবথেকে মহত্বপূর্ণ এক পাঠ যেটাকে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থলে শেখার প্রচেষ্টা করছি আর সেই সঙ্গে ধারাবাহিক ভাবেই শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর হৃদস্পন্দন শুনতে পাই যেখানে নিশ্চিত হতে চাই যে আরাধনা হল স্তুতির থেকেও সবথেকে বড় বিষয় কিন্তু আজকের এই পৃথিবীতে তার হাত ও পা হিসেবে নিদারুণভাবে জীবন নির্গত করার কাজটা হল আমার ও আপনার।

বহু বৎসর আগে একটি AID হাসপাতালে আমি বেশ কিছু আফ্রিকান শিশুদের পরিদর্শন করি, যাদের সকলেই ছিল অনাথ, তথাপি তাদের সকলের মধ্যে রয়েছে এক আশা। তারা আমার

জন্য দাঁড়িয়ে গান শোনালো . . . ''সমস্ত কিছুই সম্ভব'' যার দ্বারা আমি উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলাম আর তাদের ছোট্ট সুন্দর কণ্ঠ সেখানের অবস্থাকে যেন আনন্দ ও জীবনে পরিপূর্ণ করে তুললো। ইহা এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত এবং আমাদের জীবনে সদাপ্রভুর বাক্য ও প্রতাপের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞান।

ইব্রীয় ১৩ঃ১৫ এই কথা বলে ''অতএব আইস আমরা তাঁহারই দ্বারা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য নিয়ত স্তববলি উৎসর্গ করি অর্থাৎ তাঁর নাম স্বীকারকারী ওষ্ঠাধরের সাথে উৎসর্গ করি।'' ১৬ পদ এইভাবে বলতে থাকে, উপকার ও সহভাগিতার কার্য ভুলে না গিয়ে উদারচেতা ও বেষ্টনকারী হও দুর্ভাগাদের প্রতি যত্নশীল হও (সহভাগিতার প্রমাণস্বরূপ মণ্ডলীকে সুগঠিত কর) কেননা সেই প্রকার যজ্ঞে সদাপ্রভু প্রীত হন।

সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে গান কর, অনন্তকালীন প্রশংসার সংগীতে সামিল হও আর সেটাই হল এই জগতের কাছে জীবন নিয়ে আনাতে আমাদের কাছে এক বিরাট আনন্দ। কাজকে সমর্থন জানিয়ে সীমা নির্ধারণ করার মধ্য দিয়ে মহান কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা তাঁর উপস্থিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি . . . আর আমাদের হাতও তখন উদ্দীপ্ত হয়ে স্বর্গের প্রতি প্রসারিত হয় . . . আমাদের হাত তখন তৎপরতার সঙ্গে বিশেষ ভঙ্গিতে উপস্থিত থাকে সেবা করার জন্য। তাই আগষ্টিন যেভাবে বলেছে, ''আমাদের জীবন যেন মাথা থেকে পায়ের চেটো পর্যন্ত **হালেল্লুইয়াতে পরিপূর্ণ থাকে**।''

যাইহোকনাকেন কেবলমাত্র গানের মধ্য দিয়ে আরাধনা করা হল এমনি এক সূচনার মুহূর্ত যা স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টিকারী বিধাতার যেটা প্রয়োজন সেটাকেই তিনি বের করে আনেন। চল্লিশবারেরও বেশী সময় ধরে নূতন গান করার জন্য আমাদের নির্দেশ করা হয়েছে, আর তার থেকেও বেশী করে আমাদের আহ্বান করা হয়েছে যেন সদাপ্রভুর সন্মুখে দান নিয়ে উপস্থিত হই ও বাধ্যতা সহকারে তাঁর কাছে থাকি, সেখানে এমন নির্দেশও রয়েছে যেখানে প্রায় দুই হাজার সময়কাল ধরে আমরা যেন আমাদের জীবনকে তাঁর সন্মুখে প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ করি, আর সেটা করতে হবে যারা তাদের জীবনে বিভিন্ন বাধা বিপত্তির প্রতিকূলে লড়াই করে জীবনযাপন করছে তাদের দেখাশোনা করার মধ্য দিয়ে। যদিও এটা স্মরণ করা খুবই ভালো যে প্রার্থনা ব্যতিরেকে খ্রীষ্টের সঙ্গে অভিভূতকর কোমল মূহুর্তের নির্ভরশীল সম্পর্ক সম্ভব নয় . . . যদি তাই হয় তবে আমাদের কাজের যে চরিত্র তা অতি সহজেই ''কর্মকেন্দ্রিক'' হয়ে উঠবে আর আমরা যাদের সেবা করছি তখন সেই সেবার মনোভাব দ্বারা পরিচালিত না হয়ে আমরা অনুষ্ঠানসূচী দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবো।

আরাধনার সময়ে সর্তকভাবে চিন্তাকরা নিশ্চিতভাবে মুখোমুখি হওয়ার জন্য আপনার হৃদয়ে এক অবস্থায় নিয়ে আসে যেখানে আপনি তাঁর উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ এবং রূপান্তর হতে পারেন। যেহেতু এই খ্রীষ্টীয় যাত্রা পথের গতি হল হৃদয়ের গতি তাই আপনি দেখতে পাবেন যে সকলের সঙ্গে আরাধনায় রপ্ত হওয়াটাও যেন সেই প্রণালীর মতো এক কঠিন পদার্পণ। ইহা যখন

তাঁর প্রতি সেবা করার সঙ্গে সংবদ্ধ হয় তখন সদাপ্রভু সবসময়ই সত্যতা বাঞ্ছা করেন . . . আর এই সত্য বিষয় আপনার হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রতীয়মান হয়। সদাপ্রভু যখন আগ্রহী ও পারিতুষ্ট হয় ও মূল্যবোধ যখন আমাদের হৃদয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তখন কল্যাণ ও দায়িত্ববোধ কাজ করতে আরম্ভ করে।

''অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি অভিনেবেশ করার থেকে তোমার হৃদয়ের প্রতি
অভিনিবেশ কর,কেননা সেখান থেকেই জীবনের উদগম হয়।''
(হিতোপদেশ ৪ঃ২৩)।

বেশ কিছু বৎসর আগে শিকাগোর উইলো গ্রীক কমিউনিটি চার্চ থেকে পাষ্টার বিল হাইবেলস যে প্রতিদ্বন্দী রেখেছিলেন তা আমি কোনদিন ভুলে যাবো না। যেখানে তিনি বলেছিলেন খ্রীষ্টীয়ানেরা এবং খ্রীষ্টীয়ান নেতারা এতটা উত্তম লোক নয় যেন তারা অন্যায় সম্বন্ধে ও ভিডিও দেখার বিষয়ে কিছু বলে, তিনি বলেছিলেন দারিদ্রতা যেন আমাদের স্পর্শ করতে পারে ও আমাদের জড়িত করে তা যেন আমরা অনুমোদন করি যাতে . . . আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার যে গন্ধ তা বাস্তবে এমনি ভাবে সচেতনতার সঞ্চার করবে যা আমাদের সুবিধার জন্য তাকে ভুলে যাবো না, অথবা কেবলমাত্র অর্থ প্রেরণ করার মধ্য দিয়ে আমরা যেন মনে না করি যে আমরা আমাদের জন্য কিছু করলাম। কিন্তু আমাদের আহ্বান জানানো হয়েছে যেন মহান সদাপ্রভুর ভালোবাসার দ্বারা আমরা কার্যকে বাস্তবে রূপান্তর করি - আমরা যেন তাঁর জীবন ও ভালোবাসাকে আলোচনা করতে পারি এবং তাঁর উপরে নির্ভর করে উত্তমভাবে এমন এক পথ তৈরী করতে বদ্ধ পরিকর হই আর এটাই হল সেই যাত্রা যার মধ্যে গমনাগমনকরার জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়েছে। আর ঠিক এই জায়গাতেই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ এবং সমুদয় জীবন দিয়ে আমাদের আরাধনা উজ্বলভাবে কাজ করতে আরম্ভ করে।

''আর যেকেহ ইহার মতো একটি শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে,
সে আমাকেই গ্রহণ করে, আমাকে স্বাগত জানায়।''
(মথি ১৮ঃ৫)।

''কে আমার শিশুকে দেখবে?'' এইভাবে চিৎকার করে ওঠে মৃত্যু পথযাত্রী এক মা কেননা তিনি জানেন যে তার শিশু খুব শীঘ্রই গুনিতকহারে বৃদ্ধি পাওয়া আরো এক মিলিয়নের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে পড়বে একটি নূতন মায়ের জন্য। এইভাবে আমি আমার ক্যান্সারে আবদ্ধ বন্ধুদের দেখেছি, যারা এই একইভাবে প্রার্থনার দ্বারা চিৎকার করছে। এইভাবে ভগ্নচূর্ণ হৃদয়ের কথা বা অন্ধকার সময়ে এক চাপা উত্তেজনার কথা চিন্তা করা আমার কাছে যেন অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এই কথা শুনে আমি তো ভয়ে আঁতকে উঠি। ''আমরা মনে হয়'' এটা নিশ্চিতভাবে এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা নিজেদের গুটিয়ে নিই, গভীরভাবে ঢোঁক গিলতে থাকি, প্রার্থনা করি আর আস্থা রাখি আর দৃঢ়তার সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে যাই। অনাথদের খুঁজে বের করার জন্য আপনাকে

আর তৃতীয় পৃথিবীতে গিয়ে তা দেখতে হবে না,যাদের প্রয়োজন রয়েছে এক পরিবারের বা সুন্দর লোক যারা তাদের জন্য বন্ধুত্বের অন্বেষণ করছে। আমরা প্রত্যেকেই এমন এক নগরীতে বাস করছি যেখানে শিশুরা এই সমাজ ব্যবস্থার কাছে যেন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া জঞ্জালের মতো হয়ে রয়েছে আর তারা এমনভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে আমরা মণ্ডলী হিসাবে যেন তাদের সাহায্য করে তাদের প্রয়োজন মেটাই।

মণ্ডলীকে আমি ভালোবাসি . . . কেননা ইহা এতটাই বিচিত্র এবং সত্য সত্যই ইহা এই জগতের মধ্যে এক নতুন আস্থা এবং উজ্জ্বলতা নিয়ে উত্থিত হচ্ছে। কিন্তু মণ্ডলী সর্বপ্রথম ও সবার আগে নিজের মাধুর্যতা তখনি প্রকাশ করে যখন ইহা সদাপ্রভুকে ভালোবাসে। আর তারপরেই সমস্ত কিছুর মধ্যে ইহা তার দুই বাহু প্রসারিত করে আঘাতপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মাঝখানে নিজেকে সংযোজন করে আর সমস্ত অর্থকে পূর্ণ করতে থাকে। ইহা কোন বিচার না করে ও দারিদ্রের সমালোচনা না করে কেবলই সকলকে ভালোবাসতে থাকে . . . আর এই ভালোবাসা হল মূল্যবান। ইহা কোন এক বিশেষ্যপদ নয় কিন্তু অর্থ প্রকাশকারী এক পদ। তাই যাদের মধ্যে কোন কথা বলার সমর্থ নেই তাদের সঙ্গে সত্যসত্যই আমরা এই শূন্যস্থানে দাঁড়াতে পারি . . . যেন আমরা আমাদের প্রভু, সদাপ্রভুকে সমস্ত হৃদয়, মন ও প্রাণ এবং সমর্থ দিয়ে ভালোবাসতে পারি . . . এবং আমাদের প্রতিবেশীদের নিজের মতো ভালোবাসি আর ইহা সত্যই অপূর্ব।

তাহলে কিভাবে আমরা এই নৈরাশ্যজনক প্রভাবশালী বীরকে হাতের মধ্যে আনতে পারি? যারা বিপদসংকুল বন্দিশালায় বদ্ধ হয়ে রয়েছে তাদের কাছে গিয়ে কিভাবেই বা দরজাগুলো খুলতে পারি?

আমাদের মধ্যে কেউই এগুলো নিজে থেকে হাতের কাছে আনতে পারি না। এমন কি এই জগতের সবথেকে বিজ্ঞ এবং কৌতুহলী মানব কল্যানকামীদের ও অন্যদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে আর তাই এই বিষয়টিকে নিয়ে কুশলী বিশেষজ্ঞগণ সমানুপাতিক পারদর্শিতার মেয়াদে অধিক সংখ্যক লোকেদের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রায় একযোগে উত্তম কাজের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদেরও প্রয়োজন রয়েছে যেন তা এখনি আরম্ভ করে দিই ঃ এরজন্য হতে পারে আমরা কোন শিশুকে স্পন্সার করতে পারি, যারা আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগ্নচূর্ণ অবস্থায় বসবাস করছে তাদের কণ্ঠস্বর হতে পারি বা যদি সম্ভব হয় তবে পালিত পিতা বা মায়ের ভূমিকা পালন করেও আপনি কাউকে সাহায্য করতে পারেন (উদাহরণস্বরূপ ঃ সংকটজক মুহূর্তে যত্ন নেওয়ার দ্বারা, কম সময় বা দীর্ঘ সময়ের জন্য যত্ন নেওয়ার দ্বারা বা সপ্তাহের শেষে কোন একজনকে প্রস্ফুটিত করার দ্বারা ইত্যাদি) বা চ্যারিটি কার্যে অর্থ উত্থাপনের দ্বারা অথবা এমন কোন প্রয়োজন যা আপনার হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে বা আপনি আপনার নিজের কর্মদ্যোগের বাইরে গিয়েও আপনার শরীরকে কাজের দ্বারা অন্যের জীবনকে আপনি স্বাভাবিক করতে পারেন। আর কেবলমাত্র ব্যয় করাই নয় দেওয়ার মনোভাব নিয়ে জীবনযাপন করতে থাকুন . . . এইভাবে করতে থাকেলে আমরা দেখতে পাবো যে সাহায্যের জন্য যে তালিকা তৈরী হচ্ছে তার কোন শেষ নেই।

কিন্তু সবথেকে সমানভাবে যে বিষয় গুলো অত্যন্ত প্রয়োজন, আসুন প্রতিদিনের মতো আমাদের কাছে যা উপস্থিত করা হয় তাতে যেন আমরা নিশ্চিত হই যে আমাদের হৃদয় ও মন উদ্দীপ্ত ও প্রাণ চঞ্চল - তা হতে পারে স্থানীয় বা আর্ন্তজাতিক . . . এটা যেন ঠিক উত্তম শমরীয়ের গল্পের ন্যায় হয় যিনি দিনের শেষে সমস্ত প্রকার সামাজিক পদমর্যাদার উর্দ্ধে গিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বাস্তবে নিজের সাধ্যের বাইরে গিয়ে সেই কাজ করেছিলেন। অন্যদিকে অন্যরা কিন্তু তা দেখে কেবলই সেখান দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। এই শমরীয় পথিক অনুকম্পার আবেগে পরিচালিত হয়েছিলেন, আর তিনি যে কেবল আবেগের দিক দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাই নয় কিন্তু ব্যবহারিকভাবে তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়েছিলেন।

তাই আমি বলতে চাই আপনি যদি এই প্রকার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন যেখানে আপনি হয়তো অনুভব করছেন এই বিষয়টি এগিয়ে না গিয়ে এখানে সাহায্য করা আমার প্রয়োজন তবে এই বিষয়ে উৎসাহী হন। আপনি নিজেকে এমন একটা অবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে রাখুন যেখানে আরাধনা ও প্রশংসা জড়িয়ে রয়েছে। আপনার গৃহরূপ হৃদয়কে এমনি সংগীতে পূর্ণ করতে থাকুন যা আপনার হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করে তুলবে। আপনার নিজের গাড়িকে সদাপ্রভুর বাক্যের ডিস্ক দ্বারা পূর্ণ করে রাখুন, সেই সমস্ত পরিবার সম্প্রদায় ও মণ্ডলীর চারপাশে থাকুন যেখানে আপনি পুষ্টি যোগাতে ও উৎসাহ প্রদান করতে পারেন। আর সেইসঙ্গে সদাপ্রভুর আত্মাকে অনুমোদন জানান যেন তিনি আপনার হৃদয়কে ধারাবাহিকতার সঙ্গে ভিতর থেকে বাইরে পর্যন্ত পরিপূর্ণ করতে থাকেন। আপনার যদি আরোগ্যতার প্রয়োজন, অর্থনৈতীক বিষয়ে পরিবর্তনের প্রয়োজন অথবা পরিবার ঘটিত কোন অলৌকিক কাজের প্রয়োজন . . . তবে তা করার জন্য আমাদের সদাপ্রভু সমর্থ। আমাদের সামর্থের জন্য নিজেকে অনুমোদন জানান যেন প্রভুর নিরাপদ বাহুর মধ্যে থাকতে পারি কেননা তিনি আপনাকে কোন সময় ছাড়বেন না। তাঁর প্রতি নির্ভর করা হবে আপনার কাছে সবথেকে মহত্বপূর্ণ এক আনন্দ ও আশা। কিন্তু এই সঙ্গে এই অভিজ্ঞানের দ্বারা আমি আপনাকে নির্দিষ্ট করতে চাই . . . আপনি আপনার প্রভু, সদাপ্রভুকে আপনার হৃদয়, মন ও প্রাণ ও সামর্থের দ্বারা ভালোবাসুন আর আপনার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসুন। আপনি এক মূল্যবান সম্পদ ও আপনার মূল্য অপরিসীম। এই বিষয়টি কোন সময় ভুলে যাবেন না।

আমার অন্তকরণের সঙ্গে
ডারলেন জেড্

হৃদয় পথের যাত্রা সবথেকে এক জটিল ও রহস্যময় ইহার মধ্যে থাকে দুঃখ এবং আনন্দ, সবুর করা, প্রত্যাশা এবং গভীরতা . . . আর এই প্রকার বহু প্রত্যাশা পূরণের এমন সমস্ত উচ্চারণহীন বিষয় যা হৃদয়ের মধ্যে এমনি এক জায়গা করে নেয় যে সেগুলো কোনভাবে কোন কিছুকে আর অনুভব করতে চায় না। কোন একজন যখন মহান সদাপ্রভুর ভালোবাসাকে বুঝে উঠতে ও তাঁর মধ্যে সামর্থ খুঁজে বের করতে অসমর্থ হয় তখনি সেই মানব হৃদয় নিজে থেকে সমস্ত কিছু

মোকাবিলা করাতে সমর্থ হয়ে উঠতে চায়। আর এই জায়গাতেই আজকে অগণিত মানুষকে দেখা যাচ্ছে তা ধনবান থেকে হত দরিদ্র পর্যন্ত। তাই তাদের হৃদয়ের সেই দারিদ্রভাবের জন্যই কোথায় যে তারা গৃহ খুঁজে পাবে সেই মানসিকতার তফাৎ তারা আর বুঝে উঠতে পারছে না।

ডারলেন স্কিচ্ আমাদের যেভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যেখানে ভাববাদী যিশাইয় তার পুস্তকের ৬১ঃ১১ পদে প্রগতিবাদী ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন সম্বন্ধে বলেন, যেখানে সেই শব্দ এইভাবে বর্ণনা করেছে যথা একটা দিন আসছে যেখানে ভালোবাসা প্রতিফলিত হবে আর লোকেরা তাদের ন্যায় সম্বন্ধে জানতে পারবে আর এইভাবে যীশুও প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এক পথ প্রস্তুত করেন। বস্তুত (নির্দিষ্টভাবে) ভূমি যেমনভাবে আপন অঙ্কুর নির্গত করে আর উদ্যান যেমন আপনাতে উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত করে তেমনি প্রভু, সদাপ্রভু সমস্ত জাতির সামনে ধার্মিকতা ও প্রশংসা অঙ্কুরিত করবেন (নিজের সামর্থকারী বাক্যের পূর্ণতা দ্বারা)।

এক মহান চিন্তাধারার থেকেও অধিক

আজকে জগতে চারপাশে তাকিয়ে আমরা যদি মর্মান্তিক অবিচার গুলো দেখি তবে ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন কেবলমাত্র এক মহান চিন্তাধারাই নয় কিন্তু তা হল জরুরী প্রয়োজনের এক পূর্ণ ধারণা। গীতসংহিতা ২৭ঃ৩ বলে ঃ ''দুরাচারেরা যখন আমার মাংস খাওয়ার জন্য কাছে এল তখন আমার সেই বিরুদ্ধাচারীরা ও বিদ্বেষীরা উছোট খেয়ে পড়লো। এই প্রকার বিষয়ই মানুষের হৃদয়ে হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ''

দ্বিতীয় অধ্যায়

2

সমস্যার মূল কারণ

আহ্লাদিত হওয়ার প্রথম চাবিকাঠি কেবল ভালোবাসা পাওয়াই নয় কিন্তু অন্য কারোর জন্য ভালোবাসার সুযোগ করে দেওয়া ।
(ছদ্ম নাম)

যে কোন জিনিসের মূল্যই হল সমস্ত কিছুর উৎস আর এটাই হল আরম্ভের জায়গা। ইহা হল জোর দেওয়ার একটা জায়গা। মূল সাধারণত মাটির নীচে থাকে। আর নীচে থাকে বলেই আমরা প্রায় সময়ে তাদের এড়িয়ে যাই আর মাটির উপরে যা আছে তাতেই মনোনিবেশ করতে থাকি। যার দাঁতের যন্ত্রণা হয় তার জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে তার প্রবেশ এবং নির্গমনের নালিপথ কোথায়। দাঁতের পচনের ফলে যা নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেটাকে অবশ্যই ভালো করতে হবে যাতে তা আর কোনদিন যন্ত্রণা না দেয়। এই দাঁতের যে মূল পথ বা শিকড় তাকে কোন সময় ভালোভাবে দেখা যায় না কিন্তু ইহা যে সেখানে রয়েছে তা আপনি জানেন কেননা আপনার অসহনীয় যন্ত্রণাই তা বুঝিয়ে দেয়। এই জগৎ যেন এক যন্ত্রণাদায়ক আর এই বেদনা বা ব্যথা কোন মতেই বন্ধ হতে পারে না যদি না আমরা সমস্যার মূলে বা গোড়াতে যাচ্ছি আর এক এক করে সেই সমস্ত সমাজের লোকেদের ব্যথাকে নির্মুল করছি। আর আমার মনে হয় সেই মূল বা গোড়া হল স্বার্থপরতা।

এমন কোন সমস্যা নেই যা নিয়ে আমি চিন্তা করিনি আর এইভাবে তেমন কোন একটাকেও আমি পাইনি যার মধ্যে স্বার্থপরতা নেই। লোকেরা যা চায় অথবা যেটা করলে তাদের ভালো বলে

> এমন কোন সমস্যা নেই যা নিয়ে আমি চিন্তা করিনি আর এইভাবে তেমন কোন একটাকেও আমি পাইনি যার মধ্যে স্বার্থপরতা নেই।

মনে হয় সেইভাবে কারো জীবন ধ্বংস করার জন্য লোকেরা আগেভাবে কিছুই ভাবে না। এক কথায় বলা যায় এই স্বার্থপরতা হল জগতের সমস্যার মূল কারণ।

স্বার্থপরতার হাজার সংখ্যক মুখ

স্বার্থপরতার হাজার সংখ্যক মুখ রয়েছে আর সেটা যে কি তা হয়তো আমরা ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারি না। এটা আমরা শিশুদের মধ্যে দেখতে পাই যখন তারা মনের মতো জিনিস পায় না আর তখনি তারা চেঁচিয়ে ওঠে। ইহা বিশেষ করে যখন কোন শিশু অন্য আর এক শিশুর খেলনা নিয়ে নেয় তখন ইহাকে ভালোভাবে বোঝা যায়। আমাদের ইচ্ছের মধ্যে এটা একটা প্রমাণ যেন অন্যের থেকে ভালো থাকি অথবা এমন কোন বিষয় সম্পাদন করি যেটা অন্যদের থেকে উত্তম। স্বার্থপরতা হল এমন এক জিনিস যা সমস্ত কিছুর থেকে নিজেকে সর্বপ্রথম প্রাধান্যের স্থানে রাখে আর তাই নিজেদের জন্য উত্তম করা আর নিজেদের কৃতকার্যতার জন্য অন্যদের পতন হলে তখন সেটা দেখাও কিন্তু ভুল।

আমার প্রত্যয় হল এটাই যে সমস্ত প্রকার স্বার্থপরতাই হল খারাপ কেননা সেগুলো সমস্যা তৈরী করে। এই অনুচ্ছেদে আমি আপনার মনোযোগ এমনি নির্দিষ্ট এক স্বার্থপরাতর দিকে ফেরাতে চাই যা এই জগতে সচারচর চোখে পড়ে আর সেগুলো নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে।

যৌনজাত অপব্যবহার ঃ এ্যান হল তোরো বৎসরের এক বালিকা। তার বাবা তাকে বলে সে এখন এক নারীতে রূপান্তর হয়েছে আর তাই তাকে অন্য নারীদের মতোই আচরণ করতে হবে। আর এই নারীত্ব কি, এই বিষয় নিয়ে তার বাবা তাকে যখন বলতে থাকলেন তখন সে লজ্জা পেতে থাকলো। ভয় পেয়ে গেলো আর সে এই জিনিসটিকে নোংরা বলে অনুভব করতে লাগলো। যদিও তার বাবা তাকে নিশ্চিত করেন যে তিনি যা করছেন তা ঠিকই করছেন কিন্তু মেয়েটি তখন অবাক হয়ে যায় তাহলে কেনই বা তিনি এটাকে গুপ্ত রাখতে বলছেন আর কেনই বা এই জিনিসটি খারাপ বলে মনে হচ্ছে। এইভাবে বৎসর যতই এগিয়ে চলে তার বাবা নিজের চোখের নেশায় বার বার মেয়েকে বলৎকার করতে থাকে। এ্যান তখন আবেগের দিক দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখে আর এইভাবে অত্যাচার সহ্য করতে করতে সে আর নিজের ব্যথা অনুভব করতে পারে না। এ্যানের বাবা তার শৈশবকে চুরি করে নিয়েছে, সে তার কুমারীত্ব হরণ করেছে, তার সরলতাকে চুরি করেছে। বাবা, যে তার মেয়ের জন্য সদাপ্রভুর কাছে মধ্যস্থতা করা দরকার তা না করে সে তার জীবনকে চুরি করে নিয়েছে। আর তার যা প্রয়োজন ছিল তার সমস্তটাই সে চুষে নিয়েছে।

এই প্রকার যৌন সঙ্গম যা আত্মীয়দের মধ্যে ঘটে তা শুনে আমরা রোগ গ্রস্থ হয়ে পড়েছি কিন্তু যেটা সত্য তা হল এই প্রকার ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ অত্যাচার যা ঘটে চলছে তার সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত বিব্রত ও লজ্জিত। প্রায় বহু বৎসর ধরে আমি আমার বাবার দ্বারা যৌনজাত বা মানসিক অস্থিরতারর মধ্য দিয়ে অপব্যয়িত হয়ে এসেছি। আমার প্রতি যা ঘটেছে তা অন্যকে বলার জন্য দুবার চেষ্টা করেছি আর যেহেতু তারা আমাকে সাহায্য করেনি তাই আমি যতদিন পর্যন্ত না নারীত্ব লাভ করলাম ততদিন পর্যন্ত কষ্টভোগ করতে থাকলাম শেষে আমার এই গল্পের কথা আলোচনা করতে করতে সদাপ্রভুর কাছ থেকে আরোগ্যতা লাভ করি। আমার বাবা তার এই অপরাধের জন্য নিয়ম অনুযায়ী কোন সাজা না পেয়ে ছিয়াশি বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। যে লোকেদের সঙ্গে তিনি কাজ করতেন, যাদের সঙ্গে তিনি পার্টিতে ও পিকনিক করতেন তারাও কোনদিন জানতো না যে সে তার মেয়েকে শৈশবকাল থেকেই বলাৎকার করছে।

তাই লোকেরা যা করে তা দেখেই বিচার করতে আমরা অত্যন্ত তৎপর হয়ে পড়ি কিন্তু তাদের আচার আচরণের যে মূল কারণ সেই সম্বন্ধে আমরা প্রায় কখনোই জানতে চাই না। ''সমাজের সমস্যার জন্য'' আমরা বহু মহিলার বিচার করে থাকি কিন্তু তারাও যৌন অত্যাচারের বলি। উদাহরণ স্বরূপ ঃ

- বেশ্যাগামীদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারীরা শৈশবকাল থেকে যৌনজাতভাবে অপব্যবহারের বলি হয়ে এসেছেন।
- আমেরিকার বন্দিশালায় যত নারী রয়েছে তার ৩৬.৭ শতাংশ শৈশবকাল থেকেই অপব্যবহৃত হয়েছে।
- এই পৃথিবীতে এক তৃতীয়াংশ অপব্যবহৃত এবং অবহেলিত শিশু পরবর্তী সময়ে তাদের নিজেদের ছেলে মেয়েদের প্রতি অবহেলা করবে।
- ৯৪ শাতাংশের মধ্যে যত মেয়ে প্রথমবারের জন্য যৌনজাতভাবে অপব্যবহারের বলি হয়েছে তাদের বয়স বারোর মধ্যে।

আত্মীয়দের মধ্যে যৌনজাতের অপব্যবহার সেই সঙ্গে এই অপব্যবহারের জন্য জগতে যে ব্যথার সঞ্চার হয়েছে তা অত্যন্ত অশোভন ও ঘেন্নাকর। ইহার সমস্ত কিছু আরম্ভ হয়েছে লোকেদের স্বার্থপরতার জন্য আর এরজন্য তারা যতদূর পর্যন্ত না পরিতৃপ্তি হচ্ছে তার জন্য কে ব্যথা পাচ্ছে তার প্রতি তারা উদ্বিগ্ন নয় ও তা জানতেও চায় না।

এটা ঠিক আপনি হয়তো হত্যা করেন নি, চুরি করেন নি, মিথ্যা কথা বলেন নি অথবা শিশুদের প্রতিকূলে সাংঘাতিক কোন কাজ করেন নি তথাপি সেখানে এমন অবস্থাও রয়েছে যেখানে আপনি স্বার্থপর ব্যবহার করছেন। আমরা যদি নিজেদের স্বার্থপরতার বাহানাগুলো সাহসের সঙ্গে তাদের অপরাধের প্রতি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই তবে সেগুলো আমাদের থেকেও জঘন্য, আর তার জন্য আমরা আমাদের এই বর্তমান সমাজে যে সমস্যা রয়েছে সেগুলোর প্রতি যথার্থভাবে

আদানপ্রদান করতে পারবো না। তাই আমাদের নিজেদের স্বার্থপর আচার আচরণের জন্য আমরা নিজেরাই যেন এই বিষয়ে আদানপ্রদান করি, আর ইহা যে কোন শ্রেণীর বা ইহাকে আমরা কি ভাবে প্রকাশ করি সেটা বড় কথা নয়।

লোভ বা লালসার মধ্যে যে স্বার্থপরতা রয়েছে তা প্রায় সময় কামনার রূপ ধারণ করে। এই লোভ বা লালসা আত্মার মধ্যে এমনভাবে কাজ করে যা কোন সময়ে পরিতৃপ্ত দেয় না। সে সব সময়েই পিপাসিত থাকে। বর্তমানে আমাদের সমাজ নিশ্চিতভাবেই ভোগের বিষয়ে নির্ণয় নিয়ে থাকে। আমি যখন বিভিন্ন জায়গাতে ড্রাইভ করি তখন নানা জায়গায় গাছের ছায়ায় ঢাকা যে সমস্ত সমতল জায়গাগুলো দেখি তাতে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। সেখানের প্রায় প্রতিটি জায়গাতে দেখি বেচাকেনা বা উৎসর্গ করার জন্য কিছু না কিছু রয়েছে। যথা এই জিনিস, সেই জিনিস ও আরো বহু জিনিস - আর ইহার সমস্ত কিছুই যেন এক মায়ার ন্যায়। ইহাতে প্রতিজ্ঞা করে বলা হয়েছে সহজ জীবনধারা আরো সুখ ও প্রচুর আনন্দ, কিন্তু বহু লোকের কাছে ইহা যা সঞ্চার করে থাকে তা হল অত্যাচারমূলক ঋণে আবদ্ধ হওয়া।

আরো বেশী করে বেচাকেনার যে চাপ ও প্রলোভন তা আমাদের স্বার্থপরতার প্রতি বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। কিন্তু আনন্দের সংবাদ হল সেটাই যদি আমরা চাই তবে তা পরিবর্তন করতে পারি। তাই আসুন আমাদের যা প্রয়োজন আর যেগুলো আমরা চাই তা কিনতে শিখি আর তারপরে আসুন যেগুলো আমাদের অধিকারের মধ্যে রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়গুলো অন্যদের দিতে শিখি। ইহা বিশেষ করে সেই রকম কোন কিছু যা আমরা আর ব্যবহার করছি না আর সেগুলো যেন তাদেরই দিই যাদের কাছে তা অল্প পরিমানে রয়েছে। আসুন এই দেওয়ার বিষয়টি আমরা ততদূর পর্যন্ত প্রয়োগ করতে থাকি যতদূর পর্যন্ত না ইহা অতিপ্রকৃতিকভাবে আমাদের জীবনে সর্ব প্রথম স্থানে অভ্যস্থ হয়ে উঠছে। কেননা এই ভাবে তা করলে জগতের বেশীরভাগ লোক সত্যসত্যই আমূল পরিবর্তনের পথে বসবাস করবে।

বাইবেল বলে অর্থের প্রতি ভালোবাসা হল মন্দের মূল কারণ (দেখুন ১তিমথী ৬ঃ১০)। যে প্রধান কারণের জন্য লোকেরা অর্থকে ভালোবাসে আর তা বাসতেই থাকবে এইজন্য কেননা তারা মনে করে তারা যা কিছু করতে চায় তা এই অর্থই তাদের তা করতে সাহায্য করবে। তারা মনেকরে ইহার দ্বারা তারা আনন্দ পর্যন্ত কিনতে সমর্থ। তাই লোকেরা ইহাতে অনবদ্য ও এই অর্থের জন্য তারা হত্যা, চুরি, মিথ্যা কথা বলে চলেছে। আর এই সমস্ত কিছুই স্বার্থপরতার প্রকোপে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। সম্প্রতি সময়ে আমি এক বিখ্যাত অভিনেতার অনুচ্ছেদ পড়ছি যিনি বলেছেন, লোকেরা মনে করে তাদের যা প্রয়োজন তার সমস্ত কিছু যদি থাকে তবে তারা সুখী হবে কিন্তু ইহা এক মিথ্যা বা ভ্রান্ত প্রতিজ্ঞা। তিনি এইভাবে বলতে থাকেন, একটা মানুষের যা থাকা দরকার তার সমস্ত কিছুই তার ছিল আর তখন তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন যে এখনও পর্যন্ত তাকে ইহা সুখী করতে পারে নি। কেননা যখন কোন একজনকে এই জগত তাকে যা দিতে চায় তার সমস্ত কিছুতে পৌঁছালেও তখনও তারা যেন নিজের মতোই দাঁড়িয়ে থাকে।

বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে যে স্বার্থপরভাব রয়েছে সেটাই কিন্তু বিচ্ছেদের মূল কারণ। বিবাহ যেভাবে হওয়ার প্রয়োজন সেই বিষয়ে ভুল চিন্তাধারা নিয়ে লোকেরা অনেক সময় বিবাহে আবদ্ধ হয়। আমাদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন যারা মনে করে আমাদের স্ত্রী এমন একজন হবে যে আমাকে সুখী রাখবে আর সেটা যখন না ঘটে তখন যুদ্ধের দামামা বাজতে থাকে। আমরা যদি বিবাহ করেছি আর আমার সঙ্গীকে সুখী রাখার জন্য আমরা যা কিছু করার তা যদি করি তাহলে বিষয়গুলো কেমন ভিন্নই না হয়ে ওঠে।

এইসময় আপনি হযতো চিন্তা করছেন *'আমি সেটা চিন্তা করতে পারি না কেননা আমি জানি সেটা করলে আমি সুবিধা নিয়ে নিচ্ছি।''* আমার আগের বৎসরগুলোতে আমি হয়তো রাজি হতে পারতাম। এরপরেও সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করার পরেও তা কি করে সম্ভব, কেননা আমি ভরসা রাখি বাইবেলে কেননা তা যথার্থভাবেই সত্য। বাইবেল শেখায় ভালোবাসার কোন দিন পতন হয় না বা তা পতিত হবে না (দেখুন ১করিন্থীয়১৩ঃ৮)। বাইবেল আরো বলে মানুষ যা বপন করে *''কেবলমাত্র সেটাই''* সে সংগ্রহ করে (গালাতীয় ৬ঃ৭)। আমি যদি বাইবেলে প্রত্যয় রাখি আর বাস্তবে আমি তা রাখিও, তবে আমি ভরসা রাখি যে সে শষ্য সংগ্রহের দায়িত্ব আমার রয়েছে তা আমার জীবনে গ্রহণ করবো, কেননা যে বীজ আমি বপন করেছি সেটাই হল তার ভিত্তি। যদি আমি দয়া বপন করি তবে সহানুভূতির শষ্য আমি সংগ্রহ করবো।

আমি সর্বদাই নিজের অভিপ্রায়ে থাকতাম

দেভ ও আমি যে সময় বিবাহ করেছি সেই চল্লিশটি বৎসরের দিকে আমি যখন ফিরে তাকাই তখন সেখানে আমি যে কতোটা স্বার্থপর ছিলাম তাতে ভয় পেয়ে যাই, তা আবার আরম্ভের সময়গুলোতে। আমি শততার সঙ্গে বলতে পারি যে আমি ভালো এবং উত্তম কিছুই জানতাম না। আমার যে বাড়ি যেখানে আমি বড় হয়েছি সেখানে যাকিছু আমি দেখেছি তা ছিল স্বার্থপরতা। আর আমার পাশে এমন কেউ ছিল না যে আমাকে আলাদা করে শেখাবে। গ্রহণ করার পরিবর্তে কিভাবে প্রদান করতে হয় সেই বিষয় আমি যদি আগে শিখতাম তবে আমার বিবাহের আরম্ভের বৎসরগুলো আরো সুন্দর হতো। যেহেতু সদাপ্রভু আমার জীবনে রয়েছে তাই আমি আমার চারপাশের বিষয়গুলো পরিবর্তিত হতে দেখেছি এবং পুরাতন আগাছা গুলো সুস্থ হয়েছে কিন্তু এর মধ্যে আমি আবার বহু বৎসর নষ্টও করেছি যাকে আমি আর ফিরিয়ে আনতে পারি না।

তুলনামূলকভাবে দেখতে হলে যে কঠিন অবস্থায় আমি বড় হয়েছি সেই তুলনায় দেভ কিন্তু বড় হয় নি। তিনি এক প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান বাড়িতে বড় হন। তার মা ছিলেন ধার্মিক মহিলা যিনি তাঁর সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছেন ও দিতে শিখিয়েছেন। এইভাবে তিনি তাকে প্রস্তুত করার ফলে দেভ দেওয়ার বিষয় অনেক আগে ছিল আর এটা আমি তার সঙ্গে প্রথমবার মেলামেশার সময় উপলব্ধি করেছি। তার উদাহরণ আমার কাছে অদ্ভুতভাবেই মূল্যবান। ভালোবাসার জায়গাতে তিনি যদি ধৈর্য্যশীল না হতেন তবে আমি নিশ্চিত আমাদের বিবাহ বেশীদিন টিকে থাকতো না।

আমি সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দিই ইহা তিনি করে ছিলেন। আর এইভাবে বিয়াল্লিশ বৎসর বিবাহের পরে আমি শততার সঙ্গে বলতে পারি এটা সবসময় ভালোর দিকে এগিয়ে গিয়েছে। আমি আগে যেভাবে সুখ অনুভব করি নি এখন তার থেকে সদাই সুখী কেননা আমি সম্পর্কের মধ্যে ততটা সময় দিই যা আগে আমার ছিল না। দেভ যেভাবে কাজগুলো এক ভাবে করার মধ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগ করে তা দেখে সত্যসত্যই আমি আনন্দ পাই। আর সেটা এই সমস্ত বৎসরগুলোতে এমনি পার্থক্যসূচক যে আমি সবসময়ে এতটাই রেগে থাকতাম আর এরজন্য আমি ''আমার পথ'' বের করতে পারি নি।

আমি সবসময় নিজের অভিপ্রায়ে পূর্ণ থাকতাম আর ততদিন পর্যন্ত কোন কিছুই পরিবর্তন হয়নি যতদিন পর্যন্ত না সমস্ত কিছু আমার, আমার করে ''সমস্ত কিছু'' আমার জীবনের বলে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। যীশু আমার বন্দিত্বের দরজা খুলে বন্দিকে স্বাধীন করার জন্য আমার মধ্যে এলেন (দেখুন যিশাইয় ৬১ঃ১)। তিনি আমাকে বহু কিছু থেকে স্বাধীন করার জন্য এসেছেন তার সবথেকেমহান যেটা সেটা হল আমি নিজে বা আমার আমিত্ব। আমি আমার আমিত্ব থেকে স্বাধীন হলাম। এই স্বাধীনতায় আমি অবিরাম বৃদ্ধি পাচ্ছি কিন্তু সেটা অনুভব করে ধন্যবাদের মনোভাব জ্ঞাপন করতে চাইছি এইজন্য কেননা সবসময় আমার পথে থেকে আমি প্রকৃত আনন্দ পাইনি।

হতে পারে ঠিক আমার মতোই আপনার জীবনে খারাপ উদাহরণ রয়েছে যেগুলোতে আপনি আপনার জীবনের আগের সময় গুলোতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছেন তাই সেগুলোকে ভুলে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তাই এই বিষয়ে সৎ হোন ঃ আপনি যেটা চান যখন সেটা না পান তখন আপনি কিভাবে প্রতিবাদ জানান? আপনি কি রেগে যান? আপনি কি বচসা ও অভিযোগ করেন? আপনার যত্ন নেওয়ার জন্য আপনি কি সদাপ্রভুতে নির্ভর করেন না কি এই ভেবে ভয় পান আপনি নিজের যত্ন নিতে পারবেন না, আর এইজন্য কেউই হয়তো আপনাকে সাহায্য করবে না? আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কেননা ইহাতে আস্থা রাখাটা স্বার্থপরতার দিকে পরিচালিত করে আর সেটাই অসুখী জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এইজন্য আমি আপনার কাছে বিনতী করছি আজই আপনি স্বার্থপরতা থেকে ঘুরে দাঁড়ান আর অন্যদের মূল্য দিতে, যত্ন নিতে ও প্রকৃতভাবে ভালোবাসতে শিখুন।

স্বার্থপরতা হল এক মনোনয়ন

আমাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই চিন্তা করে, বিভিন্ন কথা বলে এবং নিজেদের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করায় বহু সময় ব্যয় করে। যদিও আমি এই বিষয়ে শেখাই যে আমরা যেন এক সমতার মধ্যে থেকে নিজেদের ভালোবাসি। আমি ইহাতে সমর্থন করি না যে আমরা ভালোবাসার সঙ্গে সংযোজিত হয়ে যাবো যাতে মনে হবে যে আমরা এই জগতে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছি আর আমরা কি চাই সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে জড়িয়ে পড়বো। আমাদের প্রয়োজন রয়েছে যেন আমরা নিজেদের যত্ন নিই কেননা সদাপ্রভুর যে পরিকল্পনা এই পৃথিবীতে রয়েছে তারজন্য আমরা অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি

আমাদের এই জীবন দান করেছেন যেন তা উপভোগ করি (দেখুন যোহন ১০ঃ১০)। আর তাই এটার জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সেটা অনুভব করাতে আমরা যেন এমন জায়গায় পতিত হয়ে না যাই যে সুখী হওয়ার জন্য প্রকৃত পথ তা হল নিজেদের জীবনকে নিজের না রেখে অন্যদের জন্য এই জীবনকে উৎসর্গ করার চেষ্টা করা।

যীশু বলেছেন, আমরা যদি তাঁর শিষ্য হতে চাই তবে আমরা যেন নিজেদের ভুলে যাই বা অস্বীকার করি ও নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি না রেখে তাঁর অনুসরণ করি (দেখুন মার্ক ৮ঃ৩৪)। এখন আমি মেনে নিচ্ছি এটা একপ্রকার ভয় পাওয়ার মতো চিন্তাধারা কিন্তু এরমধ্যেও আমার এক সুবিধা রয়েছে কেননা এটা চেষ্টা করার জন্য আমি যথেষ্ট সময় জীবনযাপন করে এসেছি আর আমি দেখেছি ইহা কার্যকারী। যীশু আরো বলেন, আমরা যদি ''নিম্নমানের'' জীবন ত্যাগ করি (যথা স্বার্থপর জীবন) তবে আমাদের মধ্যে ''উচ্চমানের'' জীবন থাকবে (যথাঃ স্বার্থহীন জীবন), কিন্তু আমরা যদি নিম্ন মানের জীবনকে ধরে রাখি তবে আমরা উচ্চমানের জীবনকে হারাবো (দেখুন মার্ক ৮ঃ৩৫)। কিভাবে আমরা জীবন যাপন করবো তার একটা মনোনয়ন তিনি আমাদের দিয়েছেন। কোনটা ভালোভাবে কাজ করে সেটা তিনি আমাদের বলেন আর তারপারে সেটাকে তিনি আমাদের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেন - আমরা এটা করবো কি না। আমি এবং আপনি স্বার্থপরতার সঙ্গে বসবাস করতে পারি কিন্তু সুসমাচার হল আমাদের সেইভাবে বসবাস করতে হবে না। এরমধ্যে থেকে নিজেদের তুলে আনা এবং অন্য কারো জীবন ভালো করার জন্য আমাদের কাছে সদাপ্রভুর সামর্থ দেওয়া হয়েছে সাহায্য করার জন্য।

সেই যাত্রাপথ

স্বার্থপরতা অভ্যাসগত কোন আচরণ নয় কেননা আমরা এই স্বভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছি। বাইবেল বলে ইহা ''পাপজাত স্বভাব।'' তিনি তাদের যে কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন আদম ও হবা সদাপ্রভুর প্রতিকূলে গিয়ে সেই পাপ কাজ করার দ্বারা যে পাপপূর্ণ নীতি তারা স্থাপন করলো তা চিরকালের জন্য তার বংশে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের পরিচালিত করতে থাকলো। সদাপ্রভু আমাদের পাপের পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করার জন্য যীশুকে পাঠালেন আর তিনি মৃত্যুবরণ করে আমাদের উদ্ধার করলেন। আদম যা করেছিলেন তা উন্মোচন করার জন্য তিনি এলেন। আমরা যখন যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি তখন তিনি আমাদের অন্তরে বাস করার জন্য আসেন আর তাকে যখন আমাদের নূতনীকৃত জায়গাতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রভুত্ব করতে বলি তখন আমরা পাপ স্বভাব থেকে বিজয় পেতে পারি যা কিনা আমাদের মাংসিক স্বভাব। আমাদের হৃদয়ে বসবাস করে তিনি প্রতিদিন বিজয়ী হতে সাহায্য করেন (দেখুন গালাতীয় ৫ঃ১৬)। এর অর্থ এমন নয় যে আমরা আর পাপ করি না কিন্তু তাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে উন্নত করতে পারি।

আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে স্বার্থপরতাকে আমি চিরকালের জন্য জয় করে ফেলেছি আর অন্য কেউ ইহা জয় করতে পেরেছে কি না তা আমার সন্দেহ হয়। যেহেতু সমস্ত প্রকার পাপ কোন না কোন প্রকার স্বার্থপরতার সঙ্গে বদ্ধমূল তাই আমারা বলতে পারি না যে আমরা পাপ করবো না। এই স্বার্থপরতা থেকে আমি সম্পূর্ণভাবে বিজয়ী হতে পারি নি কিন্তু আমার আশা আছে আর ইহাকে আমি প্রতিদিনের জীবনে উন্নত করার চেষ্টা করছি। এই মূহুর্তে আমি এক যাত্রাপথে রয়েছি আর এই স্থলে আমি যদিও সেই জায়গায় এখন পৌঁছাই নি তাই আমি সংকল্প করেছি যে যীশু যখন আমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসবেন তখনও তিনি দেখবেন যে আমি যেন সেই উদ্দেশ্যের প্রতি প্রাণপণ করছি (দেখুন ফিলিপীয় ৩ঃ১২-১৩)।

প্ররিত পৌল এই নিম্নলিখিত বিবরণগুলো দেন ঃ ''ইহাতে আমি আর জীবিত নয় কিন্তু খ্রীষ্ট (মসীহ) আমার মধ্যে বসবাস করছেন'' (গালাতীয় ২ঃ২০)। পৌল যেটা বলতে চাইছেন তিনি আর নিজের জন্য ও নিজের ইচ্ছায় জীবিত নয় কিন্তু সদাপ্রভুর জন্য ও তাঁর ইচ্ছার জন্যই তিনি জীবিত আছেন। একদিন আমি ভীষণভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম আর দেখলাম যে আমি যেটা পড়ছি সেখানে আমি পড়তে পড়তে আবিষ্কার করলাম যে পৌল এই বিবরণ উল্লেখ করেছেন প্রভুকে গ্রহণ করার প্রায় কুড়ি বৎসর পরে। স্বার্থহীনভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্থ হওয়া তাঁর কাছে এক যাত্রাপথের ন্যায়, আমাদের প্রত্যেকের কাছেও এটা ঠিক পৌলের মতোই। পৌল এটাও বলেছেন, ''আমি প্রতিদিন মরছি'' (আমি প্রতিদিন মৃত্যুর সন্মুখীন হয়ে আত্মায় মরি) (১করিন্থীয়১৫ঃ৩১)। অন্যভাবে বলা যায় অন্যদের প্রথম স্থানে রাখা হল যেন প্রতিদিনের এক যুদ্ধ আর এইজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে নিয়মিত এক সিদ্ধন্তের। আমাদের প্রত্যেককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কিভাবে জীবনযাপন করবো আর কিসের জন্যই বা জীবনযাপন করবো, আর যেটা ঠিক তা এই মুহূর্তে করার থেকে ভালো সময় আর নেই। আপনার ও আমার জীবনযাপন করার জন্য যেমন এক জীবন রয়েছে তেমনি মৃত্যুবরণ করার জন্যও একটা জীবন রয়েছে, তাই জিজ্ঞাস্য বিষয় হল ঃ তাহলে আমরা কিভাবে জীবনযাপন করবো? আমি দৃঢ়তার সঙ্গে আস্থা রাখি যে আমরা যদি প্রত্যেকে প্রত্যককে প্রাধান্য দিয়ে অন্যদের প্রথম স্থলে রাখি তবে জগতের পরিবর্তনের যে সাম্ভাব্য ভাব রয়েছে তার আমূল পরিবর্তন দেখতে আমরা সম্ভবপর হয়ে উঠাবো।

কোন লোকই বিচ্ছিন্ন নয়

আমি নিশ্চিত যে আপনি জন ডনির সেই বিখ্যাত লাইনটির সঙ্গে পরিচিত, ''কোন লোকই বিচ্ছিন্ন নয়'' এই শব্দটি হল প্রকাশ ভঙ্গির এমনি এক পন্থা যার ফলে লোকেদের প্রয়োজন রয়েছে একে অপরের প্রতি প্রভাব বিস্তারের। ঠিক যেমনভাবে আমার বাবার জীবন আমার কাছে নেতীবাচক অর্থে ও দেভের জীবন ইতিবাচকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে ঠিক সেই ভাবে আমাদের জীবন অন্যের কাছে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ। যীশু আমাদের বলেছেন যেন আমরা একে অপরকে

প্রেম করি কেননা সেটাই হল একমাত্র পথ যার দ্বারা জগৎ জানতে পারবে যে তিনি আছেন (দেখুন যোহন ১৩ঃ৩৪-৩৫)। সদাপ্রভু হলেন প্রেম আর আমাদের বাক্যে ও কার্যে যখন এই প্রেমকে দেখাই তখন আমরা লোকেদের কাছে দেখাতে সমর্থ হই যে সদাপ্রভু ঠিক কি প্রকারের। পৌল বলেছেন যে আমরা খ্রীষ্টের রাজদূত, তার একান্ত প্রতিনিধি, আর তিনি আমাদের দ্বারাই জগতের কাছে নিবেদন করছেন, আমি যতবার এই শাস্ত্রাংশ সম্বন্ধে চিন্তা করি আর ততোবারেই আমি যেটা বলতে চাই, ''এখন আমাদের কাছে কত সুন্দর সুযোগ ও দায়িত্ব রয়েছে।''

আমার জীবনে এমন একটা পাঠ আমাকে শিখতে হয়েছে তা হল দায়িত্ব যদি আমার কাছে না থাকতো তবে সুযোগও আমার কাছে আসতো না। আর এটাই হল আমাদের সমাজের কাছে একটা সমস্যার বিষয়। লোকেরা যেটার যোগ্য নয় সেটাই তারা হতে চায়। স্বার্থপরতা বলে, '' ইহা আমাকে দিয়ে দাও। আমি এটা চাই আর এটা আমি এই মূহুর্তে চাই '' কিন্তু প্রজ্ঞা বলে, ''আমাকে দয়া করে কিছু দেবেন না কেননা এটাকে যথার্থভাবে পরিচালিত করার জন্য ততটা পরিপক্ক আমি নয়।'' এক বিরাট অংশে আমাদের এই জগৎ কৃতজ্ঞতার অভাব বোধ করছে, আর সেটা এইজন্য কেননা আমরা কোন কিছুর জন্য ধৈর্য্য ধরতে বা স্বার্থত্যাগ করাতে অভ্যস্থ নয়। আমি সেই সমস্ত বিষয়গুলো পেয়েছি যার জন্য আমি ধন্যবাদ দিতে চাই কেননা এরজন্য আমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে ও দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরে থাকতে হয়েছে। যে বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবে আমাদের কাছে আসে স্বভাবত তার কোন মূল্য থাকে না।

বহুভাবে আমরা এই বংশপরম্পরার কাছে আমাদের সন্তানদের এমন ভাবে বড় করছি যেন তারা স্বার্থপর হয় কেননা আমরা তাদের কাছে বহু বিষয় অতি শীঘ্র প্রদান ও পাওয়ার ইচ্ছা করে থাকি। আমরা তাদের এমন সময়ে সাইকেল কিনে দিই যে সেটা শেখার জন্য তার হয়তো আরো একবৎসর বাকি আছে অথবা তাদের এমন সময় গাড়ি দিই যখন সে ষোল বৎসরে পা রাখছে। আমরা তাদের কলেজের বিল জমা দিই, তারা যখন বিয়ে করে তাদের বাড়ি কিনে দিই শুধু তাই নয় তাদের বাড়িতে মূল্যবান আসবাবে পরিপূর্ণ করে দিই। এরপরে আমাদের সন্তানেরা যখন অর্থনৈতীক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায় তখন যতটা সম্ভব হয় আমরা তাদের সেই সংকট অবস্থা থেকে বের করি আর যখনি তাদের প্রয়োজন তখন আমরা সবসময়ে সেখানে আমাদের পাশে তাদের রাখি ও তাদের সঙ্গে সঙ্গ দিই। আমরা এই কাজগুলো করি ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে কিন্তু জিজ্ঞাস্য বিষয় হল আমরা কি সত্যসত্যই আমাদের সন্তানদের ভালোবাসছি না কি আমরা তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছি? অনেক সময় এই কার্য করার দ্বারা মা বাবারা তাদের সন্তানদের কাছে সেই সময়ের মূল্য দিতে চাইছে যখন তারা শৈশবকালে তাদের মা ও বাবাকে নিজেদের পাশে পায় নি। তাই এইভাবে তারা তাদের সন্তানদের প্রচুর জিনিস দিয়ে দোষকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে। আর এটা যদি জীবনের কোন নির্বাচন বা নির্ণয় নেবার সময়ে হয় তবে তা হলে তো কথাই নেই তখন তারা তাদের কাছে অর্থ ছুঁড়ে থামিয়ে দিয়ে মা বাবারা নিজেদের জীবনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

আমরা সকলেই আমাদের সন্তানদের আশীর্বাদ করতে চাই কিন্তু আমরা তাদের জন্য কতোটা করছি সেই ব্যাপারে নিজেদের নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকতে হবে। রাজা শলোমন আমাদের

উপদেশ দান করেন যেন আমরা বিজ্ঞ চিন্তাধারার প্রতি নিজেদের উদার করে রাখি (হিতোপদেশ ১ঃ৩)। কোন কোন সময়ে ''না'' বলাটাও আমাদের সন্তানদের কাছে হয়তো উত্তম দান হতে পারে কেননা তা তাদের কাছে সুযোগ সুবিধা এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান পাঠ শেখাতে পারে।

উদারতার আদর্শভাব

উদারতায় জীবনযাপন করা কেবলমাত্র আপনার সন্তানদের সামনেই নয় কিন্তু তা যেন সেই সমস্ত লোকেদের কাছেও হয় যাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে। আপনি যদি নিজের জীবনে গ্রহণ করার থেকে দাতা হন তবে আপনি যাদের সঙ্গে আদানপ্রদান করেন তাদের কাছে এটা অনুভব করতে বেশী সময় নেবে না যে আপনি আলাদা প্রকার লোক। এরপরে তারা যখন আপনার আনন্দের প্রমাণ বহন করে তখন তারা হয়তো সেই সমস্ত সংকেত গুলো সংযোজন করত সমর্থ হবে ও অনুভব করবে যে স্বার্থপরতার মধ্যে না থেকে প্রদান করাটা বরং তাদের সুখী করে তোলে। লোকেরা আমাদের দেখছে আর তারা যা দেখছে ও স্মরণ রখেছে তাতে আমি বিস্মিত হয়ে যাই।

পৌল বলেছেন সমস্ত লোকেরা যেন আপনার স্বার্থহীন জীবনের অবস্থা ও বিবেচনা এবং ধৈর্য্যশীল এবং নমনীয়তাকে জানতে পারে ও দেখতে পায় (ফিলিপীয় ৪ঃ৫)। যীশু আমাদের উৎসাহ দেন যেন সমস্ত লোকেরা আমাদের উত্তম ও দয়াশীলতার কাজগুলো দেখে যার দ্বারা তারা সদাপ্রভুকে অনুভব করে তাঁর গৌরব করতে পারে (দেখুন মথি ৫ঃ১৬)। এখানে যীশুর এই কথা বলার এমন অর্থ নয় যে নিজেকে জাহির করার জন্য বা লোকেদের দেখানোর জন্য তা করি, তিনি আমাদের এটা অনুভব করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে চান যে আমরা আমাদের চারপাশের লোকেদের কিভাবে প্রভাবিত করতে পারছি। এটা নিশ্চিত আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি তেমনিভাবে আমাদের নেতিবাচক আচরণ লোকেদের প্রভাবিত করে কিন্তু সেই সঙ্গে উদারতারও আমাদের চারপশের লোকেদের এমনভাবে প্রভাবিত করে যা আমাদের গর্বিত ও সুখী লোক করে তোলে।

আমার বিষয়ে তবে কি বোধ হয়?

এই সময়ের মধ্যে আপনি হয়তো চিন্তা করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন, আমার বিষয়ে তা হলে কি মনে হয়? এটা স্বভাবত এমন একটা পন্থা যেখানে সদাপ্রভু যেভাবে চান সেইভাবে জীবন যাপন করার থেকে আমাদের ইচ্ছামতো জীবনযাপন করে আমরা তাঁর প্রতিরোধ করতে থাকি। তাই ইহা সবসময় আমার কাছে এমন ভাবে ধাক্কা মারে যে ''আমার'' বিষয় তা হলে কি মনে হয়? আমাদের নিজের ইচ্ছা যাতে পূর্ণ হতে পারে তা দেখার জন্য আমরা এতটাই অভ্যস্থ যে আমরা আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে নিজেদেরই ভুলে যাই তা এমন কি একদিনেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে

উঠি। কিন্তু আমরা যদি কোন কিছু সাহসের সঙ্গে করার পরিকল্পনা করি ও চেষ্টা করি তবে সেখানে যে স্বাধীনতা এবং আনন্দ রয়েছে সেই অভিজ্ঞতার জন্য আমরা অভীভূত হয়ে পড়ি।

কেননা আমার আমাদের জীবনের বেশীরভাগ সময়ে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে বিছানায় শুয়ে শুয়েই নিজের জন্য পরিকল্পনা করতে থাকি। আমি চিন্তা করি, আমি কি চাই, আমার জন্য কোনটা উত্তম আর কিভাবেই বা আমি আমার পরিবার ও বন্ধুদের নিশ্চিত করতে পারি যেন তারা আমার পরিকল্পনাতে সাহায্য প্রদান করে। এরপর আমি উঠে পড়ি আর আমার মনের মধ্যে যে চিন্তাধারা রয়েছে তা নিয়েই সেই দিনে অগ্রসর হতে চাই আর যতবার বিষয়গুলো আমার মতো না হয় ততবার আমি বিচলিত হয়ে পড়ি, অধৈর্য হয়ে যাই আর ব্যার্থতার জন্য রেগে উঠি। আমি মনে করতাম আমি অখুশী কেননা আমি যা চাই তা আমি করতে পারছিলাম না কিন্তু আমি বাস্তবে এইজন্য অসুখী হয়ে পড়তাম কেননা আমি যেটা চাইছিলাম তা অন্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই করতে চাইছিলাম।

এখন আমি আবিষ্কার করতে পারছি যে, আনন্দের গুপ্ত রহস্য হল আমার জীবনকে নিজের জন্য ধরে রাখার চেষ্টা করার থেকে বরং সেটাকে অবিরত অন্যের কাজে উৎসর্গ করা আর তখনি আমার সকাল যেন একটু ভিন্ন প্রকার হয়ে ওঠে। আজকে সকালে এই অধ্যায়ে কাজ আরম্ভ করার আগে আমি প্রার্থনা করলাম এরপরে বেশ কিছু সময় নিয়ে সেই সমস্ত লোকেদের কথা চিন্তা করতে থাকলাম যাদের আমি জানতাম আর তখনি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আজকেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। এরপর রোমীয় ১২ঃ১ অনুযায়ী প্রার্থনা করলাম যেখানে বলা হয়েছে তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত,পবিত্র ও সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রীতিজনক বলি রূপে উৎসর্গ কর। আমাদের সামান্য সুযোগকে তাঁর কাজে তাঁর ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করা। যে লোকেদের সঙ্গে আমি কাজ করবো বলে আমি চিন্তা করছি অথবা হয়তো যাদের সঙ্গে আজকে দেখা করবো তাদের জন্য আমি প্রভুকে বললাম তুমি আমাকে তাদের এমন কোন বিষয় দেখিয়ে দাও যা আমি তাদের জন্য করতে পারি। তাদের উৎসাহ জ্ঞাপন এবং প্রশংসা করার জন্য আমি মনে মনে পরিকল্পনা করলাম। এটা নিশ্চিত, যতবার আমরা কোন লোকের সঙ্গে দেখা করি তখন তাদের প্রত্যেককে ভালো কিছু বলতে পারি। স্বাভাবিকভাবে এটা করাতে অভ্যস্থ হওয়াটা আমাদের মনকে নিজেদের থেকে কিছুটা অনুকূল অবস্থায় নিয়ে আসবে। আর এইভাবেই আমি এই দিনে অগ্রসর হই।

আপনি যদি সদাপ্রভুর প্রতি উৎসর্গকৃত হতে চান তবে তিনি আপনাকে ব্যবহার করবেন যাতে আপনি অন্যদের সাহায্য ও ভালোবাসতে পারেন। তাই আমি প্রস্তাব করি এইভাবে প্রার্থনা করার জন্য ঃ ''হে প্রভু আমি আমার চোখ, কান, মুখ, হাত, পা, হৃদয়, অর্থ, তালন্ত, দান, যোগ্যতা, সময় এবং নিজের উদ্যমকে তোমার কাছে সমর্পণ করছি। আজকে যেকোন জায়গাতে আমি যাই সেখানে আমাকে আশীর্বাদ করে আজকের দিনে ব্যবহার কর।''

> ''হে প্রভু আমি আমার চোখ, কান, মুখ, হাত, পা, হৃদয়, অর্থ, তালন্ত, দান, যোগ্যতা, সময় এবং নিজের উদ্যমকে তোমার কাছে সমর্পণ করছি। আজকে যেকোন জায়গাতে আমি যাই সেখানে আমাকে আশীর্বাদ করে আজকের দিনে ব্যবহার কর।''

তাই আপনি যদি না ইহাতে অভ্যস্থ হওয়ার চেষ্টা করেছেন তবে আপনি এইভাবে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করার যে কি মজা তা কোনদিন উপলব্ধী করতে পারবেন না। ইহাকে আমি ''পবিত্র আচরণ'' বলেই মনে করি। আর ঠিক সমস্ত আচরণের মতো ইহাকে এক করার জন্য অতি অবশ্যই ইহার প্রতি কর্ষণ চালিয়ে যেতে হবে। কোন কোন দিন আমি যখন নিজের মধ্যে চলে গিয়ে আমার নতুন আচরণ প্রয়োগ করাতে অপারক হয়ে পড়ি তখন আমাকে সত্বর স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে আমার জীবনের আনন্দ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি আর তখনি পুনরায় আমি লাইনে ফিরে আসি।

বেশ কিছু বৎসর হল আমি এইভাবে বসবাস করার চেষ্টা করছি আর তখন থেকেই এটা একটা যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। এই ''স্বার্থপরতার জীবন'' আমাদের জীবনের প্রতিটি অবস্থায় এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যা অতি সহজে মৃত্যুবরণ করে না। আমি প্রেম ও ভালোবাসা সম্বন্ধে বহু বই পড়েছি এই বিষয়টিকে নিয়ে প্রার্থনাও করেছি। এই বিষয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে ও কথা বলেছি, প্রচার করেছি আর আমার চিন্তার মধ্যে যা কিছু করা তার সমস্ত কিছুই আমি করেছি। এইভাবে বহুবার আমি অনুভব করেছি যে আমি মনে হয় আবার স্বার্থপর হয়ে পড়েছি আর এই বিষয়ে আমি বিচলিত হই নি কেননা নিজের সম্বন্ধে বিচলিত হওয়াটা কেবলমাত্র আমাদের নিজের মধ্যেই বিজড়িত করে রাখে। আমি যখন পতিত হই তখন সদাপ্রভুকে বলি তুমি আমাকে মার্জনা কর তারপরে তখন আবার সতেজ হয়ে উঠি। আর আমি মনে করি সেটাই হল সব থেকে ভালো আচরণ কেননা যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি আমরা করে থাকি তাতে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে প্রায় বেশীরভাগ সময় খারাপ অনুভব করি আর সেটা হল সময়ের অপব্যবহার। কেবলমাত্র সদাপ্রভুই আমাদের মার্জনা করতে পারেন আর আমরা যদি তাঁকে মার্জনা করার জন্য বলি তবে তিনি তা করার জন্য প্রস্তুত আছেন।

হ্যাঁ, আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এটাই মনে করি যে এই জগতের সবথেকে মূল যে কারণ তা হল স্বার্থপরতা কিন্তু এই জগতের মধ্যে থেকেও জগতের মতো হওয়া থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি। আপনি যদি আমার সঙ্গে ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন আরম্ভের জন্য যোগদান করেন তবে আপনি যে পন্থায় যেমন ভাবে বসবাস করছেন সেই প্ররোচনামূলক আচরণ ছেড়ে দিয়ে ভালোবাসা পাওয়ার থেকে ভালোবাসার দ্বারা জীবনযাপন করতে থাকুন আর তাহলেই আপনি সমস্যার অঙ্গ না হয়ে বরং সমাধানের এক অঙ্গ হয়ে উঠবেন। এটা আরম্ভ করার জন্য আপনি কি প্রস্তুত রয়েছেন?

তৃতীয় অধ্যায়

3

কোন কাজ আকস্মিক ঘটে না

কেননা আমি আপন বাক্য সফল করিতে
জাগ্রত রয়েছি - *যিরমিয় ১ঃ১২*

এই জগতে আমূল পরিবর্তন বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কোনভাবেই তা দুর্ঘটনা বসত ঘটানো সম্ভব হয়নি। যেকোন ঘটনায়,পরিবর্তনের যে প্রয়োজন হয়েছিল সেই সম্বন্ধে কেবলমাত্র লোকেরাই এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিল। এর জন্য ধরে নিতে পারেন অশান্তিমূলক দুর্ঘটনার আধারে ইতিহাস রচনা বা পরিকল্পনা মাফিক বিদ্রোহ যাই বলুন না কেন সেগুলো সাধারণভাবে ঘটে নি। সেগুলো ছিল উদ্দেশ্যমূলক, বিবেচনাধীন, অনুকম্পামূলক ও পরিকল্পনা মাফিক। সেগুলো এইজন্য আরম্ভ হয়েছে কেননা কোন লোক হয়তো কোন কিছু করবে না বলে কোন কিছুকে অগ্রাহ্য করেছিল বা জিদ করে বসে ছিল, এখানে কোন একজন বা লোকেরা সাধারণভাবে বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করতে থাকে এইজন্য ‘‘যেন বিষয়গুলো প্রকাশমান’’ হয়, আর এইভাবে অত্যাচার যখন ভীষণভাবে বাড়তে থাকে তখন কোন একজন নির্বিকারে থাকা বা ঠুঁটো হয়ে বসে থাকাটাকে প্রত্যাখ্যান করে। আর তাই আমূল পরিবর্তনের হাওয়া তখনি বইতে আরম্ভ করে যখন কোন একজন সিদ্ধান্ত নেয় যে তিনি এইজন্য আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

এখনি দায়িত্ব পালন করতে হবে

আমাদের প্রাণবন্ত হওয়ার জন্য বাইবেলের বহু নির্দেশ সেখানে রয়েছে তাই ক্লান্ত হওয়ার থেকে প্রাণবন্ত হওয়ার জন্য যে নির্দেশ তা সম্ভবত অতি সরল কিন্তু আজকে বহু হাজার সংখ্যক লোক সেটাকে এড়িয়ে চলে। তারা হয়তো মনে করে যে বিষয়গুলো নিজে থেকেই ভালো হয়ে উঠবে। না, তারা তো সেইভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে না। কেননা কোন ভালো বিষয় দুর্ঘটনা বসত ঘটে না। এই বিষয়টি আমি যখন একবার রপ্ত করে নিলাম তখন আমার জীবন ভালো কিছুর জন্য রূপান্তরিত হতে থাকলো।

কোন কিছু হওয়ার যে বাসনা তা কিন্তু আমাদের যা ইচ্ছা সেইভাবে ফল প্রদান করে না কিন্তু সেগুলোকে লাভ করার জন্য আমাদের অতি অবশ্যই একাগ্রতার সঙ্গে এগিয়ে চলতে হবে। আমরা সেইপ্রকার কৃতকার্যমলূক লোক কোন সময়েই পাবো না যারা কেবলমাত্র জীবনে ইচ্ছা প্রকাশ করেই তা লাভ করেছে। আর আমরা এমন লোকেদেরও পাই না যারা নিজে কোন কিছু না করেই কৃতকার্য হয়ে উঠেছে। আর এইজন্য ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করার জন্য সেই একই নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। যীশু যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেইভাবে যদি লোকেদের ভালোবাসি তবে সেটা আমাদের করতে হবে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই। ইহা কোনভাবেই আকস্মিকভাবে ঘটেনা।

বাইবেল আমাদের বলে তোমরা পরস্পর ও সকলের প্রতি সর্বদা সদাচারণের অনুধাবন কর (১ থিষলনীকীয় ৫ঃ১৫)। এই অনুধাবন শব্দ একপ্রকার এক কঠিন শব্দ যার অর্থ হল ''ব্যাকুল হওয়া, অনুসরণ করা, তার সঙ্গে লেগে থাকা।'' আমরা যদি সুযোগের অনুধাবন করি তবে তা খুঁজে পাওয়াতে আমরা নিশ্চিত হব। আর সেটাই আমাদের ফলহীন ও কাল্পনিক হওয়া থেকে আমাদের আগলে বা বাঁচিয়ে রাখবে। আমরা যদি সজাগ ও প্রাণবন্ত অথবা নিরুদ্যম এবং অলস হই তবে এরজন্য অতি অবশ্যই আমাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে? সদাপ্রভু প্রাণবন্ত এবং উদ্যোগী! আমি আনন্দিত কেননা তিনি তাই, আর তা না হলে আমাদের জীবনে সমস্ত বিষয় অতি সত্বর অবনতি ও খারাপ হয়ে পড়তো। আমরা এই জগতে যা দেখছি ও উপভোগ করছি সদাপ্রভু যে কেবলমাত্র সেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাই নয় কিন্তু সেটাকে তিনি প্রাণবন্তভাবে প্রতিপালনও করছেন কেননা তিনি জানেন যে কোন ভালো বিষয় সাবলীলভাবে উদ্ভাবিত হয় না। সেগুলো ঘটে সঠিক কাজের পরিণাম স্বরূপ (দেখুন ইব্রীয়১ঃ৩)।

সদাপ্রভু সমস্ত কিছু অনুপ্রাণিত করেন, সেইজন্য তাঁর সেই ভারসাম্যতা প্রাণবন্তভাবেই আমাদের সকলকে অলসতা এবং ফলহীনতার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে আর আমাদের মধ্যে ত্রাণকারী হিসাবেই তিনি সেবা করেন। তাই প্রাণবন্ত থেকে সঠিক কাজ করাটা আমাদের ভুল কাজ করা থেকে আলাদা করে রাখে। আর তাই যেটা ভুল সেটা ধরে রাখার জন্য আমাদের কঠিন প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন হবে না'' যেটা সঠিক সেটা করার মনোনয়ন যদি আমরা না নিই তবে আমাদের স্বাভাবিক স্বভাব সেই দিকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

উদাহরণস্বরূপ, পীড়া মনোনীত করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই কিন্তু আমাদের যেটা প্রয়োজন তাহল আমারা যেন ইহার চারপাশ থেকে তাদের আমরা ধরতে শিখি কিন্তু এরজন্য আমাদের অতি অবশ্যই সুস্বাস্থ্য মনোনীত করতে হবে। আমাকে সবসময়ে ধারাবাহিকভাবে উত্তম মনোনয়ন নিতে হবে যেন আমি আমার শারিরীক অনুশীলন, ঘুম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকি। আমাকে অতি অবশ্যই মনোনয়ন নিতে হবে যেন কোনভাবে আমি উদ্বিগ্ন এবং আশঙ্কিত না হই কেননা আমি জানি যে তা আমাকে ক্লান্ত করে তুলবে আর সেই সঙ্গে সম্ভবত আরো শারীরিকভাবে উপসর্গ হাজির করবে। কিন্তু কোনকিছু না করেও কেবলমাত্র নিজের বিষয়ে যত্ন নিয়েও আমি তো খুব সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।

আমাদের মাংস দুর্বল ও অলস

প্রেরিত পৌল পরিষ্কারভাবে শেখায় যে আমাদের মাংস হল অলস ও দুর্বল, কামুক এবং বহুপ্রকার পাপজাত অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য উৎসুক (দেখুন রোমীয় ১৩ঃ১৪)। সদাপ্রভুর ধন্যবাদ হোক আমরা মাংসের থেকেও অধিক কিছু। আমাদের মধ্যে আত্মাও রয়েছে আর খ্রীষ্টীয়ানের আত্মিক অংশ হল এমন যেখানে সদাপ্রভুর স্বভাব অধিষ্ঠান করে। সদাপ্রভু মঙ্গলময়। আর যেভাবে তিনি আমাদের অন্তরে রয়েছেন তার অর্থ হল সদাপ্রভুর পবিত্রতা আমাদের মধ্যে রয়েছে। আমাদের আত্মার মধ্যে দিয়েই আমরা নিজেদের নিয়মানুবর্তিতা এবং মাংসের উপরে প্রভুত্ব করতে পারি কিন্তু এরজন্যও প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। আর এরজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে পবিত্র আত্মার সহভাগিতা যিনি আমাদের উদ্যম যোগান ও ভালো কাজ করার জন্য সাহায্য প্রদান করেন। পৌল বলেছেন আমরা যেন মাংসের জন্য কোনভাবে কোন শর্ত না রাখি। আর আমার মনে হয় একভাবে ইহার উপরে কোন শর্ত আরোপ না করেই আমরা ইহাতে কিছু করে বসি!

কোন কিছু না করার অর্থ হল উদাসীনতা। যতবেশী করে আমরা কিছু না করি তবে তার অর্থ আমাদের উদাসীনতা ততো বেশী। যতবেশী করে কিছু না করার অভিলাষ হল আমরা সেটা একেবারেই করতে চাই না। আমি নিশ্চিত আপনারও নিশ্চই সেই প্রকার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আপনি যদি সারাদিন বাড়িতে শুয়ে সময় কাটানো আর তখন দেখতে পাবেন যত বেশী আপনি শুয়ে কাটাতে চাইছেন তখন সেখান থেকে ওঠাটা ততটাই যেন কঠিন হয়ে পড়ে। আর আপনি যখন প্রথমে ওঠেন তখন যেন সমস্ত কিছুতেই অসমর্থ এবং ক্লান্তি বলে মনে হয় কিন্তু এইভাবে যতবেশী করে আপনি নিজেকে গতিশীল করতে চান তখন আপনার উদ্যম আপনাতে ফিরে আসে।

আজকে আমি বরং একটু হাল্কা মেজাজে উঠেছি। সপ্তাহের শেষে একটি সভা করার পরে কঠিন পরিশ্রম করাতে আমি এখন পর্যন্ত একটু ক্লান্ত রয়েছি। সেইসঙ্গে সংযোজন করে বলতে হচ্ছে যে বিষয় আমি আশা করেছিলাম সেই জায়গাটিতে আমি নিজেথেকেই নিরাশ হয়ে রয়েছি। আমার মনে হচ্ছে আরাম কেদারায় বসে সারাদিন নিজে থেকে বিষন্ন ভাব নিয়ে বসে থাকি।

যেহেতু বহু বৎসর সেইভাবে করাতে আমি অভ্যস্থ হয়ে ফলহীনতার অভিজ্ঞান অর্জন করেছি তাই আমি অন্য একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি যেন এই অধ্যায়টিকে ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলি। আমার মাংস যেভাবে অনুভব করে তার প্রতিকূলে গিয়ে ইহা করাটাকে আমি এক সংগ্রাম বলে মনে করলাম। তাই যতবেশী আমি লিখতে থাকি ততই যেন নিজেকে ভালো অনুভব করতে থাকি।

যে অবস্থাগুলো আমাদের মাংস অলস করে দেওয়ার জন্য প্রলোভন দেখায় সেই জায়গা থেকে উঠে আসার জন্য সদাপ্রভুকে সাহায্য করার জন্য বলতে পারি আর এইভাবে সংকল্প করার দ্বারা অকেজো হয়ে বসে থাকার থেকে প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠতে পারি। আর তখনি দেখবো আমাদের অনুভব তাদের সঙ্গ ধরে নিয়েছে। বিভিন্ন দিনের মতো আজকেও সদাপ্রভু আমাকে নিয়মানুবর্তিতার আত্মা এবং নিয়ন্ত্রণের আত্মা প্রদান করেছেন কিন্তু এরজন্য মনোনয়ন হল আমার নিজের যে তিনি আমাকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করবো কি না। না কি কেবলমাত্র মাংসিক পথকে অনুসরণ করবো।

পৌল ''মাংসিক খ্রীষ্টীয়ান'' সম্বন্ধে লেখেন, তারা হলেন এমন লোক যারা যীশুকে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে কিন্তু আত্মিকভাবে উন্নত হওয়ার জন্য পবিত্র আত্মার সঙ্গে কোন সময় ব্যয় করেনি। ১করিন্থীয় ৩ঃ১-৩, পৌল খ্রীষ্টীয়ানদের আত্মিক লোকেদের ন্যায় সম্ভাষণ করেন না কেননা তাদের মধ্যে মাংসিক স্বভাব পূর্ব থেকেই আধিপত্য করছে। তাই তাদের কঠিন বিষয় শেখাতে পারছিলেন না যার ফলে তাদের কাছে এই একই সংবাদ শেখাতে হচ্ছিল যাকে বলে ''দুগ্ধের ন্যায় তরল সংবাদ।'' তাদের তিনি আধ্যাত্মিক লোকের মতো সম্ভাষণ করেন না কেননা তারা অতি সাধারণ আবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আপনি কি অনুমোদন জানাবেন যেন এই সাধারণ ঐচ্ছিক আবেগ আপনাকে পরিচালিত করে? আজকে আমি এমনভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম যেন এই স্বাভাবিক ও ঐচ্ছিক আবেগ আমাকে পরিচালিত করে। সততার সঙ্গে বলতে হলে, প্রাণবন্ত থেকে কিছু করার দ্বারা ভালো ফল বহন করার জন্য আমাকে হয়তো সম্ভবত সারাদিন এই প্রলোভনের প্রতিরোধ করতে হতো। আমার আবেগের মধ্যে কিছু দেওয়ার চেষ্টা আমি কখনো করবো না কেননা একটা দিন নষ্ট করার সময় আমার হাতে নেই।

নির্বিকার কাজে কোন প্রতিদান নেই

আমাদের মধ্যে কেউ যেন কেবলমাত্র বসে বসে সময় নষ্ট করার প্রচেষ্টা না করে। সদাপ্রভু নির্বিকার কাজের কোন প্রতিদান দেন না। কেননা নির্বিকার লোকেরা যেটা ঠিক কাজ তা করার জন্য নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করে না। পরিবর্তে তারা এমন কিছু করার জন্য সবুর করে ও তা আয়ত্ব করার চেষ্টা করে অথবা বাহ্যিক কোন রহস্যময় বলের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য সময় ব্যয় করে ফ্যাল ফ্যাল করে তা দেখতে থাকে যেখানে তারা কিছুই করে না। সদাপ্রভু এই প্রকার মনোভাবকে সমর্থন করে না, প্রসঙ্গত ইহা প্রধানত এক প্রকার বিপদ সংকুল বিষয়।

কিছু না করার যে সিদ্ধান্ত সেটাও এক প্রকার সিদ্ধান্ত আর ইহা হল এমনি যা দিনের পর দিন আমাদের দুর্বল করে তোলে। ইহা দিয়াবলকে এত বেশী সুযোগ করে দেয় যাতে সে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একটা শূন্য জায়গা তখন পর্যন্ত কিন্তু একটা জায়গাই আর সদাপ্রভুর বাক্য শেখায় যদি দিয়াবল এসে কোন খালি জায়গা পায় তখন সে অতি সত্বর সেই জায়গাটিকে দখল করে নেয় (দেখুন মথি ১২ঃ৪৩-৪৪)। অশিষ্টতা এই বিষয়েই নির্দেশ করে যে আমরা এমন কিছুর সঙ্গে কিছু করাতে বদ্ধপরিকর যা কিছু হয়ে চলেছে তাতে আমরা ঐক্যবদ্ধ এবং ইহাতে আমার অনুমোদন রয়েছে। এই সমস্ত কিছুর উপরে কোন কিছুকে পরিবর্তন করার জন্য আমরা যদি কিছুই না করি তবে আমাদের অতি অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে যা কিছু হচ্ছে তা ভালো ও সুন্দর।

কিছু করতে হবে

আমাদের মিনিষ্ট্রিতে বাইরে যাওয়ার সময়ে আমরা বিভিন্ন লোকেদের সঙ্গে নিয়েছি যেন তারা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লোকেদের মধ্যে সেবা করতে পারে। কিন্তু এরজন্য তারা সকলে একইভাবে প্রতিবেদন জানায় নি। আফ্রিকা, ভারত এবং জগতের অন্যান্য নির্জন গ্রামে যে সমস্ত লোকেরা জঘন্য খারাপ অবস্থার মধ্যে ছিল তাদের যখন তারা দেখেন তখন সকলেই অনুকম্পাশীল হয়েছিলেন। অনেকে আবার কেঁদে ফেলেছিলেন, কেউ কেউ আবার তাদের সঙ্গে করমর্দন করে চিন্তা করছিলেন যে এই অবস্থা সাংঘাতিক কিন্তু তারা সকলে মিলে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি যাতে সেখানের সাংঘাতিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করতে পারে। অনেকে আবার কিছু করার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন আর আমি আনন্দিত যে আমাদের মিনিষ্ট্রি সেখানে কিছু করছে, তথাপি তারা নিজে থেকে কি করতে পারে তারজন্য আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে সদাপ্রভুর প্রতি অন্বেষণ করার বিষয় কোন সময়েই চিন্তা ভাবনা করেন নি। আমি উদ্যোগের সঙ্গে বলতে চাই তাদের মধ্যে অনেকেই বাড়ি ফিরে গিয়েছে আর নিজেদের জীবন ও কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা যা দেখেছে তা অতি শীঘ্র ভুলে গিয়েছে। কিন্তু সদাপ্রভুর নামের ধন্যবাদ হোক সেখানে বেশ কিছু বিশিষ্ট লোক রয়েছেন যারা সংকল্প নিয়েছেন যেন কোন পথ বের করে সেখানে কোন পৃথকিকতা নিয়ে আনেন। স্মরণ রাখবেন ঃ উদাসীনতা কেবল অজুহাত উপস্থাপন করে কিন্তু ভালোবাসা পথ খুঁজে বের করে।

> উদাসীনতা কেবল অজুহাত উপস্থাপন করে কিন্তু ভালোবাসা পথ খুঁজে বের করে।

আমি একটি মহিলার কথা স্মরণ করতে পারি যিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে কোন প্রকার সাহায্য তিনি করবেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি বুঝতে পারেন নি যে ইহার জন্য তাকে কি করতে হবে কেননা তার কাছে আলাদা কোন অর্থ ছিল না দান হিসেবে দেওয়ার জন্য আর তাই তিনি

মিশন ফিল্ডেও গেলেন না। কিন্তু তিনি যখন ধারাবাহিকতার সঙ্গে সেই অবস্থার জন্য প্রার্থনা করছিলেন তখন প্রভু তাকে উৎসাহ প্রদান করলেন যেন তার কাছে যা রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। এটা এমন নয় যে তার কিছু ছিল না। তিনি অনুভব করতে পারলেন, আমি ভালো কেক, বিস্কুট ও অন্য কিছু তৈরী করতে পারি তাই তিনি তার পাষ্টারকে বললেন এই সপ্তাহে তিনি বেশ কিছু কেক ও বিস্কুট তৈরী করবেন। মণ্ডলীর সভা শেষে সেগুলি সেল করবেন আর সেই অর্থ মিশনের কাজে যাবে। এই পন্থা তার কাছে ও অন্যান্য সদস্যদের কাছে এক পন্থা হয়ে গেল যেন মিশন কার্যে তারা জড়িত হন আর ইহাই তাকে প্রাণ চঞ্চল করে তুলেছিল এইভাবে কাউকে সাহায্য করার জন্য।

আমি আরো একটি মেয়ের কথা জানি যে অত্যন্ত দুর্ধষ ছিলেন আর সেও যেন কিছু করতে পারে এই ভেবে তার লম্বা চুলকে কেটে বেচে দিয়ে অর্থ যোগাড় করে অনাথদের সাহায্য করেছিলো। এই বিষয়টি শুনলে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি কোন কিছু না করার থেকে এটা বরং ভালো কাজ। কোন কিছু না করাটা যেন বিপদ সংকুল অবস্থার ন্যায় কেননা ইহা আমাদের জীবনে দিয়াবলকে স্থান করে দেওয়ার জন্য এক প্রবেশ দ্বারের ন্যায়।

আরো একটি মহিলা যার সঙ্গে আমি প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম তিনি ছিলেন শরীর মর্দনকারী চিকিৎসক, আমাদেরই কোন একটা সভাতে যোগদান করার পরে তিনি অন্যদের কাছে পৌঁছানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন আর ইহার জন্য তিনি এক ''বিশেষ গুনের উদ্যোগ'' নামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন আর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এখানে এই বিশেষ উদ্যোগের যে ব্যবস্থা তা দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য যাবে। সেখানে তিনি মিশন কার্যের জন্য এক হাজার ডলার তুলেছিলেন এইভাবে তিনি প্রমাণ দেন যে সেই দিন থেকে এই দেওয়ার বিষয়টি তার কাছে ও অন্য যারা যোগদান করেছিলেন তাদের কাছে তা জীবন পরিবর্তনকারী এক সময় ছিল। তিনি আরো আলোচনা করলেন সেখানের সকলে এতই উদ্দীপ্ত ছিলেন যে তারা একসঙ্গে গরীব ও অসহায় লোকেদের জন্য একযোগে কাজ করবে বলে এগিয়ে এসেছেন।

ভালোবাসার প্রয়োজন আমাদের সকলেরই রয়েছে কিন্তু আমার আশা এটাকে আমরা যেন আমাদের নিজেদের আনন্দের সঙ্গে অত্যন্ত দৃঢ়তার ন্যায় এমনভাবে আবদ্ধ করে রাখি যাতে আমরা অন্যদর ভালোবাসতে পারি। আমরা যখন দিই তখন অত্যাশ্চার্য কিছু ঘটতে থাকে।

অলসতায় শত্রুদের আনন্দ হয়

আরাম কেদারায় শুয়ে অথবা শরীর হেলিয়ে বিশ্রাম করতে করতে সদাপ্রভুকে যত্ন নিতে বলা কতো সহজ বিষয় কিন্তু এই আরাম আমাদের একটা কর্মহীন ও পালক বিহীন জায়গায় ফেলে দেয় ও দিয়াবলের প্রতিকূলে ঠেলে নিয়ে যায়। আমাদের মস্তিষ্ক যদি উত্তম চিন্তার বিষয়ে শূন্য অবস্থায় থাকে তখন দিয়াবল সেই জায়গাকে অতি সহজেই মন্দ চিন্তায় পরিপূর্ণ করতে পারে। আমরা যদি

অলস এবং কর্মহীন তবে সে সহজেই খারাপ কাজ করার জন্য আমাদের প্রলোভন জানাতে পারে তা এমন কি পাপ কাজ পর্যন্ত। বাইবেল আমাদের প্রাণবন্ত থাকার জন্য বলে কেননা তা আমাদের অলসতা ও ফলহীন হওয়ার হাত থেকে দূরে রাখে। অন্যদের প্রতি কিছু করার জন্য আমরা যদি আগ্রাসী মনোভাবপন্ন হই তবে তখন আমাদের মনের মধ্যে এমন কোন স্থান থাকবে না যেখানে ভুল চিন্তাধারা কাজ করবে।

কর্মহীন লোকেরা খুব সহজেই নিস্পৃহ হয়ে যায় আর অবসাদগ্রস্থ এবং স্বার্থচেষ্টায় পূর্ণ থাকে। তারা বিভিন্ন প্রকার পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে। প্রেরিত পৌল পর্যন্ত এই কথা বলেছেন যদি কোন যুবতী মহিলা বিধবা হয়ে যায় তবে তিনি পুনরায় বিবাহ করতে পারেন। আর তা না হলে তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়িয়ে অলস, বাচাল ও অনধিকারচর্চাকারীনি হয়ে উঠবে (দেখুন ১তীমথিয় ৫ঃ১১-১৫)। পৌল বাস্তবে এত দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছেন এইজন্য কেননা বেশ কিছু যুবতী বিধবা কোন কাজ না করার ফলে তারা শয়তানের পিছনে চলছে। তাই কর্মনিষ্ঠা থাকা কতোই না তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রসঙ্গত শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে সদাপ্রভু আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন যেন আমরা কর্মহীন লোক হয়ে না পড়ি। পুরাতন নিয়মের সময়ে যখন কোন লোক মারা যেত তখন ইস্রায়েলীয়দের অনুমোদন জানানো হয়েছিল তারা যেন সেই প্রিতিজনক সদস্যের জন্য কেবলমাত্র ত্রিশ দিন শোক করে (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪ঃ৮)। প্রথমে সেটা যেন অনুভূতিহীন বলে মনে হচ্ছিল কিন্তু সদাপ্রভু এই নিয়ম তৈরী করেছিলেন কেননা তিনি জানতেন দীর্ঘকালীন শোকার্ত হওয়াটা ও কর্মহীন হয়ে থাকা এক ভীষণ সমস্যায় পরিচালিত করতে পারে।

আমাদের অতি অবশ্যই কর্মনিষ্ঠ হতে হবে কিন্তু সেটাতেও যেন আমরা ততো বেশী পরিমানে জড়িয়ে না পড়ি যাতে আমরা পুড়ে ছাই হয়ে যাই। কিন্তু এখানে আমরা নিজেদের এমনভাবে জড়িয়ে রাখবো যেন সঠিক নির্দেশে আমরা চলতে পারি। সমতা রাখা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। অন্য লোকেদের সাহায্য করার পেছনে আমরা আমাদের সমস্ত সময়টাও নষ্ট করে দিতে পারি না কিন্তু অপর দিকে এরজন্য যদি আবার কোন সময় না দিই তবে সেটাও সমস্যার সৃষ্টি করবে। আপনি যদি এমন কোন লোকের কথা চিন্তা করেন যিনি জানেন যে তিনি কর্মহীন, অলস এবং তাৎপর্যহীন তবে আপনি হয়তো অনুভব করতে পারেন তারা অত্যন্ত অসুখী কেননা উদ্যমহীনতা এবং নিরানন্দের অভাব এরা উভয়েই এক সঙ্গে যাতায়াত করে।

বেশ কিছু বৎসর আগে আমার কাকীমা চেয়েছিলেন যেন তার সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য একজন থাকে। প্রথম তিন থেকে চার বৎসর তিনি কিছুই কাজ করতেন না। এখন তাকে তার বাড়ি ছাড়তে হবে বলে তিনি অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়েছিলেন। তাকে যে নতুন বাড়িটি দেওয়া হয়েছিল তা ব্যবহার করার জন্য যেন তার কোন ইচ্ছাই ছিল না। যদিও সেখানের জীবনকে কর্মতৎপর করে তোলার জন্য ও অন্যদের সাহায্য করার বিভিন্ন সুযোগ থাকা স্বত্বেও তিনি কিছু করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি দিনের পর দিন সেই ফ্ল্যাটে বসে

থেকে নিরুৎসাহ হতে থাকলেন। শারীরিকভাবে তিনি খারাপ অনুভব করতে থাকলেন আর তা এতটাই দূরহ হয়ে উঠলো যা নিয়ে তিনি আর চলতে পারছিলেন না। পরিশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বাইবেল অধ্যয়ন এবং রোগীদের দেখাশোনা করাতে অংশগ্রহণ করবেন যেটা তার বাড়ির সামনেই ছিল। তিনি খেলা করতে আরম্ভ করলেন, পার্টিতে যোগ দিতে থাকলেন আর এইভাবে তার অনেক বন্ধু তৈরী হল। আর তিনি আমাকে বললেন তিনি খুব সুখী আছেন এবং শারীরিকভাবেও ভালো অনুভব করছেন।

একজন কর্মহীন লোকের অবস্থা মন্দ থেকে আরো মন্দতার দিকে অগ্রসর হয় আর তা যতদূর পর্যন্ত না তার কর্মহীনতা এক প্রাণ চঞ্চল অবস্থায় ফিরে আসছে তখন পর্যন্ত তার জীবন সেইভাবেই থাকে। তিনি এই নিরুদ্যমতার মধ্যে নিজেকে সেই অবস্থা ও মুহূর্তের দ্বারা আগে পিছে উদ্বেলিত করার জন্য অনুমোদন জানাতে থাকেন। তিনি চান যেন তার আবেগ তাকে পরিচালিত করে আর যেহেতু তিনি কোন সময় কোন কিছু করাতে অভ্যস্থ নয় তাই কেবলমাত্র দেখার মধ্য দিয়ে তিনি অভিযোগ জানাতে জানাতে নিজের জীবনটাকে যেন টুকরো টুকরো করতে থাকেন। তিনি বহু কিছু করতে চান তথাপি তিনি আবেগের দ্বারা এতটাই আচ্ছাদিত থাকেন যা প্রায় অবর্ণনীয়। তিনি আলস্য অনুভব করেন আর তার মধ্যে সৃজনশীল কোন চিন্তাধারাই আর থাকে না। তিনি হয়তো এমন কিছু চিন্তা আরম্ভ করেন যা শারীরিকভাবে তার কাছে ভুল আর সেইজন্য তিনি উদ্যমতা অনুভব করেন। তার কাছে জীবনটা যেন ধারাবাহিক এক দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যার ন্যায়।

নিজেদের কর্মহীনতার মধ্যে অনুমোদন জানানো তখনি হয় যখন আমরা বিপর্যস্ত অনুভব করি অথবা বেশ কিছুকাল নিরাশার মধ্যে থাকি বা যখন কোন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এই বিষয়ে আমি এই অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করবো। এই সমস্ত বিষয় যখন ঘটে তখন আমরা হয়তো হাল ছেড়ে দিতে চাই কিন্তু তা যখন আমরা করি তখন শয়তান দূরে নির্জনে সবুর করতে থাকে যেন আমাদের ছোবল মারতে পারে আর সে সেই অবস্থার সুযোগ নিতে থাকে। তাই যে কোন কারণে ও অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের অসহোযোগীতার মধ্য দিয়ে শত্রুদের যেন আমাদের জীবনে প্রবেশ অধিকার না দিই।

কর্মনিষ্ঠ থাকাটা আমাকে যেন খারাপ দিনে থাকতে সাহায্য করে।

আজকে আমার যখন ‘‘খারাপ দিন’’ যাচ্ছিল তখন সেখানে এই জগতে বহু হাজার সংখ্যক লোক রয়েছে যারা মনে করে তারা যেভাবে যাচ্ছে তাদের তুলনায় আমার দিন প্রতিদ্বন্দীময়। প্রায় দুদশক ধরে পূর্ব আফ্রিকার এক দল বিদ্রোহী সেনা বেশ কিছু শিশুদের বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে কৃতদাস করে রেখেছে আর যুদ্ধের জন্য জোর করে তাদের সেনাতে যোগদান করিয়ে প্রজ্বলনকারী গরিলা মেলেটারিতে রূপান্তরিত করছে ও যাদের ভয়ের ঔদ্ধত্যে ইহাকে এইভাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে যে তারা নাকি প্রভুর প্রতিরোধকারী সৈন্য। উগ্যাণ্ডার উত্তর প্রান্তরে অবস্থানকারী এই

গরিলা জঙ্গিরা সাত বৎসরের শৈশবকালীন বালক বালিকাদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাদের সৈন্য করার বা যৌন দাস ও দাসী হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে সেই সঙ্গে আরো অনৈতিকমূলক কাজে লিপ্ত রাখে। বেশ কিছু পরিসংখ্যন এই বিবৃতি প্রদান করে যে যতদূর পর্যন্ত জানা যায় প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার পর্যন্ত শিশুদের সেখানে ফুসলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেটা বর্তমানে প্রভুত্বকারী সরকারের প্রতিকূলে এক বিদ্রোহ রচনা করে তাদের প্রধান সেনাপতির দ্বারা নিরীহ শিশুদের প্রাণহানী ঘটাচ্ছে যিনি দাবী করেন যে তিনি এমন এক সমাজ গঠন করতে চান যা দশ আজ্ঞার আধারে ভিত্তি করে গঠিত আর এইভাবে তিনি কিন্তু তাদের প্রত্যেককেই অমান্য করে চলেছেন।

এই লোকটি, যার নাম যোষেফ কোনায়, যিনি তার জীবনের শৈশবকাল মণ্ডলীর বেদীর খুব কাছের বালক ছিলেন। এখন তিনি পুরাতন নিয়মকে কোরানের সঙ্গে ও পরম্পরাগত উপজাতীয় আচার আচরণের সঙ্গে মিশিয়ে নিজের এক মতবাদ নিয়ে উঠে এসেছেন। তার রণকৌশল অত্যন্ত নির্মম। এই লোকগুলোর মধ্য থেকেই সাময়িক সময়ের জন্য যুদ্ধ বিরতির আহ্বান পাওয়া গিয়েছে। যার ফলে বেশ কিছু শিশুদের অব্যহতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গাতে তাদের মা ও বাবাদের হত্যা করা হয়েছে। তাই ফিরে যাওয়ার জন্য এই শিশুদের কোন বাসস্থান আর নেই। এদের মধ্যে অনেক শিশুশুদের আবার ড্রাগ নেওয়া ও তাতে নেশাগ্রস্থ হতে বাধ্য করা হয়েছে আর তাতে তারা নেশাগ্রস্থ হয়েও পড়েছে। তাদের বাধ্য করা হয়েছে যেন এমন বিদ্রোহে তারা যোগদান করে যা কিনা এক প্রাপ্ত বয়স্কের কাছে অচিন্তনীয়, এই ভাবে তারা শিশুর প্রতি ও শৈশবকালীন বাচ্চাদের প্রতি জোর করা হচ্ছে যেন তারা তাদের পরিবারের লোকদের নিজেথেকে গুলি করে মারে। এই অবস্থায় তাহলে এই শিশুরা এখন কি করবে? এইভাবে যে শিশুরা যারা রাস্তার উপরে রয়েছে তারা যেন সাংঘাতিক রাগে ফেটে পড়ছে আর তারা যা করছে তা ভুলে যাওয়ার জন্য চেষ্টা ও প্রাণপণ করছে। তাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে আর আজকেই আমি প্রার্থনা করে সদাপ্রভুকে বলবো যেন তিনি আমাকে তাদের কাছে ব্যবহার করেন। তাই আমার মধ্যে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তাকে ইচ্ছা করেই আমার মাথা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে সেই সমস্ত লোকেদের বিষয়ে চিন্তা করবো যাদের বিষয়ে এই মুহূর্তে বর্ণনা করা হল - এরাই হল সেই লোক যাদের সত্যই প্রকৃত সমস্যা রয়েছে।

উগ্যণ্ডাতে যাত্রা করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা হল সেই লোকেদের মুখের ম্লান আশাহীন অবস্থা যা আমি এখনো স্মরণ করতে পারছি আর তাই আমি এই প্রচেষ্টাকে এমনভাবে বহাল রাখতে চাই যেন তাদের কাছে সাহায্য পাঠাতে পারি। তাদের কথা ভেবেই আমি সেই সমস্ত হতভাগ্যদের মুখে একটু হাসি দেখতে চাই যেন তাদের সেই রাগকে প্রশমিত করতে পারি যা আমি আমার প্রথম পদার্পনে দেখে এসেছি। আমি অনুভব করতে পারছি তাদের জীবনটা কি প্রকারেরই না হবে যখন আমরা তাদের জন্য নতুন গ্রাম তৈরী করতে পারবো। যেখানে তাদের জন্য থাকবে ধর্ম পিতা ও মাতা, উত্তম খাবার, ভালোবাসা সেই সঙ্গে বিধিবদ্ধ লেখাপড়া ও যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে জানার জন্য যথাযথ নৈতিক বিকাশ ও তাদের জীবনের জন্য তাঁর পরিকল্পনা।

শিশু যোদ্ধা

''হে সদাপ্রভু, অনুগ্রহ করে আর হত্যা নয়। আজকে আর নয়। আমি আর দেখতে পারছি না।'' এইভাবেই সেই প্রার্থনাটা হচ্ছিল।

ঠিক কিছুটা দূরেই,এ্যালেন আতঙ্কের কোলাহল শুনতে পাচ্ছিলেন, সেটা ছিল বন্দুকের প্রচণ্ড এক আওয়াজ, এইভাবে অস্বস্তিকর আতঙ্কের এক মারাত্মক ভয় তাকে যেন আঘাত করতে থাকে। সে খুব ভালোভাবেই সেই আওয়াজের তাৎপর্য ইতিমধ্যেই জ্ঞাত হয়ে গিয়েছে। কিভাবে সে এই কথা মন থেকে একেবারে ভুলে ফেলতে পারে? সেগুলি ছিল সেই একই প্রকার আওয়াজ যা সে তখন শুনেছিল যখন সৈন্যরা তার গ্রামের সবাইকে এক গোলোযেগের মধ্যে ফেলেছিল আর নির্মমভাবে তারা তার বাবা ও মাকে বলপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়েছিল এবং নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের উপরে অত্যাচার চালিয়ে ছিল ও চোখ রাঙ্গিয়ে শাসিয়ে ছিল এবং অন্যদের জবরদস্তি করে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

সেই ভীষণ দিনের তীব্র প্রতিবাদের মুহূর্তে এ্যালেনকে তারা পিছনে ছেড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোন একটা ঝোপে আরো পাঁচটি বালকের সঙ্গে এক সপ্তাহ নিজেকে তাদের সঙ্গে লুকিয়ে রাখার পরে কোন খাদ্য ও জল না পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। আর তখন সেই প্রতিবাদীরাই তাকে খুঁজে পায়। সেই সময়ে এ্যালেনের বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর।

যে মুহূর্তে তাকে অপহরণ করা হল তখন থেকেই তাকে দিনে দুই থেকে তিনবার মারা হতো আর অতি অল্প খাবার ও সামান্য জল দেওয়া হতো। ''আর বলা হতো এই বালক উঠে পড়। এটা হল তোদের বন্ধুদের মৃত্যু উপভোগ করার'' সময় আর এইভাবেই সেই বিদ্রোহী সেনারা এ্যালেনকে চেঁচিয়ে সেই কথা বলতে থাকে। সৈন্যরা তখন তার বন্ধুর মাথায় মোটা লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে তখন পর্যন্ত যতদূর পর্যন্ত না তারা নির্জীব হয়ে পড়ছে আর তখন সেই দৃশ্য তাকে জোর করে বাধ্য হয়ে দেখতে হয় আর তারা তাদের খুন বিভৎসভাবে ছড়াতে থাকে। এইভাবে মৃত্যু ভয় দেখিয়ে বিদ্রোহীরা তাকে জোর করে যেন সে জঘন্য মন্দ কাজে প্রলুব্ধ হয়। সে ভালোভাবে বুঝতে পারেছে যে তারা এই হৃদয় যেন অন্ধকারের কোন জায়গাতে পিছলে যাচ্ছে . . .।

আজ রাত্রে, এ্যালেনকে যখন আগুন জ্বালাবার জন্য কাঠ জোগাড় করতে পাঠানো হয়েছে তখন সে পরিকল্পনা করলো পালিয়ে যাওয়ার জন্য। সে চিন্তা করলো পালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচণ্ডভাবে ছুটবে . . . আর যতদূর পর্যন্ত না সে ভেঙ্গে পড়েছে সে ছুটতেই থাকবে। কেননা স্বাধীনতা হল তার জীবনের স্বপ্ন। আর হতে পারে সে যদি বহু দূর পর্যন্ত ছুটে পালায় তবে তাকে একদিনের জন্য হয়তো হত্যা দেখতে হবে না আর তা হলেই হয়তো সে আরোগ্য লাভ করতে শুরু করবে। বর্তমানে উগাণ্ডার গুলু নামক এক নতুন গ্রামের একটি বাড়িতে সে বাস করে আর সেখানের শিশু যোদ্ধাদের সাহায্য করে। জয়েস মেয়ার

মিনিষ্ট্রি, ওয়াটোটো মিনিষ্ট্রির সঙ্গে এক যোগে কাজ করে সেখানের বিচলিত ছেলে মেয়েদের উন্নত করার জন্য সেই গ্রামে কাজ করছে।

পরিসংখ্যন বলে ঃ

- সদাপ্রভু প্রতিরোধকারী সৈন্য (LRA) ত্রিশ হাজারেরওবেশী শিশুদের বলপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়েছে যেন তারা উগ্যণ্ডায় সৈন্য ও যৌন দাস দাসী হিসেবে তাদের সেবা করে।[১]
- ২০০৭ সালের পরিসংখ্যা অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে সেখানে সম্ভবত ২৫০,০০০ শিশু সৈন্য রয়েছে।

আমি যখন এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিষন্নতার অন্তরালে সারা দিন এইভাবে সময় কাটাচ্ছি তখনি আমি এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা ই-মেল পাই যিনি মিনিষ্ট্রির মধ্য দিয়ে প্রায় পঁচিশ বৎসর সেবা করেছেন। এই মেল ছিল তাদের বাইশ বৎসর বয়স্ক এক পুত্রের সংযোজন, যার শরীরে জীবনকে সন্ত্রস্ত করে তোলার মতো থাইরয়েড ক্যান্সার হয়েছে। নিজেকে দেখার জন্য আমি যদি নিজের উর্দ্ধে গিয়ে দেখি তখন অনুভব করতে পারি যে ''আমার'' সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীতে ভীষণভাবে একটা কিছু নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে। আর তখন ধীরে ধীরে আমি আমার সমস্যার নিমগ্ন ভাবটা উপলব্ধি করতে থাকলাম আর আমার আশীর্বাদের জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলাম।

আমি সত্যই অভিভূত হয়ে যাই যখন আমি চিন্তা করি যে আমারা কতো সমস্যার সঙ্গেই না জড়িত হয়ে রয়েছি। আমি যা চাই আর তখন তা যদি না পাই তবে সেই বিষয় নিয়ে যখন চিন্তা করতে থাকি তখন আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু আমার যা আছে সেই বিষয়ে যখন চিন্তা করি এবং যে বিয়োগান্তক বিষয়ে লোকেরা সন্মুখীন হচ্ছেন তাদের সেই বিষয়টা আমি অনুভব করি তখন মনে হয় আমার যেন কোন সমস্যা নেই। তাই মর্মস্পর্শী থাকার পরিবর্তে আমি ধন্যবাদিত থাকতে পারি।

আমি চিরকালের জন্য সদাপ্রভুর কাছে কৃতজ্ঞ কেননা তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন যেন ভালো কাজ করার জন্য প্রাণবন্ত থাকি,কেননা মনে রাখবেন ঃ আমরা উত্তম কাজের দ্বারা মন্দকে জয় পরাজিত করি (দেখুন রোমীয় ১২ঃ২১)। কেউ কি আপনার সঙ্গে অসৎ আচরণ করছে? তাহলে তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন না কেন? ইহা আপনাকে ভালো অনুভব করতে সাহায্য করবে। আপনি কি কোন সময়ে নিরাশাগ্রস্থ অনুভব করছেন? সদাপ্রভুকে বলুন যেন যে লোকেরা যারা আপনার থেকেও নিরাশাগ্রস্থ তাদের যেন তিনি দেখিয়ে দেন আর আপনি তাদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য এগিয়ে যান। ইহা তাদের সাহায্য করবে আর আপনি নিজেকে ভালো অনুভব করবেন।

এই জগৎ সবসময়ে কতো অধিকভাবেই না হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে। আমি যখন ধারাবাহিকতার সঙ্গে ইহা লিখেছি, তখন আমি আরো একটা সংবাদ পাই এক মূল রচনা যা আমাকে জ্ঞাত করতে

চাইছে যে অন্য নগরের একটি মণ্ডলীতে গতরাত্রে অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ হয়েছে। সেখানে দুজনের মৃত্যু হয়েছে আর পাঁচজন আহত হয়েছে। মথি ২৪ অধ্যায়ে বলে, শেষ সময়ে অনেকে বিঘ্ন পাবে, একজন অন্যকে দ্বেষ করবে আর অধর্মের বৃদ্ধি হওয়ার জন্য অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হয়ে যাবে। আর এইজন্যই সেগুলোর প্রতিকূলে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। আমরা যেন এই প্রেমকে অদৃশ্য হতে না দিই কেননা আমরা যদি তাই করি তবে আমরা এই পৃথিবীকে মন্দের হাতে সমর্পণ করছি।

যখন আমি শুনলাম যে মণ্ডলীতে গুলি চালানো হয়েছে,তখন আমি হয়তো বলতে পারতাম, ''আহা, ইহা এক দুঃখজনক ঘটনা।'' এরজন্য আমি হয়তো কিছুটা সময় খারাপ অনুভব করে পুনরায় নিজের নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবে যেতে পারতাম। কিন্তু সেটা আমি করলাম না কেননা আমি এইভাবে বসবাস করবো না। এইপ্রকার সংকটপূর্ণ অবস্থা শোনার পরে আমি বেশকিছু মিনিট চিন্তা করলাম আর সিদ্ধান্ত নিলাম আমার ছেলে যেন সেখানে পাষ্টারের সঙ্গে কথা বলে এবং কিভাবে তাদের সাহায্য করতে পারে তা তার সঙ্গে আলোচনা করতে বলি। হতে পারে যে পরিবার তার প্রিয়জনদের হারিয়েছে তাদের কিছু প্রয়োজন রয়েছে অথবা তারা যেন জানতে পারে যে কোন একজনের যত্ন তাদের সাহায্য প্রদান করবে।

যতবার আমরা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাই তার জন্য আমি বিস্মিত হয়ে পড়ি যেখানে কেউ আমাদের কিছুই বলে না। আমার মনে হয় লোকেরা এটাই ভেবে নেয় যে প্রত্যেকেই ইহা করেছে কিন্তু বাস্তবে কেউ তা করে না।

ইহা কার কাজ?

এটা এমন একটা গল্প যা বহু বৎসর আগে আমি শুনেছিলাম এই গল্পে চারজন লোক রয়েছে যাদের নাম প্রত্যেকজন, কোন একজন, যে কোন একজন এবং একজনও না। সেখানে একটি মহত্ব পূর্ণ কাজ করার ছিল আর প্রত্যেকজন নিশ্চিত ছিলেন কোন একজন হয়তো এই কাজটা করবে। সেই কাজটা যে কোন একজন করতে পারতো কিন্তু যে কোন একজন ইহা করলো না। এরজন্য কোন একজন রেগে উঠলো কেননা ইহা ছিল প্রত্যেকজনের কাজ। প্রত্যেকজন ভাবলো যে কোন একজন ইহা করবে কিন্তু কোন একজন না অনুভব করলেন যে প্রত্যেকজন ইহা করে নি। সবার শেষে, যেটা যে কোন একজন করতে পারতো তা কোন একজনও না করলেন আর প্রত্যেকজন তখন কোন একজনের প্রতি দোষ দিতে থাকলো।

কোন একবার আমি এক সাংঘাতিক ঘটনার বিষয় পড়ছিলাম আর সেই গল্পের নীতি বাস্তবে প্রকৃত জীবনের কার্যস্থল - বেদনাময় মুহূর্ত সম্বন্ধে উল্লেখ করে। ১৯৬৪ সালে ক্যাথরিন গোনোভেস প্রায় ৩৫ মিনিটের মধ্যে ছোরা দ্বারা বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হলো আর সেই দৃশ্য পঁয়ত্রিশটি পরিবার দাঁড়িয়ে দেখছিল। তাদের সেই প্রভাবকে বর্ণনা করা হয়েছে শীতলতা ও যত্নহীন কিছুর

সঙ্গে এটা ছিল শহরবাসীর এক উদাসীনতা এবং বিচ্ছিন্নতা। এর পরবর্তী সময়ে লেটান এবং ডারলেনের গবেষণার দ্বারা এটা জানা গিয়েছে সেখানের কোন লোক এইজন্য সাহায্য করে নি কেননা সেখানে বহু পরিদর্শক ছিলেন। এই পরিদর্শন কারীরা এমনি ছিল যে তারা একে অপরের প্রতি মুখ দেখা দেখি করছিলেন কি করবে বলে। আর যেহেতু কেউ কিছু করলো না তাই তারা সকলেই সংকল্প নিল যে এর জন্য কেউ কিছুই করবে না।

অস্তিত্বহীন নীরব দর্শক যতই বাড়তে থাকে তখন প্রয়োজনের সময়ে লোকেরাও সাহায্য করা থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়তে থাকে। কোন এক ছাত্র যখন মৃগী রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে তখন কেবলমাত্র একজন দর্শকের উপস্থিতর ফলে সেই ছাত্র ৮৫ শতাংশ সাহায্য পায় কিন্তু যখন বহু লোক এই অবস্থা দেখতে থাকে তখন সেই জায়গায় সেই রোগগ্রস্থ ছাত্রটি কেবলমাত্র ৩১ শতাংশ সাহায্য লাভ করে।

এই অধ্যয়ন প্রমাণ করে যে যখন বেশী লোক থাকে তখন কোন কাজই হয় না কিন্তু যদি ছোটদলের মধ্যে থেকে লোকেরা যত্ন ও ভালোবাসা, হাসি ও শুভেচ্ছা, সুখ্যাতি ও সন্মান সহকারে অন্যদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে তবে সেই আন্দোলন বৃদ্ধি পেতে পারে।

আমাদের চারপাশের লোকেরা যা করে তা এই অধ্যয়ন প্রমাণ করেছে যে আমরা অত্যন্ত প্রাণবন্ত। এমন কি আমরা যে ইহা করেছি সেই জায়গাতে আমরা যদি অপ্রত্যাশিত হয়ে পড়ি তখন দিক নির্ণয়ের জন্য আমরা একে অপরের দিকে চেয়ে থাকি। এরজন্য যদিও লোকেরা এমনকি ইহাতে সন্মতি প্রকাশ না করলেও প্রায় সংখ্যক লোক অধিকাংশ লোকের সঙ্গেই একমত পোষণ করবেন। ইহা তারা এইজন্য করে কেবলমাত্র দলের অংশী হিসেবে টিকে থাকার জন্যই তা করে।

আমরা যদি আমূল পরিবর্তনের অংশী হতে চাই তবে খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে কেবলমাত্র জগতের প্রণালী বদ্ধতার কাছে সাধারণভাবে গলিত হওয়ার থেকে অন্যের কাছে এক উদাহরণ স্বরূপ জীবন যাপন করার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে। তাই কেউ কি কেবলমাত্র কর্মশীল হওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে অথবা কাউকে সাহায্য করার জন্য ভালোবেসেছে যাইহোক এরজন্য ক্যাথরিন গেনোভেসের জীবন কাহিনী হয়তো বাড়তি একটা পাওনা।

আপনি কি এমন প্রার্থনা করছেন যা সদাপ্রভু উত্তর দেবেন?

আপনার প্রতিদিনের প্রার্থনায় কিছু সংযোজন করার জন্য আপনার কাছে আমি কিছু প্রস্তাব গৃহীত করছি। প্রতিদিন প্রভুকে বলুন তাঁর জন্য আপনি কি করবেন। এইভাবে আপনার দিনে আপনি যখন এগিয়ে যান তখন সেই সুযোগের অন্বেষণ করুন যে যীশু এই পৃথিবীতে শারীরিকভাবে থাকার সময় যা করেছিলেন তাঁর উপরে আস্থা রেখে এখন আপনি কি করতে পারেন। আপনি যদি খ্রীষ্টীয়ান তবে তিনি এই মুহূর্তে আপনার অন্তরে বাস করছেন আপনি তাঁর জন্য এক

রাজদূত, তাই নিশ্চিত হোন আপনি যেন ভালোভাবে তাঁকে উপস্থাপনা করতে পারেন। আমার সকালের প্রার্থনাতে আমি বহু সময় কাটিয়েছি যেখানে আমি প্রভুকে বলেছি তিনি আমার জন্য কি করবেন। কিন্তু সম্প্রতি আমি এই নতুন অংশটি আমার প্রার্থনাতে যোগ করেছি ঃ ''হে প্রভু, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?''

এইসময়ে আমি প্রভুকে বলছিলাম আমার কোন একটা বান্ধবীকে সাহায্য করার জন্য যে অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তার কিছু প্রয়োজন ছিল, তাই আমি প্রভুকে বললাম, তিনি যেন তার জন্য তা যুগিয়ে দেন। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলাম তাঁর জবাবে। তিনি বললেন, এরজন্য তুমি আমাকে কিছু বলবে না বরং তার জন্য তুমি কি করতে পারো তা তোমাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে বলতে পারো। আর আমি সচেতন হয়ে গেলাম, কেননা প্রায় সময় আমি প্রভুকে বলে থাকি যেন আমার জন্য তিনি কাজগুলো করেন কিন্তু তিনি

> তাঁর সঙ্গে জড়িত থাকার মধ্য দিয়ে তিনি চান আমরা যেন উদারমনা হই।

চান কাজগুলো যেন আমরা নিজে থেকে করি। তাঁকে ছাড়া আমি যেন কিছু না করি সেইসঙ্গে তিনি করবেন ভেবে নিয়ে আমি যেন কোন কাজ না করি সেটাও তিনি প্রত্যাশা করেন না। তাঁর সঙ্গে জড়িত থাকার মধ্য দিয়ে তিনি চান আমরা যেন উদারমনা হই। লোকেদের সাহায্য করার জন্য আমাদের যে উৎসগুলো রয়েছে তা তিনি ব্যবহার করতে চান,আমাদের যদিও কিছু রয়েছে তবে তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সেটা যথেষ্ট নয় তাই অন্যদের এরমধ্যে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা উৎসাহ প্রদান করতে পারি যাতে যা কিছু করার প্রয়োজন তা যেন মিলিতভাবে করতে পারি।

আমি উৎসাহ প্রদান করি সেই প্রার্থনা করার জন্য যা প্রভু সমাধান করবেন। আপনি এবং তিনি হলেন এক অংশীদার আর তিনি আপনার সঙ্গে ও আপনার মধ্য দিয়ে কাজ করতে চান। তাই আপনি কি করতে পারেন তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে বলুন, তাঁর উপরে নির্ভর করুন তা কেবলমাত্র সৃজনশীলতার জন্যই নয় কিন্তু সেই উৎসের জন্য যার দ্বারা আপনি কাজ করবেন।

আমি যখন বলি ''উৎস সমূহ'' তখন আঁতকে উঠবেন না। এখানে আমি অর্থের থেকেও বেশ কিছু বলতে চাইছি। আমাদের উৎস বিবেচনা করে আমাদের উদ্যম, সময়, তালন্ত এবং জাগতিক অবস্থান বা সম্পদ সেইসঙ্গে আমাদের অর্থ। কাউকে সাহায্য করার জন্য অর্থ হয়তো জড়িত থাকতে পারে কিন্তু ইহার জন্য প্রায় সময়েরও প্রয়োজন হয়। আমার মনে হয় সমাজে আমরা সময়ের সঙ্গে এমন ভাবে বাঁধা যে লোকেরা যখন প্রয়োজনের মধ্যে থাকে তখন তাদের যত্ন নেওয়ার থেকে বরং চেক্ লিখে দেওয়াটাই আমাদের কাছে সহজ বলে মনে হয়। আমি এইভাবে বিবেচনা করতে শুরু করেছি যে লোকেদের সবথেকে বেশী যেটা প্রয়োজন তা হল তাদের কাছে উপস্থিত থাকাটাই ''মিনিষ্ট্রির''বা সেবা কাজের আরম্ভ।

আমার এক বন্ধু বিরাট একটা শহরে বাস করেন যেখানে থাকার জন্য বাড়ির বড়ই সমস্যা। শীতকালের এক রাত্রিতে তিনি যখন কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তখন হেঁটেই যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে একটি লোক তার কাছে কিছু অর্থ চেয়ে বসে। সময়টাও ছিল ঠাণ্ডা ও অন্ধকারময় তাই সারাদিন বাইরে থেকে এখন বাড়ি ফেরার জন্য খুবই ব্যগ্র। আর এই রকম অবস্থায় তিনি তার অর্থের ব্যাগটি বের করতে চাইছিলেন না তাই তিনি অজান্তে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। আর তিনি যখন তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা খুঁজছেন তখন সেই লোকটি তাকে বললেন যে তার কোট চুরি হয়ে গিয়েছে সেই গৃহহীন জায়গাটাতে যেখানে রাত্রিবেলা তিনি ছিলেন সেই সঙ্গে আরো কিছু নিজের সমস্যা তাকে বলতে লাগলেন যার মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। তখনও পর্যন্ত লোকটিকে সাহায্য করার জন্য তিনি খুচরো খুঁজে যাচ্ছিলেন। এরপর তিনি যথাসময়ে মাথা নেড়ে বেশ কিছু পরে বললেন, ''এটা তো খুবই সামান্য'' পরিশেষে তিনি যখন পয়সা খুঁজে পেলেন তখন তা লোকটির কাপে ফেলে দিলেন। তখন সেইলোকটি হেসে বললেন, '' আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'' তখন তিনি অনুভব করলেন তিনি যে পঞ্চাশ সেন্ট পয়সা তাকে দিয়েছিলেন তার জন্য তিনি প্রশংসা পেলেন। কিন্তু সেই লোকটির কাছে সবথেকে বড় বিষয় হল তিনি যে কথা বলছিলেন তা যে কেউ একজন শুনলেন আর তার জবাব দিলেন।

আমাদের মিনিষ্ট্রিতে একটি দল রয়েছে যারা শহরের প্রধান জায়গা ব্রিজের নিচে ভূগর্ভের পথের পাশে লোকেদের সাহায্য করার চেষ্টা করে। এই কাজ করতে করতে তারা দেখলো এই সমস্ত লোকেরা যারা বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ পথের পাশে বসবাস করছে তাদের প্রত্যেকেরই এক জীবন কাহিনী রয়েছে। তাদের জীবনে বিয়েগান্তক এমন কিছু ঘটেছে যা তাদের বাধ্য করেছে বর্তমান সময়ে সেই অবস্থায় বসবাস করতে। তারা তো আমাদের দেওয়া স্যান্ডউইচ এমন গাড়িতে করে মণ্ডীতে নিয়ে আসার প্রশংসা করে। এখানে এসে তারা স্নান করে, পরিধানের জন্য বস্ত্র পায় কিন্তু সমস্ত কিছুর উপরে তারা প্রশংসা করে যে একজন যে তাদের যত্ন নিচ্ছে শুধু তাই নয় কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলছে ও তাদের সম্বন্ধে জানতে চাইছে।

আমি আপনাকে উৎসাহ প্রদান করতে চাই আপনি যখন অন্যদের সাহায্য করেন তখন সমস্ত বিষয়টাই করার চেষ্টা করুন। তারা যদি কেবলমাত্র সাধারণভাবে আপনাকে তাদের কাছে পেতে চায় তবে সেখানে উপস্থিত থাকুন। আপনাকে দিয়ে তিনি তাদের মধ্যে কি করতে চান তা প্রভুকে বলুন। তিনি আপনার প্রার্থনা সফল করবেন যাতে আপনি তা করতে পারবেন।

মঙ্গলতার উদ্যোগে অভ্যস্ত হওয়া

এই জগতে যে অবিচার ও অন্যায় ভরে গিয়েছে সেটা কি আপনি মানেন? অনাহারী শিশুদের জন্য কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে এটা কি আপনি মনে করেন? ১.১ মিলিয়ন লোকেদের জন্য

পরিষ্কার পানীয় জলের যে অভাব রয়েছে তাদের কি কেউ সাহায্য করবে? লোকেরা কি সব সময়ের জন্য পথের ধারে ব্রীজের নিচে বসবাস করবে? বেশ কিছু বৎসর বিয়োগান্তক অভিজ্ঞতার পরে এমন কোন পরিবার যাদের সঙ্গে আপনি মণ্ডলীতে গিয়েছেন তারা তিনমাস কেন মণ্ডলীতে আসে নি তা জানার জন্য এমন কাউকে কি ফোন করেছেন বা না আসার কারণ জানতে চেয়েছেন। আপনার নগরে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মণ্ডলী যদি পুড়ে যায় তবে ব্যবহারিকভাবে কোন সাহায্য না করে প্রার্থনা করা কি যথাযথ হবে? আপনি কি এটা ভেবেছেন যেন অন্যায় ও অবিচার সম্বন্ধে কেউ কিছু করবে বলে ভাবছেন ? যে কোন ভাবেই হোক না কেন আপনি এই বিষয় গুলোর সমাধান যথাযথভাবেই করছেন আর তাই এখন আমার কাছে আরো একটি শেষ জানার বিষয় রয়েছে। এই বিষয়ে আপনি কি করতে চলেছেন? আপনি কি ''কোন একজন'' হবেন যিনি যা করার প্রয়োজন তাই করবেন।

আমি যখন আপনাকে বললাম আপনি কি করতে চলেছেন তখন আপনি হয়তো ভীত প্রায় হয়ে যাচ্ছেন কেননা আপনি ভাবছেন ''কোন কিছু করার'' কি কোন প্রয়োজন রয়েছে? এই প্রকার আতঙ্কগ্রস্থ একটা ভাব আমিও অনুভব করতে পারি। এই সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে, আমি যদি সত্যই সিদ্ধান্ত নিই নিজেকে ভুলে গিয়ে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কিছু সাহায্যের চেষ্টা করি তবে আমার প্রতি তা কি ঘটবে? আমি যদি নিজের যত্ন না নিই তবে কে আমার যত্ন নেবে? প্রভু বলেছেন তিনি তা নেবেন, আর তাই আমার মনে হয় আমাদের সেটাই খুঁজে বের করতে হবে তিনি যা বলেছেন সেটা কি প্রকৃতই ঠিক। তাই আসুন না ''আত্ম উৎকণ্ঠা'' থেকে আমরা বিশ্রাম নিই, আর দেখুন আপনি যে কাজ করছেন তার থেকে ভালো কাজ সদাপ্রভু করেন কি না। আমরা যদি তাঁর ব্যবসার প্রতি যত্ন নিই যা হল দুঃখার্ত লোকেদের সাহায্য করা আর আমি সেই ভাবেই তাঁর ওপর নির্ভর রাখি আর এভাবে যদি করি তাহলে তিনি আমাদের যত্ন নেবেন।

কেবলমাত্র এগিয়ে চলুন

আমি যখন এই অধ্যায় সমাপ্ত করছি তখন আমি বলতে চাইছি জীবনে এমন বিষয় ঘটেছে যা আমি অনুভব করেছি তা আমাদের এমন জায়গাতে নিয়ে যায় যেন মনে হয় আমরা এই পৃথিবী থেকে চলে যাই। আমি অনুভব করতে পেরেছি জীবনের বিশেষ জায়গাটাতে যে পরিবর্তনের প্রয়োজন তা ঘটানোর জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে বেশ কিছু সময়ের যেন আমরা জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি। আমি এটাও অনুভব করতে পেরেছি যে লোকেরা কোন কিছু হারিয়ে ফেলেছে বা মানষিক আঘাত প্রাপ্ত সেই লোকেরা পারষ্পারিকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে বা অন্যের কাছে পৌঁছাতে পারে না। এই বিষয়গুলোর প্রতি আমি সহমর্মী আর আপনিও যদি কোন প্রকারে কোন কিছু হারিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন আর তা আপনাকে নিশ্চল করে দিয়েছে তখন আপনি কোন কিছু করাটা পছন্দ করবেন না, এই বিষয়ে আপনি কি অনুভব করছেন তা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু এরমধ্যেও আপনাকে আমি উৎসাহ প্রদান করতে চাই

নিজের মধ্যে জোর নিয়ে উদ্যম বাড়িয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করুন। শয়তান আপনাকে আলাদা করে রাখতে চায় কেননা আপনার নিজের দ্বারা তার মিথ্যাকে আপনি পরাজিত করতে সমর্থ নয়। আমি এটাও জানি যে এগিয়ে গিয়ে অন্যকে সাহায্য করার বিষয় আপনাকে বলা যেন হাস্যকর কিন্তু আমি অন্তকরণের সঙ্গে এটাতে ভরসা রাখি যে এইভাবে করাটা হবে আপনার জন্য এক সুব্যবস্থা আর সেই সঙ্গে জগতের যে সমস্যা রয়েছে তার এক প্রকৃত জবাব।

ইহাকে আমায় পুনরায় বলতে দিন ঃ আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ভরসা রাখি বর্তমানে আমাদের যা প্রয়োজন তা হল ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের। আমরা সকলেই সার্থপরতা, অবসাদ, নিরুৎসাহ ও আত্মকরুনার অন্বেষণ করেছি আর তার পরিণামও আমরা দেখেছি। এই পৃথিবী এই সমস্ত বিষয়েই পরিপূর্ণ। তাই আসুন আমরা একযোগে একতার সঙ্গে সঙঘবদ্ধ হই যেন আমরা সদাপ্রভুর ন্যায় জীবনযাপন করতে পারি। অন্যদের আশীর্বাদ করার জন্য তোমরা সচেতন হও (দেখুন গালাতীয়৬ঃ১০)। ভালোবাসা পরিধান করুন (দেখুন কলসীয় ৩ঃ১৪)। ইহার অর্থ হল অন্যদের কাছে পৌঁছানোর জন্য নিজের উদ্দেশ্যে প্রাণবন্ত থাকা। সুযোগের জন্য জেগে থাকুন ও প্রার্থনা করুন, সদাপ্রভুর অনুসারী হোন, যীশু প্রতিদিন ভোরে উঠতেন আর ভালো কাজ করে বেড়াতেন (দেখুন প্রেরিত ১০ঃ৩৮)। ইহা অত্যন্তভাবেই অতি সাধারণ বিষয়। আর আমরা প্রায় সময়ে এটাকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সে বিষয়ে চিন্তা করে আমি সত্যই আশ্চর্য হয়ে যাই।

চতুর্থ অধ্যায়

4

সদাপ্রভুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া

এখনই সেই গ্রহণযোগ্যতার সময়, আগামীকাল নয় আর অন্য কোন সুবিধাজনক মরশুমেও নয়। সেই সময় হল আজই যেখানে আমাদের সবথেকে ভালো কাজ করা দরকার তা ভবিষ্যৎ কালে বা ভবিষ্যৎ বৎসরে নয়।
ডাব্লু.ঈ.বি.ডুবইস

আমার মিনিষ্ট্রি কাজের সময়গুলোতে আমি প্রায় হোটেলে থাকি আর যখন আমি হোটেলে ঘরের ভিতরে থাকি তখন আমি দরজার উপরে ''গোলমাল করবেন না'' বলে কাগজে তা লিখে রাখি যাতে কেউ আমাকে ঝামেলা না করে। হোটেলের ঘরের দরজায় এই প্রকার বিষয় লাগানো গ্রহণযোগ্য কিন্তু সেটা আমার জীবনের মধ্যে রাখাটা গ্রহণযোগ্য নয়।

আপনি কি কোন সময় এইভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন যে সদাপ্রভু সবসময়ে কাজগুলোকে আপনার সময়সূচী অনুযায়ী করেন না অথবা সেইভাবে যা আপনার সুবিধাজনক? তাই পৌল, তীমথিয়কে বলেছিলেন সদাপ্রভুর দাস হিসেবে ও সুসমাচার প্রচারকারী হিসেবে তাকে তার কাজকে করতে হবে তা হয় সময়ে ও অসময়ে তা যাই হোক না কেন (দেখুন ২তীমথিয় ৪ঃ২। এই বিষয়ে আমার সন্দেহ হয় কেননা বর্তমান দিনে আমরা যেমন রয়েছি সেই সময়ে তীমথিয় সেই প্রকার অভ্যাসে অভ্যস্থ ছিলন তথাপি পৌল মনে করলেন যেন প্রস্তুত থাকার বিষয়টি তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যেন সে সদাপ্রভুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বা অসুবিধাপ্রাপ্ত না হয়। পৌলের সময়ে তীমথিকে যদি সেটা শোনার প্রয়োজন হয়েছিল তবে আমি নিশ্চিত আমাদেরও তা প্রায়

সময়ে শোনার প্রয়োজন কেননা আমরা সকলে তীমথির থেকেও সুবিধাজনক অবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি। আমাকে যেটা করার প্রয়োজন তা হল বাস্তব সুবিধা আমি কিভাবে চাইছি তা অনুভব করা আর আমি নিজে যে অভিযোগ জানাচ্ছি সেটাও কর্ণপাত করা তা এমন হতে পারে সেই বিষয়েও যখন আমার ছোট্ট মেশিনটা যথাযথভাবে কাজ করে না তখন, যে আমার বাসন ধুয়ে দেয়, আমার শীততাপ যন্ত্র, ওভেন এই ভাবে অগনিত অন্যান্য বিষয় সমূহের প্রতি আমরা কিভাবে আচরণ করছি তা দেখা দরকার।

আমেরিকায় কনফারেন্সে বা সভার সময়ে লোকেরা যখন কেবলমাত্র কয়েকটি ব্লক আগে তাদের গাড়ী পার্ক করে তখন তারা কিভাবে অভিযোগ জানায় তাও আমি নজর রাখি তথাপি ভারতে লোকেরা কনফারেন্সে যোগদেবে বলে বাইবেল কনফারেন্স করার জন্য তিন দিনের পথ হেঁটে আসে। আমি এটাও দৃষ্টিপাত করেছি যে লোকেরা যখন তাদের নিজেদের অসুবিধার জন্য বাথরুমে যায় বা জলপান করার জন্য জল আনতে যায় অথবা ফোন করতে চায় তখন আমেরিকানরা অসুবিধা অনুভব করেন কিন্তু ভারতে লোকেরা বাস্তবে মাটিতেই সারাদিন বসে থাকে। সেখান থেকে তারা উঠে অন্য কিছু করার কথা ভুলে যায়। যদি ঠান্ডা অত্যাধিক বা গরম হয় তবে আমার দেশের লোকেরা অভিযোগ করে বসবে তথাপি আমি যখন ভারতে যাই তখন একমাত্র লোক যারা এই অভিযোগ করে তার হলো যাদের আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি তারা বা আমি নিজে।

আমি এটাও মনেকরি যে সুবিধার মধ্যেও আমরা যেন এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছি। আমি এই প্রস্তাব রাখছি না যে আমরা আমাদের আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রত্যাখ্যান করবো, কেননা আমি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছি যে যার সঙ্গে আমরা পরিচিত যেটা আমরা পেতে ইচ্ছা করি কিন্তু সেই একই সঙ্গে সুবিধা সম্বন্ধে আমাদের যথাযথ সচেতন বোধ থাকা দরকার। যদি সেই সুবিধা (বাস্তবে) আমাদের রয়েছে তবে সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দিন। কিন্তু সেটা না পাওয়ার জন্য সদাপ্রভু যে কাজ করার জন্য আমাদের বলেন সেই কাজ করা থেকে যেন সরে না আসি।

বেশ কিছু বৎসর আগের কথা আমি স্মরণ করতে পারছি যেখানে এক অন্ধ দম্পতি বুধবার রাত্রিকালে আমাদের যে সভা হয় সেখানে আসতে চাইছিলেন আর সেটা চলতো সেন্ট লুইসের ব্যাংকুইট সেন্টারে। এখানে আসার জন্য স্বাভাবিকভাবে তারা বাসেই আসতো। কিন্তু তাদের সেই ব্যবহারিক রাস্তাটা বাতিল হয়ে যাওয়াতে একমাত্র পথে তারা ধারাবাহিকভাবে এখানে আসতে পারে যদি কেউ তাদের উঠিয়ে আনে আর পরে পুনরায় তাদের ছেড়ে দিয়ে আসে। কি সুন্দর একটা সুযোগ তাই নয় কি। আমি মনে করলাম লোকেরা হয়তো এইজন্য সাহায্য করতে লাইন দিয়ে দেবে কিন্তু কেউই তা করতে চাইলো না কেননা তারা বসবাস করছিলেন ''রাস্তার বা সাহায্যের বাইরে।''

অন্যভাবে বলতে পারেন এই দম্পতির জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করা এক অসুবিধার বিষয় ছিল। আমার মনে আছে এই কাজ করার জন্য আমাদের কোন কার্যকারীকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল, যার অর্থ হল সেই লোকটিকে আমাদের তরফ থেকে টাকা দিতে হবে। যদিও আমরা ইহার জন্য

টাকা পাই তথাপি এটা কতো আশ্চর্যের বিষয় যে ''সাহায্য'' করার জন্য আমাদের কতোটাই না ইচ্ছা রাখা প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকার অর্থকে ভালোবাসা হল সমস্তের অনর্থের মূল কারণ। অর্থ যেন আমাদের জীবনের মূল প্রেরণা কোন সময়ই না হয়। আমাদের সকলেরই অর্থের প্রয়োজন কিন্তু অন্য লোকেদের জন্যও কিছু করার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে, ঘটনা হল যদিও এই প্রকার দয়াদ্রভাব আমাদের কাছে অসুবিধা হলেও তা আসলে অনেক সময়ে আমাদের জন্য উত্তম। প্রায় সময়ে এই প্রকার সুযোগের দ্বারা আমাদের ''সময়ের যাচাই'' করা হয় যার দ্বারা সদাপ্রভু দেখতে চান আমরা এই কার্যে সমর্পিত আছি কি না। আপনি যদি কাউকে কোন প্রকার মূল্য না দিয়ে দয়া প্রকাশ করার জন্য এগিয়ে আসেন তবে ইহা হল ইতিবাচক দিক যে আপনার আত্মিক হৃদয় এক ভালো অবস্থায় রয়েছে।

ইস্রায়েলীয়েরা তাঁর আজ্ঞা মান্য করে কি না তা যখন সদাপ্রভু দেখতে চাইলেন তখন তিনি তাদের মরুপ্রান্তরের কঠিন পথে এক দীর্ঘ যাত্রাপথে পরিচালিত করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৮ঃ১-২)। অনেক সময়ে আমাদের সঙ্গেও তিনি এই একই কাজ করতে চান। যখন সময় খুব সহজ হয় তখন আমরা সদাপ্রভুর বাধ্য থাকার ইচ্ছা করি আর তখন আমরা আমাদের প্রচেষ্টার জন্য অতি সত্বর পুরষ্কৃত হই। কিন্তু যখন ইহা অসুবিধামূলক হয় তখন কি মনে হয়, যখন সেটা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় তখন, আর যখন আমাদের জন্য কিছুই থাকে না তখন কি মনে হয়? তা হলে আমরা কতোটা বাধ্য? এইগুলো এমন জিজ্ঞাস্য বিষয় যা আমাদের প্রত্যেকের জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন কেননা আমাদের সমর্পণ সম্বন্ধে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মণ্ডলীতে দাঁড়িয়ে '' সব করি অর্পণ '' বলে গান গাওয়া খুবই সহজ কিন্তু এই সমর্পণ যখন গানের থেকেও অধিক এবং প্রকৃত প্রয়োজনের সময়ে হয় তখন কি মনে হয়?

প্রভু, এটা তো ঠিক ভালো সময় নয়

বাইবেল আমাদের কাছে একটি লোকের সম্বন্ধে বলে যে সদাপ্রভুকে অনুসরণ করতে চায় নি কেননা সেটা করা তারজন্য অসুবিধা ছিল। এই লোকটির নাম ফীলিস্ক তিনি পৌলকে তার কাছে এসে সুসমাচার প্রচার করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু পৌল যখন সঠিক জীবন যাত্রা, জীবনের পবিত্রতা এবং উত্তেজনা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন তখন ফীলিস্ক আতঙ্কিত এবং ভয় পেয়ে গেলেন। তাই তিনি পৌলকে সেখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজের সুবিধা মতো তার কথা শুনবেন বলে আদেশ জানাবেন বললেন (দেখুন প্রেরিত ২৪ঃ২৫)। এই বিষয়টাকে আমি অত্যন্ত মজার বলে অনুভব করলাম এইজন্য নয় যে ইহা অত্যন্ত বিচিত্র কিন্তু ইহা পরিষ্কার ভাবেই আমরা যে রকম সেই প্রকার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। সদাপ্রভু আমাদের কতোটা ভালোবাসেন এবং আমাদের জন্য তাঁর পরিকল্পনা কতো ভালো সে বিষয়ে আমরা কিছুই মনে করি না, কিন্তু তিনি যখন আমাদের সংশোধন করেন আর তিনি যেভাবে চান সেইভাবে সরল করেন তখন আমরা তাঁকে বলতে চেষ্টা করি ''এখন'' তেমন

ভালো সময় নয়। আর আমার মনে হয় আমরা যদি কোন সময় মনোনীত করি তবে তাঁর কাছে কোনভাবে ইহা ভালো সময় হবে কি না জানি না আর আমার মনে হয় তিনি এটা করেন এইজন্য যে তাঁর কোন উদ্দেশ্য রয়েছে।

ইস্রায়েলীয়েরা যখন মরুপ্রান্তরে যাত্রা করছিলেন তখন তাদের তিনি দিনের বেলা মেঘস্তম্ভ এবং রাত্রিবেলায় অগ্নিস্তম্ভ দ্বারা পরিচালিত করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মেঘস্তম্ভ যখন অগ্রসর হতো তখন তাদেরও অগ্রসর হতে হতো আর এটা যখন থেমে যেত তখন যেখানে তারা ছিল সেখানেই থেমে থাকতো। এখানে বিস্ময়কর বিষয় হল সেটাই যে সেই মেঘস্তম্ভ কখন অগ্রসর হবে সেই সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা বা পদ্ধতি তাদের জানা ছিল না। কেননা মেঘস্তম্ভ যখন অগ্রসর হবে তখন তাদেরও এগিয়ে যেতে হবে এটাই ছিল নিয়ম (দেখুন গণনাপুস্তক ৯ঃ১৫-২৩)। বাইবেল বলে যে কোন কোন সময় ইহা দিনের বেলা এবং কোন কোন সময় আবার রাত্রি বেলায় অগ্রসর হতো। আবার কোন কোন সময় বেশ কিছুদিন একই জায়গাতে বিশ্রাম করতো। আবার কোন সময় মাত্র একদিন বিশ্রাম করতো। এখানে আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে রাত্রিকালে তারা সকলেই এমন অবস্থায় থাকতো যেখানে তারা হয়তো তাদের তাম্বুর সামনে এইভাবে ঝুলিয়ে রাখতো ''গোলমাল করবে না'' এই রকম কোন সংকেত যাতে সদাপ্রভু জানতে পারেন যে তারা অসুবিধায় পড়তে চায় না। তিনি যখন সিদ্ধান্ত নিতেন এগিয়ে চলার তখন তারা সব বেঁধে নিয়ে এগিয়ে চলতো। তিনি যখন বলতেন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও তখন কেউ কোন মতে বলতে পারতো না যে এই সময় যাত্রা করাটা ভালো নয়।

এটা কি ভালো হতো না যদি সদাপ্রভু মাসিক কোন ক্যালেন্ডার তাদের দিতেন যেখানে তাদের অগ্রসর হওয়ার সমস্ত দিনের উল্লেখ সেখানে থাকতো যাতে তারা মনের দিক দিয়ে, আবেগের দিক দিয়ে এবং শারীরিক ভাবে প্রস্তুত থাকতো? তিনি যে কেন সেটা করেন নি তাতে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই! সেটা কি কেবল এইজন্যই কেননা তিনি আমাদের থামিয়ে দিতে চান উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই যেন তিনি ইহার দ্বারা এটাই দেখতে পান যে আমরা কিভাবে ইহাতে সাড়া দিচ্ছি?

সবথেকে ভালো যেটা সেটা সদাপ্রভু জানেন আর তাঁর সময় সর্বকালের জন্য যথার্থ। এখানে ঘটনা হল আমার জীবনে আমি যখন নিজেকে কোন কিছুর জন্য প্রস্তুত করতে পারছি না তখন তার অর্থ হল আমি এখন প্রস্তুত নয়। সদাপ্রভু যে কোন সভা বা সমিতির ''একমাত্র পথ ও প্রকৃত অর্থ'' বা সর্বেসর্বা অথবা মাথা। তাঁর পথ আমাদের পথ নয়। কেন না তাঁর পথ আমাদের পথের থেকে অতি উচ্চ (দেখুন যিশাইয় ৫৫ঃ৯)।

ইহা কেন তবে সহজ নয়?

সদাপ্রভু যদি চান, আমরা লোকেদের সাহায্য করি, তবে এটাকে তিনি কেন সহজ ও তার মূল্যকে প্রাণবন্ত করছেন না? আমাকে এই বিষয়টার উত্তর আরো একটা কিছুর দ্বারা করতে দিন। পাপ

এবং দাসত্ব থেকে আমাদের স্বাধীন করার জন্য যীশু কি কোন আত্মত্যাগ করেছিলেন? আমি বিস্মিত হয়ে যাই সদাপ্রভু পরিত্রাণের পরিকল্পনাটাকে সহজ করলেন না কেন? যাইহোকনাকেন, যদি তিনি চাইতেন তবে যে কোন পরিকল্পনা তিনি চান তার কৌশল নিয়ে কেবলমাত্র বলতে পারতেন, ''এটাই ঠিকভাবে কাজ করবে।'' এটা মনে হচ্ছে যেন সদাপ্রভুর মিতব্যয়িতার মূল্য যাইহোকনাকেন সেটা কোন অংশে কম নয়। রাজা দায়ূদ বলেছিলেন যেটা তার কাছে মূল্যহীন সেই প্রকার কোন কিছু তিনি সদাপ্রভুকে উৎসর্গ করবেন না (২ শমূয়েল ২৪ ঃ২৪)। আমি এটাই শিখেছি যখন পর্যন্ত না নিজে অনুভব করতে পারছি তখন পর্যন্ত আমার দেওয়াটা যথার্থ দেওয়ার বিষয় নয়। আমার নিজের সমস্ত বস্ত্র দিয়ে দেওয়া সেই সঙ্গে পুরাতন বস্তু যা বাড়িতে ব্যবহার করা হয় না এইভাবে সমস্ত কিছু দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ করা এক ভালো ইঙ্গিত কিন্তু ইহা তার সমতুল্য প্রকৃত কোন প্রদেয় বিষয় নয়। প্রকৃত প্রদান বা দান করা হল সেটাই যেটাকে আমার নিজের আকাঙ্খিত বলে রাখার ইচ্ছা করছি সেটাকেই প্রদান করা। আমি নিশ্চিত আপনাদের মধ্যে সেই প্রকার মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে যেখানে সদাপ্রভু আপনাকে এমন জিনিস দেওয়ার জন্য বলেছেন যেটা আপনি পছন্দ করেন। তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে আমাদের এইজন্য দিলেন কেননা তিনি আমাদের ভালোবাসেন। আর তাই ভালোবাসা তাহলে কি করার প্ররোচনা আমাদের দেয়? এইজন্য কোন একজন যিনি প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছেন তাকে সাহায্য করার জন্য আমরা কম করে কি একটু অসুবিধা অথবা অস্বচ্ছন্দ ভোগ করতে পারি না?

দূরদর্শনের পর্দায় সম্প্রতি আমি একটা গল্প দেখলাম যারা এক দম্পতির ন্যায় থাকে তারা একে অপরকে অত্যন্ত ভালোবাসে আর তারা খুব শীঘ্রই বিবাহ করবে। মর্মান্তিকভাবে, এক গাড়ী দুর্ঘটনায় সেই মেয়েটির অবস্থা এমন হল যে সে বেশ কিছু মাস কোন কথা বলতে পারলো না। যে যুবককে সেই মেয়েটিকে বিবাহ করার কথা সে দিনের পর দিন তার পাশে বসে থাকতো । এইভাবে একদিন সেই যুবতী জেগে উঠলো কিন্তু তার মাথায় এমন আঘাত লেগেছিল যে সে চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে গেল সে তার নিজের জন্য আর কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু সেই যুবক ভালোমন্দ কোন কিছু বিবেচনা না করে তাকে বিবাহের জন্য এগিয়ে গেল। আর সেই যুবতী সেও হুইল চেয়ারে গীর্জার আসনের দিকে এগিয়ে গেল। তার শরীরের খারাপ অবস্থার জন্য সে ভালো করে কথাও বলতে পারলো না তথাপি তারা আনন্দিত ছিল। তার জীবনের স্মৃতি হিসেবে সেই যুবক তার প্রতি যত্ন নিয়েছিল আর তারা একসঙ্গে সেই জীবন উপভোগ করছিল। আর তার সাহায্য এবং উৎসাহের দ্বারা সেই মহিলা অলিম্পিকের বিশেষ মুহূর্তে অংশ নিতে পেরেছিলেন আর এইভাবে অদ্ভুত বিষয় লাভ করতে সম্ভব হয়েছিল।

সেই সময় এই যুবক ছেলেটি যদি সেখান থেকে বেরিয়ে চলে যেত তবে আমাদের প্রায় লোকের কাছে ইহা অত্যন্ত সহজ এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেই মনে হতো। সমস্ত কিছুর উপরে তার সঙ্গে থাকার অর্থ হল তার নিজের অসুবিধা ভোগ করা এবং প্রতিদিন আত্মত্যাগ করে জীবন যাপন করা। যাইহোকনাকেন, আমাদের অনেকে যখন এই অবস্থার সম্মুখবর্তী হই ও যেটা তাদের কাছে অসঙ্গত ও তাদের মতো তিনি সরে যান নি। আমাদের মধ্যে অনেকে জীবনে বেশী আনন্দ পাওয়ার জন্য যা করি তিনি সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার অভিজ্ঞতার মধ্যেও তার সঙ্গে ছিল।

আপনি যদি আমার মতো তবে লোকেরা অন্যের সুবিধার জন্য যতটা করছেন তাদের সেই বিষয় পড়া ও দেখার জন্য আনন্দ উপভোগ করবেন কিন্তু আমার বোধ হয় যেভাবে আমরা গল্প গুলো পড়ি ও দেখি তিনি চান আমরা যেন তাদের থেকেও ব্যবহারিকভাবে বেশী কিছু করি। হতে পারে তিনি চান আপনারও যেন এই প্রকার এক প্রকৃত বাস্তব গল্প হোক।

অসুবিধাটা অন্য কারো কাছে সুবিধার ন্যায়

অন্য কোন লোকের জীবনে যেটা বেশী করে সুবিধা বলে মনে হয় তারজন্য সদাপ্রভু কোন লোককে থামিয়ে দিয়ে সে বা তাকে বলতে পারেন যেন তারা অসুবিধা সত্বেও সেই কাজ করে। সদাপ্রভু কোনদিকে রয়েছেন তা আমাদের অতি অবশ্যই বুঝে ওঠা দরকার তা না হলে যেটা আলিঙ্গন করা দরকার সেটাকে আমরা প্রতিরোধ করে বসবো। এই অতি সাধারণ সত্যটি হল এই প্রকার ঃ নিজেদের সুখী রাখার জন্য দেওয়াটা অতি অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন আর ইহার জন্য আমরা যদি ত্যাগ স্বীকার না করি তবে সেই দেওয়াটা প্রকৃত দেওয়া হবে না।

পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব, যোহন এবং অন্য শিষ্যরা বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। তারা বারোজন শিষ্যের দল মনোনীত করেছিলে, এরা এমন শিষ্য যারা যীশুর কাছ থেকে শিখবেন আর তারপরে এই শুভ সংবাদকে জগতে বহন করে নিয়ে যাবেন। যীশু যখন তাদের আহ্বান করেন তখন তারা সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। তাদেরও ছিল পরিবার, ব্যবসা ইত্যাদি বহু কিছু। এইমতো অবস্থায় তাদের কোনভাবে সতর্ক করে দেওয়ার আগেই যীশু তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে বললেন, ''তোমরা আমাকে অনুসরণ কর।'' বাইবেল বলে যীশু যখন তাদের ডাকলেন তখন পিতর ও আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল পরিষ্কার করছিলেন আর তখন তারা জাল ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করলেন (মথি ৪ঃ১৮-২১)। তাদের কোন একটি প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে আপনি কি ভাবতে পারেন। যাতে তারা এই বিষয়ে প্রার্থনা করতে বা ইহা বিবেচনা করতে অথবা বাড়িতে গিয়ে তাদের সন্তান সন্ততি ও পরিবারে স্ত্রীদের কাছে অনুমতি নিয়ে আসার কথা বলেছেন। তিনি শুধুই বললেন, ''আমার অনুসরণ কর।''

তারা এমনভাবে জিজ্ঞাসা করেন নি যে কতদিনের জন্য তারা যাবে অথবা তাদের বেতনের মান কতোটা হবে। তারা কোন লাভের বিষয় বলেন নি অথবা যাওয়ার জন্য কোন খেসারতও তারা চায় নি বা কিরকম হোটেলে তারা থাকবে তাও তারা জিজ্ঞাসা করেন নি। এমনকি তারা এটা জিজ্ঞাসাও করেন নি তাদের কাজ কি হবে। তারা কেবল সমস্ত ছেড়ে দিয়ে তাঁর অনুসারী হলেন। এমন কি এই বিষয়ে যেমনভাবে আমি পড়লাম যেটা আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে এটা যেন একটু কঠিন কিন্তু হতে পারে সুযোগ যত বড় তখন ত্যাগ স্বীকারও যেন মহান হয়।

আমি একটা সময়ের কথা স্মরণ করতে পারছি যেখানে আমি বেশ কিছু বিষয় নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছিলাম যা সদাপ্রভু আমার কাছে চাইছিলেন কেননা আমি অনুভব করলাম অন্যদের কাছে

সেই একই প্রকার প্রয়োজন ছিল না। তিনি শুধু আমাকে বললেন, ''জয়েস, তুমি আমাকে বিরাট কিছুর জন্য বলছো। তুমি কি সেটা চাও কি চাও না?'' সারা জগতে লোকেদের সাহায্য করার জন্য আমি তাঁকে বলেছিলাম আর আমি শিখছিলাম যে সেই কাজ করার যে সুযোগ তা প্রায় অসুবিধা এবং অস্বাস্থ্যকর।

বীজ বপন ব্যতিরেকে শস্য সংগ্রহ অসম্ভব। রাজা শলোমন বলেছিলেন বীজ বপন করার আগে যদি সমস্ত সুযোগ সুবিধা বা শর্তের জন্য সবুর না করি তবে আমরা কোন মতেই শষ্য ছেদন করতে পারবো না (উপদেশক ১১ঃ৪)। অন্যভাবে বলা যায়, যখন এটা আমাদের সুবিধা মতো নয় আর ও ইহা সবথেকে মূল্যবান বলে মনে হয় তখনও আমাদের দিতে হবে ও তাঁর বাধ্য থাকতে হবে। হতে পারে এই বারোজন শিষ্য যাদের মনোনীত করা হয়েছিল এইজন্য যেন অন্যরা যখন তা করার জন্য বাধ্য ছিল না তখন তারা তা করার জন্য বাধ্য হয়েছিল। যদিও বাইবেল এমনভাবে কিছুই বলা হয়নি যে যাদের যীশু আহ্বান করেছিলেন তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। হতে পারে এই বারোজনকে পাওয়ার জন্য তাকে পাঁচ হাজার লোকের কাছে ভাষণ দিতে হয়েছিল। আমার মনে হয় আজকের দিনে যেমন হচ্ছে তখনও তেমন ছিল। যে লোকেরা আত্মত্যাগ করার ইচ্ছা রাখে, তারা অসুবিধা ভোগ করে আর এদের মধ্যে যাদের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত তারা খুবই অল্প। অনেকে রয়েছে যারা যীশুর প্রতি ভালোবাসার জন্য গান গায়, আর সেটা তো ভালোই, কিন্তু আমাদের অতি অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে গান করা যদিও কৌতুকের ন্যায় তবে এরজন্য কোন আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত ভালোবাসার জন্য প্রয়োজন হয় আত্ম ত্যাগের।

আমার মনে হয় এই জগতে প্রকৃত ভালোবাসা হয়তো এখনো প্রদর্শন করা হয় নি কেননা ইহার জন্য প্রয়োজন প্রচেষ্টা, উদ্যম আর তা সব সময়েই মূল্য দাবি করে। যদি আমরা গভীরভাবে ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনকে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করছি তবে এই বাস্তবতার বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যে কোন ধরনের স্বীকৃতি নেওয়ার আগে ইহা সর্বসময়েই ভালো বিষয় যেন আমরা তার মূল্য গণনা করি, তা না হলে আমরা যেটা আরম্ভ করছি তাকে শেষ করতে পারবো না।

সদাপ্রভুর দ্বারা বিচ্ছিন্ন

বাইবেলে যে সমস্ত পুরুষ ও মহিলার কথা বারংবার পড়ি ও যাদের আমরা ''মহান'' বলে বিবেচনা করি তাদের জীবনে এক বিরাট আহুতি রয়েছে আর সদাপ্রভু যখন তাদের কিছু করার জন্য বলেছিলেন তখন কোন কিছুই তাদের কাছে সুবিধা জনক অবস্থায় ছিল না।

এরজন্য আব্রাহামকে তার নিজের দেশে, নিজের আত্মীয় স্বজন এবং তার বাড়ি ত্যাগ করতে হয়েছিল আর যখন পর্যন্ত না তিনি সেখানে পৌঁছালেন তখনও পর্যন্ত সদাপ্রভু তাকে এটাও বলে

দেন নি কোথায় তাকে যেতে হবে। হতে পারে তিনি হয়তো এমনটা ভেবেছিলেন যে পরিশেষে তিনি রাজা বা অন্য কিছু হয়ে সমস্ত সমাপ্ত করবেন কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে অস্থায়ী তাম্বুতে বিস্মিত হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন। পরিশেষে তিনি মিশরে গিয়ে সমাপ্ত করলেন। সেই জায়গা ছিল এমন যা উৎপীড়নে (মারাত্মক এবং শোকে) পরিপূর্ণ - এক দুর্দান্ত আকালের মাঝখানে (আদিপুস্তক ১২ঃ১০)। তার এই মহান আহুতির জন্য আব্রাহামকে এমন মানুষ হওয়াার সুযোগ দেওয়া হল যার সঙ্গে সদাপ্রভু এক নিয়ম স্থাপন করলেন যার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত পরিবার সদাপ্রভুর দ্বারা আশীর্বাদ লাভ করার সুযোগ লাভ করলো (দেখুন আদিপুস্তক ২২ঃ১৮)। কি মহান এক বিষয় তাই নয় কি!

যোষেফ যিনি তার পিতার সঙ্গে আরামদায়ক গৃহে আদরের ছেলে হিসেবে ছিলেন তাকেও সদাপ্রভু একটা জাতিকে খাদ্য অভাবের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য মনোনীত করে ছিলেন। অপর দিকে সদাপ্রভু কিন্তু তাকে তার ভাইদের জুলুমের হাত থেকে উদ্ধার না করে অসুবিধার জায়গাতে বহু বৎসর ফেলে রেখেছিলেন। সদাপ্রভু এইজন্য তা করেছিলেন যাতে তিনি যোষেফকে যথা সময়ে সঠিক জায়গাতে উন্নত করতে পারেন। কিন্তু যোষেফ সেই সময়ে সব জানতে পারেন যখন সমস্ত ঘটনার অবসান হয়। ঠিক তার মতো আমরাও যেখানে রয়েছি আমারা আমাদের সেই অবস্থান সম্বন্ধে বুঝতে পারি না আর তাই আমরা বলি ''হে প্রভু, এখানে আমি কি করছি?''এইভাবে বহু বিষয় আমি প্রভুকে কতবার বলেছি তা আমি জানি, আর এইজন্য তিনি হয়তো যথা সময়ে তার জবাব দেন নি কিন্তু এখন আমি আমার পিছনের দিকে তাকিয়ে অনুভব করতে পারি যে সেই সমস্ত জায়গাগুলো যেখানে আমি ছিলাম আর আমার সেই সমস্ত মুহূর্তের জন্যই আজ আমি এই জায়গাতে রয়েছি।

ইষ্টের যিহূদীদের ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন কিন্তু এরমধ্যেও সদাপ্রভু তার পরিকল্পনায় বাধা দিয়েছিলেন যেন তিনি নিজের দ্বারা সেইভাবে কিছু না করেন। তিনি ছিলেন এক যুবতী যিনি নিঃসন্দেহে নিজের ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা নিয়ে হঠাৎ করে বিনা অনুমতিতে রাজার প্রাসাদে গিয়েছিলেন যাতে তিনি দুষ্টু হামনের পরিকল্পনা প্রকাশ করতে পারেন যার অভিপ্রায় ছিল যেন সে যিহূদীদের প্রাণহানী করতে পারে।

তাকে এমন কাজ করতে বলা হয়েছিল যা তার জীবনকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল কিন্তু তার কাকা বিজ্ঞতার সঙ্গে বললেন, ''যদি তুমি এই সময়ে ভয়ে নীরব থাক, তবে অন্য কোন জায়গা থেকে যিহূদীদের উপকার ও নিস্তার উপস্থিত হবে কিন্তু তুমি নিজের পিতৃকূলের সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর কে জানে তুমি এই রকম একটা সময়ের জন্য রাজ্ঞীপদ পাও নাই? (ইষ্টের ৪ঃ১৪)

তিনি যদি নিজের ইচ্ছার আহূতি না দিতেন তবে সদাপ্রভু অন্য কাউকে খুঁজে বের করতেন কিন্তু নিজের লোকেদের উদ্ধার করা ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র। যেহেতু আপনি চান না যেন সদাপ্রভু আপনার পরিকল্পনায় বাধা দিক তার জন্য আপনার জীবনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবেন না।

কেবলমাত্র মর্জিত কিছু লোকই সমস্ত কিছু আহূতি দিয়ে বাধ্যতার মধ্যে প্রবেশ কবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছেন। বাইবেল তাদের এমন নামে আখ্যাত করেন ''যাদের কাছে এই জগৎ যোগ্য ছিল না'' (ইব্রীয় ১১ঃ৩৮)।

এই সমস্ত লোক যাদের বিষয়ে আমরা পড়লাম তারা অসুবিধার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন এইজন্য যাতে অন্য কারো জীবন সহজ হয়ে উঠতে পারে। যীশু এইজন্য মরলেন যাতে আমরা জীবন পাই এবং প্রচুর পরিমানে তা পাই । সৈন্যরা মৃত্যুবরণ করলো এইজন্য যাতে অসামরিক লোকেরা নিরাপদে থাকতে পারে। গৃহের পিতা এইজন্য কাজ করতে যান যাতে পরিবারের সকলে ভালোভাবে থাকতে পারে আর মা প্রসবের সময় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এইজন্য যায় যাতে আরো একটা সন্তানকে এই জগতে আনতে পারেন। যদি কোন লোক কোন কিছু লাভ করতে চায় তবে এটা এতটাই সুস্পষ্ট যেন কোন একজনকে ইহার জন্য হয় যন্ত্রণা না তো অসুবিধা ভোগ করে।

এই অধ্যায় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ কেননা ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করার জন্য এটা এমন এক ধারণা যা আপনাকে এক অনুভব এনে দেয় আর আপনি যখন অনুভব করেন যে আপনাকে কিছু করার প্রয়োজন তবে কেবলমাত্র ভালোবাসায় গমনাগমন না করার জন্যই তা করতে পারছেন না। আর তখন ইহাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনার মনের পরিবর্তনের প্রয়োজন আর এইজন্য এমন কারো সঙ্গে দূরবর্তী হওয়ার থেকে আপনাকে এমন কিছু মানিয়ে নিতে হবে এইজন্য কেননা অন্যের দুর্বলতা এবং পতনেও ভালোবাসা সমস্ত কিছু বহন করে। এইজন্য আপনাকে এমন একটা জায়গাতে থাকার প্রয়োজন যেখানে হয়তো যথেষ্ট কৌতুকের কোন স্থান নেই কেননা আপনি স্বয়ং হলেন সেই অন্ধকারের জ্যোতি। এরজন্য আপনাকে হয়তো কোন স্থানও পরিত্যাগ করতে হতে পারে কেননা আপনার আশেপাশে অবস্থান আপনাকে পাপের প্রলোভনে আহ্বান জানাচ্ছে। আব্রাহাম বাস্তবে নিজের পরিবারের সঙ্গে মূর্তিপূজার মধ্যে বসবাস করছিলেন আর সেইজন্য সদাপ্রভু যখন তাকে বললেন তোমার নিজের জায়গা ও তোমার লোকেদের থেকে দূরে থাকো তখন সেই বিষয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। তিনি যেটা দেখতে চান তা আমাদের দেখানোর জন্য অনেক সময়ে সদাপ্রভু আমাদের এমনভাবে পৃথকিকৃত করেন যেখানে আমরা অত্যন্তভাবে পরিচিত।

অসুবিধা এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনি যদি কোন কিছু মনে না করেন তবেই সদাপ্রভু আপনাকে ব্যবহার করবেন। আপনি এই পৃথিবীতে পরিবর্তন নিয়ে আনতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি নিজের আরামে অনড় থাকেন তবে সদাপ্রভু অন্য কোন লোকের দ্বারা আপনার জীবনকে শোচনীয় করে তুলবেন।

অসুবিধা এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনি যদি কোন কিছু মনে না করেন তবেই সদাপ্রভু আপনাকে ব্যবহার করবেন।

সদোম এবং ঘোমরা

আপনি নিশ্চই সদোম এবং ঘোমরা সেইসঙ্গে সেই নগরের জঘন্য অন্যায় সম্বন্ধে অবগত আছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা এমন কি কাজ করছিল যা সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছিল? আমাদের মধ্যে প্রায় সময়ে এই চিন্তাধারা আসে যে তাদের যৌনজাত কামনার বিকৃতিই পরিশেষে সদাপ্রভুকে এই জায়গাতে আসতে বাধ্য করেছিল, যেন সদাপ্রভু তাদের ধ্বংস করেন কিন্তু সেই অবস্থা ছিল এক প্রকার অন্য ধরনের যার জন্য তিনি তাদের প্রতিকূলে বিচার করতে বাধ্য হন। তাদের ধ্বংসের পিছনে যে সত্যতা রয়েছে তা যখন দেখলাম তাতে আমি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। আমি যখন দরিদ্রদের খাওয়ানোর বিষয় চিন্তা করছিলাম আর এই বিষয়ে শাস্ত্র কি বলে তার খোঁজ করছিলাম তখন আমি এটা আবিষ্কার করলাম যেখানে লেখা রয়েছে ঃ দেখ, তোমার ভগ্নি সদোমের এই অপরাধ তার ও তার মেয়েদের অহংকার, ফল উপভোগের পূর্ণতা এবং নিশ্চয়তাময় এক শান্তি ছিল আর সে দুঃখী ও দরিদ্রদের হাত সবল করতো না। তারা ছিল অহংকারী, আর আমার সামনে ঘৃণার কাজ করতো, অতএব আর এই দেখে আমি তাদের দূর করেছিলাম'' (যিহিষ্কেল ১৬ঃ৪৯ঃ৫০)।

সদোম এবং ঘোমরার যে সমস্যা ছিল তা হল তাদের কাছে প্রচুর জিনিস ছিল কিন্তু যাদের ছিল না তাদের সঙ্গে তারা ভাগ করে নেয় নি। তারা অলস হয়ে ভীষণভাবে সুবিধাজনক জীবন যাত্রায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল আর সেটাই তাদের পরিচালিত করেছিল জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে। এখানে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই আমাদের জন্য নিষ্কর্ম জীবন ও অলসতা আর অত্যাধিকভাবে সুবিধাজনক জীবনযাত্রা ভালো নয় যা আমাদের আস্তে আস্তে অত্যাধিক সমস্যার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যাদের কম রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের যা রয়েছে তা ভাগ করে না নেওয়া ভালো কাজ নয় আর তা বাস্তবে বিপদ সংকুল বিষয় কেননা এই প্রকার স্বার্থপর জীবনধারা মন্দতার দরজাকে এমনভাবে খুলে দেয় যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমাদের জন্য এগুলি যে কেবলমাত্র ভালো নয় তাই নয় কিন্তু সেগুলি সদাপ্রভুর প্রতিও অবমাননাকর। সদাপ্রভু আশা করেন আমরা যেন আমাদের জন্য সমস্ত কিছু জমিয়ে না রেখে তাকে এক প্রণালীতে যেন প্রবাহ করতে পারি।

আজকের দিনে আমাদের যে সমস্ত সুবিধা রয়েছে তারজন্য আমরা প্রশংসা করি কিন্তু আমার মনে হয় তাদের সাহায্য করার জন্য সদাপ্রভুর যে ইচ্ছা রয়েছে সেই জায়গাটাতে শয়তান তাদের এমনভাবে ব্যবহার করছে যাতে সে যে কোন ইচ্ছাকে ধ্বংস করে দিয়ে যে কোন ভাবে অসুবিধার সৃষ্টি করে। আমরা আরামের জীবনে এতটাই অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি যারজন্য আমাদের অত্যন্তভাবেই সর্তক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ঠিক প্রায় অন্যান্য লোকেদের মতো আমিও আরামদায়ক জিনিস পছন্দ করি। আমি সুবিধাও পছন্দ করি। কিন্তু যে বিষয়গুলো আমি যেভাবে চাই সেগুলো যখন আমার পাশে বা কাছে সেভাবে না পাই তখন সেই অবস্থাতে থেকে কোন অভিযোগ না জানানোর প্রচেষ্টা আমি চালিয়ে গিয়েছি। আমি এটাও অনুভব করতে পেরেছি এই অসুবিধা অন্যদের সাহায্য

করার জন্য সবসময়েই এক বাধা হয়ে এসেছে আর আমি জানি যে আমি সদাপ্রভুর দ্বারা আহ্বান প্রাপ্ত আর সেটাকে অত্যন্ত ভালো মনোভাবের দ্বারাই করতে হবে।

আমি যখন কিছু লিখি তখন কিছু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে চাই না। কেননা এই সময় আমি যদি বাধাপ্রাপ্ত হই তবে তা অসুবিধা জনক হয়ে উঠবে কেননা আমি যেভাবে লিখছিলাম তখন সেইভাবে সেই স্রোতে ফিরে এসে সেই কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এরজন্য এই কেবল কিছু সময় আগেও আমি সেই মূল্যায়নের মুখে পড়েছিলাম। আমার ফোন হঠাৎ করেই বেজে উঠলো আর আমি দেখলাম সেটা ছিল এক মহিলার ফোন যাকে আমি জানি যার বিষয়ে আমাকে বেশ কিছু সময় ধরে তার কথা শোনার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সে তার বিবাহের সমস্যার কথা বলতে চাইছিলেন। তাই প্রয়োজনের কথা মাথা রেখেই আমি তাকে থামাতে চাইলাম না কেননা আমি অনুভব করলাম তার সঙ্গে কথা বলাটা আমার প্রয়োজন কেননা এই মহিলাটি অত্যন্ত সুপরিচিতা আর সে তার সমস্যার কথা অন্যকে বলার জন্য নির্ভর করতে পারছিলেন না। যেহেতু এই মহিলা সুপরিচিতা তাই কখনো ভাববেন না যে তিনি একাকিত্ব অনুভব করেন না। তিনি একাকিত্ব অনুভব করতেন, আর এই মহিলাটি ছিলেন আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্না কিন্তু তার সমস্যার কথা শোনার জন্য সদাপ্রভু চাইলেন আমার এই ভালোবাসার লেখাকে থামিয়ে দিয়ে বাস্তবে তা ব্যবহারে প্রয়োগ করি!! আপনি কি সেটা ভাবতে পারছেন . . . সদাপ্রভু চান আমরা যা বলি ও যাতে আস্থা রাখি তা যেন আমরা ব্যবহার করি।

পঞ্চম অধ্যায়

5

ভালোবাসা পথ দেখিয়ে দেয়

কৃতকার্যের জন্য আমার নীতি যদি যথেষ্ট বলশালী হয়
তবে পতন তাকে কোনভাবেই আতঙ্কগ্রস্থ করতে পারে না।
ওগ ম্যানডিনো

আমাদের মনের ইচ্ছা আমাদের কাছে এক প্রচণ্ড প্রেরণা। পরিশেষে আমি সেই দিনের সম্মুখীন হয়েছি যেখানে আমাকে সত্যি করেই কিছু করতে হবে, আর তা করার জন্য আমাকে পথ বের করতে হবে। লোকেরা প্রায় সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করে যেগুলো করার সেগুলো আমি কিভাবে করি তখন আমি স্বাভাবিক ভাবেই তাদের বলি ''যেহেতু আমি তা করতে চাই'' তাই সেগুলো করি। আমি অনুভব করতে পারি যে সদাপ্রভু আমাকে অনুগ্রহ এবং হৃদয়ে এক আকাঙ্খা দিয়েছেন কিন্তু তার মধ্যেও আমি এই সমস্ত কাজগুলো করি যেগুলো আমাকে অনুপ্রেরণা জাগায়, সদাপ্রভু যা করাতে চান আমি সেটাই করতে চাই। লোকেদের সাহায্য করার মধ্য দিয়ে আমি আমার গন্তব্যস্থলকে পূর্ণ করতে চাই বা প্রেরিত পৌল যেভাবে বলেছেন ''আমি আমার দৌড়কে সমাপ্ত করতে চাই।''

আপনি হয়তো বলতে পারেন, ''আমার মধ্যে যদি সেই ইচ্ছা বা অনুপ্রেরণা না থাকে তাহলে কি হবে?'' সদাপ্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য স্পষ্টতই আপনার এক ইচ্ছা রয়েছে অথবা এই বইয়ের প্রথম অধ্যায় পড়ার পরেও আপনি এই বইটিকে নিচে রেখে দিতে পারেন। যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সদাপ্রভুর সঙ্গে আপনার যদি সহভাগিতা বা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তবে ভালো কাজ

করার জন্য আপনার মধ্যে এক ইচ্ছা রয়েছে কেননা তিনি আপনাকে তাঁর হৃদয় ও তাঁর আত্মা প্রদান করেছেন। যিহিষ্কেল ১১ঃ১৯ এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে ঃ আর আমি তাদের এক হৃদয় (নতুন হৃদয়) দান করবো ও তোমাদের অন্তরে এক নূতন আত্মা স্থাপন করবো আর তাদের মাংস থেকে প্রস্তরময় (অস্বাভাবিকভাবে /কঠিন) হৃদয় দূর করবো, আর তাদের মাংসময় হৃদয় দেবো (যার দ্বারা তারা প্রভুর প্রতি অনুভূতিশীল এবং প্রভাবিত হবে)। আমরা হয়তো অলস নিরূদ্যম বা স্বার্থপর লোক হয়ে পড়েছি আর তাই সেই সমস্ত বিষয়গুলো একসঙ্গে আদানপ্রদান করার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে কিন্তু এক প্রভুর অন্বেষী ও তাঁর আস্থাজনক লোক হওয়া সত্বেও তাঁর বাধ্য না থেকে লোকেদের সাহায্য না করে তাঁর হৃদয় আমাদের অন্তরে থাকা অসম্ভব।

তাই এখানের জিজ্ঞাস্য বিষয় যা হতে পারে তা আমি অনুমান করতে পারছি ঃ এর কতোটা আপনি নিতে ইচ্ছা করেন? আপনি কি আপনার নিজের ইচ্ছার থেকেও তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে সচেষ্ট? অন্যান্য বিষয় থাকার থেকে সেগুলোকে আহুতি দিয়ে আপনি কি আরো যথেষ্ট রাখতে চান?

সম্প্রতি সময়ে এক যুবক আমাকে বলেছিল যে সে কতোটাই না অসুখী। সে এইভাবে বলতে বলতে আমাকে শোনাতে থাকলো যে সে জানতো প্রভু তাকে আহ্বান করেছেন যেন সে এক উচ্চ স্থানে আসতে পারে। কিন্তু সে অনুভব করলো এরজন্য যে আহুতি দেওয়ার প্রয়োজন সেই ত্যাগ সে করতে পারলো না। আর এইজন্য আমি দুঃখ পেলাম কেননা আমি চাইলাম না যে সে সেই আনন্দকে হারিয়ে ফেলে যা সেই আহুতির অপর দিকে রয়েছে। আমি প্রার্থনা করলাম যেন সে তার মনের পরিবর্তন ঘটায়।

আমরা যদি সত্যসত্যই কিছু করতে চাই তবে তা করার জন্য আমরা পথ বের করে নিতে পারি। এই বিষয়টি আমরা যখন পর্যন্ত না স্বীকার করি তখন পর্যন্ত আমরা আমাদের নিজেদের অজুহাতের দ্বারা প্রতারিত হবো যে কেন আমরা এই বিষয়গুলো করতে পারছি না। অজুহাত সবথেকে ভয়ানক বিষয় আর আমার মনে হয় সেগুলো এমন কারণ যার জন্য আমরা যা ইচ্ছা করি তার কোন উন্নতি ঘটাতে পারি না। হতে পারে আপনি তার অনুশীলন করতে চান কিন্তু যেটা আপনি করতে পারেন না তার জন্য অজুহাত হাজির করে বসেন। হতে পারে আপনি নিজের পরিবারের সঙ্গে বেশী সময় ব্যয় করতে চান কিন্তু সেটা আপনি কেন করতে পারছেন না তার জন্যও অজুহাত দেখাতে থাকেন। আপনি হয়তো অনুভব করতে পারছেন অন্যদের সাহায্য করার জন্য আরো বেশী সময় আপনার প্রয়োজন আর আপনি হয়তো তা করতেও চাইছেন কিন্তু বাস্তবে আপনি সেটা কেন করতে পারেন না তারজন্য সর্বদাই অজুহাত দিতে থাকেন। শয়তান এমন একজন যে আমাদের কাছে অজুহাত নিয়ে হাজির হয় আর আমরা যদি বুঝতে না পারি যে এই অজুহাত আমাদের অবাধ্য এবং প্রতারণা করছে তবে আমরা নিরানন্দ এবং ফলহীন জীবন যাপনে আবদ্ধ হয়ে পড়বো।

এক উপকারী প্রতিবেশী

যীশু বলেছে, ''তুমি তোমার সমস্ত অন্তকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত বল বা সামর্থ ও সমস্ত মন দিয়ে তোমার প্রভু, সদাপ্রভুকে প্রেম করবে ও তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মতো প্রেম করবে'' (লূক ১০ঃ২৭)। এইভাবে বলতে বলতে তিনি সেই ব্যবস্থাপক যার প্রতি তিনি এই কথা বলছিলেন সেই দিকে এগিয়ে গেলেন আর বললেন যদি তিনি সেই প্রকার কাজ করেন তবে তিনি বাঁচবেন। যার অর্থ তিনি এক প্রাণবন্ত, আশীর্বাদপূর্ণ এবং সদাপ্রভুর রাজ্যে চিরকাল আনন্দের সঙ্গে বসবাস করবেন। এইভাবে যে কোন অসন্তোষের উপরে গিয়ে তিনি তাকে কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য বললেন। তাহলে আমার প্রতিবেশী কে?'' তিনি সঠিকভাবে জানতে চাইছিলেন এই লোকেরা কারা যাদের প্রতি তাকে ভালোবাসা দেখাতে হবে আর তখন যীশু তাকে একটা গল্প বলার দ্বারা সেই প্রয়োগের বিষয়টা তাকে জানালেন।

একজন লোক যিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি ডাকাত দলের দ্বারা হামলাগ্রস্থ হয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পরে রইলেন। তারা তাকে মেরে তার সমস্ত কিছু নিয়ে তাকে আহত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল, আর তিনি আহত হয়ে পথের পাশে পড়ে রইলেন। আর তখনি সেই রাস্তা দিয়ে এক যাজক (এক ধার্মিক লোক) আসছিলেন যে সেই লোকটির প্রয়োজন দেখলেন কিন্তু তাকে পাশ কাটিয়ে রাস্তার অন্য দিক দিয়ে চলে গেলেন। আমি জানি না তিনি ইতিমধ্যেই রাস্তার অপর দিকে ছিলেন কি না অথবা তিনি যদি সেই রাস্তা পারও হন তবে সেই আহত লোকটিকে তিনি দেখতে পাবেন না বা এমনও হতে পারে সাহায্যের সেই আহত লোকটি যদি কিছু বলে, কিন্তু তিনি নিশ্চিত হলেন সেই আঘাত প্রাপ্ত আহত লোকটির সামনে দিয়ে হাঁটবেন না। পরে আরো এক ধর্মিয় লোক লেবীয় তিনিও সেই রাস্তা দিয়ে এসে তাকে দেখে রাস্তার অপরদিক দিয়ে চলে গেলেন। হতে পারে এই ধর্মীয় লোকেরা মণ্ডলীতে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিলেন আর তাই হয়তো এতদিন ধরে মণ্ডলী যা শেখাচ্ছিল তা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তাদের হাতে সময় ছিল না। ধর্মীয় লোকেরা প্রায় সময় প্রয়োজনের উপরেই জবাব দিয়ে থাকেন আর ধর্মীয় শব্দে কিন্তু ব্যবহারিকভাবে কোন সাহায্যের উল্লেখ সেখানে থাকে না। আমার মনে হয় এটা হল খ্রীষ্টধর্মে সব থেকে বিরাট এক সমস্যা। আমরা অনুমান করে যেটা ''জানি''বা বুঝি তাতেই আমরা গর্বিত। কিন্তু বহু ব্যাপারে আমরা সেইভাবে কোন কাজ করছি না যা আমাদের প্রজ্ঞার সঙ্গে করা দরকার। আমরা বহু বিষয়ে কথা বলে থাকি কিন্তু আমরা লোকেদের সেটা কোনমতেই দেখাতে চাই না যেটা তাদের দেখার প্রয়োজন আর সেটাই হল ভালোবাসার কাজের প্রকাশ।

এই দুজন ধর্মিয় লোক পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার পরে সেই আহত লোকটি যার দুর্দান্ত সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তখন তার কাছ দিয়ে এক শমরিয় লোক, যিনি বিশেষত কোন ধর্মিয় লোক ছিলেন না সেই পথ দিয়ে আসছিলেন। তিনি যখন এই আহত লোকটিকে দেখলেন তখন তার সহানুভূতি এবং অনুকম্পায় তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার চোট লাগা জায়গা গুলো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলেন। তারপর তিনি তাকে নিজের ঘোড়ায় চাপিয়ে স্থানীয় কোন পান্থশালায় নিয়ে

গেলেন আর সেখানের মালিককে দুদিনের মজুরি দিয়ে তার ফিরে আসা পর্যন্ত আহত লোকটির যত্ন নিতে বললেন। আর তার ফেরার সময় বাকি পয়সা তাকে দেবেন বললেন। এরপরে যীশু সেই ব্যবস্থাবেত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই তিনজনের মধ্যে কে তার প্রতিবেশী বলে প্রমাণ করেছিলেন (দেখুন লূক ১০ঃ২৭-৩৭)।

এই গল্পের বিভিন্ন দিক রয়েছে যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত ঃ আগে আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি তা হল ধর্মীয় লোকেরা কোন কিছুই করেন নি। সদাপ্রভু যখন সচেতন করেন তখন যদিও আমরা যা করতে পারি তা অতি সামান্য হলেও তা যখন লোকেদের প্রয়োজন বলে মনে হয় তখন তা করার জন্য আমরা যেন প্রস্তুত থাকি বা করি। আমি এটাও স্বীকার করি সেখানে এমন সময়ও আসে যেখানে আমরা সকলে প্রার্থনা করতে অথবা তেমনভাবে মৌখিক কোন উৎসাহ প্রদান করতে পারি কিন্তু সেইসঙ্গে আমাদের এমন মনোভাবও পোষণ করা দরকার যেন সাহায্য করার জন্য কোন পথ বা বিকল্প আমরা বের করতে পারি। আর তাই এরজন্য কিছু করতে পারবো না বলে বসে থেকে বিষয়টাকে আমরা যেন খারাপ করে না তুলি। কোন কিছু করার জন্য চিন্তা না করে কোন অজুহাত বের করে কিছু না করার মনোভাব যেন আমরা কোন সময়ে না নিই।

পরবর্তী যে বিষয়টি এই গল্পে আমাকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে তা সেই শমরিয় যিনি হাতে একটু বিপদ নিয়েই সেই আহত লোকটিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মনে হয় যাত্রাপথে দেরি হয়ে যাওয়া এক তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সুস্পষ্টভাবে এমন কোন জায়গায় যাচ্ছিলেন যেখানে যাওয়া তার একান্ত প্রয়োজন ছিল আর এইজন্যই তিনি সেই আহত লোকটিকে পান্থশালায় ছেড়ে গিয়েছিলেন যা প্রমাণ করে তিনি বিশেষ কোন ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন যেখান থেকে তার ফিরতে দেরি হবে। সময় এবং অর্থের ব্যাপারে তিনি এক বিনিয়োগ করেছিলেন আর কোন একজন যিনি প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছেন তাকে সাহায্য করার জন্য তিনি অসুবিধাভোগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন।

আমি এটাও দেখতে পেয়েছি যে সেই শমরিয় চান নি যেন সেই জরুরী পরিস্থিতি বা ঘটনা যেন তার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা কোন কোন সময়ে লোকেরা এমনভাবে অনুকম্পায় আকৃষ্ট হয়ে আবেগের দ্বারা পরিচালিত হন যাতে তারা তাদের সামনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়। আমাদের কন্যা স্যান্ড্রা লোকেদের সাহায্য করতে বা উপকার করতে অত্যন্ত ভালোবাসে আর সেটা তো ভালো বিষয়। কিন্তু এই গতকাল সে আমাকে ডেকে বললো আমি যেন তার জন্য প্রার্থনা করি কেননা কাকে কতদূর পর্যন্ত সাহায্য করা প্রয়োজন সেই স্বচ্ছতার প্রকাশ যেন তার কাছে আসে। তার যমজ কন্যা রয়েছে, তাই সন্তানদের প্রতি তাকে যত্ন নিতে হবে। আর তার মণ্ডলীতে পিতা মাতার বিষয়ে যে পাঠ রয়েছে সেখানেও সে শেখায় সেটাও তাকে করতে হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য কাজের প্রতিও তাকে সমর্পিত থাকতে হয় যার জন্য অনুভব করে সেখানে যেন সে

নির্ভরযোগ্য থাকে। আর সেইসঙ্গে যাদের সবসময়েই প্রয়োজন সেখানেও তাদের সাহায্য করতে পারে। কোন কোন সময়ে সে কিভাবে ইহা করবে বা তার অর্থ কি তা চিন্তা না করেই অথবা সাহায্য করবে সেই বিষয়ে নিজের অগ্রাধিকার ধর্তব্যের মধ্যে না এনেই সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। যার পরিনাম হল কোন কোন সময় ভালো ইচ্ছার মধ্যে সাহায্য করলেও সে হতাশা এবং বিভ্রান্তির মধ্যে সমাপ্ত করে বসে যেটা কোনভাবেই সদাপ্রভুর ইচ্ছা নয়।

আমি স্যাণ্ড্রাকে উৎসাহ দিয়ে যীশুর গল্পে শমরিয় লোকটি যা করছিলেন সেটাই করতে বলি আর ঠিক সেই একইভাবে আমি আপনাকেও উৎসাহ প্রদান করছি সেইভাবে কাজ গুলো করার জন্য। তাই অসুবিধা থাকলেও আপনার পরিকল্পনার পরিবর্তন করার মনোভাব রাখুন এবং যদি সাহায্য করার মধ্য দিয়ে কোন প্রয়োজন মেটে তবে কিছু অর্থ ও সময় ব্যয় করার মনোভাব পোষণ করুন। কিন্তু সেখানে যখন অন্যরাও থাকে যারা সাহায্য করতে প্রস্তুত তখন নিজে থেকে সমস্ত কিছু করার চেষ্টা করবেন না। শমরিয় লোকটি পান্থশালার মালিককে সহযোগিতা করার কথা বলে তার কাছে প্রতিজ্ঞা করে উদ্দেশ্য অবিচল থেকে নিজের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

যখন পর্যন্ত না আমরা রাস্তার মাঝখানে থাকছি তখন পর্যন্ত দিয়াবল তেমনভাবে কেন কিছুই দেখায় না যে আমরা রাস্তার কোন খাতে রয়েছি। অন্যভাবে বলা যায়, হয় লোকেরা কোন কিছু করতে চায় না অথবা তারা হয়তো সমস্তটাই করার চেষ্টা করে আর তারপরে আশাহীন হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে তারা অনুভব করে যে হয়তো তাদের ঠকানো বা সুবিধা নেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই এক সমতা রাখা দরকার তা এমন কি যদি অন্যদের সাহায্য করার বিষয়ে হয় তবুও। আমি এই কঠিন পথের বিষয়ে ভালোভাবে শিখেছি যে আমি নিজে থেকে সমস্ত কিছু করতে পারি না আর সেটা করলেও তা ভালোভাবে হয় না। তাই আমি আপনাদের প্রত্যককে বলছি আমাদের সকলের জন্য এটাই সত্য। আমি চাই না যেন ভয় আমার মধ্যে অত্যাধিকভাবে বিজড়িত হয়ে অবস্থাকে জটিল করে তোলে।

আমি আবার এটাও দেখতে পাচ্ছি যে এই প্রয়োজনের জন্য কতটা মূল্য আমাদের দিতে হবে। এই বিষয়টার জন্য সেই শমরিয় কোন সীমারেখাই স্থাপন করেন নি। তিনি পান্থশালার মালিককে বলেছিলেন এই আহত লোকটির যত্ন নেওয়ার জন্য যেখানে কিছু অর্থের প্রয়োজনও ছিল আর সেটা তিনি তাকে ফেরার পথে প্রদান করবেন। কদাচিৎ আমরা কি এমন কাউকে কি পেয়েছি যিনি যা কিছু করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

আমি যেভাবে বলছি, কোন কোন সময়ে আমাদের অতি অবশ্যই সীমারেখা স্থাপন করার প্রয়োজন যাতে আমাদের অন্যান্য গুরুত্বগুলো ভালোভাবে বজায় রাখতে পারি কিন্তু এই বিষয়ে আমরা দেখি সেই লোকটির দৃশ্যত যথেষ্ট অর্থ ছিল আর তাই ইহার জন্য কোন সীমারেখা স্থাপন করার প্রয়োজন হয় নি। এখানে তিনি ভীতপ্রায় মনোভাবের থেকে বরং উদার মনোভাবই পোষণ করেছিলেন। তাই সমস্যা সমাধান করার জন্য সদাপ্রভু হয়তো আমাদের কাউকেই কিছু বলবেন না যেন আমরা তার যে প্রয়োজন রয়েছে তার সবটাই করি কিন্তু তিনি এটা চান যেন আমরা

প্রত্যেকে আমাদের যতদূর সম্ভব ততদূর পর্যন্ত সাহায্য করি। আর তিনি যদি বলেন আমাদের সমস্ত করতে হবে তবে আমাদের সমস্তটাই করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সমস্ত কিছু দেওয়াটা হল পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য আর ইহা আমাদের নির্ভরতাকে প্রসারিত করে এক নতুন অবস্থানে উন্নত করতে কিন্তু সেই একই সঙ্গে ইহা যেন আমাদের মধ্যে এক বোধগম্য নিয়ে আসে যে এই জগতের কোন কিছুই যেন আমাদের পিছু টেনে না রাখে।

আমি একটা সময়ের কথা মনে করতে পারছি যেখানে প্রভু আমাকে সমস্ত কিছু দেওয়ার জন্য বললেন তা এমন কি যে অর্থ জমিয়ে ছিলাম সেগুলো আর এমন কি সমস্ত দানের যে প্রমাণপত্র সেগুলো পর্যন্ত। সমস্ত কিছু প্রদান করার বিষয়ে এই যে নতুন আহুতি তা ছিল অত্যন্ত কঠিন কেননা আমি এই অর্থ জমাচ্ছিলাম প্রায় দীর্ঘ সময় ধরে আর পরিকল্পনা ছিল সঠিক সময়ে বাজার করতে যাওয়ার। দানের জন্য যে প্রমাণ পত্র তা সত্যই দুঃসাধ্য কেননা অদ্ভুতভাবে সেগুলো আমার যথেষ্ট অর্থ। এদের মধ্যে বেশ কিছু ছিল যেগুলো সত্যই সুন্দর যেটা আমার জন্মদিনে লাভ করেছিলাম আর আমি সেগুলোতে এইজন্য আনন্দ পেতাম কেননা আমি জানতাম সেগুলো আমার প্রাপ্য আর সেগুলো আমি যে কোন সময়ে ব্যবহার করতে পারি। দেওয়ার ব্যাপারে আমি অভ্যস্থ ছিলাম কিন্তু সমস্তটাই দেওয়া আমার কাছে যেন এক নতুন সীমারেখা মনে হলো। এইভাবে বেশ কিছু সময় সদাপ্রভুর সঙ্গে এই বিষয়ে বাদানুবাদ এবং সমস্ত প্রকার অজুহাত দেখানোর পরে একটু চিন্তা করে পরিশেষে তাঁর বাধ্য হলাম। এই অধিকার হাত থেকে চলে যাওয়ার যে ব্যথা তা ছিল সাময়িক সময়ের কিন্তু এই বিষয়ে বাধ্য হওয়ার চিরন্তন যে আনন্দ এবং সেই প্রজ্ঞার কোন কিছুই আমাকে চিরকালের জন্য ধরে রাখতে পারে নি।

সেটাই ছিল আমার কাছে প্রথম সময় যেখানে আমি এইভাবে যোগ্যতার মানদণ্ডে বিচারিত হলাম কিন্তু সেটাই শেষ বিষয় ছিল না। যোগ্যতা বিচার করার জন্য সদাপ্রভু সময় নির্বাচন করেন আর তা আমাদের উপকারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। ইহা আমাদের বিষয় সমূহে অত্যন্তভাবে ঘনিষ্ট হওয়া থেকে দূরে রাখে। তিনি আমাদের যা দেন তা উপভোগ করার জন্য সদাপ্রভু আশা রাখেন কিন্তু সেই একই সঙ্গে তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন আমরা ইহার মালিক নয় কিন্তু তার তত্বাবধায়ক মাত্র। তিনি আমাদের প্রভু আর আমাদের কাজ হল আনন্দের সঙ্গে, সমস্ত অন্তকরণের দ্বারা ও যে সমস্ত উৎস আমাদের রয়েছে তার মধ্য দিয়ে তাঁর সেবা করি।

আমার প্রতিবেশী কে?

তাহলে কাকে আপনি সাহায্য করবেন আর কেই বা আপনার প্রতিবেশী? ইহা যে কেউ আপনার পথে প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে সেই আপনার প্রতিবেশী। ইহা হতে পারে এমন কেউ যার কথা শোনার প্রয়োজন। অথবা হতে পারে এমন কেউ যার উৎসাহ বা কোন কিছু পূর্ণ করার প্রয়োজন। ইহা হয়তো এমনও হতে পারে যার কাছে আপনি হয়তো একটু সময় ব্যয় করতে পারেন অথবা

এমন কেউ যার সঙ্গে আপনি সম্মুখীন হন অথবা অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ করেন। হতে পারে আপনার প্রতিবেশী এমন কেউ যিনি হয়তো একাকী অনুভব করছেন আর আপনার প্রয়োজন রয়েছে যেন তার সঙ্গে আপনি যেন বন্ধুত্বপরায়ণ হোন।

সম্প্রতি সময়ে দেভ আমাকে বললেন যে প্রভু তার সঙ্গে এই আচরণ করতে চাইছেন যেন অন্যের প্রতি তিনি আরো বন্ধুত্ব পরায়ণ হন। আমি তো সবসময়ই ভাবতাম তিনি বন্ধুত্ব পরায়ণ কিন্তু তিনি অনুভব করলেন প্রভু চান যেন ইহাতে তিনি আরো সময় দেন। তিনি লোকেদের সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এইজন্য যার দ্বারা তিনি দেখাতে চান যে প্রত্যেকের জন্য তিনি যত্নশীল। বহু লোক যাদের সঙ্গে সময় ব্যয় করেন তাদের সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না আর সম্ভবত তাদের হয়তো আর দেখতেও পাবেন না। কোন কোন সময় তারা প্রাচীন লোকেদের সমান অথবা এমন লোক যারা অন্য দেশের যারা ভালোভাবে ইংরেজীতে কথা বলতে পারে না আর তারা হয়তো এমন অনুভব করতে পারে যে তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়নি। এই সেদিন তিনি আমাকে এক প্রতিবন্ধী লোকের কথা বলছিলেন তার সঙ্গে অন্যরা কফি দোকানে আতঙ্কের মতো তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যদিও সেই প্রতিবন্ধীর প্রতিবন্ধকতা তার কথা বোঝাতে অপারক ও অসুবিধার সৃষ্টি করছিল তবুও সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি সময় দিলেন।

কোন কোন সময়ে আমরা সেই প্রকার লোকেদের এড়িয়ে চলি যারা আমাদের থেকে ভিন্ন প্রকার কেননা তারা আমাদের এমন অনুভব করাতে চায় যে আমরা অসমর্থ এবং অস্বস্তিকর লোক কি না। হতে পারে আমরা যেন এই বিষয়ে আরো বেশী করে চিন্তা করি যে আমাদের জন্য যেটা সুবিধাজনক তার থেকেও তারা কি অনুভব করে সেই বিষয়ে আমরা যেন তাদের জন্য চিন্তা করি।

যে পন্থায় আমরা নিজেদের যোগ্য ভাবে প্রতিবেশী পরায়ণ প্রমাণ করতে পারি তার তালিকা হয়তো সীমাহীন কিন্তু আমরা যদি সত্যসত্যই লোকেদের সাহায্য করতে চাই ও তাদের প্রতি আশীর্বাদ নিয়ে আনতে চাই তবে তার জন্য পথ আমাদের বের করতেই হবে। তাই স্মরণে রাখবেন অমনোযোগিতা সব সময়েই এক অজুহাত উপস্থাপন করে কিন্তু ভালোবাসা পথ দেখিয়ে দেয়।

ছোট বিষয় তবুও বিরাট প্রভাব

যীশু তাঁর সময়কে নষ্ট করেন নি আর তাই আমরা ধরে নিতে পারি যে তিনি যা কিছু করেছিলেন তা অর্থবহুল যার মধ্যে রয়েছে ভালো পাঠ রপ্ত করার জন্য এক বিরাট পরিচিতি। তাই আসুন সেই সময়ের কথা চিন্ত করি যেখানে তিনি শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন (দেখুন যোহন ১৩ঃ১-১৭)। সেগুলো কিসের প্রতি উল্লেখ করে? তার মনের মধ্য বেশ কিছু পাঠ ছিল যা তিনি শিষ্যদের শেখাতে চাইছিলেন। তাদের মধ্যে একটা ছিল এই প্রকার আমরা যেন একে

অপরের সেবা করি। যীশু ছিলেন সদাপ্রভুর একমাত্র পুত্র। প্রসঙ্গত তিনি ত্রিত্ব প্রভুর বা সৃষ্টিকর্তার দ্বিতীয় সত্বা। আর তাই এই কথা বলাই যথেষ্ট যে তিনি সত্যসত্যই এক গুরুত্বপূর্ণ সত্বা যার কোন প্রয়োজন ছিল না যেন অন্যের পা ধুইয়ে দেন তা আবার বিশেষত তাদের যারা তাঁর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি এটা এইজন্য করলেন যার দ্বারা তিনি তাদের এই বিষয়ে আলোকপাত করাতে চাইছিলেন যেন তারা শেখে যে অধিকারের স্থানে থাকলেও সেই একই সময়ে দাসের ভূমিকাও পালনেও তারা যোগ্য ও সমর্থ। আজকে বহু লোক রয়েছে যারা এই গুরুত্বপূর্ণ পাঠ আয়ত্ব করা থেকে দূরে রয়েছেন।

যীশুর সময়ে লোকেদের পা ভালো হলেও তা কিন্তু নোংরা থাকতো। কেননা লোকেরা নোংরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন আর তাদের সেই খারাপ জুতোর মধ্যেও লেগে যেত নোংরা ছাপ। সেই সময়ে লোকেদের রীতি ছিল যেন যখন অতিথিরা বাড়িতে প্রবেশ করে তখন যেন তাদের পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। যীশু বাস্তবে নিজের বস্ত্র খুলে রেখে দাসের মতোই হাতে গামছা নিলেন। এটা ছিল আরো একটা প্রকাশভঙ্গি যার অভিপ্রায় ছিল তাদের মধ্যে এক আদর্শ স্থাপন করা। এরদ্বারা তিনি দেখাতে চাইলেন যে আমরাও আমাদের জীবনের ''অবস্থান'' একপাশে ফেলে রেখে অন্য কারো প্রতি এইভাবে সেবা করতে পারি যার জন্য তাদের হারিয়ে ফেলার কোন ভয় আমাদের মধ্যে না থাকে।

পিতর যিনি ছিলেন সবথেকে সোচ্চার এক শিষ্য। তিনি প্রচণ্ড ভাবেই প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন যেন যীশু তার পা না ধোয়ান। কিন্তু যীশু এই কথা বললেন, তিনি যদি পিতরের পা না ধোয়ান তবে তারা দুজনে প্রকৃত বন্ধু নয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে তাদের এই বিষয়গুলো একে অপরের প্রতি এমনভাবে করতে হবে যাতে তাদের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় এবং প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। এইভাবে করলে কতগুলো বিবাহিত জীবন না বাঁচবে অথবা ন্যূনতম হারে উন্নত হবে যদি দম্পতিরা এই নীতি প্রয়োগ করে?

বেশ কিছু বৎসর আগে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এক মুখো সম্পর্ক আমি আর গড়ে তুলবো না - এই সম্পর্ক যা আমি করে থাকি তা কেবলমাত্র দেওয়া আর অন্য লোকেরা যেটা করে থাকে তা কেবলই গ্রহণ করার।

এই প্রকার আদানপ্রদান কিন্তু বাস্তবে কোন সম্পর্ক নয় আর পরিশেষে ইহা সর্বসময়েই এক অসন্তোষ এবং অপ্রতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। আমরা যে কেবলমাত্র বিষয়গুলো পরস্পরের জন্য করবো তাই নয় কিন্তু বাস্তবে জিনিসগুলো এমনভাবে করতে হবে যেন একে অপরের প্রতি আমাদের প্রয়োজন হয়। এটাই হল সম্পর্ক ঠিক করে রাখার এক প্রধান আজ্ঞা।

আমরা যে কেবলমাত্র বিষয়গুলো পরস্পরের জন্য করবো তাই নয় কিন্তু বাস্তবে জিনিসগুলো এমনভাবে করতে হবে যেন একে অপরের প্রতি আমাদের প্রয়োজন হয়।

আমাদের মণ্ডলীর জন্য আমরা বহু কিছু করে থাকি কিন্তু তারাও আবার আমাদের জন্য কিছু কাজ করে। তারা যেটা করে সেটা হয়তো খুবই অল্প যা আমরা নিজে থেকেও করতে পারি কিন্তু তারা যখন আমাদের কাছে গ্রহণ করে তখন আমাদের কিছু দেওয়া তাদের কাছে এক প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে, আর আমরা যেন সেই প্রকার তাদের প্রতি করতে থাকি।

দেওয়ার সময়ে আমরা যে কেবলমাত্র সবসময়ে আশাহতদের প্রয়োজনের প্রতি কার্যশীল ও মনোযোগী হব তাই নয়। আমরা হয়তো এমন লোকেদের প্রতি কিছু করার জন্য পরিচালনা পাচ্ছি যাদের দেখলে মনে হয় আমরা তাদের জন্য যা করছি তা তাদের প্রয়োজন নেই তবে কেন আমরা তাদের প্রতি সেটা করি? তা কেবলমাত্র এইজন্য যেন এর দ্বারা তাদের উৎসাহ প্রদান করি আর তারা যেন অনুভব করে যে আমরা তাদেরও ভালোবাসি। আমরা প্রত্যেকেই ভালোবাসা অনুভব করতে চাই। আর এইজন্য আমাদের কাছে কতো ''বিষয় আমার'' রয়েছে সেটা বড় বিষয় নয়। আশীর্বাদ করার জন্য আপনার কাছে যে উৎস রয়েছে তা ব্যবহার করতে থাকুন আর তা করলে আপনি কোন সময়ই উৎস বিহীন অবস্থায় জীবন যাপন করবেন না।

পা ধুইয়ে দেওয়া দাসেদের কাজ আর তা দাসদের দ্বারা করাটাই বিধেয়। কিন্তু এরমধ্যে রয়েছে এক বিরাট পাঠ্য বিষয় ঃ নিজেকে নত করুন আর ছোট কাজ করার জন্য ইচ্ছা রাখুন যার মধ্যে হয়তো এক বিরাট প্রাধান্য থাকতে পারে।

জিনিস অল্প হলেও তার অর্থ প্রচুর

ভারতে মিশন যাত্রার সময়ে আমরা ডিলিরিয়াসের বাদক দল এবং তাদের বাদ্যকারী স্টুকে এক সময়ে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। এই পরিদর্শনের সময়ে এক দরিদ্র বালিকা তার বাহুতে পরার জন্য সরু লম্বা একফালি চামড়ার কিছু জিনিস উপহার দিয়েছিল। এই প্রকার ভালোবাসার একটুকরো চামড়ার উপহার যা জীবনের কাছে অতি ছোট হলেও তা স্টুয়ে'র জীবন পাল্টে দিয়েছিল। তাই তিনি জনগণের কাছে বলতে বাধ্য হলেন যে যতদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকেন ততদিন এই উপহারের কথা তিনি কোনদিন ভুলে যাবেন না। অতি ছোট একটি মেয়ে হলেও তার মধ্যে এই মনোভাব ছিল তা হল দেওয়ার মনোভাব আর এই ছোট জিনিসটি নিয়ে তিনি কি করবেন? হ্যাঁ, ছোট বিষয়ও অনেক সময়ে বিরাট প্রাধান্য নিয়ে আসতে পারে।

এই ছোট বিষয়টি কি যা আপনি করতে পারেন? যীশু পা ধুয়ে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন আমরাও আশীর্বাদপ্রাপ্ত ও সুখী হতে পারি যদি আমরা তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করি। নিচে একটি আংশিক তালিকা দেওয়া হল যার বিষয়ে বাইবেল বলে আমরা তা একে অপরের প্রতি করতে সমর্থ ঃ

- একে অপরেরপ্রতি দৃষ্টি রাখুন।
- একে অপরের জন্য প্রার্থনা করুন।
- আশীর্বাদের জন্য সমমনা হোন।
- অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করার সময়ে দয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখুন।
- বন্ধুত্ব পরায়ণ ও আতিথ্যপ্রিয় লোক হন।
- একে অপরের প্রতি ধৈর্য্যশীল হোন।
- অন্যের ভুল ও দুর্বলতাকে বহন করার চেষ্টা করুন।
- সন্দেহের থেকে বরং অন্যদের উপকার করুন।
- একে অপরকে মার্জনা করুন।
- একে অপরকে শান্তনা প্রদান করুন।
- নির্ভরশীল লোক হোন।
- আনুগত্যশীল লোক হোন।
- একে অন্যকে গঠন করুন - অন্যদের উৎসাহ দিন, তারা যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন তাদের সামর্থ সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিন।
- অন্যরা যখন আশীর্বাদ লাভ করে তখন আনন্দিত হোন।
- একে অপরকে পছন্দ করুন (আমাদের মধ্যে কোন একজন অগ্রগণ্য হলে সবথেকে ভালো জিনিসটিই তাদের দিন)।
- একে অপরের প্রতি বিবেচনাশীল হোন।
- লোকেদের গুপ্ত বিষয় সুপ্ত রাখার চেষ্টা করুন কাউকে সেই বিষয়ে কিছু বলবেন না।
- একে অপরের সব থেকে যেটা ভালো সেটাতে আস্থা রাখুন।

আমি যেভাবে বলেছি এটা হল কেবল এক আংশিক তালিকা। ভালোবাসার বিভিন্ন দিক রয়েছে বা বিভিন্ন পন্থা রয়েছে তাকে আমরা যেকোনভাবে দেখতে পারি। এই বইয়ের মধ্যে তাদের বেশ কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। এখানে যে চিন্তাধারা তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে তা অত্যন্ত সাধারণ আর আমরা সকলেই সেটা করতে পারি যদি তা করার জন্য ইচ্ছা রাখি। এর বেশীরভাগে বিষয়ের জন্য আমাদের কোন বিশেষ পরিকল্পনা করতে হবে না কিন্তু সেগুলো আমরা তখনি করতে সম্ভবপর হবো যখন তা করার জন্য আমরা সুযোগের চেষ্টা করবো।

এইজন্য আসুন, আমরা যখন যেমন সুযোগ পাই তখন তেমনিভাবে সকলের প্রতি সৎকর্ম করি (নৈতিকভাবে)।

গালাতীয় ৬ঃ১০

ভালোবাসা নিজে থেকে প্রকাশমান হবে

আমরা প্রায় সময়ে ভালোবাসাকে কোন বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করে থাকি। কিন্তু এই ভালোবাসা যে কি আর তাকে সেই স্থানে রাখার জন্য ভালোবাসাকে কিছু না কিছু করতে হয়। ভালোবাসার যে প্রকৃত ভাব তার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে ইহাকে ব্যাখ্যা করার। বাইবেল বলে করে আমরা যদি কোন প্রয়োজন দেখে নিজেদের অনুকম্পাশীল হৃদয়কে বদ্ধ করে রাখি তবে কিভাবে সদাপ্রভুর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে থাকতে পারে (দেখুন ১যোহন ৩ঃ১৭)। এই ভালোবাসাকে যদি প্রদর্শন করতে না পারি তবে ইহা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে। প্রসঙ্গত ইহা হয়তো সম্পূর্ণভাবেই প্রাণহীন হয়ে যেতে পারে। আমরা যেভাবে অন্যের বিষয়ে কাজগুলো করে থাকি সেইভাবে আমরা যদি প্রাণ চঞ্চল থাকি তবে আমরা স্বার্থপরতা, কর্মহীন এবং ফলহীন অবস্থা থেকে প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠবো। সর্বোতভাবে ভালোবাসার যে প্রতিদান তা হল যীশু তাঁর নিজের জীবন কে অন্যদের জন্য প্রদান করলেন। আর তাই আমাদের প্রয়োজন আমরা যেন একে অপরের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করি। এই বিষয়টি যেন অত্যাধিকভাবে তীব্র ও কঠিন, তাই নয় কি? সৌভাগ্যবশত, আমাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোককে কোন সময়ই এই আহ্বান করা হবে না যাতে সে বা তারা নিজের শারীরিক জীবনকে অন্য কারো জন্য উৎসর্গ করে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের কাছে সেই সুযোগ রয়েছে যেন আমরা আমাদের জীবনকে অন্যের জন্য ''সমর্পণ'' করি। প্রতিটি সময় যখন আপনি নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন একপাশে ফেলে দিয়ে তাকে পুনস্থাপিত করে অন্যদের ভালোবাসার উৎসে পরিচালিত করেন তখন আপনি নিজের জীবনকে কিছু সময়ের জন্য বা এক ঘন্টা বা একদিনের জন্য সমর্পণ করে দেন।

আমরা যদি সদাপ্রভুর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ আর আমরা বাস্তবে তাই। কেননা নূতন জন্মের সময়ে পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়কে তাঁর ভালোবাসায় পূর্ণ করেছে আর তাই আমাদের অতি অবশ্যই সেই ভালোবাসার দ্বারা প্রবাহিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ইহা যদি আমাদের আলস্যভাবের দ্বারা নিরূদ্যম হয়ে যায় তবে ইহা ভালো কোন কাজেই লাগে না। সদাপ্রভু এই জগৎকে এমন ভালোবাসলেন যে তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে প্রদান করলেন (দেখুন যোহন ৩ঃ১৬)। আপনি কি সেটা পেয়েছেন? সদাপ্রভু ভালোবাসা প্রদান করার জন্যই প্ররোচিত হয়েছিলেন। আমরা যদি লোকেদের জন্য কিছু না করি তবে আমরা যে তাদের ভালোবাসি তা বলা অর্থহীন। তাই আপনার বাড়িতে এক বিরাট সংকেত স্থাপন করুন, হতে পারে অন্য বহু জায়গায় যা জিজ্ঞাসা করছে, ''আজকে কাউকে সাহায্য করার জন্য আমি কি করেছি?'' তাই আপনি যখন এই অভ্যাসে অভ্যস্থ হচ্ছেন এবং ভালোবাসার এক আমূল পরিবর্তনকারী সত্বায় রূপান্তরিত হচ্ছেন তখন ইহা হয়তো আপনাকে সতর্ক বা স্মরণ করিয়ে দেবে আপনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে।

ভালোবাসার সমস্তটাই হল কাজ। ইহা কোন মতবাদ ও সাধারণ কোন শব্দ নয়। বাক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর লোকেদের ভালোবাসার জন্য আমরা এটাকে এক ভাবধারা হিসেবে গ্রহণ করতে

পারি কিন্তু আমরা যেন যেকোন অর্থে যতটা সম্ভব আমাদের মধ্যে এই ভালোবাসাকে প্রকাশ করার জন্য সচেষ্ট হই।

তাই আজকে কোন একজনকে এই ভালোবাসা দেখানোর জন্য আপনি কি করতে পারেন? ইহার বিষয়ে কিছু সময় চিন্তা করতে থাকুন আর তারপরে পরিকল্পনা নিন। তাই অন্য কারো আনন্দকে উচ্ছাসিত না করে আপনি যেন কোন সময়ে অন্ততঃ সেই দিনের জন্য অগ্রসর না হন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

6

ভালোবাসার দ্বারা মন্দকে পরাভূত করা

মন্দের উপরে জয়লাভ করার জন্য যেটা প্রয়োজন
তাহল ভালো লোক যেন ইহার প্রতি কিছুই না করে।
এডমাণ্ড বারকে

কোন কিছু না করাটা যেমন অত্যন্ত সহজ কিন্তু ইহা আবার অত্যন্ত বিপদ সংকুলও বটে। কেননা মন্দতার জন্য যখন সেখানে কোন প্রতিদ্বন্দী থাকে না তখন ইহা গুনগতমানে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমাদের সমাজ ও জীবন যাত্রায় যে জায়গাটিতে ভুল সেই জায়গা গুলোতে অভিযোগ করার জন্য আমরা সকলেই কৌশল খুঁজি। কিন্তু এই অভিযোগ আমাদের নিরুদ্বেগ ও নিরুৎসাহ করার থেকে বরং অন্য কোন কাজেই লাগে না। ইহা কোন কিছুকে সমাধান করে না কেননা ইহার মধ্যে ইতিবাচক কোন প্রতাপ বা প্রভাব নেই।

একবার ভাবুনতো সদাপ্রভু যা কিছু করেছেন তার সমস্ত কিছুতে যদি তিনি অভিযোগ জানাতেন যে তাঁর সৃষ্টি প্রথম থেকেই ভুল পথে চলছে তাহলে এই জগতের কি বিশৃঙ্খলাটাই না হতো। কিন্তু সদাপ্রভু কোন কিছুর অভিযোগ জানান না। তিনি ধারাবাহিকভাবেই ভালো কাজ করতে থাকেন ও ন্যায় বিচার করেন। তিনি জানেন যে মন্দকে ভালোর দ্বারা পরাজিত করা সম্ভব। এটা নিশ্চিত যে এই মন্দতা অত্যন্ত প্রতাপশালী কিন্তু তার থেকেও ভালোটা আরো প্রচণ্ড প্রভাবশালী।

তাই আমাদের একটু থেমে গিয়ে ইহা অনুভব করা প্রয়োজন যে সদাপ্রভু তাঁর লোকেদের মধ্য দিয়েই কাজ করেন। হ্যাঁ, সদাপ্রভু সবসময়েই অত্যন্ত ভালো। কিন্তু এই পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তিনি তাঁর সন্তানদেরই মনোনীত করেছেন- আর সেই মনোনীত লোক হলেন আপনি এবং আমি। ইহা অনুভব করা অত্যন্ত নম্রতার বিষয় যে তিনি আরো অধিক কাজ করতে সমর্থ যদি আমরা সর্বসময়ে ভালোবাসার জন্য তাঁর প্রতি সমর্পিত থাকি। মথি ৫ঃ১৬ পদে যীশু যে নির্দেশ দিয়েছেন যেটা মনে রাখা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন ঃ ''তোমাদের দীপ্তি মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের ভালো কাজ দেখে আর স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে।''

উদারতা অত্যন্ত প্রতাপশালী

আমরা যত বেশী করে মন্দের সঙ্গে ও মন্দের প্রতি সরব হই তখন মন্দতা তত বেশী করে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এল চিড্ নামে একটি চলচ্চিত্রের দ্বারা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, যেটা কিনা একটি লোকের গল্প যিনি স্পেন দেশকে একত্রিত করেছিলেন আর এক বিরাট নায়কে পরিণত হয়েছিলেন আর তারই নীতি সম্বন্ধে আমি কথা বলছি। প্রায় বহু শতাব্দীকাল খ্রীষ্টীয়ানেরা আফ্রিকার অধিবাসী যারা আরব জাতীয় লোক সেই মূর জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলো। তারা একে অপরকে ঘৃণা করতো ও একে অপরকে হত্যা করতো। সেই যুদ্ধের মধ্যে এল চিড্ পাঁচজন মূর জাতির লোককে বন্দি করেন। বন্দি করার পরেও তিনি তাদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন কেননা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে এইভাবে হত্যা করাটা ভালো কোন ফল নিয়ে আসবে না। তিনি এটাই মনে করতেন যে এই শত্রুদের দয়া প্রকাশ করার মধ্য দিয়েই তাদের হৃদয়কে পরিবর্তিত করে তুলবেন। আর তাহলেই উভয়দল শান্তিতে বসবাস করবে। যদিও প্রাথমিক স্তরে তিনি তার কাজের জন্য দুধর্ষ আতঙ্ক সৃষ্টিকারী বলেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তার কাজের দ্বারা তিনি তা প্রমাণ করলেন আর এইভাবে তিনি এক নায়কের সিংহাসনে সম্মানিত হলেন।

তিনি যে মূরদের বন্দি করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন বললেন, ''যে কোন লোক তো হত্যা করতে পারে কিন্তু কেবলমাত্র প্রকৃত রাজাই তার শত্রুদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করতে পারেন।'' ইহা কেবলমাত্র তার একমাত্র দয়াদ্র কাজের জন্য এল চিড্রের শত্রুরা তার কাছে বন্ধু হিসেবে নিজেদের উৎসর্গ করে আর সেই থেকে তাদের মধ্যে মিত্রতার বন্ধন সংঘটিত হয়। যীশু হলেন প্রকৃত রাজা আর তিনি সকলের প্রতি মঙ্গলজনক, দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করার থেকে কি আমরা কম কিছু করতে পারি?

এই মুহূর্তে আপনি কি এমন কারো বিষয় চিন্তা করতে পারেন যার প্রতি আপনি দয়া দেখাতে পারেন? সেখানে কি এমন কেউ আছে যিনি আপনার প্রতি খারাপ আচরণ করছেন আর যার প্রতি আপনি মঙ্গল ব্যবহার করতে পারেন? বিশেষত আপনার শত্রুর প্রতি মঙ্গল ও দয়াশীল হোন কেননা হতে পারে এটা এমনি এক প্রচণ্ড কাজ যা আপনি আগে কোন সময় করেন নি।

প্রার্থনায় কাজ হয়

গত বেশ কয়েক বৎসর টেলিভিশানে দেখানো হয়েছে যে কিভাবে অনিষ্টকর কাজ বেড়েছে আর সেগুলো আবার সিনেমার প্রতিকৃতিতেও স্থান পেয়েছে। বেশ কিছু বৎসর আগে আত্মা সম্পর্কিত বিষয়ে টেলিভিশানে অনুষ্ঠান আরম্ভ করতে যাওয়ার সময়ে আমি প্রায় মর্মাহত হয়ে পড়ি। কেননা আমি যেখানে অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি সেখানে তারা লোকেদের ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ার জন্যও অর্থ দিতে থাকে। আর তা আবার এতটা পরিমানে যে কেউ প্রতি মিনিটে ভালো পরিমানে ডলার দিতে সম্মতি প্রকাশ করবে তাকেই ভিতরে ডাকা হবে আর তারপরে যাকে বলে ''পড়ার জন্য'' আহ্বান জানানো হবে। আমি তো প্রায় সময়ে এই বিষয়ে অভিযোগ জানাতে থাকি আর সেখানে এইভাবে মন্তব্য করতে থাকি, ''আমার মনে হয় ইহা সাংঘাতিক বিষয় যা তারা টেলিভিশানে এইভাবে অনুমোদন করছেন। বহু লোক রয়েছে যারা এইভাবে তাদের অর্থ নষ্ট করে ফেলছে আর এইভাবে তারা প্রবঞ্চিতও হচ্ছেন।'' আমি অন্যদের কাছ থেকেও সাধারণভাবে এই একই কথা বলতে শুনেছি। এরপরে সদাপ্রভু একদিন এই চিন্তাধারা আমার হৃদয়ে দিলেন, যদি তুমি ও আরো অন্যান্য সবাই যারা অভিযোগ জানিয়ে এসেছো তারা সকলে যদি সেই আত্মা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করতে তবে এইজন্য আমি নিশ্চয় কিছু করতাম। তখন আমি বেশ কিছু লোকদের নিয়ে এই বিষয়ে প্রার্থনা আরম্ভ করে দিলাম। আর এইভাবে খুব একটা বেশী সময় না যাওয়ার পরেই সেই প্রকার অনুষ্ঠান এমনি জালিয়াতি বলে প্রকাশিত হতে থাকলো যে তা নিমেষের মধ্যে আকাশে মিলিয়ে গেল।

আমরা প্রায় সময়ে এমন অভিপ্রায় রাখি যে তারা কি করছে সেই সম্বন্ধে অভিযোগ জানাই। ঠিক সেইভাবে আমিও করেছিলাম যখন তারা বাতাসের মধ্যে আত্মা সম্পর্কিত বিষয় সম্প্রচার করছিলো। আর এরজন্য অভিযোগ জানিয়েও সেই অবস্থার কোন পরিবর্তন আমরা নিয়ে আনতে পারি নি। কিন্তু প্রার্থনা এমন এক প্রধান বিষয় যার মধ্যে মন্দতার উপরেও প্রতাপ বিস্তার করতে সমর্থ আর তাই যেকোন বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য আমাদের মধ্যে যখন কোন প্রবণতার সৃষ্টি হচ্ছে তখন তার জন্য প্রথমেই আমরা যেন প্রার্থনা করি। মন্দতার প্রতি বচসা এবং দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ প্রার্থনা হল প্রতাপশালী এবং প্রাণবন্ত। প্রার্থনা সদাপ্রভুর দরজাকে খুলে দেয় যেন তিনি কিছু করেন।

মন্দতার প্রতি যথার্থভাবে সাড়া দিন

প্রতিজ্ঞাত দেশে যাওয়ার সময়ে তারা যখন মরুপ্রান্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিলো তখন ইস্রায়েলীয়েরা দুঃখকষ্ট এবং কঠিনতার সম্মুখীন হলে তারা অভিযোগ, বচসা এবং অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে। তারা সমস্ত প্রকার কামুক ও অসভ্য নেশার প্রশ্রয় দিয়েছিল আর তাদের মধ্যে আরো একটা পাপ ছিল যেটা হল অভিযোগ করা। আর ইহা ধ্বংসকারীকে এমন একটা পথ

করে দিয়েছিল যেন তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেয় আর এইজন্য সেখানে অনেকে মারা গিয়েছিল (দেখুন ২করিন্থীয় ১০ঃ৮-১১)। তাদের সামনে ঝামেলা বা কষ্ট উপস্থিত হলে তারা কি সদাপ্রভুর প্রতি ধন্যবাদ থেকে পাল্টা জবাব দিয়ে তাঁর আরাধনা এবং প্রশংসা করেছিলো এবং একে অপরের প্রতি যথোচিত গুন প্রকাশ করেছিল? আমার মনে হয় তারা যদি তা করতো তবে মরুপ্রান্তর তারা অল্প সময়েই পার হয়ে যেত পারতো। পরিবর্তে, তাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই সেই মরুপ্রান্তরের পথের ধারে পড়েছিল আর তারা কোনভাবেই তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারে নি। আমি অনেক সময়ে আশ্চর্য হয়ে যাই যে আমদের ইচ্ছা থাকলেও সেই প্রকার ভালো ফল আমরা কতোবারই দেখতে পাইনি কেননা আমাদের প্রতি যে সমস্ত মন্দ ঘটনা ঘটেছে সেই স্থান গুলোতে আমরা প্রার্থনা, প্রশংসা এবং ধন্যবাদ দেওয়ার পরিবর্তে অভিযোগের দ্বারা প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি, আর অন্য যে লোকেরা প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে তখন একটানা সেই লোকেদের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছি।

নির্ভরতা এবং ভলোবাসা

প্রায় বহু বৎসর ধরে মণ্ডলী ও বড় বড় সভা গুলোতে তালিম দেওয়ার ব্যাপারে সব থেকে বড় অংশে যে বিষয়টি আমি শুনেছি তা ছিল নির্ভরতার সম্বন্ধে, শুধু তাই নয় যে বইগুলো আমি পড়েছি সেগুলোও সেই নির্ভরতাকে কেন্দ্র করেই লেখা। ইহা মনে হচ্ছে যেন তালিম দেওয়ার ব্যাপারে খ্রীষ্টীয়ান জগতের কাছে মূল যে বিষয়টি তা হল, ''সদাপ্রভুতে নির্ভর কর, তাহলেই সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যাবে।''

আস্থা বা নির্ভরতা ছাড়া আমরা সদাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পারি না (দেখুন ইব্রীয় ১১ঃ৬)। আর তাই নিশ্চিতভাবেই আমাদের আস্থা এবং নির্ভরতা তাঁর উপরে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু সদাপ্রভুর রাজ্যে সেখানে আবার অন্য কিছুও রয়েছে আর তার জন্য আমার মনে হয় ইহার সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের দেখার প্রয়োজন রয়েছে। সেটাই আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো। কিন্তু প্রথমে আমি আপনাকে বলতে চাই আমার প্রথম জীবনে সদাপ্রভুর সঙ্গে যাত্রা করার বেশ কিছু অভিজ্ঞতার কথা।

আমি যীশুকে গ্রহণ করি যখন আমার বয়স নয় বৎসর কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারি নি তাঁর মধ্যে আমার কি রয়েছে তা কিভাবে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার ফলে আমার জীবনের অবস্থা পাল্টে যেতে পারে কেননা আধ্যাত্মিক বিষয় গুলোতে ''ধারাবাহিক তালিম'' আমার ছিল না। আর ন্যূন্যতমভাবে যে বাড়িতে আমি বড় হয়েছি তা ছিল অস্বাভাবিক। আমার বাবা এক নেশাগ্রস্থ লোক ছিলেন সেইসঙ্গে বহু মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন আর আমার মায়ের প্রতি অযত্ন করতেন। সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন অত্যাচারী এবং প্রচণ্ড রাগী। আগেই আমি বলেছি তিনি যৌনতার দিক দিয়ে আমার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছেন। সেই তালিকার কোন শেষ নেই কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আপনি সঠিক চিত্রটি পেয়েছেন।

এখন আমি অতি শীঘ্র আমার জীবনের তেইশ বৎসরের কথায় এগিয়ে যেতে চাই। আমি দেভকে বিবাহ করার পর থেকেই মণ্ডলীতে যেতে আরম্ভ করি। আমি সদাপ্রভুকে ভালোবাসি আর তাঁর কাছ থেকে শিখতে চাইছিলাম, তাই আমি ক্লাশে যোগদান করতে থাকি আর সেটাই পরিশেষে আমাকে অনুমোদন জানায় যেন সেটা মণ্ডলীতে প্রদর্শন করে তা নিশ্চিত করি আর তাই নিয়মিত ভাবেই মণ্ডলীতে যেতে থাকি। আমি সদাপ্রভুর ভালোবাসা ও অনুগ্রহ সম্বন্ধে শিখেছিলাম সেই সঙ্গে মণ্ডলীর বহু মতবাদ সম্বন্ধেও শিখতে থাকি যা আমার আস্থা বা নির্ভরতার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বনেদ বা ভিত হয়ে রয়েছে।

আমার বয়স যখন বত্রিশ তখন আমি নিজেকে অত্যন্ত আশাহত অনুভব করতে থাকি কেননা আমার খ্রীষ্টধর্ম যেন আমার প্রতিদেনের জীবনে ব্যবহারিকভাবে সাহায্য করছিল না বলে মনে হচ্ছিল। আমি মনে করতাম যখন আমি মারা যাবো তখন আমি স্বর্গে যাবো। কিন্তু এই পৃথিবীতে প্রতিদিনের জীবনে শান্তি ও আনন্দে দিন কাটানো ভীষণ ভাবে আমার প্রতি অপব্যবহার করার জন্য হৃদয়ের মধ্যে যে ব্যথা আমি অনুভব করতাম তা যেন প্রতিদিনের জীবনে আমার আচরণ ও মনোভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হতে থাকতো আর তার জন্য ভালো সম্পর্ক রাখাটা যেন আমার কাছে অযোগ্য বা তুচ্ছ বিষয় বলে অনুভব করছিলাম।

সদাপ্রভুর বাক্য আমাদের বলে আমরা যদি সযত্নে তাঁর অন্বেষণ করি তবে আমরা তাঁকে পাবো (দেখুন হিতোপদেশ ৮ঃ১৭)। তাই যেগুলো আমার মধ্যে অভাব ছিল তার জন্য আমি নিজে থেকেই সদাপ্রভুর অন্বেষণ করতে থাকি আর তখন তাঁর সঙ্গে আমার সামনা সামনি প্রতিদ্বন্দী হয় যা আমাকে তাঁর আরো কাছে আসতে সাহায্য করে। আর তখন হঠাৎ করেই মনে হতে থাকে যে তিনি যেন আমার প্রতিদিনের জীবনে অত্যন্ত কাছাকাছি আর তখন থেকেই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে থাকি এই জন্য যাতে তাঁকে আরো ভালোভাবে জানতে পারি। তখন মনে হচ্ছিল যে দিকেই আমি তাকাই সেখানেই আমি যেন নির্ভরতার বিষয়ে শুনতে পাচ্ছি। এইভাবে আমি শিখলাম যে আমি আমার নির্ভরতাকে বিভিন্ন মুহূর্তে প্রয়োগ করতে পারি যা প্রভুর জন্য এক পথ খুলে দেবে যাতে যে কোন কিছুতে সামিল হয়ে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য লাভ করি।

আমি অন্তকরণের সঙ্গে এই আস্থা রাখি যে নীতি আমি শিখছিলাম তা যথার্থ তথাপি আমি যেন এক বিরাট ব্যর্থতা অনুভব করছিলাম কেননা সেগুলোকে আমার জীবনে কার্যকারী হতে দেখছিলাম না আর তা অত্যন্ত ভাবেই সেই পর্যায়ে তো নয়ই যেখানে আমি চাইছিলাম সেগুলো যেন কার্যশীল হয়। সেই সময়ে প্রভু কিন্তু আমাকে সেবাকার্যে ব্যবহার করছিলেন, আর অন্যের কাছে আমার যে সেবা কার্য ছিল তা বাস্তবে একটু বড়। নিশ্চিতভাবেই আমি ভীষণ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তথাপি অন্তরের অন্তস্থলে আমি যেন এমন কিছু অনুভব করছিলাম এমন একটা কিছুর অভাব অনুভব করছিলাম আর তাই আরো একবার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর অন্বেষণ করতে থাকলাম। আমার অন্বেষণ এবং গভীর অধ্যয়নের মধ্যে এটা শিখলাম যে সেই প্রধান পাঠ আমার মধ্যে নেই যার জন্য যীশু এসেছিলেন যেন সেই বিষয়ে আমাদের অবগত

করেন ঃ তা হল প্রভুকে ভালোবাসা (দেখুন মথি২২ঃ৩৬ - ৩৯)। প্রভুর সঙ্গে গমনাগমন করার সময়ে নির্ভরতা সম্বন্ধে আমি শিখেছি কিন্তু ভালোবাসার সম্বন্ধে আমি শিখি নি।

সদাপ্রভুতে নির্ভর করে ভালো কাজ করা

আমার যাত্রা পথের বেশ কিছু বৎসর কাল যাবৎ এই প্রকার এক আশ্চর্যজনক বিষয় শেখার সময়ে আমি অনুভব করতে পারলাম যে এই নির্ভরতা কার্য সিদ্ধ হয় কেবলমাত্র ভালোবাসার দ্বারাই। গালাতীয় ৫ঃ৬ অনুযায়ী, এই নির্ভরতা কার্যত ভালোবাসার দ্বারাই ''ফলপ্রদ, সঞ্জীবিত এবং প্রকাশ'' করা হয়।

পবিত্র আত্মা আমাকে পরিচালনা দিলেন যেন গীতসংহিতা ৩৭ঃ৩ অধ্যয়ন করি ঃ '' সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর (ভর দিয়ে ঝুঁকে থাকা এবং সুনিশ্চিত থাকা) কর আর ভালো কাজ কর।'' এই বিষয়টি অনুভব করাতে আমি যেন অবাক হয়ে উঠলাম যে সদাপ্রভুর সঙ্গে যথাযথভাবে সম্পর্ক রাখার জন্য আমার যেটা প্রয়োজন ছিল তার অর্দ্ধেকটা আমি পেয়েছি। আমার মধ্যে সেই নির্ভরতার অংশটি রয়েছে কিন্তু অন্যের প্রতি ভালো করাটা আমার মধ্যে নেই। আমি চাইছিলাম যেন আমার প্রতি ভালো কাজ হয় কিন্তু অন্যের প্রতি ভালো থাকা আমার মধ্যে অভাব ছিল তা বিশেষ করে আমি যখন বেদনাগ্রস্থ হতাম অথবা নিজের সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতাম।

গীতসংহিতা ৩৭ঃ৩ আমার চোখ খুলে দিল ইহা দেখানোর জন্য যে আমি সদাপ্রভুতে নির্ভর করছিলাম কিন্তু ভালো কাজ করার জন্য আমি মনোনিবেশ করছিলাম না। এই জায়গাতে আমার যে কেবল অভাব ছিল তাই নয় সেই সঙ্গে আমি অনুভব করতে পারলাম যে সমস্ত খ্রীষ্টীয়ানদের আমি জানি তারাও হয়তো এই একই অবস্থায় রয়েছে। আমরা সকলেই যেন যে বিষয়গুলো আমরা চাই সেই বিষয়ে সদাপ্রভুর উপরে ''নির্ভর'' করে একটা পদের দাবিদার হয়ে যাই। আমরা একসঙ্গে প্রার্থনা করেছি আর এক ঐক্যমতে প্রার্থনার দ্বারা আমাদের নির্ভরতাকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছি কিন্তু আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যখন সুযোগের জন্য সবুর করছিলাম তখন আলোচনা করার জন্য আমরা এইভাবে কোন সময়ই একত্রিত হইনি যে অন্যদের জন্য আমরা কি করতে পারি। আমাদের মধ্যে দৃঢ় আস্থা ও নির্ভরতা ছিল কিন্তু সেটা ভালোবাসার দ্বারা সঞ্জীবিত করা হয় নি!

আমি এইভাবে নিজেকে মাপতে চাই না যে আমি যেন এক আত্মনিবিষ্ট মহিলা কেননা ঘটনাটা সেভাবে ছিল না। আমি সেবা কার্যের মধ্যে জড়িত ছিলাম সেই সঙ্গে আমার ইচ্ছা ছিল লোকেদের সেবা করার কিন্তু অন্যদের সাহায্য করার বিষয়ে আমার ইচ্ছার সঙ্গে মিশে ছিল বহু প্রকার অসৎ উদ্দেশ্য। তাই সেবা কার্যে এক অংশী হিসেবে ইহা আমাকে আত্মমূল্যবোধ এবং গুরুত্বের অনুভূতি প্রদান করেছিল। ইহা আমাতে এমন এক অবস্থান তৈরী করে দিয়েছিল এবং সঙ্গে এনে দিয়েছিল এক বিরাট প্রভাব। কিন্তু আমি আমার পরিষ্কার হৃদয়ে যা করেছি সেইভাবে

প্রভু চাইছিলেন আমি যেন সমস্ত কিছুই করি তথাপি তখন পর্যন্ত বহু কিছু শেখার প্রয়োজন আমার ছিল। সেখানে এমন সময়ও ছিল যেখানে লোকেদের সাহায্য করার জন্য দয়ার ভাবকে আমি প্রকাশ করেছি কিন্তু লোকেদের সাহায্য করাটা আমার কাছে সর্বপ্রথম প্রেরণা ছিল না। আমার প্রয়োজন ছিল অন্যদের ভালোবাসার জন্য আরো বেশী উদ্দেশ্যকামী এবং উদ্যমশীল হওয়া, বর্হিভূত কোন সীমারেখা না রেখে ইহাই ছিল আমার জীবনে সবথেকে প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়।

তাই নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন অন্য কোন কিছুর থেকে আমার প্রধান উদ্দেশ্য কি, আর সেই বিষয়ে সততার সঙ্গে জবাব দিন। ইহা কি তবে ভালোবাসা? ইহা যদি তাই না হয়, তবে প্রভুর জন্য যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল আপনি কি নিজের প্রতিভার পরিবর্তন করার জন্য প্রস্তুত?

আমি অন্তকরণের সঙ্গে প্রার্থনা করছি যেন প্রভু এই শব্দকে এমন ভাবে পরিচালিত করেন যে তা এইপাতা থেকে লাফিয়ে আপনার হৃদয়ে গিয়ে প্রবেশ করে। ভালোবাসা শেখার এই যে প্রকৃত সত্য বিষয়টি আমার কাছে এতটাই জীবন পরিবর্তনকামী যে আমি চাই যেন প্রত্যেকেই এই বিষয়টি জানতে পারে। আমি এমন প্রস্তাব রাখছি না যে এই বিষয় আপনি জানেন না কেননা সত্য এটাই আমি যা জানি তার থেকে অন্যদের ভালোবাসার সম্বন্ধে বেশী আদানপ্রদান করেছেন। কিন্তু আপনি যদি এই বিষয়ে অবগত নন, তবে আমি প্রার্থনা করি যা কিছু আমি আলোচনা করেছি তা যেন আপনার মধ্যে এক অগ্নি সঞ্চার করে যাতে আপনি ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করেন যার জন্য আমি মনে করি যে তা এই জগৎকে পরিবর্তন করতে সমর্থ হবে!

নিজেকে উদ্ধার কর আর তাহলেই অন্যরা আন্দোলিত হবে

যদি আমাদের প্রত্যেকে যারা খ্রীষ্টকে জানার দাবি রাখে আর অন্য কারো জন্য প্রতিদিন একটা ভালো কাজ করে তবে একবার ভাবুনতো আমাদের এই জগৎ কতোটাই না ভিন্ন প্রকারের হয়ে উঠবে। ইহার ফল হবে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। এখন আপনি মনে করুন যে কি সাংঘাতিক বিষয়ই না ঘটবে যদি আমরা প্রত্যেকে অন্য কারো জন্য ভালোবাসা, দয়া এবং লাভদায়ক কোন আকাঙ্খাকে তাদের কাছে রাখি। আমি যা বলতে চাই তার প্রতিচ্ছাবি নিশ্চয়ই আপনি অনুভব করতে পারছেন। এরফল হয়ে উঠবে এক বিস্ময়কর। আমরা সকলেই যদি এই অঙ্গিকার করি যে যীশু আমাদের যেভাবে জীবনযাপন করার জন্য বলেন সেইভাবে জীবনযাপন করবো তবে এই জগৎ তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হবে কেননা আমরা সত্যসত্যই ভালো কিছু করার দ্বারা মন্দকে পরাজিত করছি।

আপনি হয়তো এই কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রলুব্ধ হচ্ছেন যে, ''সেটা কোন সময়েই ঘটতে পারে না, আর তাই কেন তবে বৃথা চেষ্টা করবো?'' আপনি কোন কিছু আরম্ভ করার আগে নেতিবাচক কোন চিন্তা দ্বারা পরাজিত হবেন না। আমি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার কাজ আমি করে যাবো এবং প্রার্থনা করবো যেন লোকেরা তাদের ভূমিকা পালন করে। আমি অন্যান্য

লোকেদের সঙ্গেও এই বিষয়ে কথা বলবো এবং তাদেরও উৎসাহ প্রদান করবো যতদূর সম্ভব তারাও যেন অন্যদের সাহায্য করার জন্য কিছু করে। ইহা এমনি এক অভিভূতকর বিষয় হয়ে উঠবে যদি আমাদের কথোপকথনের বেশীরভাগ অংশ সেই পন্থার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে অন্যদের সাহায্য করার ও তাদের প্রতি কিছু করার জন্য সৃজনশীল চিন্তাধারা নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়।

আমার তিন বন্ধু রয়েছে যারা এই একই প্রকার জীবন ধারায় প্রভাবিত আর আমরা যখন একসঙ্গে দুপুরে ভোজন এবং কফি পান করতে যাই তখন আমরা নিজেদের সময়কে সেই বিষয়েই আলোচনা করি যা প্রভু আমাদের হৃদয়ে স্থাপন করেছেন যেন অন্যের জন্য কিছু করি অথবা এমন কোন সৃজনশীল চিন্তাধারা বের করি যেন এক বিশেষ ও সতেজ পন্থায় তাদের কাছে আশীর্বাদ নিয়ে আনতে পারি। আমার আস্থা এটাই যেন যে প্রকার কথোপকথন সদাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করে আর নিশ্চিত ভাবেই এই প্রকার আলোচনা চারপাশে বসে থেকে এই জগতে কি ভুল হচ্ছে সেই বিষয়ে সমালোচনা ও অভিযোগ করার থেকে ভালো। ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের মূখ্য ভূমিকা পালন করার জন্য আমি আপনার কাছে প্রতিদ্বন্দী রাখতে চাই। যে লোকেদের আপনি জানেন তাদের তালিকা তৈরী করুন আর ব্যবহারিক পন্থায় তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিকল্পনার অধিবেশনে তাদের নিমন্ত্রণ জানান। তাদের সঙ্গে এই বইয়ের নীতিগুলো আলোচনা করতে থাকুন আর উদ্দেশ্য বা নিশানা স্থান খুঁজে বের করুন। এমন কাউকে খুঁজে বের করুন যার সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে আর দলীয় প্রচেষ্টায় তাদের সাহায্য করুন।

অন্যকে উৎসাহ দেওয়ার চিন্তাধারাতে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে ভালো কাজ করাটা কিছু নতুন বিষয় নয়। ইব্রীয় বইয়ের লেখক এই বিষয়ে বলেন, ''এস আমরা মনোযোগ করি যেন প্রেম ও সৎকাজ সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারি'' (ইব্রীয় ১০ঃ২৪)।

অনুগ্রহ করে দেখার চেষ্টা করুন এই পদ বলছে আমরা যেন একে অপরকে যত্ন নেওয়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে দৃষ্টিপ্রদান করি আর বাস্তবে অধ্যয়ন করার মধ্য দিয়ে চিন্তা করুন কিভাবে আমরা অন্যদের ভালো কাজে এবং প্রেম ও সৎকাজে উদ্দীপ্ত করতে পারি। তিনি তাদের এই লেখার মধ্য দিয়ে সেই একই কাজ করার জন্য উৎসহ প্রদান করছেন যা আজকে করার জন্য আমি আপনাকে উৎসাহ দিচ্ছি। আপনি কি চিন্তা করতে পারছেন একে অপরের প্রতি ভালো ব্যবহারের জন্য সৃজনশীল পথ খুঁজে বের করাতে দিয়াবল কিভাবে আমাদের একত্রিত হওয়াকে অবজ্ঞা করে থাকে? সে পছন্দ করে আমরা যেন বিচার করি, সমালোচক হই, ভুল বের করি, পরচর্চা এবং অভিযোগ করি। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এটাই মনে করি যে সঠিক বিষয়ে লিপ্ত থাকাটা নতুন অভ্যাস গঠন করবে এবং ভালোবাসার জন্য আগ্রাসীমূলক উন্নয়নের বিকাশ ঘটাবে আর তার ফল হবে অত্যাশ্চর্য।

ভালো কাজের জন্য আকাঙ্খী হোন

পৌল এক যুবক প্রচারক তীমথিকে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে সে যেন লোকেদের কাছে দাবি রাখে, ''তারা যেন পরের উপকার করে, সৎকার্যে ধনবান হয়, দানশীল হয় এবং সহভাগীকরণে

(অন্যের সঙ্গে) তৎপর হয়ে ওঠে'' (১তীমথিয় ৬ঃ১৮)। এরদ্বারা ইহা এতটাই পরিষ্কার হচ্ছে যে পৌল অনুভব করলেন এই বিষয়গুলি করার জন্য যেন লোকেদের তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। ভালো কাজ করার জন্য আগ্রাসী মনোভাব রাখার যে দৃষ্টান্ত তা আজকের দিনের লোকেদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া এক মূল্যবান কাজ। আমি আপনাকে উৎসাহ প্রদান করি কেবলমাত্র অন্যদের উৎসাহ প্রদান নয় কিন্তু সেই পন্থা বের করুন যার দ্বারা আপনি নিজেও তা স্মরণ করবেন। ভালোবাসা বা প্রেমের বিষয়ে ভালো সংবাদ ও বইয়ের এক গ্রন্থাগার রাখুন আর সেই বিষয়ে প্রায় সময়ে পড়ুন অথবা শুনুন। আপনি যাতে এই বিষয়গুলো ভুলে না যান সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যা কিছু আপনার করা প্রয়োজন তা করুন আর সেটাই সদাপ্রভুর কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এটাই মনেকরি এই জগৎ খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি তাকিয়ে রয়েছে আর আমাদের দ্বারা তারা যা করতে দেখছে সেটাই হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পিতর প্রভুর অন্বেষীদের এইভাবে উৎসাহ প্রদান করছেন, আর তোমরা পরজাতীয়দের কাছে নিজেদের আচার ব্যবহার ভালো করে রাখ তাহলে তারা যে বিষয়ে দুষ্কর্মকারী বলে তোমাদের পরিবাদ করে তারা নিজেদের চোখে তোমাদের সৎকাজ দেখলে সেই বিষয়ে তত্বাবধানের দিনে সদাপ্রভুর গৌরব করবে (১পিতর২ঃ১২)।

আপনার প্রতিবেশী যদি জানতে পারে যে প্রতি রবিবার আপনি মণ্ডলীতে যান তবে আমি আপনাকে এই বিষয়ে নিশ্চিত করতে চাই তারা আপনার আচার আচরণের প্রতি দৃষ্টি রাখছে। আমি যখন বড় হচ্ছিলাম, তখন আমার প্রতিবেশীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মণ্ডলীতে যেত। বাস্তবে, সপ্তাহে তারা বেশ কয়েকবার যেত সেই সঙ্গে তারা এমন কিছু কাজ করেছিল যা তাদের করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি তখনকার কথা এখন স্মরণ করতে পারি যেখানে আমার বাবা বলেছিলেন, ''তারা আমার থেকে ভালো নয়, তারা মদ্যপান করে, খারাপ ভাষা ব্যবহার করে, খারাপ কৌতুক বলে, আর তাদের মধ্যে প্রচণ্ড রাগ রয়েছে, তারা উৎশৃঙ্খল কপটির ন্যায়।'' যাইহোকনাকেন, আমার বাবা এক প্রকার মার্জনার অন্বেষণ করছিলেন আর তাদের আচরণ ছিল ঠিক যেন আগুনে তেল ঢেলে দেওয়ার মতো।

আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করতে পারছি যে খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে আমরা পরিশুদ্ধ আচরণ করি না আর যে লোকেরা মার্জনা লাভ করতে চায় তারাও যীশুর প্রতি আস্থা বা নির্ভর করতে চায় না অথবা খ্রীষ্ট ধর্মের কোন আচরণ মানে না আর তারা জানেও না যে লোকেরা আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখছে আমাদের সমালোচনা করার জন্য। কিন্তু ভালো কাজ করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে অন্যরা আমাদের বিচার করার কোন কারণ খুঁজে না পায়।

আশীর্বাদ করার জন্য সুযোগের অবলম্বন করুন

আমাকে কোন কিছু দেখানোর ও করার জন্য আমি সর্বদাই সদাপ্রভুর প্রতি খোলামনা থাকার চেষ্টা করি যাতে আমি অন্যদের কাছে তাঁর বিষয়ে প্রমাণ দিতে পারি বা অন্য কারো কাছে

আশীর্বাদ স্বরূপ হতে পারি। এই বেশ কিছু দিন আগে আমি আমার নখের পরিচর্যার জন্য সেলুনে বা পার্লারে গিয়েছিলাম। সেই সময় এক যুবতী সেই পার্লারে ছিলেন আর তিনি প্রথম সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আগে তিনি পেটে যন্ত্রণার জন্য প্রায় দুমাস বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আর তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেশ কিছু সময় পার্লারে আসাটা ছিল তার কাছে প্রথম এক সুযোগ। তার সন্তান আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করবে। তাই তিনি আগে থেকেই হাতের ও পায়ের নখের পরিচর্যা করে নিচ্ছিলেন। সেখানে আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য কথা বলছিলাম আর সেই অবস্থায় আমি অনুভব করছিলাম আজকের দিনে তার যে পার্লার খরচ সেটা আমিই দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করবো। ইহা করার জন্য আমি সামান্য সময় অতিবাহিত করলাম এটাই দেখার জন্য যে সেই ইচ্ছা আমার মধ্যে থাকে কি না আর যেহেতু সেই ইচ্ছা আমার মধ্যে ছিল তাই নিজের খরচের সঙ্গে তার পার্লার খরচাটাও দিয়ে দিলাম। তিনি তো নিশ্চিতভাবে হতবাক হয়ে গেলেন কিন্তু তিনি আশীর্বাদ পেলেন। এরজন্য আমি তো বিরাট কিছু করলাম না। হতে পারে তিনি হয়তো কোন দিন আমাকে টেলিভিশানে দেখবেন অথবা আমার কোন বই দেখবেন আর তখন স্মরণ করতে পারবেন যে আমি যাতে নির্ভর করি সেটাই আমি তার প্রতি করেছি।

অন্যকে দেখানোর জন্য আমি এই কাজগুলো করি না কিন্তু লোকেরা আমাদের করণীয় বিষয়গুলো তাদের কাছে খুব জোরে জোরে বলতে থাকে। নখ পরিচর্যার পার্লারে সবাই জানে যে আমি একজন বাইবেল প্রচারিকা ও সেবাকারী। যদিও আমি সেই যুবতীকে আমার বিষয়ে কিছুই বলি নি কিন্তু আমি নিশ্চিত আমি চলে আসার পরে তারা হয়তো তাকে আমার বিষয়ে বলেছিল। আর তাই এই ছোট্ট এক প্রকার দয়া বেশ কিছু উদ্দেশ্য সফল করে। আর এটা আমাকে যেমন খুশী করেছিল, তেমনি সেটা তাকেও খুশী করেছিল, অন্য যারা আমাদের দেখছিল তাদের কাছে সেটা ছিল একপ্রকার প্রমাণ যা সদাপ্রভুকে উচ্চকৃত করার এক পন্থা। সেখানে আমি আরো একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম যথা নিজের অর্থ নিজের কাছে রেখে দিতে পারতাম। আর তাহলে সেটাও খুব সহজ ও ভালো কাজ হতো কিন্তু আমার আত্মাকে আমি পরিতৃপ্ত করতে পারতাম না।

লোকেরা কি চিন্তা করে সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না

আপনি হয়তো মনে করতে পারেন জয়েস, আরে অন্য কারো হয়ে কেবলমাত্র একটা বিলের অর্থ প্রদান করেছে, এটা তো কোন বিচিত্র বিষয় নয় এই বিষয়ে আমি তো জানতাম না! আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছি আপনি যদি সেই চিন্তা করেন তবে আমিও তাই করি। আমি হতবাক হয়ে যাই যে তারা কি মনে করবে অথবা কিভাবেই না তারা ইহাতে তাদের আচরণ প্রকাশ করবে। যখন এই সমস্ত কথা আমার মনে আসছে তখন আমি স্মরণ করলাম যে এইগুলো তো আমার উদ্বেগের বিষয় নয়। আমি কেবলমাত্র এই বিষয়ে জড়িয়ে থাকতে চাই যে আমি খ্রীষ্টের জন্য এক রাজদূত।

একদিন আমি এক ভদ্র মহিলার জন্য এক কাপ কফি কিনে দিতে চাইছিলাম যিনি আমারই সঙ্গে ষ্টার বারের একটা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন আর ইহাতে তিনি তো সরাসরি মুখের ওপরে আমাকে অগ্রাহ্য করে দিলেন। বাস্তবে, তিনি এমন একটা অবস্থা তৈরী করলেন যা আমাকে এতটাই অপ্রস্তুতে ফেলে দিয়েছিল তখন প্রথমেই আমি যেটা ভাবলাম, ''ঠিক আছে আমি এই কাজ আর কোন দিন করবো না।'' সেই সময়ে দেভ আমার সঙ্গেই ছিলেন আর তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে দিয়াবল এটাই চাইছিল আর তাই আমিও আমার মনের পরিবর্তন ঘটালাম ও আমার মত ফিরিয়ে নিলাম। এই প্রকার মূহুর্ত আসলে সহজ নয়। কিন্তু সেই ঘটনা আমাকে দুঃখের সঙ্গে এটাই সচেতন করে দিতে চাইল যে আশীর্বাদ কিভাবে গ্রহণ করতে হয় তা আজ কতো লোকেরই না অজানা। ইহা হয়তো এইজন্য কেননা তা হয়তো তাদের জীবনে কোন সময়েই ঘটে নি তাই।

কোন কোন সময়ে আমি এইপ্রকার কাজগুলো অজান্তেই করে ফেলি কিন্তু আমি যেটা করছি সেই সময় সেই মূহুর্তে তা আর লুকাতে পারি না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে যতদূর পর্যন্ত আমার হৃদয় পরিষ্কার তবে যে কোন মূহুর্তই হোকনাকেন, আমি তা মেনে নেব। যতবার আমি অনুগ্রহ প্রকাশের কথা মনে করি তখন তা হল সদাপ্রভুর প্রতি আমার বাধ্যতা আর এইভাবে জগতের মন্দতাকে জয় করা। লোকেদের মধ্যে কি প্রকার মন্দতা রয়েছে তা আমি জানি না আর হতে পারে আমার এই সহানুভূতিশীল কাজ তাদের এমনভাবে সাহায্য করবে যাতে তা তাদের আত্মার আঘাত বা চোটলাগা অবস্থাকে আরোগ্য প্রদান করে। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ইহাতেও আস্থা রাখি যে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়াটা হল আমার জন্য এমনি এক পন্থা যার দ্বারা দিয়াবল আমার জীবনে যে ব্যথার সঞ্চার করেছে সেখান থেকে তাকে তাড়ানো। তার মধ্যে রয়েছে সর্বোচ্চ পরিমানে মন্দতার ভাব, আর এই জগতে আমরা যতপ্রকার মন্দতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাই তার সমস্ত কিছুরই সংঘটনকারী হল সে নিজে। আর তাই ভালোবাসার প্রতিটি কাজ ও মঙ্গলতা এবং সহানুভূতিশীলতা যেন তার মন্দ জঘন্য হৃদয়কে জঘন্যভাবে ছুরিবিদ্ধ করছে।

তাই আপনি যদি সেবাকারী হন আর দিয়াবল যখন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় তখন যতদূর সম্ভব যতলোকের কাছে পারেন মঙ্গলতার ভাব প্রকাশ করতে থাকুন। এটাই সদাপ্রভুর পন্থা, আর ইহা কার্যসিদ্ধ হবে এইজন্য কেননা ভালোবাসা কোন দিন শেষ হয় না!

ভালোবাসার বিনিময়ে আমি আত্মাকে হস্তগত করেছি

বাইবেল আমাদের বলে যে সদাপ্রভু মূল্য দিয়ে আমাদের কিনে নিয়েছেন তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রুধির ধারা বা শোনিত (Blood) (দেখুন ১ করিন্থীয় ৬ঃ২০, ১ পিতর ১ঃ১৯, প্রকাশিত বাক্য ৫ঃ৯)।

দিয়াবল যে আমাদের প্রতি এই কাজ করছিলো তখন খ্রীষ্টের এই প্রকার বিস্ময়কর এক মঙ্গলভাব সেই মন্দতার মুখের ওপর প্রকৃত জবাব দিয়েছে আর সেই মঙ্গলতার দ্বারা তিনি সমুদয় লোকের জন্য একটা পথ খুলে দিলেন যাতে তাদের পাপের মোচন হয় এবং সদাপ্রভুর সঙ্গে এক স্বকীয় সম্পর্ক উপভোগ করে।

আগেই যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি যে আমার বাবা যৌনজাতভাবে বহু বৎসর আমাকে অপব্যবহার করেছেন আর তার মন্দ কুকার্যের জন্য আমাকে এতটাই চোট পৌঁচেছেন যে তা আমাকে আহত করে দিয়েছিল আর যখন পর্যন্ত না যীশু সেই চোটকে সুস্থ করলেন ততদিন পর্যন্ত আমি স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরতে পারি নি। তিনি আমার প্রতি যা করেছেন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তাকে সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দেওয়াটাই আমার কাছে এক প্রধান পরিবর্তনকামী কাজ ছিল। এইজন্য সর্বপ্রথমে আমি যে সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে আমি আর কোনদিন ঘৃণা করবো না কেননা সদাপ্রভু আমাকে সচেতন করে দিলেন যে তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা এবং জাগতিক পিতার জন্য আমার যে ঘৃণা কোনমতেই এক হৃদয়ে বাস করতে পারে না। এই বিষয়ে সদাপ্রভুর কাছ থেকে সাহায্য চাইলে তিনি আমার হৃদয় থেকে সেই ঘৃণার ভাবকে দূর করে দিলেন। যাইহোকনাকেন, আমি তখন পর্যন্ত আমার বাবার জন্য খুব অল্পই কিছু করতে চাইছিলাম আর যতদূর সম্ভব তার উপস্থিতি থেকে দূরে থাকতাম।

আমার মায়ের মানষিক স্বাস্থ্য বৎসরের পর বৎসর খারাপের দিকে যাচ্ছিল আর আমি যখন দেভের সঙ্গে বিবাহ করি তখন আমার বাবা আমার প্রতি যা করেছে তার কোন সমাধান সূত্র বের করতে না পেরে তার স্নায়ূ অচল হয়ে পড়ে। আমার বয়স যখন চৌদ্দ, তখন আমার বাবা আমার সঙ্গে কুকার্য করার সময়ে মা দেখে ফেলেন। কিন্তু আমি যে ভাবে বলেছি কি করতে হবে তার সমাধান করতে না পেরে তিনি আর কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। কেউ দোষ করলে তার প্রতি কিছু করতে না পারাটা আমাদের কাছে এক খারাপ সিদ্ধান্ত। এইজন্য প্রায় দুই বৎসর তাকে তড়িৎপ্রবাহের চিকিৎসার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল যারফলে তার মাথা থেকে যৌনজাত অপব্যবহারের বিষয়টি মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় আর এইজন্য আমিও এমন কোন আচরণ তার সামনে করতাম না যা তাকে সেই কথা পুনরায় মনে করিয়ে দেয়। যদিও সেই সময় আমার বাবার সামনে থাকাটা আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন ছিল তথাপি আমার পরিবার তাকে সেই ভাবেই দেখতো। আর তাই ছুটির সময় যখন আমাদের না গেলেই নয় তখন তাকে দেখতে যেতাম।

পরিশেষে আমার মা বাবা শহর থেকে অন্যত্র যেখানে তারা বড় হয়েছিল সেই ছোট শহরে চলে যায়। আর এটা ছিল আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে প্রায় দুইশত মাইল দূরে, আর এতেই আমার পরিতৃপ্তি কেননা তাদের আনাগোনা আমাকে অতি অল্প সময়ের জন্য দেখতে হবে। সেই বৎসরগুলোতে আমি আমার বাবাকে মাফ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু তাকে আমি পুরোপুরি মাফ করতে পারি নি।

আমার মা বাবা বয়স্ক হতে থাকলে তাদের শরীর ও অর্থ যখন কমতে শুরু করলো তখন সদাপ্রভু আমার সঙ্গে আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে যেখানে আমরা বসবাস করি তাদের আমি সেই মিসৌরির সেন্ট লুইসে ফিরিয়ে নিয়ে আসি আর তাদের মৃত্যু পর্যন্ত যত্ন নিতে থাকি। তাদের আমার কাছে এনে রাখার অর্থ তাদের জন্য বাড়ি কিনে দেওয়া, আসবাবপত্র, একটা গাড়ি সেইসঙ্গে একজনকে দেখাশোনার জন্য রাখা, তাদের মালপত্র এনে দেওয়ার ব্যয়ভার বহন করা, বাড়িতে ঘাস কাটার লোক রাখা সেইসঙ্গে বাড়ি সারানোর বা ঠিক রাখার জন্য যত্ন নেওয়া, ইত্যাদি। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম যে এই চিন্তাধারা দিয়াবলের যার দ্বারা সে আমার প্রতি অত্যাচার চালাতে পারে কিন্তু ধীরে ধীরে আমি অনুভব করতে পারি ইহা ছিল সদাপ্রভুর পরিকল্পনা আর এইজন্য সততার সঙ্গে আমি বলতে পারি ইহা ছিল আমার কাছে অত্যন্ত এক কঠিন বিষয় যা আমার জীবনে করতে সমর্থ হয়েছি।

প্রথমত দেভ এবং আমার কাছে বেশ কিছু জমানো অর্থ ছিল আর তা বাড়ি প্রস্তুত করাতে তার সমস্তই ব্যয় হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত আমার মনে হয় না তারা আমার সাহায্যের যোগ্য কেননা তারা আমাকে লাগামহীনভাবে অপব্যহার করা ছাড়া ভালো কোন কিছুই আমার প্রতি করেনি। দেভ এবং আমি যখন এই বিষয়ে কথা বলি ও ইহার জন্য প্রার্থনা করি তখন ততো বেশী করে আমি অনুভব করতে পারি যে সদাপ্রভু আমাকে যা করার জন্য বলেছেন তা হচ্ছে সব থেকে কঠিন এক কাজ আর ইহা আবার এমনি তেজস্বী কাজ যা আমার জীবনে করতে পেরেছি।

এরজন্য শাস্ত্রের প্রায় প্রতিটি অংশ আমি পড়েছি যেখানে আমার শত্রুদের ভালোবাসার কথার উল্লেখ রয়েছে যেন তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হই এবং তাদের আনুকূল্যে কিছু করি। এই অংশটি সত্যসত্যই আমাকে প্রভাবিত করেছে ঃ

''কিন্তু তোমরা আপন আপন শত্রুদের ভালোবাস (এমন এক আনুকূল্যভাব প্রকাশ কর যাতে তাদের কাছ থে কে কোন একজন লাভবান হতে পারে) তাদের মঙ্গল কর, আর কখনো নিরাশ না হয়ে ধার দাও, তা করলে তোমাদের মহা পুরষ্কার হবে আর তোমরা পরাৎপরের সন্তান হবে কেননা তিনি দুষ্টদের ও অকৃতজ্ঞদের প্রতিও কৃপাবান'' (লূক ৬ঃ৩৫)।

এই পদ উল্লেখ করছে আমাদের যে কিছু হারিয়ে গিয়েছে এমন বিবেচনা আমরা না করি আর তাদের কোন কিছুর জন্য যেন হতাশাগ্রস্থ না হই। এই নীতিকে মজ্জাগত করার আগে আমার শৈশবকালকে আমি হারিয়ে যাওয়ার বৎসর বলে বিবেচনা করতাম কিন্তু সদাপ্রভু এখন আমাকে বলছেন সেগুলো যেন এক অভিজ্ঞতা মনে করেই দেখি যাতে আমি তাদের কাছে এক সাহায্যকারী হতে পারি। লূক বলেছেন, যারা আমাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার ও অপব্যবহার করে আমরা যেন তাদের জন্য প্রার্থনা করি ও আশীর্বাদ যাচ্ঞা করি (দেখুন লূক ৬ঃ২৮)। এটাতো অত্যন্ত অনুচিত বিষয় বলেই মনে হয় কিন্তু যেহেতু আমি এই বিষয়টি শিখেছি যে আমি যখন মাফ করি তখন আমি নিজের জন্যই অনুগ্রহভাজন হচ্ছি। আমি যখন মাফ করি তখন আমার প্রতি যত অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিদান স্বরূপ আমি নিজেকে স্বাধীন করি আর তারপরে সদাপ্রভু

তিনি সেই সমুদয় পরিস্থিতিকে নিয়ে আদানপ্রদান করবেন। আমার শত্রু যদি অপরিত্রাণ প্রাপ্ত তবে আমি কি কেবল একটা আত্মাকে তার জন্য জয় করতে পারি না।

আমি এবং দেভ যেভাবে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছি তাতে আমার বাবা তো আমাদের প্রতি অভিভূত হয়েগিয়েছিলেন। আর এইজন্য যদিও তিনি তেমন কিছু বলেন নি কিন্তু আমি জানি তিনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হয়েছেন কেননা আমার প্রতি তিনি যা করেছেন তা স্বত্বেও এই জগতে আমরা তার প্রতি এত কিছু করতে পেরেছি।

এইভাবে তিন বৎসর পার হয়ে যাওয়ার পরেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আমি দেখতে পাই নি। তিনি তখনও রাগী ও স্বার্থপর ছিলেন। বাস্তবে সেখানে এমন সময় ছিল যতদূর পর্যন্ত তার মানষিক অবস্থায় বোঝা যায় তিনি যেন প্রচণ্ড খারাপের দিকে যাচ্ছিলেন। এখন আমি সেই কথা অনুভব করতে পারছি যে প্রভু তার সঙ্গে মোকাবিলা করছিলেন। তিন বৎসর পরে আমরা সেটাই করলাম যা প্রভু আমাদের করার জন্য বলছিলেন। আমার বাবা কান্নার মধ্য দিয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে যীশুকে তার জীবনে পরিত্রাতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর এটা ছিল একপ্রকার অত্যাশ্চার্য অভিজ্ঞতা। এই সমস্ত কিছুর সূত্রপাত তিনিই করেছিলেন। তিনি আমাদের তার বাড়িতে আসতে বলেছিলেন আর তিনি আমার কাছে তার পাপ সকল স্বীকার করেন। দেভও তাদের উভয়কে মার্জনার কথা উল্লেখ করে আর আমরা তার প্রতি যে কতোটা স্নেহশীল তার বিষয়ে বলতে থাকেন।

সেই সময়ে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি যদি যীশুকে তার জীবনে আহ্বান জানান আর তিনি যে কেবল তাই করেছিলেন তাই নয় কিন্তু তিনি দেভ ও আমাকে বলেন যেন আমরা তাকে বাপ্তিস্ম দিই। যিনি আমাকে অপব্যবহার করেছিলেন আমার মধ্যে সেই সুযোগ হয়েছিল সেই বাবাকে দেখাশোনা করার আর তিনি প্রভুর কাছে এসেছিলেন। এরপরে আমি অনুভব করতে পারলাম যে আগে আমি যে কেবল তারজন্য বাড়ি ও থাকার আসবাবপত্রই কিনছিলাম তাই নয় কিন্তু অনিচ্ছাকৃত সহানুভূতির মধ্য দিয়ে আমি এক আত্মাকে কিনতে পেরেছি।

ঠিক এই সময়েই দেভ এবং আমি আমাদের সেবাকার্যকে এক অদ্ভুত পন্থায় বাড়তে দেখেছি যা আমাদের সাহায্য করেছিল বহু লোকেদের সাহায্য করতে। আমার দৃঢ় আস্থা এটাই এই বৃদ্ধি ছিল বাধ্যতার মধ্যে বীজ বপন করার এক ফসল যা আমরা সেইভাবে বপন করেছিলাম। যখন সদাপ্রভু আমাদের কঠিন কাজ করার জন্য বলেন তখন তিনি সর্বদাই আমাদের উৎকর্ষের জন্য বলেন আর সেই উৎকর্ষ হল তাঁর স্বর্গরাজ্য। আপনি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সত্যসত্যই ভালো কাজের মধ্য দিয়ে মন্দকে পরাজিত করতে পারি। তাই জন ওয়েসলী যেমনভাবে বলেছেন, ''আপনি যতটা পারেন ভালো কাজ করে যান, তা হতে পারে যে কোন অর্থে, যে কোন পন্থায়, আপনি যতটা করতে পারেন, যতটা জায়গাতে সম্ভব আপনি তা করতে পারেন। যে সময়ে আপনি মনে করেন তখন তা করতে পারেন, যত লোকের কাছে আপনি সমর্থ তা করতে পারেন আর যতদূর পর্যন্ত আপনি করতে পারেন তা আপনি করে যান।''

সংঘর্ষের জানালা

জেনিফার শুনতে পান শিশুরা যেন চিৎকার করে কাঁদছে আর তাই তাদের উদ্ধার করার জন্য তিনি ছুটে আসেন। তিনি যখন এইভাবে সেই কাজ করেন তখন তার বহু সময় আগেই তিনি তাদের বলেন যে সমস্ত কিছুই ঠিকঠাক হয়ে যাবে। তাদের তিনি অনবরত এই কথা বলে যাচ্ছিলেন কেননা তারা যেন তার কথায় আস্থা রাখে।

তিনি জানতেন ভয় পাওয়া এবং অপব্যবহার কি। তার বয়স যখন বারো তখন তাকে আফ্রিকার দীর্ঘকালীন যুদ্ধে যারা লিপ্ত ছিল তাদের দ্বারা তাকে তারা বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গ্রামের বাইরে গিয়ে তাকে প্রায় ছিঁড়ে ফেলার মতো করে, পরে অনবরত মার, বলাৎকার এবং ধারাবাহিকভাবে মানষিক প্রচেষ্টা চালাতে থাকলে জেনিফার মনের জোরে বেঁচে থাকার জন্য সেখান থেকে পালাতে চেষ্টা করে। তিনি তার সঙ্গে অন্যদেরও নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান।

কিন্তু তিনি যখন বাড়িতে ফিরে আসেন তখন দেখেন তার পরিবারে কেউ নেই। এইভাবে একাকী হয়ে গিয়ে আশাহীন অবস্থায় নূতন জীবন ও গৃহের জন্য কোন একজনকে নিজের বলে আহ্বান করেন আর সেই লোকটারও আবার ইতিমধ্যেই দুটো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তার বিবাহের দিনে তার স্বামী তার বন্ধুদের সামনেই শারীরিকভাবে অত্যাচার চালায়, তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কেটে দেয়। কিন্তু নিষ্ঠুর আঘাত তারজন্য তখনও পর্যন্ত সুযোগের অনুসন্ধান করে চলেছিলো। এক বিশেষ দিন যে দিনে তার স্বামীর কাছে রাজপত্নীর ন্যায় সম্পদশীলা ও ভালোবাসা অনুভব করার কথা সেই দিনে তার স্বামী সেখানের একত্রিত সকলকে বলেন তিনি অকাজের ও কলঙ্কিনী। এই শব্দ যেন তার অন্তঃস্থল স্পর্শ করে যায় আর তা তার শারীরিক নিগ্রহের থেকেও হৃদয়ের মধ্যে যেন এক নাগাড়ে ব্যথার সঞ্চার করতে থাকে।

পরিশেষে তার স্বামী এড্স রোগে মারা যায় আর তিনি পুনরায় সঙ্গীহীন হয়ে তার নিজের দুই সন্তান নিয়ে বিধবা হয়ে যাওয়ার পরে তিনি সদাপ্রভুকে বলেন, "প্রভু তুমি কি সেখানে রয়েছো? আমার জীবনে কি অত্যাচার, দুঃখ, লজ্জা ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য নেই?" সদাপ্রভু তার নিষ্ঠাকে জেনিফারের প্রতি প্রমাণ করলেন আর তিনি সম্পূর্ণভাবে তাকে পুনরুদ্ধার করলেন।

ওয়াটোটো মিনিষ্ট্রি এবং জয়েস মেয়ার মিনিষ্ট্রির যুগ্ম মালিকানায় আজ জেনিফার একটা নিরাপদ গ্রামের মধ্যে বসবাস করছেন। তার জীবনে পুনরুদ্ধারকারী মর্যাদা এবং উদ্দেশ্য ফিরে পেয়ে তিনি এখন যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত শিশুদের দেখাশোনা করছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে আরো অনেকে রয়েছে যাদের ভীষণভাবে আরোগ্যতা ও পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন।

সদাপ্রভুর বাক্য পুনঃপুনঃ আমাদের বলছে আমরা যেন বিধবা এবং অনাথদের যত্ন নিই। ইহা মনে হয় তাদের জন্য সদাপ্রভুর হৃদয়ে এক বিশেষ স্থান রয়েছে আর আমাদের সেই প্রকার হৃদয়ের প্রয়োজন।

পরিসংখ্যান বলে ঃ

- বহু দেশের মধ্যে এরকম অনেক বিধবা আছে যাদের স্বামী এড্‌স রোগে মারা যায় তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হতে হয় আর তার প্রচণ্ড হিংসার বশীভূতা হয়ে পড়ে।[১]
- যে পরিবার বিধবাদের দ্বারা পরিচালিত হয় তা আফ্রিকার মধ্যে দরিদ্রতম এক উপদলের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়।[২]

সপ্তম অধ্যায়

7

উৎপীড়িতদের জন্য ন্যায়াচারণ

সত্য এবং অসত্য এই উভয়ের মধ্যে ন্যায় কোনভাবেই সমদর্শিভাব
প্রকাশ করে না কিন্তু যে কোন জায়গাতে অসত্য অবস্থা দেখতে পায়
সেই জায়গাতে সত্যের স্থাপনা করে।
থিয়োডোর রোজীভেল্ট

সদাপ্রভু হলেন ন্যায়ের প্রভু। প্রসঙ্গত তাঁর মতোই ন্যায় হল আমারও একপ্রকার সহানুভূতিশীল গুন, ইহার অর্থ তিনি অসৎ কাজকে সৎ করেন। বাইবেল বলে যে ধর্মশীলতা এবং ন্যায় বিচার তাঁর সিংহাসনের মূল (Foundation) স্থাপনা (দেখুন গীতসংহিতা ৮৯ঃ১৪)। এই মূল স্থাপনা হল এমন যেখানে পুরো বাড়ির কাঠামোকে দাঁড় করিয়ে রাখে। আর আমরা হয়তো বলতে পারি যে এই পৃথিবীতে সদাপ্রভুর সমস্ত কাজ সেই ঘটনার মধ্যেই স্থিতিশীল যে তিনি হলেন ধার্মিক এবং ন্যায়বান। তাই সদাপ্রভুর দাস ও দাসী হিসেবে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন ধার্মিকতা ও ন্যায়ের অন্বেষণ করি এবং তাঁর কাজকে এই পৃথিবীতে স্থাপনা করি।

এই সমাজে ন্যায়াধিরাজের অনুপস্থিতি সর্বসময়ই সমস্যার সৃষ্টি করে। ১৭৮৯-১৭৯৯ ফ্রান্স এক আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। ইহা ছিল শোনিত শানিত এক যুদ্ধ যেখানে কৃষকেরা সেই সময় ধর্মীয় বিলাসপ্রিয় লোকেদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। যতদিন পর্যন্ত না ফ্রান্সের রাজা ও রানী লোকেদের সঙ্গে যথার্থ ও ন্যায়াচারণ করেছিলেন ততদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্য শ্রীবৃদ্ধি হয়ে উচ্চ শিখরে পৌঁচেছিল। যাইহোকনাকেন যখন রাজা ও রাণী তাদের স্বার্থপর আচরণের দ্বারা

প্রজাদের খাদ্য অভাবে অনাহারে রেখে পীড়ার মধ্যে থাকার অনুমোদন জানায় আর লোকেদের উপরে শুল্ক চাপিয়ে অনবরত দরাজ হৃদয়ে জীবনযাপন করতে থাকে তখন লোকেরা তার অপরিমিত অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। এইভাবে তারা যখন প্রজাদের উপর অন্যায়ভাবে আচরণ করতে থাকে তখন তাদের সিংহাসনের মূলে ফাটল ধরে আর পরিশেষে তা ধ্বংস হয়ে যায়।

এখানের প্রকৃত সত্য ঘটনা হল এটাই ন্যায় ব্যতিরেকে কোন কিছুই সঠিকভাবে কাজ করে না। আমাদের সমাজ আজকে অন্যায়ে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে আর যদিও কিছু লোক এর বিরুদ্ধে ন্যায় স্থাপন করার জন্য কঠিন পরিশ্রম করছে তখন বেশীরভাগ লোক হয় তারা এরজন্য যত্নশীল নয় অথবা তারা যদিও যত্নশীল হলেও তারা স্বভাবত কি করতে হবে তা জানে না।

ইহা আমাদের কর্তব্য

অনাথ, বিধবা, দরিদ্র এবং উপদ্রুতদের প্রতি কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে? সদাপ্রভু তাদের জন্য কর্তব্যপরায়ণ, কিন্তু আমরা কি তা করি? লোকেরা যখন অত্যাচারিত তখন তাদের উপর এমনি

অনাথ, বিধবা, দরিদ্র এবং উপদ্রুতদের প্রতি কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে?

একটি ভার থাকে যে তা অযৌতিক, ইহা তাদের গ্রাস করে, দমন করে ও অবসাদগ্রস্থ করে তোলে। সেই ভার তাদের তখন এমনি একটা জায়গায় ঠেলে নিয়ে যায় যা আশাবিহীন হয়ে ওঠে। সদাপ্রভু পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্তা (দেখুন গীতসংহিতা ৬৮ঃ৫)। ইহা মনে হয় যে লোকেরা একাকী এবং তাদের যত্ন নেওয়ার কেউ নেই। তাদের জন্য তাঁর হৃদয়ে এক বিশেষ স্থান রয়েছে। সদাপ্রভু দুঃখীর বিবাদ ও দরিদ্রের বিচার নিষ্পন্ন করেন (দেখুন গীতসংহিতা১০৪ঃ১২)। আমি নিশ্চিত যে সদাপ্রভু এই প্রকার দুঃখভোগী লোকেদের সাহায্য করছেন কিন্তু সেই একই সঙ্গে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিনতী করছি যে সদাপ্রভু এই কাজ সেই লোকেদের দ্বারাই করেন যারা তাঁর প্রতি অবিচলও একনিষ্ঠ। এখন আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন যে আপনি নিজে তাদের জন্য কি করছেন?

আগেই আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি বাইবেলের দুহাজারেরও বেশী জায়গাতে শাস্ত্র দরিদ্র ও প্রয়োজনীয় লোকেদের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে বলে দেয়। যেহেতু সদাপ্রভু এইভাবে এতবার তাঁর বাক্যে তা অনুপ্রাণিত করেছেন তাই সেখানে নিশ্চই এমন সংবাদ রয়েছে যা আমাদের বোঝানোর জন্য তিনি নিশ্চিত করতে চাইছেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের কাছে এটা কতোটাই না গুরুত্বপূর্ণ যেন যেকোনপ্রকারে এই ব্যাকুল লোকগুলোর প্রতি সাহায্য করি? ইহা সম্ভবত আমরা যেটা অনুভব করতে পারছি না সেটা তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃত ধর্ম

প্রেরিত যাকোব বলেছেন যে প্রকৃত ধর্ম হল সেটাই যা বাহ্যিক ভাবে প্রকাশ করা হয় যাথা, ''ক্লেশাপন্ন পিতৃ মাতৃহীন ও বিধবাদের তত্বাবধান করা'' (যাকোব ১ঃ২৭)। ইহার অর্থ আমাদের ধর্ম যদি পরিশুদ্ধ তবে যারা তাদের জীবনে বিভিন্ন মুহূর্তে অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত তাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের ইহাতে লেগে থাকতে হবে। আমি এই পদ থেকে বিষয়টিকে এইভাবে উপসংহার টানতে চাই যে আমি যদি এই লোকেদের সাহায্য করছি না তাহলে আমার ধর্ম কোনমতেই প্রকৃত সত্য ধর্ম নয়। ইহা ধর্মের মতো মনে হলেও বাস্তবে সদাপ্রভুর যে মনোভাব বা অভিপ্রায় ইহাতে রয়েছে তা তেমন নয়।

আমি এটাও শিখেছি যে যতদূর পর্যন্ত সদাপ্রভুর বিষয় বলা হয় রবিবারের সভাতে যারা মণ্ডলীতে বাসে থাকে তাদের মধ্যে সকলেই যে খ্রীষ্টীয়ান তা নয়। বিভিন্ন প্রকার নিয়ম, আচার আচরণ এবং মতবাদ অনুসরণ করাটা কাউকে যীশু খ্রীষ্টের অন্বেষী বা প্রকৃত শিষ্য করে তোলে না। এটা আমি কিভাবে বলতে পারি? কেননা খ্রীষ্টকে যখন আমরা ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি তখন আমরা প্রভুর হৃদয় গ্রহণ করে থাকি আর সঙ্গে গ্রহণ করি তাঁর আত্মা (দেখুন যিহিষ্কেল ১১ঃ১৯)। তাই আমাদের প্রভু যে বিষয়টির উপর যত্নশীল আমাদেরও সেই বিষয়ের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। তিনি অত্যাচারিত লোকেদের সাহায্য করার জন্য যত্নশীল।

ইহা তবে আমার পুত্রদের জন্য কি করবে, যারা জয়েস মায়ারের মিনিষ্ট্রির বেশীরভাগ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। যদি বলতে হয় তবে বেশী বলা হবে কেননা তাদের মধ্যে আমার হৃদয় রয়েছে কোন একটি অবস্থায় তারা যদি কোন কাজ করতে না চায় তাহলে আমি কি করতে পারি? যে কারণে আমার ছেলেদের সেই অবস্থানে রাখা হয়েছে তার কারণ হল তারা আমাদের অন্তরঙ্গতার অনুভব বুঝতে পারে আর তাদের মধ্যেও সেই একই হৃদয় রয়েছে যা বিশেষত লোকেদের সাহায্য করার বিষয়ে আমরা করে থাকি।

একে অপরকে প্রেম কর

অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমি এটা মনে করি যে একে অপরকে ভালোবাসার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে। যার অর্থ হল যারা আমাদের জীবনে সরাসরিভাবে যোগাযোগ রাখে আর সেইসঙ্গে তারাও যাদের সঙ্গে সম্মুখাসম্মুখি কোন দিনও আমাদের দেখা হবে না যারা বহু দূরবর্তী জায়গায় বসবাস করে তাদেরও ভালো বাসতে হবে (দেখুন প্রেরিত ২ঃ৪৪-৪৫, ৪ঃ৩১-৩২, ২করিন্থীয় ৮ঃ১-৪)। আমরা যখন এই বইটি ধারাবাহিকতার সঙ্গে দেখছি তখন আমি চাই আপনারা যেন এই উভয় প্রকার দলকে আপনার মস্তিষ্কের মধ্যে রাখেন। উদাহরণস্বরূপ আপনি এই পৃথিবীর তৃতীয়তম দেশের কোন একটি অনাথকে আমাদের মিনিষ্ট্রির মধ্য দিয়ে যারা তাদের দেখাশোনা করে তাদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করতে পারেন এবং আপনি কোন বিধবাকে আপনার মণ্ডলীতে দুপুরেরভোজ নিমন্ত্রণ জানিয়ে যথেষ্ট আলোচনার মধ্য দিয়ে বহু কিছু জিজ্ঞাসা করে

নিশ্চিত হোন যেন তার প্রয়োজন যথোচিতভাবে সম্পন্ন হয়। তিনি যদি উল্লেখ করেন তার কিছু প্রয়োজন রয়েছে তাহলে আপনি তা হৃষ্টমনে মেটানোর চেষ্টা করুন কেননা সদাপ্রভু হৃষ্টমনা লোকেদের ভালোবাসেন (২করিন্থীয় ৯ঃ৭)।

আমাদের মধ্যে প্রায় লোক যে সমস্ত লোকেদের ও পরিবারকে প্রাথমিকভাবে আমরা জানি আর তারা যদি প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে তবে তাদের যেন সাহায্য করার চেষ্টা করি। কিন্তু আরো যদি একটু এগিয়ে যাই তবে যারা আমাদের নিজেদের পরিধির মধ্যে রয়েছে তাদেরও যেন সাহায্য করি। সেইসঙ্গে অনেক সময়ে অনিচ্ছা সত্বেও আমরা যেন তাদের যত্ন নিই অথবা তাদের সাহায্য করার জন্য ইচ্ছা রাখি। আমার মনে হয় প্রভু সেটা পরিবর্তন করতে চান। আমি এটাও অনুভব করতে পারছি যে আমি একা নিজে যে সমস্ত প্রয়োজনের কথা শুনি তা আমার একার দিক দিয়ে করা বা তাদের সমস্ত প্রয়োজনকে মেটাতে পারি না। কিন্তু ইহার জন্য আমি নিশ্চিতভাবেই নিজেকে উজাড় করে রাখি যেন প্রভু আমাকে পথ দেখিয়ে দেন যেন তাদের জন্য অন্তত কিছু করতে পারি। যে প্রয়োজন যার সম্বন্ধে আমি অবগত হয়েছি তার বিষয়ে কিছু করতে পারবো না বলে কোন কিছু ভেবে নিয়ে আমি কোনভাবেই এই সংকল্প থেকে পিছিয়ে আসতে চাই না। সদাপ্রভু যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন না সেই ভাবধারায় নয় কিন্তু আমি যা অনুভব করতে পেরেছি যেন সেই কর্মবাচীয় পন্থায় প্রয়োজন গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখি ।

এই জগতের প্রয়োজন যেন মণ্ডলীকে তারা মণ্ডলীর জায়গায় পেতে পারে

যীশু পিতরকে তিনবার জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি তাকে প্রেম করেন কি না আর এই তিনবারই পিতর এইভাবে বলেছিলেন। ''হ্যাঁ'' আর যীশু তখন এইভাবে বলেছিলেন, ''তাহলে আমার মেষগণকে পালন কর'' বা ''আমার মেষেদের চরাও'' (দেখুন যোহন ২১ঃ১৫-১৭)। এখানে যীশু মেষেদের চরানোর কথা বলছেন না, তিনি এখানে লোকেদের সাহায্য করার কথা বলতে চেয়েছেন। বেশ কিছু মুহূর্তে তিনি নিজেকে মেষপালকের সঙ্গে তুলনা করেছেন ও তাঁর লোকেদের মেষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন আর তাই পিতর নির্দিষ্ট ভাবেই জানতেন যে তিনি কি বলতে চাইছেন।

আমার কাছে ইহা এমন মনে হচ্ছে যীশু এই পদে যা বলতে চাইছেন তা হল আমরা যদি তাঁকে ভালোবাসি তবে অন্য লোকেদেরও ভালোবাসা আমাদের প্রয়োজন তা কেবলমাত্র রবিবার সকালে একত্রিত হয়ে রীতি নীতি অনুসরণ করাই নয়। অতি অবশ্যই মণ্ডলীতে গিয়ে সহভাগিতা, সদাপ্রভুর ভজনা এবং শেখার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে কিন্তু মণ্ডলীও যেন এমন একটা স্থান হয় যেখানে আমরা লোকেদের সাহায্য করতে পারবো। মণ্ডলী যদি এই জগতে হারিয়ে যাওয়া লোকেদের কাছে না পৌঁছায় আর অত্যাচারিত ও অবহেলিত লোক যথা ঃ অনাথ,বিধবা,দরিদ্র ও প্রয়োজনীয় লোকেদের কাছে না পৌঁছায় তবে আমি কোনভাবেই নিশ্চিত নয় যে তারা মণ্ডলী বলে সম্বোধিত হতে পারে।

আজকে বহু শত ও হাজার হাজার লোক মণ্ডলীতে যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে আর তাই পৃথিবী ব্যাপী আধ্যাত্মিক নেতারা মণ্ডলীর এই হ্রাস ও সদস্যদের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন। আমি নিশ্চিত যে এই হ্রাসের যে মূল কারণ তা বহুলভাবে প্রতিটি মণ্ডলী ধর্মভীরুতা যেখানে তাদের মধ্যে প্রকৃত জীবন ধারার কিছুই নেই। প্রেরিত যোহন বলেছেন যে আমরা জানি যে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গিয়েছি কেননা আমরা ভাইদের ভালোবাসি, আর যে কেহ ভাইদের ভালো না বাসে সে মৃত্যুর মধ্যে থাকে (দেখুন ১যোহন ৩ঃ১৪)। মণ্ডলী যদি প্রকৃত প্রভুর ভালোবাসায় উপচে না পড়ে তাহলে কিভাবে তা জীবন দ্বারা পরিপূর্ণ হবে?

আমি শুনেছি যে ইউরোপে আরো একটি ক্যাথিড্রাল অথবা মণ্ডলী অট্টালিকা প্রায় প্রতি সপ্তাহে বন্ধই থাকে আর তাদের বহু মণ্ডলী আবার মুসলমানদের কাছে বেচে দেওয়ার ফলে সেগুলি মসজিদে পরিণত হয়েছে। এটা নিশ্চিত প্রভু যীশুর মণ্ডলী যেন এই মতো হয়ে না ওঠে কারণ সদাপ্রভুর তা চান না। আবার সেখানে এমন বহু বিখ্যাত মণ্ডলী রয়েছে তারা সেটাই করছে যা তাদের করণীয় আর এই কারণে তারা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই মণ্ডলীর মধ্যে প্রাণ রয়েছে। কিন্তু এদের মতো প্রায় মণ্ডলী হয় না।

প্রাচীন মণ্ডলী, যাদের বিষয়ে আমরা প্রেরিত বইয়েতে পড়ি তারা ছিলেন অত্যন্ত বলশালী। ইহা সেই সময়ের জগৎকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল আর তার প্রভাব সারা পৃথিবী এখন পর্যন্ত অনুভব করতে পারছে। ইহা ছিল ঐক্যবদ্ধ মণ্ডলী আর যে সমস্ত লোক সেই মণ্ডলীর সদস্য ছিল তারা সকলে সেই সমস্ত লোক যারা প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে, যারা তাদের সাহায্য করাতে ব্যস্ত ছিলেন। তারা যাদের জানতো তাদের সাহায্য করেছিলেন এবং যারা অন্য শহর ও নগরী থেকে এসেছিলেন সেই সমস্ত প্রেরিতগণ তাদের পরিদর্শন করেছিলেন,শিখিয়েছিলেন তাদেরও সাহায্য করেছিলেন।

প্রাচীন মণ্ডলী অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে এক সুন্দর নাম স্থাপন করতে পেরেছিলেন কেননা ইহা এমন লোকে পরিপূর্ণ ছিল যে যারা সত্যিকরে একে অপরকে ভালোবাসতো। আজকে এই জগতে যেটা প্রয়োজন তা ধর্ম নয় কিন্তু তা হল ভালোবাসার। আর সেইজন্য আমাদের প্রয়োজন রয়েছে ভালোবাসার, আর ভালোবাসা বা প্রেমই হল প্রভু আর প্রভুই হলেন সদাপ্রভু। আমরা সকলেই যদি সম্মত হই এবং সবাইকে ইহাতে লিপ্ত করি তবে আমরা ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন নিয়ে আনতে পারি। আর এটা হবে এমন এক আন্দোলন যা এই পৃথিবীকে আরো একবার সদাপ্রভুর গৌরবের জন্য কম্পমান করে তুলবে।

যথাযথ কাজ করার জন্য পারদর্শিতা লাভ করুন

কোন একজন যিনি প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছেন তাকে কেবলমাত্র দেখা বা শোনা ও তার প্রতি কোন কিছু না করা স্বভাবত ভুল বিষয়। যিশাইয় ভাববাদী বলেছেন ঃ "সদাচারণ শেখো, ন্যায়ের অনুশীলন

কর, উপদ্রবী লোককে শাসন কর, পিতৃহীন লোকেদের বিচার নিষ্পত্তি কর, আর বিধবাদের বিষয়ে সমর্থন কর'' (যিশাইয় ১ঃ১৭)।

এইখানে এই বিষয়ে তালিম দেওয়া ও নির্দেশের উদ্দেশ্য হল যে কোনটা ঠিক তা যেন আমাদের উৎসাহ প্রদান করে আর সেটা করতে একাত্ব হই। কিছু বৎসর আগে অত্যাচারিত লোকেদের কাছে ন্যায় স্থাপন করার জন্য সদাপ্রভু কতোটা দৃঢ়তার সঙ্গে আমার এই কাজের ব্যপারে আমার মধ্যে অনুভব নিয়ে এলেন সেই বিষয়ে আমার কোন কোন কিছুই জানা ছিল না, কিন্তু ইহাকে আমি যখন শিখলাম তখন আমি তা করতে অভ্যস্থ হয়ে উঠলাম।

যেহেতু তিনি পুরাতন নিয়মে এই আইনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাই সদাপ্রভু লোকেদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে কিভাবে পিতৃহীন, বিধবা, অত্যাচারিত ও দরিদ্রদের প্রতি আচরণ করতে হয়। মোশির মধ্য দিয়ে কথা বলার সময় তিনি বলেছেন,''তোমরা কোন বিধবাকে বা পিতৃহীনদের দুঃখ দিও না'' (যাত্রাপুস্তক ২২ঃ২২)। সদাপ্রভু এক চোখো প্রভু নন, ''তিনি পিতৃহীন ও বিধবাদের বিচার নিষ্পন্ন করেন এবং বিদেশীদের ভালোবেসে অন্ন বস্ত্র প্রদান করেন'' (দ্বিতীয় বিবরণ ১০ঃ১৮)। সদাপ্রভু লোকেদের বলেছেন, ''যদি তারা বিদেশীদের অন্ন প্রদান ও কিছু সময়ের জন্য বাসস্থান, বিধবা ও পিতৃহীন লোকেদের যত্ন নেয় তবে তিনি তাদের হস্তকৃত সমস্ত কাজকে আশীর্বাদ করবেন (দ্বিতীয় বিবরণ ১০ঃ২৯)। তাই অনুগ্রহ করে এই সমস্ত দলগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখলে দেখবেন বিধবা, পিতৃহীন এবং বিদেশী তারা প্রায় পুরোপুরি একাকীত্ব অনুভব করে। সদাপ্রভু নিঃসঙ্গ বা সঙ্গী হীনদের প্রতি যত্ন নেন।

নিঃসঙ্গ আর অবহেলিত

এক নিঃসঙ্গ অনাথ মেয়ের অবহেলার কথা আমি কোন মতে ভুলতে পারি না যাকে তার বাবা মায়ের মৃত্যুর পরে জোর করে বেশ্যা হতে বাধ্য করেছিল।

পরিসংখ্যান বলে ঃ

- প্রতি বৎসর ২ মিলিয়ন মেয়ে যাদের বয়স পাঁচ ও পনেরো। তাদের ব্যবসায়িকভাবে যৌনতার বাজারে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- এদের মধ্যে উননব্বই শতাংশ বেশ্যা সেখান থেকে পালাতে চায়।
- থাইল্যাণ্ডে কম করে দুইশত হাজার মহিলা এবং শিশু বেশ্যা রয়েছে এবং এদের এক তৃতীয়াংশের বয়স ছয়বৎসর তারাও বেশ্যা হিসেবে সেই কাজে লিপ্ত রয়েছে।
- এক সময় একজন চিকিৎসক দেখতে পেয়েছেন যে পঁয়ত্রিশজন লোক একটি মেয়েকে এক ঘন্টায় ব্যবহার করেছে।

এই সমস্ত মেয়েরা কি অনাথ? না, মা বাবা নেই বলে সেই দিক দিয়ে এদের সকলে অফিসগত ভাবে অনাথ নয়। কিন্তু সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে তারা অনাথ কেননা তাদের মা বাবা নেই অথবা মা ও বাবা তাদের থাকলেও তারা হয়তো তাদের যত্ন নিতে অসমর্থ।

কিশোরী বয়সে বেশ্যার পথ অবলম্বন করা

মন্দ লোকের কাছে নিজের শরীরকে ভোগ বিলাসের জন্য বেচে দাও আর তা না হলে অনাহারে কষ্ট পেয়ে মারা যাও। আর এটা হল এমন এক সাংঘাতিক মনোনয়ন যার বিষয়ে কেউ কোন সময় সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যদিও তার বয়স এখন কেবলমাত্র ঊনিশ কিন্তু বিরটুকানকে এই মনোনয়ন নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল যখন তার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ। এই মনোনয়নের সঙ্গে সঙ্গে আরো যে মনোনয়ন জড়িত তার জন্য তার হৃদয় যেন একটু একটু করে ভাঙ্গতে থাকে আর তার আত্মা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে যাওয়া সত্বেও ইহাই হল অলৌকিক বিষয় যে সে যেন নিজের মধ্যে কোন কিছুই অনুভব করতে পারছে না।

এর মধ্যেই সে যেন প্রাণ খুঁজে পায় যখন সে তার সাত বৎসের কন্যা আমিনার প্রতি এক নজর তাকিয়ে থাকে। *"আমি এই মনোনয়ন এইজন্য নিয়েছি,কেননা আমি চাই না যাতে আমার মেয়ে এই কাজ করে।"* তার মেয়ের ইথিয়োপিয়ান নাম হল আমিনা, যার অর্থ *"নিরাপদ"*, আর তাই বিরটুকান এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেন তার মেয়েকে নিরাপদে রাখার জন্য তার যা কিছু করা দরকার তা সে করতে পারে।

সে অভিলাষ ও আত্ম অনুভূতি বা আরামের জন্য নিজের শরীরকে বেচে না। সে বেঁচে থাকার জন্য তার শরীরকে বেচে। সে ৪/৯ ফুট একটি ছোট একফালি ঘরে বাস করে ও নিজের কাজে লিপ্ত থাকে। এখানে সে পাঁচ বৎসর এই কাজ করছে যারজন্য কোন একটা দিনও তার এই কাজ বন্ধ থাকে না আর ইহার জন্য কোন ছুটিও তার কাছে বরাদ্দ নেই আর নাতো আছে কোন বিশ্রাম। যখন কম করে হলেও পনেরো জন লোক একদিনে তাদের শারীরিক অভিলাষ নিবারণের জন্য তার শরীরকে অপব্যবহার করতে থাকে তখন সে তার নিজের চোখ বন্ধ রেখে আমিনার কথা চিন্তা করতে থাকে। সেই ব্যথা সত্যই অকল্পনীয়, কিন্তু ইহাই তো একমাত্র পথ যার দ্বারা তাকে সেই স্থানে থাকতে হবে শোওয়া ও খাদ্য যোগাড় করতে হবে। সে যখন চিন্তা করে যে সে কতোটা আমিনাকে ভালোবাসে তখন তুলনা করতে পারে না যে কিভাবে তার নিজের মা তাকে ছেড়ে চলে যায় যখন তার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর।

এ্যাডিস আবাব নামক জেলার এই লালবাতি বা নিষিদ্ধ পল্লিতে আসার আগে সে অনাহারে কষ্ট পেয়ে মৃত্যু পথের যাত্রি ছিল। *"আমার মধ্যে প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু সেই*

প্রত্যাশা যেন আমা থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে। আমি জানি প্রভু আমার সঙ্গে রয়েছেন ও আমাকে ভালোবাসেন। এটা ছাড়া বেঁচে থাকার জন্য আমার আর কোন পথ জানা নেই।" অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যখন কেউ তার টুকরো হৃদয়, তার আত্মা ও অবসন্ন শরীরের কোন মর্যাদা দেয় না তখন যেন প্রত্যাশার এক মিনমিনে আলো তার কাছে দিনের জন্য অবশিষ্ঠ থেকে যায়।

আজও সেই সমস্ত প্রত্যাশার জন্য তাকে সবুর করতে হবে। তাকে কেনার জন্য লোক এসে পৌঁছে গিয়েছে।

পরিসংখ্যন বলেঃ

- সারা পৃথিবীতে বেশ্যার কাজ লিপ্ত হওয়ার যে বয়স তা তেরো থেকে চৌদ্দ বৎসর।[১]
- ৭৫ শতাংশ বেশ্যার বয়স পঁচিশ বৎসরের নিচে। [১]

এই প্রকার নতুন মর্যাদাহীন অবস্থা দেখে এদের জন্য কিছু করার বিষয় ভাবুন

আমি যখন ভারতে রেড লাইট বা পতিতালয়ের একটা ঘিঞ্জি বস্তির জায়গাতে (বেশ্যাদের কাজের জায়গা) যাই তখন সেখানে যে মর্যাদাহীন পরিবেশ চলছে তার বিষয়ে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সে জায়গাটি যে শুধুমাত্র নোংরায় পরিপূর্ণ তাই নয় কিন্তু সেই জায়গাটা বেশ্যার বাড়িতে পরিপূর্ণ। আমাকে তাদেরই একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যার মধ্যে ছিল ছোট ছোট তিনটি ঘর যার প্রতিটিতে একটা করে ছোট্ট বিছানা রয়েছে। এই বিছানাগুলোর মধ্যে কোন নিরিবিলি বা গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। যে মেয়ে বা মহিলা এই জায়গাগুলোতে পু(ষদের শরীর দেয় সেটা প্রায় রাত্রি বেলা বা দিনের বেলাতেও। এই কাজ করার দ্বারা তারা আশা রাখে যদি তেমন কাউকে পায় তবে তাদের টাকায় নিজের ছেলে মেয়েদের খাবারের জন্য অর্থ উপার্জন করবে। আর তাদের অনেকেই এইভাবে তাদের দিন চালাচ্ছে। তারা যখন এই কাজ করে তখন তাদের সন্তানেরা কোথায় থাকে? তারা হয় সেখানের ঢাকা বারান্দার কোন জায়গাতে খেলা করে অথবা এই কাজ করার জন্য সময় বের করে নেয় বা তারা তাদের সন্তানদের এমন নেশাজাত কিছু খাইয়ে দেয় যাতে তারা মায়েদের জ্বালাতন না করে।

তাদের মধ্যে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে আমাদের স্কুলে খাওয়ানোর যে সূচী রয়েছে সেখানে যায় যেখানে এই কিছু ঘন্টা আমরা তাদের যত্ন নিই ফলে তাদের বাড়িতে কি হচ্ছে তা দেখার কোন প্রয়োজন তাদের হয় না। বাড়ি! যার অর্থ এই ছোট ছেলে মেয়েরা সেই বেশ্যা পতিতালয়েই থাকে যাকে তারা বাড়ি বলে।

কোন সাহায্য না থাকলে প্রায় সংখ্যক মেয়ে যাদের বয়স খুবই অল্প তারাও একটু বড় হলে সেই বেশ্যার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই মহিলারা চাইছে বলেই যে তারা এইভাবে বসবাস করতে চাইছে এমন নয় কিন্তু এছাড়া তাদের আর কোন মনোনয়ন নেই। তারা মুর্খ আর বড় হয়েছে দারিদ্রতার মধ্যে যাদের বিষয়ে আমাদের অনেকেই হয়তো বুঝতে পারছি না। এদের মধ্যে আবার অনেকে রয়েছে যারা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে বেশ্যার দালালদের দ্বারা কেনা গোলাম হয়ে রয়েছে অর্থাৎ যারা তাদের বন্দি করে রেখেছে তাদের যদি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে দিতে না পারে তবে তাদের মারা হয়।

এটা বলাতে আমি আনন্দিত কেননা আমাদের সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যেন তাদের আমরা উদ্ধার করি। প্রথমে আমরা অন্যান্য স্থানীয় সেবাকারীদের সঙ্গে এই জায়গাতে প্রায় তিন বৎসর কাজ করেছি আর এই সময়ের মধ্যে আমরা তিন হাজার বেশ্যা সংখ্যা থেকে তা তিনশত সংখ্যায় নিয়ে এনেছি। সেখানের লোকের প্রয়োজন রয়েছে সামান্য আশা ও সাহায্যের আর তা করার জন্য তাদের দেখিয়ে দেয় যে কিভাবে তা করতে হয় ও অনুপ্রেরণা জাগায় যে তারাও সমাজে পরিবর্তন নিয়ে আনতে পারে।

আমাদের মিনিষ্ট্রি এই পতিতালয়ের কাছ থেকে প্রায় তিনঘন্টা পথ দূরত্বে বেশ কিছু একর জমি কিনেছে আর সেখানে আমরা একটি গ্রাম তৈরী করেছি যেখানে রয়েছে তালিম দেওয়ার অনুশীলন কেন্দ্র যেন মহিলাদের এমন কিছু ব্যবসা শেখানো যায় যার দ্বারা তারা নিজেদের সাহায্য করতে পারবে এবং পতিতালয়ের প্রতি কোন অবলম্বন না রেখেই পরিবারের যত্ন নিতে পারবে। ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সালে আমরা প্রথম একশত মহিলা ও শিশুদের সেই পুনরুদ্ধার কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পেরেছি আর আমাদের অভিপ্রায় যারা পরিবর্তিত হতে চায় তাদের সকলকেই যেন সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

সেখানে আমি যখন সেই ছোট্ট মেয়েদের কথা শুনছিলাম, বিশেষ করে শৈশবকালীন মেয়েদের যারা স্নান করার সময় আহ্লাদী হাসির কণ্ঠস্বরে আমাদেরই তৈরী স্নানঘর থেকে বের হয়ে আসছিল তখন আমার হৃদয় যেন আনন্দে ভরে উঠছিলো। আপনি ভাবুন এইভাবে তারা কোনদিন স্নান করে নি কেননা এতদিন পর্যন্ত তারা কোন বিল্ডিংয়ের আড়ালে কেবল মাত্র এক বালতি জলে একটি মগ নিয়ে কোন রকমে সামান্য জলে স্নান করে এসেছে। আর এইভাবে তাদের মুখে হাসি আনা এবং অদ্ভুতভাবে তাদের কাছে এক আশার সঞ্চার করতে পারার জন্য নিশ্চিতভাবেই আমার স্বার্থপর ও স্বার্থকেন্দ্রিক জীবনের থেকে ইহা অনেক ভালো। আমাদের মিনিষ্ট্রির যে অংশীরা রয়েছেন তারা নিঃসন্দেহে আউটরিচ মিনিষ্ট্রির জন্য দায়িত্বশীল কেননা ইহা কেবলমাত্র তাদের দৃঢ়তার দানের জন্যই আমরা এই কাজ করতে তৎপর হয়েছি আর সেইজন্য গভীরভাবে তাদের আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি এটাও সংযোজিত করে বলতে চাইছি বেশ কিছু পুরাতন মহিলা যারা বেশ্যার ফাঁদে পা দিয়েছে তারা হলেন বিধবা। তাদের স্বামী মারা গিয়েছে আর তাই তাদের কোন অবলম্বন না

থাকাতে অর্থহীন হয়ে পড়েছে তাই পুনরায় সেই কাজের আশ্রয় নিয়েছে যেন তারা অর্থ উপার্জন করতে পারে।

এই পৃথিবীতে অত্যাচারিত ও অবলুণ্ঠিতাদের সাহায্য করার জন্য যেটা সঠিক সেটা যেন আমরা শিখতে পারি। এইজন্য আমাদের যা প্রয়োজন তা হল জ্ঞাপন ও অভিপ্রায় আর তাহলেই আমরা বহু লোকের জীবনে পৃথকিকতা নিয়ে আনতে সম্ভবপর হন। আমরা সকলে যদি আমাদের কাজটি করি তবে আমরা ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের কাজ সম্ভবপর করে তুলতে পারি।

অবিচার চলছে প্রতিটি জায়গায়

এই অবিচার যে কেবল পৃথিবীর তৃতীয় স্থানে অবস্থানকারী দেশগুলোতেই গিজগিজ করছে তাই নয় কিন্তু তা আমাদের নগরী ও শহরের প্রত্যেক জায়গাতেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যে লোকেদের সঙ্গে আমরা কাজ করছি তাদের মধ্যেও সংকটাপন্ন অবস্থা ও প্রয়োজন রয়েছে। রাস্তায় তাদের পাশ দিয়ে হাঁটলে ও বাজারে তাদের সঙ্গে কথা বললেই আমরা তা বুঝতে পারি। এই অন্যায় ও অবিচারের বহু মুখ রয়েছে। ইহাকে দেখা যায় কোন না কোন মহিলার মুখে যার স্বামী হয়তো আরো একটা বিবাহ করে তাকে তিনটি সন্তানের দায়িত্ব দিয়ে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। ইহাকে আবার দেখা যায় কোন বাচ্চা ছেলে বা মেয়ের মুখে যখন তারা বড় হচ্ছে তখন হয়তো তার বাবা মা অথবা অন্য কোন বয়স্ক লোকেদের দ্বারা শাররীরিক ভাবে যৌনগত দিক দিয়ে নিগ্রহ হয়েছে। এটা আবার দেখা যেতে পারে বাবার মুখে যিনি সংখ্যালঘু বস্তিতে বড় হয়েছেন আর এই তৃতীয় প্রজন্মের পারিবারিক সদস্য হয়তো কোনভাবে সমাজ কল্যানের প্রচেষ্টায় বেঁচে রয়েছেন। তিনি হয়তো ভালোভাবে বাঁচতে চাইছেন কিন্তু সততা হয়তো তাকে জানতেই দেয় নি যে কি করতে হবে। তাদের যোগ্যতা অল্প থাকার ফলে কেবলমাত্র টেলিভিশান ছাড়া অন্য কোন জায়গাতে বা নিজের জায়গাতে এমন কাউকে তার দেখে নি যারা তার থেকে অন্যরকম ভাবধারায় জীবনযাপন করছে।

কোন কোন লোক এইপ্রকার বিয়োগান্তক অত্যাচারকে পেরিয়ে এসে উঠে দাঁড়ালেও অনেকে কিন্তু তা করতে পারে না। হতে পারে তাদের প্রয়োজন রয়েছে যাতে আপনি বা আমি বা অন্য কেউ যেন তাদের জন্য কিছু বিনিয়োগ করি। নগরের মধ্যে কাজ করার জন্য আমাদের মিনিষ্ট্রি পাবলিক স্কুলের মধ্যে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়াতে সাহায্য করে। এরজন্য আমরা চারজন স্বেচ্ছাসেবীকে বলেছি তারা যেন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য সাহায্য করেন কিন্তু এটা চিন্তা করা কতোটাই না নিরুৎসাহের বিষয় কেননা কেবলমাত্র অল্প কিছু লোকই এক ঘন্টা বের করে নিয়ে এইভাবে কোন কিছুতে সময় ব্যয় করে। নিশ্চিতভাবেই আমরা ইহা চিন্তা করি যেন ''কোন একজন'' শিশুদের পড়াশোনায় সাহায্য করে কিন্তু কোন প্রকারে আমরা সেইপ্রকার হতে পারি নি যেন নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করে সাহায্যের ভার নিই। আমাদের কাজের মধ্যেও এমন এক অজুহাত রয়েছে যা আমাদের বিবেককে ঠান্ডা করে দিয়েছে কিন্তু সেগুলো কি সদাপ্রভুর কাছে

গ্রহণযোগ্য? প্রায় বহু বৎসর ধরে সমস্ত কিছুতেই আমি অজুহাত দিয়ে এসেছি বিশেষত যেটা আমি করতে চাইনি সেই বিষয়ে কিন্তু এরমধ্যে আমি এক সত্য বিষয় আবিষ্কার করতে পেরেছি যা আমার কাছে এক মুখ্য প্রবাদ হয়ে রয়েছে ঃ ''অসুবিধা মার্জনার পথ অবলম্বন করে কিন্তু ভালোবাসা পথ খুঁজে বের করে।''

> অসুবিধা মার্জনার পথ অবলম্বন করে কিন্তু ভালোবাসা পথ খুঁজে বের করে।

ধার্মিকতার মানদণ্ড

বাইবেলে পুরাতন নিয়মের শুরুতে যে লোকেরা দরিদ্র ও প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে তাদের প্রতি উদাহরণের বিষয়ে আমরা দেখি। ইয়োব সেই লোকেদের মধ্যে একজন। তিনি বলেছেন আমি অন্ধদের চোখ ছিলাম, খঞ্জের চরণ ছিলাম আর দরিদ্রের ও প্রয়োজনীয় লোকেদের পিতা ছিলাম আর ধার্মিকতা পরিধান করতাম। (দেখুন ইয়োব ২৯ঃ১৪-১৬)। এখানের এই অনুচ্ছেদে ''পরিধান'' শব্দের নির্দিষ্ট এক অর্থ রয়েছে যেটা আমরা এড়িয়ে যেতে চাই না। এই পন্থার কথা এইভাবে পরিকল্পনা করতে থাকুন ঃ আমি যখন কাপড় পরি তখন সেটা উদ্দেশ্য নিয়েই পরি। কাপড় পরার সময়ে আমি কর্মহীন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে সেগুলি আমার শরীরে লাফ দিয়ে উঠে আসবে না। আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যেন আমি যেগুলো পরছি সেগুলোতে আমাকে সুন্দর দেখায়।

সদাপ্রভু ইয়োবকে বললেন তিনি ধার্মিক লোক আর তখন ইয়োব বললেন, তিনি ধার্মিকতা ''পরিধান'' করেন। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তা করেছিলেন। ইয়োবের দিনে ধার্মিকতার যে মানদণ্ড ছিল তা দাবি করে যেন বিধবা, অনাথ, দরিদ্র ও প্রয়োজনীয় লোকেদের এবং যারা অবহেলিত ও অত্যাচারিত তাদের সেবা করি।

আজকে আমাদের সমাজে সেই প্রকার কোন মানদণ্ড ধার্য হয়নি। তাই ইহা মনে হয় বেশীরভাগ লোক তারা যেটা করার মনোবাঞ্ছা করে কেবলমাত্র সেটাই করে আর এইভাবে স্বার্থপরতার নীতি বিরাজ করতে থাকে। আমাদের প্রয়োজন রয়েছে এমন মানদণ্ডের যা নর ও নারীর কাছে ন্যায়পরায়নতা, সততা, সত্যতা, সম্মান, আস্থা, নির্ভরতা, আনুগত্য সেই সঙ্গে নির্যাতিত লোকেদের জন্য সেবা করা। যদি অধিক লোকের মধ্যে এই গুণ থাকতো তাহলে আমাদের এই জগৎ অলাদা জায়গায় পৌঁছে যেত। কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন না যে আপনার সেই ইচ্ছা ভালো কোন কাজে লাগবে তাই '' ইহার জন্য আমরা যেন আজকেই তা চেষ্টা করি।'' এই কাজের জন্য আমাদের অতি অবশ্যই তৎপর হতে হবে। আমাদের জগৎ তখনি পরিবর্তন হবে যখন এই লোকেদের অবস্থার পরিবর্তন হবে আর এই পরিবর্তন যেন আমাদের সকলের মধ্যে থেকে আরম্ভ হয়। এইজন্য আমাদের সকলকে এই টর্চ (বাতি) নিয়ে বলতে হবে, ''আমি একজন ভালোবাসার আমুল পরিবর্তনকারী।''

ইষ্টের, এক যিহূদী অবিবাহিতা তরুণী যার বিষয়ে আপনি চতুর্থ অধ্যায়ে পড়েন যিনি পরিশেষে রাণী হয়েছিলেন। তিনি ও তার দেশের লোকেরা যখন স্বাধীনতা পালন করছিলেন সেই সময়ে তাদের কাছে যারা দরিদ্র ও প্রয়োজনের মধ্যে ছিল তাদের কাছে পৌঁছানোর কথা তিনি স্মরণ করেন। আমার এক বান্ধবী তার মণ্ডলীর কমিটিতে রয়েছেন তারা খ্রীষ্টমাসের সময়ে যারা গৃহহীন তাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। সেই মণ্ডলী একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমস্ত ছেলে মেয়েদের তালিকা প্রস্তুত করে যার মধ্যে থাকে ছেলে মেয়েদের বয়স ও তাদের উচ্চতা এবং কাপড়ের মাপ। মণ্ডলীর সদস্য যারা দেওয়ার জন্য চিন্তা করে তারা সেই ছেলে বা মেয়ের নাম মনোনীত করে আর তার জন্য উপহার কিনে রাখে। তাদের ডিসেম্বরের পার্টি একটা জায়গাতে অনুষ্ঠিত হলে সেখানে প্রচুর পরিমানে খাবার রাখা হয়। সেই সঙ্গে খ্রীষ্টমাসের গান, যীশুর জন্মের গল্প আর প্রতিটি সন্তানের জন্য তাঁর ভালোবাসার প্রতিদান স্বরূপ সেই দিনেই ছেলে মেয়েদের উপহার দেওয়া হয়।

এই পার্টির পরে মণ্ডলীর সদস্যরা গৃহহীন ছেলেমেয়েদের সাহায্য করতে পেরে নিজেরা ভালো অনুভব করে কিন্তু অনেকে আবার এই কথা বলেছে পার্টি থেকে ছেলে মেয়েরা যখন বাড়ি ফিরে যায় তখন তারা পার্টির আগে যেমন ছিল তার থেকেও নিজেদের বাড়ির ও আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে।

অন্যদের প্রয়োজনকে সর্বপ্রথম প্রাধান্য দেওয়ার যে অভিজ্ঞতা সেটা দেখা আমাদের কাছে অত্যন্ত ভালো বিষয় কেননা এই বিষয়টি এমনি সতেজ এক সচেতনতা নিয়ে আসে যা অনুভব করতে সাহায্য করে যে আমরা কতোই না আশীর্বাদ ধন্য। আশানুরূপভাবে ইহা আবার আমাদের এটাও অনুভব করতে সাহায্য করে যদি আমরা কোন প্রচেষ্টা চালাই তবে আমরা কতোটা করতে সমর্থ হবো। লোকেরা বড়দিনে বা খ্রীষ্টমাসের সময়ে প্রচণ্ড উদারতার মনোভাব প্রকাশ করে সেই সঙ্গে আরো অনেকে রয়েছে যারা অন্য কাউকে সাহায্য করার চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের এটাও অনুভব করতে হবে যে দরিদ্র এবং অকিঞ্চন লোকেরা সবসময়েই প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে যায় সেটা কেবলমাত্র খ্রীষ্টমাসে একদিনের জন্য নয়।

আজকে আমি যখন লিখছি তখন দেভ এবং আমি আমরা একটি হোটেলে রয়েছি, আর এখানে আমাদের জন্য অত্যন্ত ছোট একটা স্নানের এবং প্রসাধনের ঘর দেওয়া হয়েছে। আর ইহা এতটাই ছোট যে দেভের মাথা সেখানে ঠেকে যাচ্ছে। প্রথমে তিনি তার শরীরিক অস্বস্তির জন্য বিচলিত হলেও সেই সময়ের কথা মনে করলেন, সেই লোকেদের কথা যাদের জল আনার জন্য এক ঘন্টা পথ হেঁটে যেতে হয় আর অপরিষ্কার জলেই নিজেদের পরিবারের প্রয়োজন মেটায় আর এই লোকেরা স্নান করে খুব কম আর যদিও তারা স্নান করে তবে আমাদের মতো স্নান ঘরে তারা স্নান করে না। আমরা তখন চিন্তা করলাম প্রয়োজনীয় লোকেদের কাছে থেকে শেখা আমাদের কাছে এক আশীর্বাদের মতো। কেননা এটা আমাদের সাহায্য করে সমস্ত বিচলিত ভাব থেকে দূরে থাকতে আর সদাপ্রভু আমাদের মধ্য দিয়ে যা করতে চান তার সমস্ত কিছুর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে।

বোয়াজ একজন সম্পদশালী লোক ছিলেন আর তিনি তার সম্প্রদায়ের একজন নেতা, তিনি জমিতে কিছু শষ্য ছেড়ে আসতেন যা বাইবেল বলে ''উদ্দেশ্য অনুযায়ী আঁটি ফেলে আসা'' (রূত ২ঃ১৬)। তিনি নিজের জমিতে তা ছেড়ে আসতেন যাতে রূত তা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের ও তার শাশুড়ির খাদ্যের জোগাড় করতে পারে। নয়মী এবং রূৎ এরা উভয়েই অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। সেই সময় ব্যবস্থায় লেখা ছিল যেন মাঠের সমস্ত শষ্য কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়া না হয়। যাতে দরিদ্র লোকেরা সেখানে এসে তা কুড়িয়ে নিজেদের সংসার চালাতে পারে। বাইবেলে আমরা বারবার দেখতে পাই সদাপ্রভু দরিদ্রদের জন্য যুগিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাদের সেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আকাশ থেকে পড়ে নি বা অলৌকিক ভাবে প্রদান করা হয় নি। সেগুলো তিনি লোকেদের মাধ্যমেই যুগিয়ে ছিলেন।

উদ্যেগের সঙ্গে ভালোবাসা

জয়েস মায়ারেব মিনিষ্ট্রিতে আমাদের একটা হিসেব রয়েছে যাকে বলে ''উদ্যোগের সঙ্গে ভালোবাসা।'' সেখানে আমাদের মিনিষ্ট্রি এবং কার্যকারীরা এই হিসেবের খাতায় তাদের অর্থ প্রদান করতে পারে যা নির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত হয় সহকর্মীর প্রয়োজনে যখন তারা বিশেষ কোন কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়। ইহা হতে পারে কোন অসুস্থতার জন্য যা হয়তো তাদের কাছে এক বোঝা হয়ে রয়েছে অথবা তাদের সন্তানেরা যারা হয়তো কোন কারণে অবসাদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যবহারের জন্য। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেন যারা আমাদের মধ্যে রয়েছে এবং সত্যই প্রয়োজন আর ইহার জন্য তারা নিজেদের সাহায্য করতে পারে না তাদের কিছু করার জন্য এইভাবে আমরা প্রস্তুত থাকি।

আপনাদের মধ্যে যদি বাইবেল অধ্যয়নের দল রয়েছে অথবা বন্ধু বান্ধবের দল রয়েছে যারা এই ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করতে চায়, তাহলে আপনারা কোষাগার মনোনীত করুন অথবা বিশেষভাবে কোন ব্যঙ্কে খাতা খুলুন আর সেখানে প্রতি সপ্তাহে ও মাসে বিশেষ সঞ্চয়ের এই দানকে ''উদ্যোগের সঙ্গে ভালোবাসা'' বা অন্য কোন নাম দিয়ে আপনি সেটাকে সেইভাবে ব্যবহার করুন যা আপনাদের সামনে উঠে আসে। প্রায় সময় আমরা বহু প্রয়োজনের বিষয়ে শুনি আর তখন আমাদের ইচ্ছা হয় পর্যাপ্ত অর্থের। তাই সেই সময়ের জন্য এখনি ভাবুন ও অংশগ্রহণ করুন যাতে আপনি সেই সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন? আপনি যদি সেই প্রকার অনুরাগী কোন দল না পান তাহলে এক বা দুজন লোক খুঁজে বের করুন আর যদি তাই করতে হয় তবে নিজে থেকেই তা করুন কিন্তু কিছু না করাটাকে বর্জন বা প্রত্যাখ্যান করুন।

আমি যদি কাউকে সাহায্য করতে না পারলাম তাহলে আমার এই স্কন্ধের আর কিসের প্রয়োজন?

ইয়োবের জীবনী পড়ার সময়ে আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি যেখানে ইয়োব দরিদ্রদের প্রতি জবাব দিচ্ছেন তার মন্তব্যের মধ্য দিয়ে যথা ''আমি যদি পিতৃহীনদের বিপরীতে হাত গুটিয়ে

রাখি, তবে আমার স্কন্ধের অস্থি খসে পড়ুক'' (দেখুন ইয়োব ৩১ঃ২১-২২)। ইহা আমাকে অনুভব করতে সাহায্য করে যে লোকেদের সাহায্য করার জন্য তিনি কতোটাই না চিন্তাশীল ছিলেন। আমিও কি সেই রকম চিন্তা করছি? আপনিও কি তাই?

যদি আমরা সকালে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে নিজেদের জন্য জীবন ধারণ করি তবে এইভাবে বেঁচে থাকার কি কোন উদ্দেশ্য রয়েছে? ইহাতে আমি চেষ্টা করেছি আর এই চেষ্টা আমাকে শূন্য এবং অসম্পূর্ণ করে রেখেছে। আমার মনে হয়না তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে আমরা যদি এই জগতে সেইভাবে বসবাস করি তবে ইহা নিশ্চই সদাপ্রভুর মনের ভাব নয়।

আমি তখন এই লেখা কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রেখে শাস্ত্রের সেই সমস্ত জায়গা অধ্যয়ন করতে থাকলাম যেখানে আমি অন্যদের ভালোবাসার বিষয়টি খুঁজে পেতে পারি। আর এখন আমি আগের থেকেও এতটা দৃঢ় প্রত্যয় যে এটাই হল জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই আমি আপনাকে বিনতী করি যেন আপনার সমস্ত সত্বা দিয়ে ভালো কিছু করে যান। সদাপ্রভুর কাছে আপনার হাত, পা, কাঁধ, চোখ এবং কান উৎসর্গ করুন আর তাঁকে বলুন যেন সেগুলোর দ্বারা অন্য কারো জীবনকে ভালো অবস্থায় নিয়ে আনতে পারি। তাই আপনার কাঁধের উপর ভর করে প্রত্যাশার হাতকে এমনভাবে অন্যজনের প্রতি ব্যবহার করতে থাকুন যে খিদের মধ্যে কষ্ট পাচ্ছে, ব্যথ্যায় কষ্ট পাচ্ছে, ব্যথায় পড়ে রয়েছে বা একাকী অনুভব করছে।

ভালোবাসার শষ্য

স্বার্থহীনতার সঙ্গে দেওয়ার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করা আমাদের জীবনে শস্য উৎপাদন করে থাকে। শষ্য সংগ্রহের ইচ্ছা প্রকাশ করার মধ্যে সেখানে কোন ভুল নেই। আর অন্যকে সাহায্য করার দিক দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য যেন নিজেদের জন্য কিছু পাওয়ার মনোভাব না হয়। সদাপ্রভু আমাদের বলেন, আমরা যা বপন করি সেটাই সংগ্রহ করি। তাই সেই লাভের বিষয়ে আমরা আরো একটু এগিয়ে গিয়ে কিছু দেখবো। শাস্ত্রের একটা অংশ যা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে, সেই অংশটা আমরা পাই লূক লিখিত সুসমাচারের ৬ঃ৩৮ '' দাও তাহাতে তোমাদের দেওয়া হবে, লোকেরা ভালো পরিমাণে চাপিয়া, ঝাঁকরিয়া,উপচিয়া তোমাদের কোলে দেবে, কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্য পরিমাণ করা যাবে।''

যারা উদ্যোগ সহকারে তাঁর অনুসরণ করে সদাপ্রভু তাদের পুরষ্কার প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন (দেখুন ইব্রীয় ১ঃ৬)। এই পুরষ্কার শব্দের নূতন নিয়মে প্রকৃত গ্রীক ভাষার যে অর্থ তা হল ''এই জীবনে বেতন গ্রহণ করা'' বা ''প্রতিদান''লাভ করা ইব্রীয় ভাষায় যার অর্থ হল, ফল, উপার্জন, উদ্যম, মূল্য বা ফলাফল।'' এই পুরষ্কার শব্দটি এ্যাপি-ফায়েড বাইবেলে ৬৮টি বার উল্লেখ হয়েছে।

সদাপ্রভু পুরষ্কৃত করার জন্য আমাদের বাধ্যতার প্রতি এবং ভালো সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

যারা দরিদ্র ও অত্যাচারিত তাদের প্রতি যদি আমরা যত্ন নিই তবে সদাপ্রভু প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাদের অভাব হবে না। কিন্তু তাদের প্রয়োজন থেকে যদি আমাদের চোখ বন্ধ করে রাখি তবে আমাদের জীবনে ''বহু অভিশাপ'' দেখা দেবে (দেখুন হিতোপদেশ ২৮ঃ২৭)। হিতোপদেশের লেখক এই কথা বলেছেন আমরা যখন দরিদ্রকে দান করি তখন আমরা সদাপ্রভুকে ধার দিই (দেখুন হিতোপদেশ ১৯ঃ১৭)। যে বিষয়টি তাঁর থেকে গৃহীত হয় সেই বিষয়টির প্রতি তিনি ততোটা অনুরাগ প্রকাশ করেন না।

তাই আমি আপনাদের কাছে বিনতী করছি অত্যাচারিত লোকেদের কাছে ন্যায় স্থাপন করার জন্য কাজ করুন। যার সাধারণ অর্থ আপনি যখন দেখছেন এটা ঠিক নয় তখন সেটাকে ঠিক করার জন্য আপনি কাজ করুন।

জ্যোতির মধ্যে বাস করা

সম্ভবত আমরা সকলেই আমাদের জীবনে বেশী আলো পছন্দ করি। যার অর্থ হল আরো স্বচ্ছতা, ভালোভাবে বোঝা আর এলোমেলো ভাবের হ্রাস করা। ভাববাদী যিশাইয় ঘোষণা করেন, যদি আমরা আর্ত লোকেদের খাদ্য বন্টন করি, তাড়িত দুঃখীদের আশ্রয় দিই, উলঙ্গকে দেখে তাকে বস্ত্র দিই আর নিজের মাংস থেকে গা ঢাকা না দিই তাহলে অরুণের ন্যায় আমাদের জ্যোতি প্রকাশিত হবে (দেখুন ৫৮ঃ৭-৮)। তিনি আবার এটাও বলেছেন আমাদের আরোগ্য ও পুনরুদ্ধার এবং নূতন জীবনের যে প্রতাপ তা শীঘ্রই অঙ্কুরিত হবে। এই বিষয়টি আমার কাছে খুব ভালো বলেই মনে হচ্ছে আর আমি নিশ্চিত আপনিও তা পচ্ছন্দ করেন।

যিশাইয় ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে লিখেছেন আর বলেছেন এই ন্যায়পরায়ণতা আমাদের আগে আগে চলবে এবং শান্তি ও সমৃদ্ধশালীতায় পূর্ণ করবে আর সেই সঙ্গে সদাপ্রভুর প্রতাপ আমাদের পেছনে পেছনে চলবে। আমরা যদি বাস্তবে অত্যাচারিতদের সাহায্য করি তবে প্রভু আমাদের আগে আগে যাবেন সেইসঙ্গে তিনি আমাদের পিছনেও থাকবেন। এই নিশ্চয়তা এবং নির্ভরতার অনুভবকে আমি ভালোবাসি।

যিশাইয় আরো বলেছেন আমরা যদি আর্ত লোককে নিজের প্রাণের ইষ্ট খাদ্য দিই ও দুঃখী প্রাণীকে আপ্যায়িত করি তবে অন্ধকারে আমাদের জ্যোতি উদয়মান হবে আর আমরা দুপুরের জ্যোতির সমান হব (দেখুন যিশাইয় ৫৮ঃ১০)। দুপুরের সময়ে সূর্য অত্যন্ত উজ্জ্বল হয় আর ইহা আমার কাছে এমন মনে হচ্ছে লোকেদের সাহায্য করা হল জ্যোতিতে জীবন যাপন করা।

তাই সদাপ্রভু সবসময় আমাদের পথ দেখাবেন এমন কি মরুভূমির মতো সময়ে বা অবস্থাতেও তিনি আমাদের তৃপ্ত করবেন। তিনি আমাদের অস্থি সকল বলবান করবেন আর আমরা জলে আচ্ছন্ন উদ্যানের মতো হবো (দেখুন যিশাইয় ৫৮ঃ১১)। এই সমস্ত কিছু ঘটবে যখন আমরা অত্যাচারিত লোকেদের প্রতি ন্যায় পুনঃস্থাপিত করতে সম্ভবপর হব।

আমার মনে হয় এই প্রতিজ্ঞা সকলের মধ্যে আমি যা দেখেছি আপনিও নিশ্চই সেটাই দেখছেন। তিনি যা করার জন্য আমাদের বলছেন সেগুলো যদি সাধারণভাবে করি তবে সদাপ্রভু আনন্দের সঙ্গে আমাদের যা দিতে চান আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে অনেকে জীবনে বহু সময় নষ্ট হয়ে যাবে। তাই দরিদ্র, আর্ত, অভাবগ্রস্থ, অনাথ,বিধবা, অত্যাচারিত ও প্রয়োজনীয় লোকেদের যত্ন নিন। অন্যের সাহায্যের জন্য জীবন ব্যয় করুন তাহলে যতদূর সম্ভব সদাপ্রভু আপনার জীবনকে স্বচ্ছল করে তুলবেন।

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন

মার্টিন স্মিথ

আমাদের চারপাশে এই ভালোবাসা কিভাবে আবর্তিত হয়?

আমি ইহার সমস্ত কিছুকে পরিষ্কারভাবেই স্মরণ করতে পারছি, সময়টা ছিল ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসের ১০ তারিখ। পাশের রাস্তায় আমাদের বাসটি কোন রকমে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও বাস থেকে গরমের মধ্যে বেরিয়ে এসেছি যেখানে চলছে ভীষণ গণ্ডগোল আর তারই মধ্যে গতমাসের আজেবাজে জিনিসপত্রগুলো সস্তা তেলের সঙ্গে মিশিয়ে আস্তাকুঁড়ের আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার গন্ধ হাজার হাজার লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। শাড়ি, চপ্পল এবং খালি পা সেইসঙ্গে হৈ হট্টেগোল যেন সেখানের স্বাভাবিকতা মুছে ফেলেছে।

এরপরে আমরা যে জায়গায় এলাম তা আগের তুলনায় যেন কিছুই নয় . . . এটা ছিল ভারতের মুম্বাই শহর। আমরা সোজা চলেগেলাম একটি বস্তিতে আরো পরিষ্কারভাবে বলতে হলে বলা হয় রেড লাইট জায়গা বা পতিতালয় যেখানে মুম্বাই নগরীর বহু লোক বসবাস করে। সেখানে লালবাতি বলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না আর সকলেই যেন কোন কিছুর সঙ্গে সংযোজিত হয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে - কিছু তৈরী করা, কেনা বেচা , ঝাঁট দেওয়া, বহন করা ইত্যাদি।

এখানে আমরা এসেছিলাম ''প্রেম কিরণ'' কি করছে তা দেখার জন্য। এটা এমন একটা (Project) বা পরিকল্পনা যারা বেশ্যা তাদের শিশু সন্তান ও তাদের পরিবারের সঙ্গে কাজ করার জন্য উৎসর্গিকৃত হয়েছে। দেভ ও জয়েস আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন আর আমাদের বলেছিলেন এটা এমন একটা Project যেটাকে আমরা সত্যসত্যই আমাদের জন্য আমাদের মতো করে দেখাতে চাই।

এখানে এই অবস্থার মতো আমার মনে হয় না এমন ছোট্ট গৃহের মধ্যে এত লোকের সম্মুখাসম্মুখী আমি আগে কোন দিন হয়েছি। এটা ছিল এমনি এক ঘর যার দেওয়ালটা যেন ঘরের ভার বহন করতে পারছে না। সেই ছোট্ট ঘরে যার মধ্যে ৭০টি ছেলে মেয়ের হাসি হাসি মুখ পরিদর্শকদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে যেন মনে হচ্ছে অস্তগামী সূর্যমূখী ফুল। বাইরের দিকে আমি দেখতে পাচ্ছি রাস্তা এবং বস্তি আর নিচে নেমে গিয়েছে এক ফালি গলি যার দুই পাশে লুকিয়ে রয়েছে কেবল ব্যথা, বন্ধন এবং মৃত্যু। কিন্তু এই ঘরের মধ্যে থাকার ফলে আমি অনুভব করতে পারলাম এক ফলপ্রদ কার্যকারিতা যা আগে আমি কোন সময় আস্বাদ করিনি।

সেখানে একটি বাচ্চা ছিল যাকে আমি ছাড়তে চাইছিলাম না। তার নাম ছিল ফারিন। তাকে ছেড়ে থাকাটা আমার খুব কষ্ট হবে।

এই বিষয়ে পরের দিন আরো বেশী করে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম ঠিক অন্যদের মতো ফারিনের মা ছিল বেশ্যা। ''প্রেম কিরণ'' সেখানে প্রবেশ করে তার জীবন উন্নত করতে আরম্ভ

করেছে - তারা সেখানে খাবার, বস্ত্র, পড়াশোনা, ভালোবাসা, সাহায্য, একনিষ্ঠতা, ত্যাগশীল এবং খ্রীষ্টীয়ান জীবনে তাদের উন্নত করছে। তথাপি বিষয়টা যেন আমরা নিজের মনকে অস্থির করে তুলেছে।

তার মা যখন যৌন কাজে লিপ্ত থাকতো তখন কতবার ফারিনকে বিছানার নিচে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে?

সেই বস্তির রাস্তার অন্ধকারের সময়ে কতোটা বিপদের সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছে?

সে যদি এখন এখান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে তাহলে তার জীবনের প্রত্যাশা কিভাবে আলাদা হবে?

এইভাবে কেমন করে আমি বেরিয়ে যেতে পারি?

মুম্বাইয়ের সেই বিকেল আমার সমস্ত কিছুকেই পরিবর্তন করে দিল।

পরের দিন সন্ধ্যায় আমরা সেই নগরীতে সংগীত অনুষ্ঠানের আসর বসিয়ে ছিলাম। সেখানে আর কি বা করতে পারি! আর সেখানের সেই ছেলে মেয়েদের ও তাদের মায়েদের গানের আসরে যোগ দেওয়ার কথা বললাম? তারা এলো, আর তাদের সেই আসরে পাওয়া যেন এক বিরাট প্রাপ্তি বলে মনে হচ্ছিল - তারা সকলেই লজ্জায় হাসছে আর শরীরের পেশী অনিচ্ছাতেই যেন সঞ্চালিত হচ্ছে আর মনে হচ্ছে সভ্যতার এক তীব্র অভিঘাত তাদের উপরে আছড়ে পড়েছে। আর তারপরেই বিরাট কিছু ঘটলো। আমরা বাজাতে থাকলে তাদের মেয়েরা নাচতে আরম্ভ করলো, সেই রাত্রে তাদের মায়েরা পর্যন্ত সেই যৌন কর্মীরা যারা বির্বণ শাড়ি পরে ছিল তারাও ঠোঁটে লাল রঙ লাগিয়ে স্বাধীনভাবে অনুগ্রহ ও ভালোবাসার সঙ্গে হাজার সংখ্যক লোকের সামনে নাচ করেছিলেন। যে হাতের ভঙ্গিমায় তারা গল্প বলছিল, যে গুটি গুটি পায়ে যত্ন সহকারে নাচছিলো যা মনে হচ্ছিল যেন উড়ন্ত পাখনার দুরন্ত ঘুর্ণি। তাদের সেই নাচ আমাকে এমনভাবে বন্দি করে নিয়েছিল যা আমি আগে আমার জীবনে দেখি নি।

আর সেটাই আমাকে আঘাত করতে থাকে, ন্যায়পরায়ণতা তাহলে কোথায়?

সমাজ থেকে বঞ্চিতদের তাহলে কোথায় স্বাগত জানানো যেতে পারে? আর কিভাবেই বা তারা তাদের জীবনের বিষাদহীন দারিদ্রতা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা এবং প্রত্যাশার আলো খুঁজে পাবে? কোন জিজ্ঞাসা ছাড়া আমাদের ভালোবাসা তাহলে কোথায় ব্যয় হতে পারে?

আমি মণ্ডলীর মধ্যে দিয়েই বড় হই কিন্তু এই বড় হওয়ার সময়ে কোন একটা জায়গাতে আমি যেন কিছু পাঠের কোন জায়গা ফসকে ফেলেছি বলে মনে করছিলাম। ইহা যখন বিশেষ করে দারিদ্রতা এবং অবিচারের জায়গাতে আসে তখন আমাদের প্রতিবেদন জানানোর কথাটা কেমন হবে তা আমি শিখিনি - আর খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে আরাধনার বিষয়ে আমাদের যে ভূমিকা পালন করা দরকার সেই জায়গাতে প্রভু চান না যেন বিষয়গুলো যথাযথ হওয়ার থেকে তা

আলাদা হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে এমন মহিলা দল থাকবে যাদের বেশ্যা হওয়ার জন্য জোর করা হয়েছিল তারাই আমাদের আরাধনার সময়ে মঞ্চে নাচ করবে এই কথা যদি কিছু বৎসর আগে শুনতাম তবে আমি এই প্রস্তাব থেকে দূরে পলায়ন করতাম। এখন এটা মনে হচ্ছে যেন এটাই যুগের এক হাওয়া। আর তা দেখে মনে হচ্ছে প্রভু তাঁর মণ্ডলীকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত করছেন যা আগে কখনো ঘটেনি আর এর দ্বারা প্রভু আমাদের জানাতে চাইছেন কেবলমাত্র এই প্রকার লোক যাদের মণ্ডলীতে স্বাগত জানানোর প্রয়োজন আমাদের রয়েছে।

তাই ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন আমাদের মধ্যে কেমনভাবে প্রয়োজন এই বিষয় নিয়ে আমরা যখন আদানপ্রদান করছি তখন আমার মনের মধ্যে ইহা সঞ্চারিত হচ্ছে যে ঃ আমাদের চারপাশের ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন কি প্রকার?

মুম্বাই থেকে বাড়ি আসার পরে আমার কাছে সমস্ত কিছু যেন খিচুড়ী পাকিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। আগে আমার মস্তিষ্ক যেভাবে কাজ করতো সেভাবে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে আর আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। বিশেষ করে এটা যখন ফারিনের বিষয়ে আসে। আমার মনে ইহা যেন বোঝার মতো হয়ে রইলো আমি যদি নিজে থেকে কিছু না করি তবে তার জীবন ভবিষ্যতে এমন একটা দিকে এগিয়ে যাবে যেখানে থাকবে কেবল অত্যাচার, দারিদ্রতা, অপব্যবহার আর পীড়া। আমার মনে হল সে যেন আমার কাছে আরো এক মেয়ের মতো আর আমাদের পরিবার যেন তাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ।

সদাপ্রভুর পরিকল্পনা আমাদের থেকে যে আলাদা সেটাই এখানে বোঝা গেল।

একমাস কিছু বৎসর পরে, আমি যখন এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখছি তখন বিষয়গুলো ঠিক সেইভাবে মনে হয় নি যেভাবে হবে বলে আমি মনে করেছিলাম। ফারিন সেই নগরী থেকে চলে যায় নি সে এখনো তার পরিবারের সঙ্গেই রয়েছে কিন্তু তার মা আর বেশ্যা নয়। তারা মুম্বাই থেকে কিছু ঘন্টা দূরে একটা জায়গাতে চলে গিয়েছে সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস করার জন্য যারা যৌন কাজ ছেড়ে নতুন জীবন লাভ করেছে। এখানে তাদের জীবনে অতীতের কোন রকম ঝামেলাই আর স্পর্শ করতে পারবে না।

আর আমার বিষয়?

সেই একইভাবে আমি পুনরায় একপ্রকার পিতা হওয়ার অধিকার পেয়েছি। কিন্তু ফারিনের মতো নয়। এই বৎসর কোন একটা সময়ে আন্না এবং আমি আরো একটি সন্তানের জন্ম দিই - যার নাম চ্যারিটি বা কম্প্যাশেন আর্ট।

কম্প্যাশেন আর্ট হল এমন যারা হাতের কাজের উপার্জিত অর্থ উঠাতে পারে (যথা কোন অ্যালবাম বা বই) এবং তার প্রাপ্য মূল্যের রায়ালটির দ্বারা সকল প্রকার দারিদ্রতা যা লোকেদের জীবনধারা চুরি করে নিচ্ছে তাদের সেবায় খরচা করবে। ইহা সেবা করবে তাদের জন্য যাদের অবস্থা এতটাই চরম যা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ও যে লোকেদের আশা চুরি হয়ে গিয়েছে। আমরা

উভয়েই এই ধারণা সম্বন্ধে যখন জয়েস ও দেভের সঙ্গে কথা বলছিলাম যার সম্বন্ধে আমার মনে হয় তারাই কম্প্যাশন আর্টের ঠাকুরমা বা ঠাকুরদা অথবা এই প্রকার কোন কিছুতে তাকে পরিণত করবে। আর ইহা কেবল তাদের প্রবল ইচ্ছা ও প্রজ্ঞাই আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল যেন প্রাথমিক ভাবে আমরা সেইপ্রকার কাজে এগিয়ে যাই।

এই সমস্ত কিছুকে সামনে রেখে কম্প্যাশেন আর্ট কিন্তু সেই সূত্র নিয়েই অনবদ্যভাবে কার্য করে চলেছে। আর এটা যেন ঠিক গণিত শাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দীর ন্যায় এমন প্রস্তাব আনছে যে আমরা যখন অন্যের যত্ন নেওয়াতে হাত গুটিয়ে নিই তখন আমাদের নির্ভরতা সেই প্রবাহেই প্রবাহিত হয়। ইহা কিন্তু তেমনভাবে তা হয় না। অতি অবশ্যই সেই সত্য এমনি যেন তা আমাদের দুর্বল করে তোলে। আমাদের আবেগ ও উদ্দেশ্য এবং ভালোবাসা যদি আমাদের নিজেদের সূচী অনুযায়ী আবর্তিত হতে থাকে তবে তা স্বভাবতই আমাদের জন্য ভুল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের ভালোবাসা যখন আমাদের মাত্রা ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় তখন আমরা নিজেদের সদাপ্রভুর সঙ্গে যথার্থভাবে একটি সারিতে আবদ্ধ হই। সম্প্রতি সময়ে আমি যখন মাইক হাতে নিয়ে মঞ্চে কোন দলের মধ্যে দাঁড়িয়েছি তখন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি যে এরপরে কি বলবো আর তখনি আমি যিশাইয় ৫৮ থেকে বলার অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। যাইহোকনাকেন সেই শব্দের যে সরলতা ও সামর্থ রয়েছে তা আমি প্রতিরোধ করাতে অসমর্থ হলেও তিন হাজার বৎসরের কিছু আগে ইস্রায়েলীয়দের প্রতি তা সমর্পণ করা হলে তা অনন্তকালীন উৎস নিয়ে আদানপ্রদান করে ছিল যা আজকের দিনেও আমাদের কাছে এক তাৎপর্যপূর্ণ।

এখানে প্রথমেই যে লাইন শুরু হচ্ছে সেখানে আটকে গিয়েছিলাম ঃ ''রব সংযত না করে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা কর। তুরীর ন্যায় তোমার রব উচ্চ কর'' (যিশাইয় ৫৮ঃ১)।

এখানে যা অনুবর্তিত হচ্ছে তা যেন আঁতকে ওঠার মতো। পরবর্তি দিনের জন্য সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নয় বা চুপ করে বসে থাকা নয়। ইহা হল প্রকৃত সময়ের ঘটনা যা আমাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ ''দিনের পর দিন তারা আমার অন্বেষণ করে আর মনে হয় তারা যেন আমার পথ জানতে ভালো বাসে। যে জাতি ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করে ও নিজের প্রভুর শাসন ত্যাগ না করে তেমন জাতির ন্যায় আমাকে ধর্ম সকলের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে ও সদাপ্রভুর কাছে আসতে ভালোবাসে''(যিশাইয় ৫৮ঃ২)। এখানের সেই সমস্ত শব্দগুলো *মনে হচ্ছে* যেন তারা *সমস্যার মধ্যে* রয়েছে। তাদের হৃদয় স্বচ্ছ নয় আর তারা পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

তিনি কেন তাদের প্রদর্শিত সমস্ত ধর্মিয় কাজকে এড়িয়ে যাচ্ছেন তার উত্তর সদাপ্রভু দিয়েছেন ঃ ''তোমর উপবাস দিনে যা ইচ্ছা তাই কর আর তোমার সমস্ত কার্যকারীদের দুঃখ দাও . . . আজকের ন্যায় উপবাস করলে উর্দ্ধলোক তোমরা আপন রব শোনাতে পারিবে না'' (যিশাইয় ৫৮ঃ ৩-৪)।

এরপরেই সেই অধ্যায় পুনরায় আমাদের কাছে আসে, ইহা পুনরায় স্মরণ করা এইজন্য যাতে আমাদের মধ্যে যারা পরিশেষে তা পাওয়ার জন্য আগেপিছে করছি বা তাতে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি ঃ

''আমি কি এই প্রকার উপবাস মনোনীত করি নি ঃ যেন দুষ্টতার গাঁট বা শৃঙ্খল সকল খুলে দিই . . . দলিত লোকেদের স্বাধীন করি . . . ভুখা লোকেদের কাছে আমরা খাবার বন্টন করি এবং তাড়িত ও দুঃখীদের গৃহে আশ্রয় দিই। তুমি যখন উলঙ্গকে দেখ তখন বস্ত্র দাও আর তোমার নিজের মাংস হতে আপনার গা না ঢাকা? (যিশাইয় ৫৮ঃ৬-৮)। ইহা প্রকৃতভাবে পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে না, হচ্ছে কি? সেই সমস্ত অত্যাচারিত, অবহেলিত, ভুখা, গৃহহীন ও দরিদ্র এরা হল এমন লোক যাদের চারপাশে আমাদের ভালোবাসা আর্বতিত হওয়া প্রয়োজন। তা কেবলমাত্র আমাদের নিজেদের মধ্যেই নয় অথবা হৃদয়গ্রাহী ধর্মের মতো চিন্তা করে তা করলে হবে না।

এই সমস্ত ফলাফলের প্রতি সদাপ্রভু অত্যন্তভাবেই স্পষ্ট ঃ '' আর তা করলে তোমার দীপ্তি সূর্যের মতো প্রকাশিত হবে আর তোমার আরোগ্যতা অতি শীঘ্র অঙ্কুরিত হবে . . . । তখন তুমি ডাকবে আর সদাপ্রভু সাড়া দেবেন, আর তুমি চিৎকার করবে আর তিনি বলবেন এই যে আমি এখানে'' (যিশাইয় ৮ঃ৯)।

আমাদের আরাধনায় প্রায় বহু বৎসর ধরে অন্তরঙ্গতার বিষয়টাকে আমরা অন্বেষণ করে এসেছি। আমরা এমন গান গেয়েছি যা সদাপ্রভুর নিবিড় সম্পর্ক ও আমাদের জীবন যে তাঁরই সেই সম্বন্ধেই বলে। আমরা যখন অনুভব করেছি প্রভু আমাদের কাছে তখন সেই মুহূর্তগুলো আমরা অনুসরণ করছি, আমরা তাঁর রবে অবধান করছি ও তাঁর পরিকল্পনার অন্বেষণ করেছি। কিন্তু এরই মধ্যে যেন আমরা প্রকৃত অন্তরঙ্গতার বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়েছি যথা ঃ ''যদি তুমি আপনার মধ্যে থেকে যোঁয়ালি, অঙ্গুলিতর্জন ও অধর্ম বাক্য দূর কর, আর যদি ভুখা লোককে তোমার প্রাণের খাবার দাও ও দুঃখী প্রাণকে আপ্যায়িত কর তবে . . . সদাপ্রভু সবসময় তোমাকে পথ দেখাবেন। মরুভূমিতেও তোমার প্রাণকে তৃপ্ত করবেন, আর তোমার অস্থি সকল বলবান করবেন যাতে তুমি জলে ভরা উদ্যানের মতো হবে ও জলের উনুইয়ের মতো হবে যার জল কোন দিন শুকায় না'' (যিশাইয় ৫৮ঃ৯-১১)।

আমরা যদি তাই করি তবে সদাপ্রভুর রব শোনা তখনি সার্থক হবে আর যারা প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে তাদের মাঝখানে তাঁর ভালোবাসার যত্ন প্রকাশ করতে থাকবে এর থেকেও অধিক যেটা সেই উদ্যানকে জলে ভর্তি করে তার উনুই স্বরূপ হবো যা কোনদিন শুকিয়ে যাবে না। এখানে যিশাইয় পরিষ্কার করে বলতে চাইছেন এটা যখন ঘটবে তখনি প্রভুর লোকেরা ইতিহাসে স্থান নিতে আরম্ভ করবে ঃ ''তুমি বহু বংশ আগেকার যে মূল রয়েছে সেই সকলের উপরে পাঁচিল গাঁথবে, তোমাকে ভাঙা পাঁচিলের সংস্কারক বলা হবে এবং বসবাসকারী পথের উদ্ধারকারী বলে বিবেচিত হবে'' (যিশাইয় ৫৮ঃ১৪)।

সেইমতো ভালো সভার মধ্য দিয়ে ''আধ্যাত্মিক'' ভাব দেখিয়ে আমাদের চারপাশে যারা রয়েছে তাদের প্রভাবিত করতে পারছি কিন্তু তা সদাপ্রভুকে প্রভাবিত করার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। যারা ভুখা তাদের খাওয়ানো থেকে, দরিদ্রদের বস্ত্র পরিধান করা থেকে, সামর্থহীনদের প্রতিরোধ করা থেকে এবং দুর্বলদের জন্য কথা বলা ইত্যাদি থেকে আমরা পিছিয়ে রয়েছি। কেবলমাত্র এক

সাধারণ কাজের দ্বারাই - এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের ইতিহাস গঠন করা সম্ভব। যদি কেবলমাত্র আমরা নিজেদের থেকে এই সমস্ত কিছু একটু বেশী ভালোবাসি।

এই সমস্ত কিছুর পেছনে সেখানে আরো একটি সত্য রয়েছে। সেই সত্য হল, দেখা এবং চেষ্টা করা এবং অন্যের চারপাশে এই ভালোবাসাকে আর্বতন করা কঠিন হলেও ইহা যখন আমাদের বিষয় হয় তখন এটা যেন অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে। কেন? কেননা তা অনেকটা এইভাবে হয় বলে মনে হয় - কোন দম্পতির গল্প হতে বোঝা যায় কোন রাজার ছাদের উপরে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ফলে তাদের বিধবা করে দেওয়া হয়। আর কেবলমাত্র তার নিজ পরিবারের লোক ব্যাতিরেকে সেই ভূমণ্ডলে অন্য কারো কাছে সদাপ্রভুর দয়ার প্রকাশ দেখতে না পারাতে বদ মেজাজী ভাববাদী স্পেনের পথে রওনা হন। এই একই প্রকার ভাব সর্বসময়েই আমাদের প্রতিও ঘটে থাকে যথা আমাদের জীবনের প্রতি তাঁর যে সহানুভূতিশীল প্রভাব রয়েছে তার পরিবর্তে আমরা প্রভুর সিংহাসনের সম্মুখে অনবরত আমাদের যে সমস্যা রয়েছে সেটাকেই তাঁর কাছে হাজির করি।

হতে পারে ইহা মনে হচ্ছে যেন এই দিনগুলির কোন একটি দিনের থেকে কঠিন। আমাদের চারপাশে যা রয়েছে তা বাধ্য করছে যেন আমরা পিপাসাকে মেটাই। যেহেতু ''আমরা গুণসম্পন্ন'' তাই আমাদের নিজেদের প্রতি প্রেরণা এমনভাবে সঞ্চার করি আর সেই জীবনকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরি যেন তা আমাদের নিজেদের প্রতিমূর্তি হয়। আমাদের পরিচিতি হোক নিজেদের প্রয়োজনের আর চেষ্টা করি যেন ইহার সবটাই আমাদের হয়। তা হতে পারে আমাদের দর্শন, বস্ত্র, আয় এবং বাড়ি, সম্পর্ক এমন কি জীবনের উন্নতি ইত্যাদি। এই সমস্ত কিছু এমনভাবে চিত্রিত হচ্ছে যেন তা আমাদের উজ্জ্বল করে আর আমাদের জীবনকে অত্যন্তভাবেই ভালো করে তোলে।

কিন্তু জীবনের জন্য যে বাস্তবভাব তা আমরা জানি, তাই নয় কি? আমরা জানি যে চাপে পড়ে সমস্ত কিছু মেনে নিলেও আমাদের চারপাশে আরো যে একটা জীবন আবর্তন করে চলেছে তা আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতি পরিচালনা করতে পারে না।

আমরা যখন জ্যাজ সংগীতে খেলা করি তখন সেটা আমি সর্বদাই পছন্দ করি আর ইতিহাসের নজির সৃষ্টি কারি হিসেবে আমাদের সেটা গাইতেই হয়। বেশ কিছু বৎসর ব্যাণ্ড পাটিতে থাকার ফলে আমরা সেটাতে বহু শতবার গেয়েছি আর অনুভব করেছি যে এই লোকেদের অনুপ্রাণিত, উপরে উঠিয়ে আনা ও তাদের এই উৎসে নিয়ে এসে উল্লেখযোগ্যভাবে জীবন যাপন করে ইতিহাস রচনা করার জন্য এই লাইনের জোর ততটা গতিশীল নয়। কিন্তু সেখানে আরো কিছু রয়েছে আর আরো কিছু থাকতেই হবে।

আমরা যদি ইতিহাস রচনাকারী হতে চাই - তবে হাজার হাজার লোকেদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সেখানেই যেখানে আমাদের মতো লোকেদের থাকার প্রয়োজন যারা গানের মধ্য দিয়ে তা করার চেষ্টা করছে - আর তবেই প্রায় আমাদের সকলের মতো ইহা নির্দিষ্টভাবে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এক মনোহর বিষয় হয়ে উঠবে। আমরা ইতিহাস রচনা করবো তখনি যখন আমরা স্বার্থহীনভাবে জীবনযাপন করে ধারাবাহিকতার সঙ্গে ছোট কাজের মধ্য দিয়ে বসবাস করতে শিখবো, মাদার

টেরিজা বলেছেন, ''সেখানে মহৎ কাজ বলে কিছু নেই কিন্তু যা রয়েছে তা হল মহৎ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ছোট কিছু করা।'' এই বিষয়টাকে যদি আমাদের ডি এন এ'র মধ্যে পাঠাতে পারি তবে সারা পৃথিবীতে দুই বিলিয়ন খ্রীষ্টীয়ান সারা পৃথিবীর দারিদ্রতাকে সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে সম্ভবপর হবে। এইপ্রকার ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিষয়টি আমি দেখতে চাই। অর্ন্তমূখী প্রতিফলন ভুলে যান আর ঠিক সেই প্রাচীনকালে যিশাইয় ৫৮ অধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে আমরা যদি আমাদের জন্য সুখের চেষ্টা না করে সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করি আর আমাদের চারপাশে যারা রয়েছে তাদের প্রয়োজন সকল মেটাই তবে আমরা সদাপ্রভু যা বলেছেন তা আরো পরিষ্কারভাবে শুনতে পাবো আর তার উদ্দেশ্য ও সামর্থের কাছাকাছি থাকতে পারবো। আর ইহা সেটার মতো ততোটাই সহজ।

যেটা নিশ্চিত সেটা আমি ভালোভাবে জানি, বড় ইচ্ছা সবসময় প্রতাপশালী কিন্তু ছোট ইচ্ছা অত্যন্তভাবে সুন্দর। ভালোবাসার অমূল পরিবর্তনের সেই সামর্থ রয়েছে এই বিষয়টিকে অভিভূত করার আর ইহা সম্ভবপর হবে তখনি যখন আমরা এই ছোট ছোট কাজগুলো স্বার্থহীনভাবে ভালোবাসার সঙ্গে উৎসর্গ করবো। আর তাই আমাদের বিরাট মঞ্চ ও দীর্ঘ অ্যালবাম এবং গান সেগুলো ভালো এবং সর্বোৎকৃষ্ট কিন্তু সেগুলো জীবনযাপনে প্রবাহ দূর করার জন্য উদ্দীপ্ত নয়।

একটা শেষ বিষয়। বাদ্যযন্ত্র বা সংগীত এই সমস্ত কিছুতে কিভাবে মানান সই হতে পারে? এই সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে অন্য কিছু সৃষ্টি করে কার্ডবোর্ডের মধ্যে বাস করার এই যে কঠিন প্রলোভন তা অত্যন্তভাবেই প্রতিদ্বন্দীময়। ইহা এই অনুভব করাচ্ছে যে ইহা হল এমনি এক পন্থা যেন আমাদের জীবনের দ্বারা প্রকৃতভাবে আমরা কোন কিছু করি। কিন্তু এটাইতো গল্পের সমস্ত কিছু নয়। একজন প্রকৃত মানুষ - শরীর, মন ও আত্মার দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রথমত বাদ্যযন্ত্র বা সংগীতের মধ্যে যে প্রতাপ রয়েছে তা আমি দেখেছি আর আমি নিশ্চিত যে ইহা সদাপ্রভুর গুপ্ত এক অস্ত্র। কেননা যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে মিউজিক বা সংগীত তাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এবং ভগ্নচূর্ণমনাদের ব্যথাকে প্রশমিত করে এবং রাওয়ানডানের জাতিগত দুর্ঘটনা বলি থেকে আরম্ভ করে নিউইয়ার্কের জোড়া টাওয়ারে হারিয়ে যাওয়া পরিবারদের কঠিন ভেঙে পড়া হৃদয়কে জোড়া লাগাতে পারে সেইসঙ্গে যারা প্রচণ্ড অগ্নিসংযোগে বিধ্বস্ত তাদেরও শান্ত করতে পারে।

আপনি সদাপ্রভুকে একটা সমীকরণের মধ্যে নিয়ে আসুন এটা এমন নয় যে তাঁকে বাইরে কোন জায়গায় ছেড়ে আসবেন কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন আমার এই কথায় হ্যাঁ, বলার উদ্দেশ্য কি? ভারতের খোলা আকাশের নিচে একদল লোকের মাঝখানে ''সদাপ্রভুর'' উদ্দ্যেশে গান করুন আর স্বর্গদূতগণের সঙ্গে তাঁর আরাধনা করতে থাকুন। তারপরে আপনি আপনার চোখ খুলে দেখুন দেখবেন আরোগ্যতা নিচে নেমে আসেছে। এটা হতে পারে সঙ্গে সঙ্গে আশাহত শিশুদের মুখে হয়তো খাবার তুলে দিতে পারবে না কিন্তু এটা স্বর্গ এবং পৃথিবীকে স্পর্শ করবে আর সেই মুহূর্তে পুনরুদ্ধার স্থান নেবে। আর তখনি আমরা অনুভব করবো যে আমরা একা নয়। আর তখন আশ্চর্যভাবেই আমরা অনুভব করতে পারি সদাপ্রভু আমাদের পরিত্যাগ করেন নি।

বাদ্যযন্ত্র বা সংগীত ইহা করতে পারে আর তাই সদাপ্রভু আমাদের এইজন্য আহ্বান করেন নি যেন সমস্ত কিছু এক জায়গাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা কার্ডবোর্ডের মধ্যে বসবাস করি। তিনি আহ্বান করেছেন যেন আমাদের সংগীতকে আমরা ব্যবহার করি যা কি না এমন এক দান তিনি আমাদের মধ্যে স্থাপন করেছেন যেন তার দ্বারা আমরা দরিদ্রদের সেবা করি বিশেষত যারা প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে। যিশাইয় যে পাঠ তার বাক্যের দ্বারা আমাদের শিখিয়েছেন সেগুলো আমরা যদি আয়ত্ব করতে পারি তবে আমি নিশ্চিত সামনের দিনগুলিতে এমন কি গানের প্রথম স্তবক গাওয়ার আগেই এক অলৌকিক কাজ স্থান নিচ্ছে।

ইহা গানের মধ্য দিয়েও ভালোবাসার এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আনবে।

স্টিভেন কার্টিস চ্যাপম্যান যিনি গানের লেখক এবং আরাধনার নেতা আর যে উত্তেজনার মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত কিছু অনুপ্রাণিত করেন এবং অনুগ্রহ ও নম্রতার মধ্য দিয়ে যেমন করে পরিচালিত করেন তিনি এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি আমার মধ্যে দিয়েছিলেন। হতে পারে তিনি মিলিয়নস অ্যালব্যাম বেচেছেন এবং পুরষ্কৃত সভায় বহু পুরষ্কার গ্রহণ করে অনেকের সঙ্গে হস্তমর্দন করেছেন আর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সবথেকে কোন বিষয়টি আপনাকে এতটা নম্র বা গর্বিত করে তোলে তবে তিনি আপনাকে এই কথাই বলবেন ''যেভাবে তার পরিবার সেই গৃহহারা শিশুদের দত্তক নেওয়াতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। তিনি আরো বলেছেন সদাপ্রভু যিনি এইভাবেই আমার পরিবারে কাজ করছেন।''

আমরা যখন নিজেদের থেকেও বহু দূর স্থানের দিতে তাকিয়ে থাকি এবং অন্যের প্রতি ভালোবাসা যখন আমাদের আরামের থেকেও অধিকভাবে তাদের প্রতি অনুপ্রেরণা দিতে থাকে আর জীবন পুনরুদ্ধারের কাজে আমরা যখন সম্পদ স্থাপন করতে থাকি তখনি আমরা নিজেদের সেই জায়গায় খুঁজে পাই যা নির্দেশ করে যে সদাপ্রভু আমাদের জীবনে কাজ করছেন।

আর এটা হল এমন আমূল পরিবর্তন যা হয়তো সম্প্রচারিত হবে না। আর এটাকে যদি ঠিকঠাক করি তবে ইহাকে সম্প্রচারের কোন প্রয়োজনই আমাদের নেই, এই ভালোবাসার যে প্রমাণ তা আমাদের কার্যের দ্বারাই জ্বল জ্বল করবে, আমাদের প্রতিবেসীদের পরিবর্তন করে দেবে, আর বাতাস তখন স্বচ্ছ ও পরিষ্কারভাবে স্বচ্ছন্দে সমস্ত কিছু সহ্য করবে।

ইহা সেটার মতোই ততোটা সহজ।

অষ্টম অধ্যায়

8

ভালোবাসা অনুদার নয় উদার

আপনি যদি লোকেদের বিচার করেন তবে তাদের ভালোবাসার জন্য
কোন সময় আপনার কাছে থাকবে না।
মাদার টেরিজা

ইলিনোইজ, হারবারের তেইশ নম্বর ষ্ট্রিটের স্পার্শ এভিনিউয়ের একটি কোণে অবস্থিত একটি মণ্ডলীতে জার্মি হেঁটে যাচ্ছিল। আশাহত অবস্থায় সে সাহায্যের চেষ্টা করছিল। মণ্ডলীর এই বাড়িটি বহুদিন থেকেই সে দেখছে আর সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার লোকেদের কাগজপত্র নিয়ে সেই জায়গা দিয়ে হাঁটতেও দেখেছে। মণ্ডলীরই পাশের রাস্তাতে যে কফি দোকান রয়েছে সেখানে সে প্রায়ই বসে থাকে, কফি পান করে, আর ভাবতে থাকে আমি যদি সাহস করে স্নায়ূতন্ত্রে ভর দিয়ে কোন একবার তাদের একটি সভাতে প্রবেশ করি তহলে কি তাদের কাছে গ্রহণ যোগ্য হতে পারবো।

জার্মি যখন ছোট ছিল তখন সে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাণ্ডে স্কুলে যেত কিন্তু ভালোভাবে মণ্ডলীর আসল রীতিনীতি ও সেখানের উপস্থিতি সম্বন্ধে অল্পই জানতো। আর তাই সেখানে সে গ্রহণযোগ্য হবে কি না তাই নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছিল না। তাই কফি পান করতে করতে সে এই সমস্ত ভাবতে থাকে আর তাদের দিক তাকাতে থাকে। সে এটার প্রতিও নজর রাখতো যে তারা যখন সেখানে প্রবেশ করছে আর সেখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তাদের মুখের মধ্যে আনন্দের ছাপ রয়েছে কি না। কিন্তু তারা এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতো যে ভালোভাবে

পরিষ্কার করে তাদের প্রতি তাকাতে পারতো না। ঠিক সেই সময়ে কোন একজন মণ্ডলীর সভা থেকে বেরিয়ে কফির দোকানে এসেছিল। তাদের মধ্যে বেশ কিছু লোক একাকী বসে রয়েছে আর সত্য সত্যই বলতে হলে সে মনে করলো তাদের যেন একাকী বলে মনে হচ্ছে। কেউ কেউ আবার অন্যদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলে তাদের আবার খুশিতে রয়েছে বলে মনে হচ্ছিল, ইহা তার কাছে হয়তো এমন আশার সঞ্চার করেছিল যেখানে তার মনে হচ্ছিল যেন কোন একদিন সেই সভাতে সে উপস্থিত হয়।

জার্মি এমন একটা বাড়িতে বড় হয়েছিল যেখানে সে ভালোবাসা কি তা উপলব্ধি করতে পারেনি। তার বাবা ও মা মদ্যপ অবস্থায় থাকতেন আর তারা সব সময়ে তার সমালোচনা এবং ভুল বের করার মধ্য দিয়ে তার আত্ম - প্রতিভার প্রতি এক বিরাট চোট পৌঁচেছিল। তারা প্রায় সময় তার ভাইয়ের সঙ্গে তার তুলনা করতো যে প্রায় প্রতিটি অবস্থাতেই তার থেকে স্মার্ট, চালাক এবং তালন্তের দিক দিয়েও এগিয়ে থাকতো। আর তাই সে মনে করতো সবসময়ের জন্য সে যেন কুৎসিৎ ও খারাপ ভালোবাসাহীন ও বোকা আর তার যেন কোন মূল্যই নেই।

তার বয়স যখন তেরো তখন জার্মি মন্দ লোকেদের পাল্লায় পড়ে ড্রাগস এবং মদ্যপানে অতিশয় জড়িয়ে পড়েছিল। আর তার আবেগ জনিত ব্যথা এতটাই গভীর ছিল যে টাকা পয়সার অসৎ ব্যবহার করতে করতে সে স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। সে অল্প খাবার খেতে আরম্ভ করলো ফলে শরীরে নানান বিভ্রান্তি দেখা দিল। আর পাছে কোন কিছু জোর করে খেয়ে বমি হয়ে যাওয়ার ভয়ে সে মোটা হচ্ছিল না।

সেই দিনের কথা সে কোন দিন ভুলতে পারে নি যখন বারো বৎসর বয়সে তার জন্মদিনে তার মা তার প্রতি রুচিহীন দৃষ্টিতে তাকে বলেছিল, ''তোমার জন্মদিনের কেক তৈরী করার সময় আমার নেই, আর যাইহোকনা কেন সেটাতে তো তোমার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তুমি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট মোটাই রয়েছো!'' সে যে মোটা এর আগে তা জানতো না, আর সেই দিন থেকেই সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে, দেখলো সেখানে যেন ত্রিশ পাউণ্ডের একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যদিও এর অগে সে অনেকটাই মোটা ছিল। আর তার মা ও বাবার বারংবার উচ্চারিত অরুচিকর ও কুৎসিৎ শব্দে তার নিজের প্রতিভা এমন ভাবে বিকৃত হতে থাকলো যা চিন্তার বাইরে।

স্কুলেও জার্মির ফল ভালো না হওয়াতে সে বুঝতে পারছিল না যে 'কলেজ' পর্যন্ত যেতে পারবে কি না। আর তাই স্কুল শেষ করার পরেই সে মুদিখানা দোকানে আলমারির তাকে জিনিসপত্র রাখা ও তা প্যাক করার কাজ শুরু করলো। বাড়ি থেকে দূরে থাকার ফলে সে ভালো রোজগার না করলেও তা দিয়ে সে নিজের কাপড় কিনত, মদ খেত এবং যখন ইচ্ছে হোত তখন সেই এলাকার বাইরে গিয়ে ড্রাগের নেশা করতো। বেশীরভাগ সময় সে বাড়িতে থাকাটা এড়িয়ে চলতো আর তাই কফির দোকানে বসে থাকতো বা প্রতিবেশী পাড়া দিয়ে হেঁটে বেড়াত আর অন্যান্য পরিবারের লোকেরা যারা সেখানে থাকতো তারা কেমন তাদের কথা ভেবে যেন তার

অদ্ভুত মনে হতো। তার কোন বন্ধু ছিল না কিন্তু পরিশেষে যে লোকেদের প্রতি সে নির্ভর করেছিল তাদের হাতে গুনতে পারতো। তার জীবনে যে লোকেরা এসেছিল তারা দাতা নয় বরং সুবিধা গ্রহণকারী আর তাই সেই লোকেদের সম্বন্ধে সে ভয়ে আঁতকে উঠতো।

একদিন লোকেরা যখন মণ্ডলীতে যাওয়ার জন্য একে একে জড়ো হচ্ছিল তখন জার্মিও সাহস করলো যেন সেই সভাতে উপস্থিত হয়। সে চাইলো লোকেদের সঙ্গে মিশে যেতে আর ভাবছিল কেউ হয়তো তাকে দেখতে পাবে না কিন্তু এরই মধ্যে তাকে একজন ভালোভাবে স্বাগত জানিয়ে বললো ''আমরা খুবই আনন্দিত যে আজকে তুমি এখানে এসেছো।'' সে তখন বুঝতে পারলো যে লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু সে কাউকেই বন্ধু বলে মনে করলো না। সেখানের প্রায় লোকের অপছন্দের যে জিনিসটা ছিল তা হল তার পোষাক। কেননা তার মাথার চুল ছিল তিন রঙের, যথা ঃ কালো সেইসঙ্গে মিশে আছে লাল রঙ তার মধ্যে আবার হলুদের ডোরা দাগ। তার পরনে ছিল ব্যাগি প্যান্ট আর ব্যাগি জামা। এটা সে তার নিজের আরামে জন্য কিন্তু পরেনি কিন্তু ভেবেছিল তার শরীরের ভার বেশী তাই তার দ্বারা সে তার শরীরকে লুকাতে চাইছিলো। তার পায়ে ছিল রাবারের চপ্পল, যা মণ্ডলীতে কেউ পরে না বিশেষত আবার সেই মণ্ডলীতে।

জার্মি ধীরে ধীরে মণ্ডলীর শেষ লাইনে এসে বসলো আর সেখানে যা হচ্ছিল তার কোন কিছুই সে বুঝতে পারলো না। আসনের পেছনের দিকে অর্থাৎ তাদের সামনে বেঞ্চের গায়ে যে বইগুলো পরিষ্কারভাবে গুছিয়ে রাখা ছিল সেখান থেকে তারা বই গুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে পুনরায় সেগুলোকে নিয়মিত জায়গায় রেখে দিচ্ছে, এইভাবে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবার বসে পড়ছে। সেখানে গান হচ্ছিল,অরগ্যান বাজছিলো, প্রার্থনা হচ্ছিল দানের জায়গা তাদের সামনে এগিয়ে দেওয়া হল আর তারা তাতে অর্থ দিল ইত্যাদি। একটি লোক যাকে দেখে অসুখী ও রাগী বলে মনে হচ্ছিল তিনি কুড়ি মিনিটের একটি ভাষণ দিলেন। আর তখন জার্মি মনে করলো তিনি নিশ্চয়ই পাষ্টার হবেন কিন্তু তার বিষয়ে সে নিশ্চিত হতে পারছিল না। পরিশেষে সেই সভা শেষের দিকে আসছে বলে মনে হল এইজন্য কেননা তারা আবার উঠে দাঁড়াল ও গান গাইল।

জার্মি মনে করলো বাইরে যাওয়ার সময় তাকে হয়তো কেউ কিছু বলবে। নিশ্চিত ভাবেই কোন একজনকে তো কিছু বলা দরকার, পাষ্টার দরজার সামনে বাইরে প্রস্থানকারী লোকেদের সঙ্গে করমর্দন করছেন আর জার্মি যখন তার কাছে পৌঁছাল তখন তিনি তাকে দেখে হাসলেনও না এমন কি তার দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। এই দেখে বোঝাই যচ্ছিল যে তিনি তার কাজ সারছিলেন আর শেষ পর্যন্ত তারও ধৈর্য্য ছিল না।

জার্মি যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে তখন সে ভাবলো সিঁড়ির শেষে এক মহিলা তার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইহাতে সে একটু আনন্দ পেল যে কেউ একজন তাকে দেখেছে। সেই মহিলা তাকে দেখেছেন ঠিকই কিন্তু জার্মি যেভাবে সেখানে এসেছে তার সমস্তটাই যেন একপ্রকার ভুল আর সেটাই তিনি দেখছিলেন, আর তাই তিনি তাকে বললেন, ''আমার নাম মার্গারেট

ব্রাউন, তোমার নাম কি?'' জার্মি তখন তার নাম বললো। মার্গারেট তখন বলতে থাকলেন, ''এখানে আসার জন্য তুমি সব সময়েই স্বাগতা কিন্তু আমার মনে হল আমি তোমাকে একটা বিষয় জানাই। আমরা যখন মণ্ডলীতে আসি তখন যেন রুচিসম্পন্ন পোষাক পরে এখানে আসি। এখানে তোমার মতো কোন জিন্‌স ও হাওয়াই চপ্পল চলে না তোমার চুলের বিষয়েও চিন্তা করা দরকার। মিষ্টি কেমন তা তুমি নিশ্চই জানো আর যীশু আমাদের বলেন'' আমরা যেন নম্র হই আর লোক দেখানোর জন্য কোন কিছু না করি।'' এইভাবে সে জার্মির প্রতি তাকিয়ে আত্মতুষ্টি করার জন্য হাসলেন আর বললেন, ''যে কোন সময় তুমি এখানে আসার জন্য স্বাগতা।''

সেই দিন জার্মি কফির দোকানে আর যেতে পারেনি কিন্তু অন্য জায়গায় গিয়ে সে কাঁদছিল। তখন সে অনুভব করতে পারলো প্রভুও মনে হয় তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর এইভাবে নিজের প্রতি ঘৃণায় সে আত্মহত্যা করতে চাইল। সে তখন চিন্তা করতে লাগলো যে বেঁচে থাকার কোন মূল্যই আর তার নেই।

এখানের ব্যবহৃত নামগুলো কিন্তু কাল্পনিক কিন্তু পৃথিবীতে জার্মির মতো এবং হোলিনেস ট্রাবেনাকেল মণ্ডলীতে ধর্মীয় মহিলা শ্রীমতি ব্রাউনের মতো বহু লোক রয়েছেন। তাদের দ্বারা খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী প্রতি সপ্তাহে পরিপূর্ণ থাকে। অনেকে রয়েছে যারা সেখানে এমন সাংঘাতিক আচরণ করতে থাকে এবং সভা শেষে তারা আর ধৈর্য্য ধরে রাখতে পারে না। তারা হলেন এমন লোক যারা সমালোচক, বিচার প্রবণ আর অত্যন্ত অনন্যসাধারণ বা অমিশুক।

সদাপ্রভুর ভালোবাসা প্রতিদিন সমান

যে দিনে জার্মি হোলিনেস ট্যাবন্যাকেল্ মণ্ডলীতে গিয়েছিল সে দিন যীশু সম্ভবত সেই মণ্ডলীতে হয়তো ছিলেন না কেননা তিনি থাকলে তিনিও নিশ্চই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি যদি সেখানে থাকতেন তাহলে হয়তো জার্মির দিকে দৃষ্টিপাত করে সেইদিনেই সেখানে তার কথা ভেবে হয়তো তার পাশেই বসতেন অথবা তার সঙ্গে একেবারে সামনের চেয়ার পর্যন্ত হেঁটে যেতেন আর জিজ্ঞাসা করতেন সে সেই দিনের পরিদর্শক কি না। যদি তিনি আবিষ্কার করতে পারতেন যে সে প্রথমবারের পরিদর্শক তবে সে যেটা বুঝতে পারেনি তা তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য সময় দিতেন। আর যতবার তিনি তার দিকে তাকাতেন ততবারেই তার প্রতি হাসতেন, আর তাকে তার সেই অদ্ভুত চুলের বাহারের জন্যও তার প্রশংসা করতেন কেননা সেটা দেখতে সত্যই অদ্ভুত ছিল! স্বাভাবিকভাবে তিনি হয়তো তাকে কফি পান করার জন্য সেখানের রাস্তা পার হয়ে আসার জন্য তাদের দলে তাকে আমন্ত্রণ জানাতেন আর যে পর্যন্ত না সে তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত পরবর্তী সপ্তাহে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাকে পুনরায় মণ্ডলীতে আসতে বলতেন। কিন্তু এটা নিশ্চিত যীশু সেই দিনে সেখানে ছিলেন না কেননা তিনি যেভাবে আচরণ করতেন সেইভাবে সেই দিন কেউই সেই আচরণ করেনি। কেউই সদাপ্রভুকে অনুকরণ করছিলো না।

কোন লোকের প্রত্যাশ্যায় নয়

বাইবেলে বহু জায়গাতে লেখা রয়েছে প্রভু কোন লোকের প্রতি প্রত্যাশা করেন না (দেখুন প্রেরিত ১০ঃ৩৪, রোমীয় ২ঃ১১, ইফিষীয় ৬ঃ৯)। অন্যভাবে বলা যায় লোকেরা কেমন বেশভূষা করে, কিভাবে আয় করে, কোন অবস্থানে তারা রয়েছে বা কাদের তারা জানে এই সমস্তের প্রতি তাকিয়ে তিনি কারো প্রতি আচরণ করেন না। তিনি সকলের প্রতি সমান আচরণ করেন তাই নয় কিন্তু বিশেষত যারা অন্যের প্রতি ভালো আচরণ করছে তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেন। ইস্রায়েলীয়দের বন্ধন অবস্থা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সময়ে তাদের সঙ্গে যে বিদেশীরা ছিল তাদের প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে এই বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে অনেক নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর প্রাথমিকভাবে তাঁর যে নির্দেশ তা স্বভাবতই,"তুমি বিদেশীদের প্রতি অন্যায় ও উপদ্রব করবে না তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বে ন্যায় আচরণ করবে। কোনভাবে তাদের প্রতি উপদ্রব করবে না।" (দেখুন যাত্রাপুস্তক ২২ঃ২১, ২৩ঃ৯, লেবীয়পুস্তক ১৯ঃ৩৩)। প্রেরিত পিতর বলেছেন,

> বিনা বচসাতে পরস্পর তোমরা অতিথি সেবা কর (বিশেষত যারা প্রভুতে অন্বেষী
> ও একই বাটীর লোক), (বিদেশীদের প্রতি অতিথি সুলভ হও,
> ভাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে অপরিচিত অতিথিদের আতিথ্য কর,
> বিদেশী, গরীব সেইসঙ্গে অন্য সকলে যারা খ্রীষ্টের শরীর হিসেবে
> আপনার পথে আসে তাদের প্রতি অতিথি সুলভ আচরণ করুন)
> আর (প্রতিটি সময়ে) আন্তরিকতার সঙ্গে তা কর।
> (ইচ্ছাকৃতভাবে ও অনুগ্রহ সহকারে, কোনভাবে অভিযোগ না করে
> তাঁকে উপস্থাপন করছি বলে তা করুন)।
> *১ পিতর ৪ঃ৯*

এই অংশে এগিয়ে যাওয়ার আগে যাদের আপনি জানেন না তাদের সঙ্গে আপনি কতোটা বন্ধুত্বপরায়ণ আর তা বিশেষত যারা আপনার থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন তাদের একটা তালিকা তৈরী করতে থাকুন। কিছু লোক রয়েছে যারা স্বাভাবিকভাবেই বন্ধুত্বপরায়ণ আর মানষিক দিক দিয়ে তারা তুলনামূলকভাবে গতিমূখী কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা ''বন্ধুত্বপরায়ণ জীন'' লাভ করি নি তাদের প্রয়োজন যেন এটা করাতে অভ্যস্থ হই কেননা বাইবেল ইহা করার জন্য আমাদের আদেশ করে।

প্রেরিত যাকোব মণ্ডলীকে তিরষ্কার করেছেন যেন তারা সেই লোকেদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না করে যারা সমাজগৃহে জমকালো বস্ত্র পরে অথবা তারা যখন বাড়িতে আসে তখন যেন বিশেষ স্থানে বসানোর জন্য আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ না করি। তিনি বলেন যদি লোকেরা এইভাবে আচরণ করে আর বিশেষ সমাদরের আকাঙ্খী হয় তবে তারা প্রভেদ সৃষ্টি করে আর তাদের মনোভাব খারাপ। তিনি এটাও বলেছেন আমরা সকলে যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শ্রদ্ধার বিষয়টি হীনমন্যতার ন্যায় অনুকরণ করে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা না করি (দেখুন যাকোব ২ঃ১-৪)। অন্যভাবে বলা যেতে পারে আমরা যেন সমস্ত লোককে যোগ্য ও শ্রদ্ধার পাত্র বলে বিবেচনা করি।

লোকেদের মধ্যে বিভেদের যে বিষয়টা রয়েছে যীশু কিন্তু সেই বিষয়ের সমাধান করেছিলেন আর তাই তিনি বলেছিলেন আমরা সকলেই তাঁর মধ্যে এক বা সমান (দেখুন গালাতীয় ৩ঃ২৮)। আমাদের যেটা দেখার প্রয়োজন তা হল লোকেদের মূল্যবোধ, তারা দেখতে কেমন যথা কালো, লাল না কিসাদা তেমন নয় আর না তো তাদের কাপড়ে কোন কোম্পানির ছাপ লাগানো রয়েছে বা চুলের বাহার কেমন, কি রকম গাড়ী তারা চালিয়ে আসছে বা তাদের পদাধিকার কি বা তারা কি নামে গণ্য তেমন নয় - কিন্তু সেই লোক যাদের জন্য যীশু মৃত্যুবরণ করেছেন।

কফি দোকানের এক পাঠমালা

আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন রয়েছে যেন আমরা নিজেদের আয়ত্বের মধ্যে থেকেই সেটাকে বিস্মৃত করি। আর আমাদের এটাকে এমনভাবে বিস্মৃত করতে হবে যাতে সর্ব প্রকার লোকেদের ইহার মধ্যে নিয়ে আনতে পারি। সম্প্রতি সময়ে আমি পেট্‌ল স্ক্যানলনের সঙ্গে ছিলাম যিনি হলেন ইংল্যান্ডের বিরমিন্‌গ্যামের পাষ্টার আর আমরা একটি কফির দোকানে বেশ কিছু লোকেদের মাঝখানে বসে কফি পান করছিলাম। আমি স্মরণ করতে পারছি সেই মেয়েটির চুলের কথা যে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল, আর সত্যই ইহা ছিল এক অদ্ভুত যা আমি আগে কোনদিন দেখি নি। তার মাথায় শুধুমাত্র মাঝখানে সামান্য চুল রয়েছে আর তা আবার পেছনের দিকে লম্বা হয়ে নেমে গিয়েছে আর এই চুলগুলো লাল, নীল কালো, সাদা রঙে রঙ্গীন। সেইসঙ্গে তার কান, নাক, জীভ এবং ঠোঁটের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু ফুটো রয়েছে। তাকে দেখে আমি যে অস্বস্তি অনুভব করছিলাম তা আমার মনে আছে কেননা সে আমার মতো কোন অংশেই স্বাভাবিক ছিল না। আমরা এতটাই আলাদা ছিলাম যার বিষয়ে আর অন্য কিছু ভাবতে পারা যায় না। অর্থাৎ বলা যেতে পারে সে ছিল আমাদের চিন্তার বর্হিভূত। আর তাই আমাদের কফি চাওয়ার পরে তার দিকে আর তাকাতে চাইছিলাম না।

যাইহোক না পৌল তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন আর প্রথম যে বিষয়টি তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ‘‘আমি তোমার চুলটা পছন্দ করি। কিভাবে তুমি এটাকে এত সুদৃঢ় করলে?’’ তিনি ধারাবাহিকভাবে তার সঙ্গে আলোচনা করতে থাকলেন আর তখনি সেই অবস্থা যা বদ্ধ বলে মনে হচ্ছিল তা যেন শিথিল হয়ে গেল। তখন আমরা সকলেই যেন অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠলাম। আমি তখন তাদের কথোপকথনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম আর সেই মেয়েটিকে আমাদের মধ্যে নিয়ে এলাম। সেই দিন আমি শিখলাম আমি নিজেকে যেভাবে আধুনিক বলে মনে করি আমি কিন্তু তা নয়। আমার মধ্যে এখন কিছু অপ্রীতিভাজন ধর্মীয় চিন্তাধারা রয়েছে আর আমার প্রয়োজন রয়েছে যেন এক নতুন কিনারায় উপনীত হই যেখানে সমস্ত লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবো তা এমন কি তাদের সঙ্গে যাদের দেখতে একটু আলাদা প্রকৃতির। তাদের সঙ্গেও স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয় হন আর তাদেরও অর্ন্তগত করুন।

হতে পারে কফির দোকানে সেই মেয়েটির প্রতি আমিই হয়তো একমাত্র লোক যে তার সঙ্গে অস্বাভাবিক ও ভিন্ন ভাব পোষণ করেছিলাম। আর তাই কোনটা গ্রহণযোগ্য ও মহত্ব সেই বিষয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে এই মনোভাব কেন আমরা ধার্য করে বসি যে অন্য কেউ একটু ভিন্ন প্রকার হলেই তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সমস্যা রয়েছে? একদিন আমি মোশির বিষয়ে এইভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম, মোশি যখন সিনয় পর্বত থেকে ফিরে এলেন তখন তাকে দেখতে কেমন ছিল? সেখানে তিনি চল্লিশ দিন ও রাত্রি কাটিয়ে সদাপ্রভুর কাছ থেকে দশ আজ্ঞা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। আমার মনে হয় তার চুলের অবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল, দাড়িও নিশ্চয়ই বড় হয়ে গিয়েছিল আর তার পোষাক ও জুতোও নোংরা হয়ে গিয়েছিল।

আমি এটাও জানি যে যোহন বাপ্তাইজ একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তিনি মরুপ্রান্তরে বাস করতেন,পশুর চামড়া পরতেন, মধু ও পঙ্গপাল খেতেন। তিনি যখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেন তখন চিৎকার করে বলতেন, ''তোমরা পাপের পথ থেকে মন ফিরাও কেননা সদাপ্রভুর রাজ্য সন্নিকট।''

বাইবেল বলে বিদেশীদের সঙ্গে আমরা কিভাবে আচরণ করছি সে বিষয়ে যেন সর্তক হই কেননা কে জানে এর দ্বারা আমরা হয়তো দূতগণের আতিথ্য অবহেলা করতে পারি (দেখুন ইব্রীয় ১৩ঃ২)। ইহা বলছে আমরা যেন তাদের সঙ্গে দয়ালু, সৌহার্দপূর্ণ, বন্ধুত্বপরায়ণ ও অনুগ্রহশীল হই আর আমাদের গৃহের স্বাচ্ছন্দতা তাদের উপকারের জন্য রেখে দিই। আজকের সমাজে প্রায় লোক তারা বিদেশীদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। তারা চায় যেন নিজে থেকেই বন্ধুত্বের ভাব উপভোগ করে।

আপনি হয়তো বলবেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ''জয়েস, আমরা তা জানি কিন্তু বর্তমানে আমরা ভিন্ন প্রকার জগতে বাস করছি, তুমি হয়তো জানো না কার সঙ্গে তুমি কথা বলছো।'' আমি অনুভব করতে পারছি এরজন্য তোমাকে প্রজ্ঞার আশ্রয় নেওয়া উচিত কিন্তু আমি চাই না যেন সেই ভয় আপনাকে বন্ধুত্বহীন বা শীতল করে দেয়। তাই নিশ্চিতভাবেই আপনি আপনার মণ্ডলীতে, স্কুলে, কর্মস্থলে আর প্রতিবেশীদের মধ্যে কোন নূতন লোককে দেখলে তার প্রতি তাকিয়ে কেমন আছেন এই সম্বোধন করতে পারেন।

যখন আপনি চিকিৎসকের চেম্বারে আপনার নাম ডাকার জন্য বসে থাকেন তখন এইভাবে নিশ্চিত হয়ে আপনি কোন বয়স্কা মহিলার সঙ্গেও কথা বলতে পারেন। তিনি এতটাই একাকী তাই সেই সময়ে আপনার বহু মূল্য সময়ের মধ্য থেকে দশ মিনিট বার করে নিয়ে তার বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলুন। হতে পারে তাকে হয়তো আপনি আর দেখতে পাবেন না কিন্তু তিনি আপনাকে স্মরণ করবেন, এইভাবে তা করলে আপনি তার প্রতি যা করলেন তারজন্য সদাপ্রভু আপনার প্রশংসা করবেন। এটা খুবই সামান্য ব্যাপার কিন্তু এর দ্বারা আপনি তাকে আপনার নিজের সঙ্গে সংযোগ করলেন।

এই অধ্যায় অনুসরণ করার পরে আপনি পৌল স্ক্যান্‌লনের অতিথি লেখকের একটি অধ্যায় পড়বেন যিনি তার অভিজ্ঞতার গল্প বলেছেন তিনি তার মৃতপ্রায় মণ্ডলীকে এক ধর্মীয় মণ্ডলীতে

রূপান্তরিত করেছিলেন। সেই মণ্ডলী উদ্দীপনা উপলব্ধি করেছিল আর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। তার গল্প আমাদের বহু কিছু শেখায় ও তা আমাদের অনুপ্রাণিত করে যেন কঠিন কোন বিষয় আমরা জিজ্ঞাসা করি। যদি প্রকৃত উদ্দীপনা আপনার মণ্ডলীতে আসে তবে আপনি কি উদ্দীপ্ত হবেন না ? না কি আপনি অন্যান্য লোকেদের মতো অনুর্বর জমির ন্যায় আরো খারাপ হবেন? তারা হয়তো এমন জায়গা থেকে আসছে যাদের গায়ের বা বস্ত্রের গন্ধ খুব একটা ভালো নয়। অথবা তাদের মুখে ও গায়ে হয়তো আরো অপ্রীতিকর অনেক কিছু থাকতে পারে। এই পৃথিবীতে আঘাতপ্রাপ্ত ও আহত লোকেরা সর্বদা বিষয়গুলোকে ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারে না বা তাদের গন্ধও ভালো নয়। কোন কোন সময়ে অন্যরা সেইভাবে তা করলেও তা কিন্তু সর্বদা নয়। আর তাই এরজন্য কেবল মলাট দেখেই বিচার না করে বইয়ের ভেতরের পাতায় কি রয়েছে তা যেন আমরা পড়ি। লোকেরা যেভাবে নিজেদের প্রকাশ করছে তার উর্দ্ধে গিয়ে তাদের দেখুন তারা কেমন ও তাদের অন্তর কেমন।

আপনার আরাম থেকে বাইরে বেরিয়ে আসুন

আপনার নিজের আরামের বাইরে গিয়ে অন্য একজনকে আয়েস প্রদান করা হল লোকেদের কাছে সদাপ্রভুর ভালোবাসা প্রকাশ করা। বহু খ্রীষ্টীয়ান রয়েছে যারা উদ্দীপনার জন্য প্রার্থনা করতে ভালোবাসে, আর যখন প্রার্থনা করে তখন তারা ''এই জগতে হারানো আত্মাদের'' জন্য কাঁদে কিন্তু সততার সঙ্গে এই কথা বলতে হয় এই একই লোক যারা এই উদ্দীপনার জন্য প্রার্থনা করেছিল সেই উদ্দীপনা তাদের মণ্ডলীতে প্রবেশ করলে তারা মণ্ডলী পরিত্যাগ করতে থাকে কেননা এটা তাদের স্বাভাবিক জীবনধারাকে বিশৃঙ্খল করে তোলে আর সেটা তারা পচ্ছন্দ করে না। সম্প্রতি আমি একটি

> আপনার নিজের আরামের বাইরে গিয়ে অন্য একজনকে আয়েস প্রদান করা হল লোকেদের কাছে সদাপ্রভুর ভালোবাসা প্রকাশ করা।

মণ্ডলীতে প্রচার করে এসেছি যেখানে স্থানীয় নার্সিং হোম থেকে রোগীদের হুইল চেয়ারে করে নিয়ে এসে মণ্ডলীতে সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। আর স্পিকার হিসেবে আমাকেও সামনে বসতে হয়েছিল। কিন্তু রোগীদের হুইল চেয়ারগুলো এমনভাবে সারিবদ্ধ করে রাখা ছিল যা প্রথম সারির আগে। আর আমার সামনে যে লোকটিকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল তার গন্ধ খুব বাজে ছিল আর তার সেই গন্ধ যখন আমার নাকে আসে তখন আমার পেটের যে সমস্যা আছে তা বাড়তে আরম্ভ করে। (আমার সন্তানেরা যখন নোংরা করতো তখন আমি দেভকে বলতাম তিনি যখন বাড়িতে থাকে তখন যেন তা পরিষ্কার করে দেন।)

সেখানে বসে আমি অনুভব করতে পারলাম সদাপ্রভুর ইচ্ছার উপলব্ধি। তিনি আমাকে সেখানেই রাখলেন যেখানে আমার থাকার প্রয়োজন ছিল . . . । সেই অবস্থায় আমি উপরে উঠে

যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম আর মণ্ডলীতে সমবেত লোকেদের কাছে ''ভালোবাসা এবং তা নিজেদের মধ্যে পরিধান বা তাতে অর্ন্তগত থাকা'' বিষয়ে সংবাদ জ্ঞাপন করতে যাচ্ছিলাম। সংবাদ দেওয়ার আগে আমি যখন সেখানে বসেছিলাম তখন সেই গন্ধের জন্য আমাকে অনেক কিছুই করতে হয়েছে। আমি যখন তা করছিলাম তখন আমাকে দেখে নিশ্চই আত্মিক বলে মনে হচ্ছিল কেননা আমি আমার নাকটাকে যতদূর সম্ভব বাতাসে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলাম। তাই তখন আমাকে দেখে এটাই মনে হতে পারতো যে আমি হয়তো স্বর্গের দিকে তাকিয়েই বসে রয়েছি। আমি জানতাম এইভাবে এখানে বসার জন্যই প্রভু আমাকে প্রস্তুত করেছিলেন আর তাই প্রসঙ্গত আমাকে সেখানেই থাকার প্রয়োজন ছিল। এখানের অভিজ্ঞতা হল অন্যদের কাছে আমি যা বলতে চলেছি সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে তা করার জন্য নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করাটাই আমার কাছে বড় বিষয় ছিল। আমরা যখন যে কোন জায়গাতেই যাই না কেন সেখানে গিয়ে সর্বদা আরাম উপভোগ করবো তার কোন প্রয়োজন নেই। আমার সামনে বসে থাকা সেই লোকটিকে নিয়মিত স্নান করিয়ে দেওয়ার মতো হয়তো কেউ ছিল না তাই তার শরীর থেকে গন্ধ বের হচ্ছিল আর তাতে তার করার কিছুই ছিলনা। যাইহোকনাকেন তার প্রতি সেই উপকারটা করার জন্য হয়তে কেউ তার প্রতি যত্ন নেয়নি বা তাকে পরিষ্কার করে দেয়নি। তাই ইহাতে অভ্যস্থ হওয়ার জন্য আপনি স্থানীয় কোন নার্সিং হোমে যান আর রোগীদের পরিষ্কার করার কাজে নিজেকে স্বেচ্ছাসেবীর কাজ নিয়োগ করুন।

জার্মি পুনরায় চেষ্টা করে

আমরা যখন এই অধ্যায় সমাপ্ত করছি তখন আমি আপনাদের সঙ্গে জার্মির গল্প আলোচনা করতে চাই। সেই দিনে মণ্ডলীতে তার সঙ্গে সেইভাবে দুঃখজনক অভিজ্ঞতার পরে সে সংকল্প নিয়েছিল এইভাবে আর কোন কাজ করবে না (অর্থাৎ মণ্ডলীতে যাবে না)। আর তারপরে সুস্পষ্টভাবেই সোমবার দিনে সে যখন কাজ করতে যায় তখন অত্যন্ত অবসাদগ্রস্থ মনোভাব নিয়েই সেখানে যায়। ইহার ফলে তারই এক সহকর্মী তাকে দেখে তার অবস্থার কথা জানতে চায়। জার্মি স্বভাবত সমস্ত কিছু তার অন্তরে রেখে দিয়েছিল কিন্তু ইহার জন্য সে এতটাই মর্মাহত ও আঘাত পেয়েছিল যে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার সহকর্মী সামানাথা, তাদের ম্যানেজারকে বলে তারা সময়ের আগে একটু বিরতি নেবে আর সেই সময় তার সহকর্মী জার্মিকে কার্যকারীর লাউনজে নিয়ে গিয়ে ভালো পরিস্থিতিতে আনার চেষ্টা করে। এই সময়ে জার্মি তার হৃদয়ের কথা সামানাথাকে খুলে বলে যে মণ্ডলীর মধ্যে তার প্রতি কিরূপ আচরণ করা হয়েছিল। এরপরে সামানাথা তাকে তার বাড়িতে সন্ধ্যের খাবারে নিমন্ত্রণ জানায় যাতে তারা আরো ভালোভাবে একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারে। সেই সন্ধ্যায় তাদের উপস্থিতি তার কাছে প্রমাণ করেছিল যে এটা জার্মির জীবনকে পরিবর্তন করেছে।

সামানাথা ছিলেন প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান। আমার বলার অর্থ তিনি সত্যসত্যই যত্নশীলা এবং সাহায্যকারী ছিলেন। এইভাবে সে জার্মির সঙ্গে সপ্তাহে দুইবার মিলিত হতে থাকে আর শুধু যে তার জন্য যত্ন নেয় তাই নয় কিন্তু ধীরে ধীরে যীশু সম্বন্ধে তার কাছে ব্যাখ্যা করতে থাকে যে তিনি তাকে কতটা ভালোবাসেন। এর তিনমাস পরে সামানাথা জার্মিকে জিজ্ঞাসা করে যদি সে আরো একবার সেই মণ্ডলীতে যায় আর তারসঙ্গে সেও সেই সভাতে যোগদান করবে। জার্মি এই বিষয়ে ততটা উদ্দীপ্ত না হলেও মনের মধ্যে অনুভব করলো সামানাথার কাছে সে ঋণী কেননা প্রায় সময় সে তার সঙ্গেই সময় কাটিয়েছে।

এইসময়ে পুনরুত্থান নামে মণ্ডলীতে যোগদান করাটা আগের মণ্ডলী থেকে একটু আলাদা। সেখানে তাকে ভালোভাবে স্বাগতম জানানো হয়,তাকে বসার জন্য বিশেষ জায়গা দেওয়া হয় যেটা ছিল মণ্ডলীর প্রথম সারি কেননা সে সেখানের অতিথি। সেখানে সেই সভার সমস্ত কিছুই যেন কেবলমাত্র তারই জন্য। সে সমস্ত কিছু বুঝতে পারলো কেননা এর সমস্ত কিছুই প্রকৃত জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। যে গান তারা গেয়েছিল তার মধ্যেও অর্থ ও প্রাণ ছিল আর সেখানের প্রত্যেকেই তাকে ভালোভাবে অনুভব করার চেষ্টা করছিল। এইভাবে সভার পরে তাকে কফির জন্য নিমন্ত্রণ জানানে হয় আর সেখানের সভা সমাপ্ত হওয়ার পরে অনেকেই তার নিগুঢ় বন্ধু হয়ে ওঠে। এই মণ্ডলীতে বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন সংস্কৃতির লোক রয়েছে। এখানে কেউ পরে সুট এবং টাই আবার অন্যরা পরে জিনস এবং টি শার্ট। এখানে এই মণ্ডলীর সকলেই যে যার নিজের মতো স্বাধীন।

জার্মি তার জীবন প্রভুর কাছে সমর্পণ করেছে তাই এখন আর সভাতে উপস্থিত না থাকাটা সে পছন্দ করে না। এখন সে বিবাহিত ও দুই সন্তানের মা। তার পুরো পরিবার এখন শহরের বিভিন্ন জায়গাতে সুসমাচার প্রচারের কাজে লিপ্ত। জার্মি এই কাজ করতে পছন্দ করে কেননা সে অনুভব করতে পেরেছে কোনভাবে সেও হয়তো তাদের মতো একজন হয়ে উঠতো।

প্রথমবার মণ্ডলীতে যোগ দেওয়ার ফলে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল ফলে জার্মি যদি তার জীবনকে সমাপ্ত করলে কি বিয়োগান্তক বিষয়ই না হতো? লোকেরা যখন মণ্ডলীর মধ্যে থেকে মনে করে যে তারা সদাপ্রভুর চেষ্টা করছে আর তারপরে অন্যরা যখন মণ্ডলীতে যায় তাদের তারা সেইভাবে না দেখে তাদের প্রতি অবহেলা করে তবে সেই সিদ্ধান্তকে আমি ঘৃণা করি। তাই আসুন আমরা যেন নিশ্চিত হই ও সমস্ত লোকেদের এই পরিধির মধ্যে নিয়ে আনতে পারি। কোন একজনকে আপনার মতো দেখতে নয় বলে তাদের কাউকেই বাদ দেবেন না। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যে লোকেরা রয়েছে তাদের আমরা কাছের বন্ধু বলে বিবেচনা করি আর সেটা ভাবা কোন ভুল নয়। এমন কি যীশুর বারোজন শিষ্যদের মধ্যে তাঁর কাছের শিষ্য ছিলেন তিনজন যাদের প্রতি তিনি অন্যদের থেকে বেশী সময় কাটাতেন। কিন্তু এরজন্য তিনি কোন সময়েই কাউকে হাল্কাভাবে নেন নি আর কাউকেই মূল্যহীন বলে বিবেচনা করেন নি।

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন

পাষ্টার পৌল স্ক্যন্‌লন

স্থানীয় মণ্ডলী হল সব থেকে বড় এক চিন্তাশীল বিষয় যা সদাপ্রভু রচনা করেছেন! আমরা হলাম মণ্ডলীকে ''মূল্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার'' জন্য প্রভুর এক সম্প্রদায়, আমরা তাঁর উনুই বা স্রোত, তাঁর অনির্বচনীয় প্রতীক, তাঁর হাসি আর এই শহরে অবস্থানরত তাঁর ঠিকানা। কিন্তু পরিণামস্বরূপ সদাপ্রভুর গৃহের কাছেই বহু মিলিয়ন লোক তাঁর নিজেদের গৃহেই দুঃখভোগ করছে আর যীশুকে তাদের ধর্মের মধ্যে লুকিয়ে রেখে ছদ্মবেশ ধারণ করেছে আর বহু মণ্ডলী তাঁকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

পার হয়ে আসা

দশ বৎসর আগে আমাদের মণ্ডলীকে এক ভয়ানক সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল আর সেই ব্যাখ্যা যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক। তাই এই সময়টিকে আমরা ''পার হয়ে আসা'' বলেই সম্বোধন করি আর গল্পের সেই যে প্রণালী তার নামে একটি বই রয়েছে যা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের গল্পের অভিজ্ঞতাকেই বহন করে। আমরা যেখানে রয়েছি সেই ইউনাইটেড কিংডমের প্রায় মণ্ডলীর সাইজ হল কুড়ি জন আর যে আটানব্বই শতাংশ লোক রয়েছে তারা যে কেবল মণ্ডলীতে যায় না তাই নয় কিন্তু তারা বাস্তবে '' মণ্ডলীর বিরুদ্ধচারী।'' আর তাই ব্রিটিশদের মান অনুযায়ী সেই সময়ে আমরাও এক বৃহৎ মণ্ডলীতে ছিলাম যার সদস্য সংখ্যা ৪৫০। তাদের জন্য ছিল এক বিরাট অট্টালিকা যার সমস্ত ব্যয়ভার তারাই বহন করতো। আমরা ছিলাম সুখী এবং ফলবন্ত বা সমৃদ্ধশালী সেখানে ভাষণ বা প্রচার আমরা ভালোভাবেই উপভোগ করতাম এবং বাদ্যযন্ত্র ও সংগীত এবং গঠনের দিক দিয়ে তা ছিল অন্যতম। তথাপি এই সমস্ত কিছুর মধ্যে এক বিরাট কিছুর অভাব আমরা অনুভব করছিলাম। তা প্রাথমিকভাবে গভীর কিছু একটার অনুপস্থিত সেখানে ছিল যা কারোর দৃষ্টিতে আসে নি।

আমরা তখন এমনি একটা ফাঁদে পড়ে যাই যা হল ''খ্রীষ্টীয়ানদের তত্বাবধানের মধ্যেই মেরামতির এক বাড়তি খরচা'' যাকে বলা যেতে পারে সীমাহীন গোলক ধাঁধা। উচ্চ প্রভাবশালী বা সেই বিশাল মেরামতির জন্য খ্রীষ্টীয়ানেরা তার পরিকল্পনায় মণ্ডলীকে প্রশমিত করার জন্য দিয়াবলের প্রধান রহস্যজনক কাজ। এরা এত সুন্দর খ্রীষ্টীয়ান যাদের সঙ্গে আপনি আগে মিলিত হন নি আর তাই সেখানেই সমস্যা গুঁড়ি মারতে থাকে। এই লোকেদের মধ্যে কারোরই অসুখী অবস্থা ''খারাপ হৃদয়'' বা খারাপ মনোভাব ছিল না। পিছনের দিকে তাকিয়ে আমি তাদেরই পছন্দ করতাম কেননা ইহাকে তারা অতি সহজেই পুনরায় গঠন করার প্রয়োজনটিকে মেটাতে পারতো।

সারা পৃথিবীতে পালকেরা যেন একটা লোকসানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আর মণ্ডলী এবং সেবাকার্যের মধ্যে যে বিষয়টি হারিয়ে যাচ্ছে তাকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় আর এই লোকসান যে হচ্ছে সেটাকে তারা নিজেদের অস্থিরতা বা নেতিবাচক অর্থে প্রকাশ করতে চায় না। ইহা যেন সেই গল্পে এক বালকের মতো যে ''সম্রাটের নতুন বস্ত্রের'' প্রতি আঙুল দেখিয়ে তারই চারপাশে ঘুরতে থাকে আর বলে তার গায়ে যেন কোন বস্ত্রই নেই।

সকলেই যখন অত্যন্তভাবে আনন্দিত, উদ্বেলিত, বন্ধুত্বপরায়ণ এবং আশীর্বাদপূর্ণ তখন কে ঘোষণা করবে যে আমরা মারা যাচ্ছি? কিন্তু ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে আমি এক বালকে পরিণত হয়েছিলাম তখন আমাকে আমাদের মণ্ডলীর প্রতি নির্দেশ করে বলতে হয়েছিল, ''আমরা উলঙ্গ, স্বচ্ছন্দময়, মারাত্মক, নিরাপদ এবং অপ্রাসঙ্গিক'' আর ইহা তাদের সঙ্গে আমাকেও অীভূত করে। এইগুলোকে দেখা আমাদের কাছে অত্যন্ত সহজ ছিল কেননা ঠিক অন্যান্য মণ্ডলীর মতো আমাদেরও ধর্মতত্ব ছিল এবং হারিয়ে যাওয়া লোকেদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এক ভাষা ছিল কিন্তু বাস্তবে আমরা কারো কাছেই পৌঁছাতে পারছিলাম না। আমরা হারিয়ে যাওয়াদের জন্য প্রার্থনা করেছি, প্রচার করেছি, গান গেয়েছি কিন্তু হারানো লোকেরা উদ্ধার লাভ করে নি। আমাদের মধ্যে নিজেদের প্রতি নজর রাখার জন্য ধর্মীয় এক ক্লাব ছিল কিন্তু আমাদের স্বচ্ছন্দতাময় জীবনধারা ও আশীর্বাদের জন্য সদাপ্রভুর হৃদয়ের যে আকাঙ্খা সেই হারিয়ে যাওয়া ও দুঃখার্তদের প্রতি আমরা কিছুই করতে পারি নি।

১৯৯৯ সালে জানুয়ারী মাসে আমি একটা সংবাদ প্রচার করি যার নাম, ''৯৯ সালে বাস করে আমরা ৯৯ জনকে হারাচ্ছি'' যা নির্দেশ করছে যীশুর প্রতি। তিনি নিজেকে মেষপালক বলে বর্ণনা করার পরেই তাঁর অধিকাংশ মেষ যথা ৯৯টি মেষকে ছেড়ে দিয়ে যেটা হারিয়ে গিয়েছিল সেই হারিয়ে যাওয়া একটাকেই খুঁজে ছিলেন। ইহাকে ব্যাখ্যা করে আমি বলতে চেয়েছি যারা ইতিমধ্যেই মণ্ডলীতে রয়েছে তাদের প্রতি প্রধান প্রাধান্য দেওয়া আমাদের উচিৎ নয় কিন্তু আমাদের প্রাধান্য হবে অন্যদের জন্য যারা হারিয়ে গিয়েছে। তাই যারা অবহেলিত খ্রীষ্টীয়ান, তাদের আমি নরকের মধ্য থেকে গুঁতো মেরে ঠেলে উঠাতে চাইলাম আর তখন তাদেরই যাদের আত্মায় পূর্ণ বলে জানতাম তাদের আচরণে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কেননা আমি দেখলাম যে নোংরা পাপী লোকেদের দ্বারা আমাদের মণ্ডলী তুচ্ছ হতে চলছে আর সেই চিন্তাধারাকে আমি মেনে নিতে পারলাম না।

আমাদের স্বাচ্ছন্দময় এবং স্বাতন্ত্র্যভিমানী সদস্যদের জীবন লাঘব করার জন্য তাদের আমি কাজ কর্মের ক্লাবে ফিরিয়ে আনার জন্য দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছি। কিন্তু পরিশেষে ১৯৯৯ সালে আমি একটি বাস নিয়ে মিনিষ্ট্রি আরম্ভ করলাম। আর ইহা করার জন্য প্রভু কেমন করে তা করালেন যেটাকে কেবল একটা গল্প বলেই মনে হয়। এটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ছিল আর ইহা ছিল ''সদাপ্রভুর অভিপ্রায়''কেননা ইহার শেষ বিষয়টি ছিল আমার উত্তম অভিপ্রায়।

সপ্তাহের পরে সপ্তাহ আমরা শত শত নোংরা পাপী লোকেদের বাসে করে মণ্ডলীতে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। বাসে করে বয়ে নিয়ে আসা এই মণ্ডলীহীন লোকেরা ছিল প্রায় সময়ে দুরন্ত,

দুর্নীতি এবং আমাদের মণ্ডলীর অনিশ্চিত লোকেরা যারা আমাদের সুন্দর ক্লাবটিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছিল সেই সন্মানীয় সদস্যরা তাদের যে ভাবে নির্দেশ করতেন তারা হলো ''বাসের লোক।'' আর তারা মনে করতো এরা হয়তো তাদের সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের আশঙ্কা ঘটাতে পারে। তাই আমি এইভাবে কাজ আরম্ভ করেছি বলে যে লোকেদের আমি ভালোবাসতাম তাদের কাছ থেকে আমি অপ্রীতিকর, নোংরা এবং ভীতি প্রদর্শনমূলক চিঠি ও ফোন পেতে থাকলাম কিন্তু এর দ্বারা তারা আমাকে তাদের হাতের নাগালের মধ্যে আনতে পারে নি। বরং যে শিশুরা আমাদের বাসে চড়ে মণ্ডলীতে আসতো তারা আমাদের সান্‌ডে স্কুলের সর্বনাশ করছে বলেও অভিযোগ আসতে থাকে। সেখানের পুরোনো সদস্যরা নিজেদের মধ্যে এই সব অভিযোগ করতে থাকে যথা তাদের মা ও বাবারা মণ্ডলীর মুখ্য সভা নষ্ট করে ফেলছে আর তারা ধূম পান করে, নাক ডাকে ইত্যাদি।

এইজন্য নেতারাও একের পর এক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে আর তারা আমার কাছে অনুরোধ করে আমি যেন তা বন্ধ করে দিই কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। হারানো লোকেদের জন্য সদাপ্রভুর যে হৃদয় তা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে আর এইজন্য আমি সম্পূর্ণভাবে যে কোন পরামর্শের বাইরে। তাই যা আমার জীবনে কোন দিন অনুভব করি নি এইভাবে প্রায় দুই বৎসর আমি একাকী হয়ে যাই। আর আমি বন্ধুদের কাছেও আঘাত পেতে থাকি। সবথেকে বড় আঘাত যেটা সহ্য করা কঠিন ছিল তা হল আমার বন্ধুরা যেন আমাকে একেবারেই ভুলে গিয়েছে কেননা একদিন সমুদ্র সৈকতে তারা যখন বিপদে পড়ে মারা যেতে বসেছিল তখন কেউ একজন তাদের দেখতে গিয়েছিল আর সে ছিল আমি।

তারা সকলে এত কিছুর দ্বারা আমাকে যখন পরাজিত করতে পারলো না তখন ''ভাববাদীর দল'' আমার কাছে আসতে থাকলো। এরাই হল আমাদের কাছে ভাববাদী মূলক লোক। তারা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য নির্ধারিত সময় চাইছিল। অনেক সময়ে তারা দলবদ্ধ হয়ে আমার কাছে এসে বলতো যে সদাপ্রভু তাদের দ্বারা আমাকে কি বলতে চান তা যেন আমি শুনি। তাদের সংবাদ ছিল এইপ্রকার, তুমি যদি এই কাজ বন্ধ না কর তবে আমাদের মণ্ডলী আলাদা হয়ে যাবে, তুমি ও তোমার পরিবার শাস্তি পাবে আর নেতারাও তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। অর্থনৈতিক দিকটা খর্ব হয়ে পড়বে আর এই দেশে আমাদের যে সুনাম তা নষ্ট হয়ে যাবে।'' কিন্তু আমার কাছে, সেই সমস্তের মূল্য এত বিরাট হলেও তার অর্থ তেমন ছিলনা যে সদাপ্রভু আমাকে যা বলছেন, ''তা আমি করবো না।'' তিনি যদি এই সংবাদ পাঠাচ্ছেন তবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বলছেন, আমি যদি তা করি তবে তার জন্য মাথা পিছু অর্থের পরিমাণ হবে এই প্রকার। এখানে আমার উত্তর কেবলমাত্র এটাই হওয়া দরকার ছিল যে আমি ইহাতে সন্মত। কেননা তখন ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে বহু কিছু ঘটে গিয়েছিল, অনেকে মণ্ডলী ছেড়ে চলে গিয়েছে আর পরিনামস্বরূপ ধীরে ধীরে তাদের অর্থের ভাণ্ডারও সংকটময় হয়ে পড়ছিলো। যারা ছেড়ে যাচ্ছিল তারা গেলেও অপর দিক দিয়ে আমারাও ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিলাম কিন্তু সেটা কেবল গরীব লোকেদের সঙ্গে নিয়ে। এই গরীব লোকেদের যে কেবল অর্থ ছিল না তাই নয় কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছানোটাও ছিল ব্যয় বহুল আর সেইসঙ্গে তাদর টিকিয়ে রাখাও ছিল ব্যয়সাধ্য বিষয় ।

স্থানীয় মণ্ডলীকে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য সারা পৃথিবীতে মণ্ডলী যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আজকে আমার কাছেও সেটা যেন এক প্রতিদ্বন্দীর ন্যায়। আর সেটাই সত্য বিষয়, মণ্ডলীকে বৃহত্তরভাবে কম্পান্বিত করে তোলার জন্য এখনো আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে কেননা ইহা আসতে চলেছে। তাই পালক হিসেবে আমার ধারণা এটাই আমাদের যদি হাজার সংখ্যক আত্মা জয় করতে হয় তবে একশত আত্মাকে মাঝে মধ্যে হারাতেও হতে পারে। আর মিলিয়নের কাছে পৌঁছানোর জন্য হাজার সংখ্যক হারানো অস্বাভাবিক কিছু নয়।

স্থানীয় মণ্ডলীকে আমি ভালোবাসি। প্রায় ত্রিশ বৎসরেরও বেশী সেই প্রকার একটি মণ্ডলীতে আমি ছিলাম যেখানে ছিল ছাব্বিশ জন পূর্ণ সময়ের কার্য কারী। কিন্তু আমি যতটা মণ্ডলীকে ভালোবাসি ঠিক সেই একইভাবে কোমল খ্রীষ্টীয়ানিটির মধ্যে থেকে আরামপ্রিয় হয়ে থাকাটাকে আমি পছন্দ করি না। আমি সংকল্প নিয়েছি যেন পূর্ণমাত্রায় জীবনযাপন করে শূন্য হাতে মরতে পারি। আর এটা আমি স্থানীয় মণ্ডলীর চার দেওয়ালের মাঝখানে থেকে করতে পারবো না আর সেই একইভাবে আপনিও তা করাতে অপারক।

যীশুর ''সেবাকার্যের প্রারম্ভে তিনি কফরনাহূম নামে একটি শহরে গিয়েছিলেন,লোকেরা তাঁকে ভালোবাসতেন আর তারা তাঁর শেখানো বিষয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। কেননা সেখানে তিনি মন্দ আত্মা ও অসুস্থদের সুস্থ করতেন। তারা তাঁকে এতোটাই ভালোবাসতেন যে একদিন তিনি যখন সেই শহর ছেড়ে যেতে উদ্যত সেই বিষয়ে লূক আমাদের বলেন, লোকেরা তাঁর কাছে এসে অনুনয় করতে থাকেন যেন তিনি তাদের ছেড়ে না যান (লূক ৪ঃ৪২)।

তাঁকে তাদের কাছে রাখার যে প্রেরণা এই বিষয়ে তাঁর যে প্রতি উত্তর তা সত্যই চমৎকার ও মর্মস্পর্শি। চমৎকার এইজন্য কেননা তিনি ছিলেন সাধারণ এবং মর্মস্পশি কেননা তাঁর মধ্যে যে উদ্যম ও প্রাধান্য ছিল তা তাঁর অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। যীশু সেই সমস্ত লোক যাদের চোখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন তাদের সকলকেই তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন আর সাধারণভাবে এই কথা বলছিলেন, ''আমি তোমাদের সঙ্গে এখানে আর থাকতে পারি না কেননা আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে যেন অন্য জায়গার লোকেদের কাছেও যাই আর তাদের কাছেও এই সুসমচার প্রচার করি। এই সংবাদকে আপনি কি বুঝতে পারছেন? ''আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আমি যেন অন্যদের কাছে যাই'' (দেখুন লূক ৪ঃ৪৪)। ইহা কেবলমাত্র অন্যের জন্যই।

আপনি যদি সদাপ্রভুকে কাটতে পারেন তবে তিনি অন্যকে শোণিতবৎ লাল রঙে রঞ্জিত করতে সমর্থ হবেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আপনি যদি মণ্ডলীকে ছাঁটাই করতে পারেন তবে আমরা নিজেরা শোণিতবৎ লাল রঙে রঞ্জিত হতে পারবো। এই বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশাকে, আমাদের আরাম এবং আমাদের আনন্দকে ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। হ্যাঁ, এরজন্য সেখানে আবার বিবর্জিত বিষয়ও রয়েছে কিন্তু এই বিবর্জিত বিষয়টি যেন অন্যের অনুকূল্যে সমতা আনার বিষয়ে কোন ব্যাঘাত না জন্মায়। প্রায় বংশপরম্পরায় মণ্ডলী ঠিক কফরনাহূমের লোকেদের মতো যীশুকে তাদের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করে চলছে আর সেই বংশপরম্পরা থেকে যীশুও

চেষ্টা করে চলেছেন যেন এই আরামদায়ক খ্রীষ্টীয়ানিটি পরিত্যাগ করে লোকেদের কাছে পৌঁছান। এই ভুল বোঝাবুঝির আদি যে বুনিয়াদ তা হল আহত জগতের কাছে তাঁকে প্রভাবিত করার জন্য মণ্ডলীর যে প্রধান বিফলতা সেটাই সদাপ্রভুর কাছে এক বিরাট মুখ্য বিষয়।

আশীর্বাদ দেওয়ার জন্যই আমাদের আশীর্বাদ করা হয়েছে, আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি যেন অন্যদের পরিত্রাণ করি, আরোগ্য আনার জন্যই আমাদের সুস্থ করা হয়েছে, মার্জনা করার জন্যই আপনাকে মার্জনা করা হয়েছে আর আমাদের ভালোবাসা হয়েছে যেন সদাপ্রভুর এই আমূল পরিবর্তনে আমরা অংশগ্রহণ করি। ইহা কেবলমাত্র আমি, আমার, আমাদের, আমাদিগের মতো তেমন কিছু নয়। ইহা সবসময়ে কেবল অন্যের জন্য।

এমন কি প্রেরিত পৌল বলেছেন সদাপ্রভুর কাছ থেকে যে শান্তনা আমরা লাভ করি তা কেবলমাত্র আমাদের নিজেদের জন্য নয় ঃ ''ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রভু ও পিতা, তিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্য দিয়ে আমাদের শান্তনা করেন। যেন আমরা নিজ প্রভুর দত্ত শান্তনায় শান্তনাপ্রাপ্ত হই আর সেই শান্তনার দ্বারা সমস্ত ক্লেশাপন্নদের শান্তনা দিতে পারি। কেননা খ্রীষ্টের দুঃখভোগ যেমন আমাদের প্রতি উপচিয়া পড়ে তেমনি খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের শান্তনা উপচিয়া পড়ে।'' (২ করিন্থীয় ১ঃ৩-৫)।

এমন কি আজকে যে সমস্যা আমাদের রয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে আমাদের নয় কিন্তু তা তাদের মধ্যেও এমন এক বীজের ন্যায় যা অন্যের প্রতি শান্তনা, আশা এবং অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। আমার আশীর্বাদ আমার নিজের নয়, আমার দয়া আমার নিজের নয়, আমার অনুগ্রহ আমার নিজের নয়, আর শেষ পর্যন্ত আমার জীবন বিশেষ করে আমার নিজের নয়। ইহার সমস্ত কিছু অন্যের জন্য আর সেই অন্যরা এক সময়ে আপনার ও আমার সঙ্গে ছিল।

যাদের আপনি ভালোবাসতেন সেই লোকেদের দেখতে দেখতে ও যাদের সঙ্গে আপনি দীর্ঘ ২০ বৎসর ''জীবনযাপন'' করছেন সেই মণ্ডলী ছাড়া জীবন যেন সত্যই প্রচণ্ড বেদনাদায়ক। যাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে বৃদ্ধ হবো বলে মনে করেছিলাম সেইভাবে তাদের কাছ থেকে পৃথকীকৃত হওয়া যেন ঠিক মহিলাদের প্রসব বেদনার মতো। এটা ঠিক, কোন কিছুকে ভালো দেখার পরিবর্তে যদি তা অত্যন্ত খারাপও দেখেন তবে সেই সময় অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয় কিন্তু যেগুলো আমরা ছাড়তে পারি না সেখানে আমাদের থেমে যাওয়া দরকার, আর যদি আমরা থেমে যাই তবে কি হবে তা আমরা কোনদিন জানতে পারবো না। সদাপ্রভু কোন সময় অনিচ্ছুক লোকেদের অগ্রসর করাতে চান না। তাই এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত আমাদেরই নিতে হবে। যে কোন কষ্ট বা মনোব্যাথা মধ্যে এক বীজ লুকিয়ে থাকে আর আর তা আমার মধ্যেও ছিল। তা হল এক নূতন মণ্ডলীর বীজ যেন তা এক জীবন উদ্ধারকারী মণ্ডলী হিসেবে এগিয়ে চলতেপারে।

সম্প্রতি ১৯৯৮ সালে আমি মণ্ডলীকে এক বিরাট অট্টালিকার পরিকল্পনায় পরিকল্পিত করেছি আর হতে পারে তা আমার দেশের ইতিহাসে যে কোন মণ্ডলীর তা করার চেষ্টা করেছে কি না আমার জানা নেই। ইহার মধ্যে রয়েছে দু হাজার চেয়ার বিশিষ্ট এক বিরাট হল ঘর। ইহা আমি

উন্নতি লাভের দৃঢ় প্রচেষ্টার এক ইচ্ছা নিয়েই করেছি যাতে হারিয়ে যাওয়া লোকেরা এখানে আসতে পারে। আমার ইচ্ছা এটাই যেন তারা খুব শীঘ্র আসে কেননা আমাদের নূতন অট্টালিকার যখন প্রথম সভা হয় তখন আমাদের মণ্ডলীতে প্রায় তিনশো লোকের হ্রাস হতে থাকে। আমি আপনাকে বলতে চাই আপনার চেয়ার নিয়ে আপনি যতটা সৃজনশীল হোন না কেন কোন লোক না বসিয়ে তাদের মাঝখানে আপনি এখানে এতটাই খালি জায়গা রাখতে সম্ভবপর হবেন যাতে তারা অনুভব করতে পারবে যে তারা আর একই ঘরে নেই। দুই হাজার চেয়ারের মধ্যে তিনশত লোকের উপস্থিতি যেন ঠিক জগাখিচুড়ির মতো কেননা তখনও আমাদের কাছে ছয়শত চেয়ার পাতার জন্য আলাদা জায়গায় তা প্যাকেটে বাঁধা ছিল।

এই সময়টা ছিল ২০০০ সালের জানুয়ারী মাস, এই সময়ে সদাপ্রভু আমাকে এক বাক্য দেন যেখানে ইসাহাক তার পিতার কুঁয়ো পুনরায় খুঁড়তে থাকেন (দেখুন আদিপুস্তক ২৬)। প্রথমে যে দুটো কুয়ো ইসাহাক খুঁড়েছিলেন সেখান থেকে তাকে চলে আসতে হয় কেননা পলেস্তীয়েরা সেগুলো বুজিয়ে ফেলেছিল। আর তিনি সেগুলোর নাম রাখলেন ''এষক'' এবং ''সিট্না'' যার অর্থ ''বিবাদ'' ও ''বিরোধ।'' তিনি আরো একটু এগিয়ে গিয়ে তৃতীয় কুয়ো খনন করলেন কিন্তু এই সময় কেউ বিবাদ করেন নি বা কেউ তা বুজিয়েও দেয় নি। তিনি এই তৃতীয় কুয়োর নাম ''রহোবৎ'' রাখলেন যার অর্থ প্রশস্ত স্থান যেখানে তিনি বললেন, সদাপ্রভু আমাদের প্রশস্ত স্থান দিলেন। প্রথম রবিবারের সকালের সভায় আমাদের হলঘর দুহাজার চেয়ার বিশিষ্ট হলেও কেবলমাত্র তিনশত লোক যারা বিধস্ত হলেও অত্যন্ত পরিপাটির সঙ্গে সেখানে বসে রয়েছে আর সেখানে আমি একটা সংবাদ প্রচার করলাম যার নাম ''তৈল কূপের তিন সাংকেতিক সংখ্যা'' এইভাবে প্রায় দুই বৎসর বিরাট বিতণ্ডা বাদানুবাদ ও প্রতিরোধের মধ্যে যাওয়ার পরে আমার মনে হয়েছিল রহোবতের সময় এগিয়ে এসেছে। এখন সেই এক বৎসর পরে সহাস্রাধিক মণ্ডলীর সঙ্গে আমাদের রহোবৎ সত্য সত্যই এসেছে।

যীশুর জীবনের সেই চুড়ান্ত সময়ে তিনি যখন পীলাতের দরবারে দাঁড়িয়ে আছেন তখন বারাব্বা নামক একটি দস্যুর সঙ্গে তাঁকে জনগণের সামনে দাঁড় করিয়ে একটা স্বাধীন সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাদের প্রথা অনুযায়ী সেই পর্ব সভার সময়ে লোকেদের অনুরোধে তাদের মনোনীত একজন লোককে যেন স্বাধীন করে দেওয়া হয়। বারাব্বা ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলো কেননা সে ছিল হত্যাকারী এবং বিরুদ্ধচারী নেতা। যীশু কিন্তু কোন কিছুর দ্বারাই দোষী সাব্যস্ত হন নি কিন্তু তিনি সবসময়ই লোকেদের সাহায্য করতেন। তথাপি লোকেরা বিভৎসভাবে চিৎকার করে বলেছিল তাদের জন্য যেন বারাব্বাকে ছেড়ে দেওয়া হয় আর যীশুকে দণ্ড দেওয়া হয়। এখানে যেটা সত্য তা হল এই জগৎ সবসময়েই আমূল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচারণ করে এসেছে। অভিধান এই বিরুদ্ধাচারীকে এইভাবে প্রকাশ করে তা হল ''কোন একজন যে প্রতিরোধক বা একজন যে প্রভুত্বের বা শাসন কার্যের অমান্যকারী।'' কিন্তু আমূল পরিবর্তনকারী হলেন এমন একজন যিনি নতুন পদ্ধতি স্থাপন করার জন্য এক সামাজিক ধারা বা শাসন কার্যকে ছুঁড়ে ফেলে।''

এই বইটি বাস্তবে ভালোবাসার বিদ্রোহ সম্বন্ধে নয় কিন্তু ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন সম্বন্ধেই লেখা হয়েছে। আমরা জগতের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচারণ করছি না কিন্তু সেটাকে আমূল পরিবর্তনের আওতায় নিয়ে আসার অন্বেষণ করছি। সদাপ্রভু জগৎকে এতো ভালোবাসলেন যে তিনি অন্য কোন প্রস্তাব আর রাখলেন না তিনি এক রূপান্তরকারীকে পাঠালেন তিনি হলেন আমাদের নেতা। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন এক আমূল পরিবর্তনকারী সত্বা। তিনি বিদ্বেষীপরায়ণ ছিলেন না, তিনি অন্যায়ভাবে জয় করেননি কিন্তু তিনি পুনঃস্থাপন করেছেন ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। আর এই বিষয়টাই এখন আমাদের কাছে এক প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠেছে। মণ্ডলী যদি জগৎকে ভালোবাসতে চায় তবে ভালোবাসার অনুভবহীন লোকেদের ভালোবাসার জন্য আমাদের এক নতুন পন্থা অবলম্বন করতে হবে আর তা করার জন্য আমাদের বিচার প্রবণ চিন্তাধারাকে বাতিল করতে হবে। আমাদের অতি অবশ্যই শত্রু সীমার বাইরে থাকতে হবে আর সেটা করতে হবে চরম প্রস্তাবকারী মনোভাবের দ্বারা নয় কিন্তু রূপান্তর মূলক এক মনোভাব নিয়ে। কেননা আমরা হলাম সদাপ্রভুর বিকল্প এক সমাজ।

সম্প্রতি সময়ে আমি যখন আমেরিকার একটি বিমান বন্দর দিয়ে যাত্রা করছিলাম তখন সেখানে একটি বৃদ্ধ মহিলাকে দেখে ছিলাম যার সঙ্গে ছিল একটি ক্যান ও অন্যান্য জিনিসপত্র কিন্তু সেখানের নিরাপত্তাবেষ্টনির এক এজেন্ট তার প্রতি অত্যন্ত অনমনীয় আচরণ করেছিলেন। তিনি সেই বৃদ্ধার দ্বন্দ ও মানষিক চাপ দেখেও তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যান নি। আর তাই সহজাতভাবেই আমি তার মালপত্র ধরে বহনকারী বেল্টে তা তুলে দিই। আবার অন্যদিকে তার মালপত্র সেই বেল্ট থেকে নামিয়ে আনার জন্যও সাহায্য করি। সেই দিনে তিনি এইভাবে আমার সাহায্য উপভোগ করে যে ভাবে নিশ্চিত হয়েছিলেন তাই হাসির সঙ্গে তিনি আমাকে বললেন,''তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তোমার দয়াদ্রভাব সেই নিরাপত্তা এজেন্টের নির্দয়তার প্রতি খেসারত গুনেছে।'' সেই বৃদ্ধ মহিলার সেই শব্দ আমার হৃদয়ে মণ্ডলী সম্বন্ধে এক গভীর দৃঢ়তা স্থাপন করলো তা হল আঘাতপ্রাপ্ত জগতের কাছে মণ্ডলী হল সদাপ্রভুর এক খেসারত।

খেসারতের অর্থ হল, ''ফেরৎ দেওয়া, হাল্কা করা বা কমানো অথবা হারিয়ে যাওয়াদের কাছে তার সমতা বজায় রাখা ও কোন বিপ্রতীপ পরিবর্তন আরোপ করার দ্বারা দুঃখার্ত বা আহতদের বাঁচানো।'' আমরা হলাম সদাপ্রভুর বিপ্রতীপ প্রভাব, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা ব্যথা ও দুঃখ লাঘবের সমতা বজায় রাখি। খ্রীষ্টের এক রাজদূত ও সওদাগর হিসেবে আমরা প্রত্যাশা ও ভালোবাসার জন্য নিষ্পেষিত এবং বন্ধনময় জগতের কাছে হাসি উপস্থাপন করি। যা কিছু হোক না কেন এই খেসারতের কোন পরিবর্তন হয় না কিন্তু যা হয়েছে তা তার প্রভাবকে হাল্কা করতে পারে। আর তাই আজকের জগৎ ভুলে গিয়েছে কিভাবে হাসতে হয় তাই জগতের কাছে ভালোবাসার এই আমূল পরিবর্তন হল সদাপ্রভুর খেসারতের এক মহত্বপূর্ণ অংশ।

আমাদের স্বভাবগত অবস্থা মণ্ডলী নয়, ইহা আবার স্বতস্ফুর্ত কোন ক্লাব নয় কিন্তু তা হল বিশাল এক সমুদ্রের ন্যায় ইহা হল সমুদয় জগৎ। আমরা জন্মগ্রহণ করেছি যেন এই ভগ্ন জগতে

বেড়ে ওঠা প্রতিদ্বন্দী ও বিরুদ্ধাচারের প্রতি প্রতিউত্তর জানাই। ঠিক মাছ যেমন জলে ভালোভাবে সমস্ত কিছু করতে পারে ঠিক আমরাও মাছের মতো সবসময় সেই স্বভাবগত অবস্থার মধ্যে থাকি। আপনি যখন মাছটিকে জল থেকে আলাদা করে দেন তখন ইহা মারা যায়। কোন ফুলকে বা গাছকে মাটি থেকে তুলে নিলেই যেমন তা মরে যায় সেইভাবে মণ্ডলীকে যদি জগৎ থেকে তুলে নেওয়া হয় তবে আমরা মারা পড়বো। মাছ যখন জলে থাকে তখন সে মনে করে না যে সে ভিজে গিয়েছে কেননা সেখানেই তার বাস কিন্তু বহু খ্রীষ্টীয়ান আছে যারা তাদের স্বভাবজাত অবস্থার জন্য বিমুখ হয়ে রয়েছে। আমরা যেন ঠিক সেই মাছের মতো বীচে দাঁড়িয়ে শরীর মুছতে চাইছি, আমি জানি এটা যেন উদ্ভট প্রতিকৃতি কিন্তু ইহার মতো প্রয়োজনীয় অঙ্কন বা চিত্র আর হয় না।

বাইবেল মণ্ডলীকে প্রায় সময়ে প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন অবস্থার মধ্যে অঙ্কন করে। আমাদের বর্ণনা করা হয়েছে আমরা পচে যাওয়া জগতের কাছে লবণের ন্যায়, অন্ধকার জগতে জ্যোতির ন্যায়, নেকড়ে বাঘের কাছে মেষের ন্যায়, আমরা বিদেশী ও প্রবাসী নিজেদের দেশ থেকে বহু দূরে বসবাস করছি। বিরুদ্ধাচারণের মধ্যে ফলবন্ত হয়ে বেঁচে থাকার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরাই হলাম সেই মণ্ডলী, স্বর্গের একমাত্র অংশ, যাদের এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন যে জগৎ নরকের দ্বারা বিষময় হয়ে উঠেছে সেখানে আমরা সমৃদ্ধশালী হই। আমরা হলাম সদাপ্রভুর আমূল পরিবর্তনকারী সেনা যাদের প্রেরণ করা হয়েছে ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের সূচনা করার জন্য আর সেই আমূল পরিবর্তন আপনার ও আমার দ্বারা আজই আরম্ভ হবে।

নবম অধ্যায়

9

লোকেরা যে মূল্যবান তা অনুভব করতে দিন

অতএব যে যে বিষয় শান্তিজনক ও যে যে বিষয়ের দ্বারা
একে অপরকে গেঁথে তুলতে পারি (উন্নত করতে পারি)
আমরা সেই সকলের অনুধাবন করি।
রোমীয় ১৪ঃ১৯

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনে ইন্ধন যোগানোর সব থেকে সহজ পন্থা হল অন্যদের মূল্যবান মনে করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া। মাদার টেরিজা বলেছেনঃ "অবাঞ্ছিত হয়ে থাকা ও ভালোবাসার অভাব অনুভব করা, সেই সঙ্গে অযত্ন ও প্রত্যেকের দ্বারা ভুলে যাওয়াটাকে এমন এক অভাব বলে মনে হয় যেখানে লোকেদের খাবারের থেকেও এক বিরাট দারিদ্রতা আর সেটাই আজকের জগতের এক বিরাট খিদে।" আমি দেখেছি বেশীরভাগ লোক যাদের সঙ্গে আমরা মেলামেশা করি ও যাদের সঙ্গে প্রতিদিনের জীবনে সর্ম্পক রাখি তাদের মধ্যে সদাপ্রভুর সন্তান হিসেবে অপরিমেয় যে মূল্যবোধ তার সম্বন্ধে কারো কোন চেতনা বোধই নেই। আমার মনে হয় দিয়াবল এতটা দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে চলেছে যেন সে লোকেদের মূল্যহীন ও পঙ্গু করে দেয় কিন্তু আমরা তার মিথ্যার প্রভাবকে বিপরীত দিকে ঘোরাতে পারি কৌশলের সঙ্গে লোকেদের গঠন করার মধ্য দিয়ে, উৎসাহ প্রদান করে আর তাদের গেঁথে তোলার দ্বারা। আরো একভাবে আমরা ইহা করতে পারি তা হল অকপট অনুপূরকের মাধ্যমে যা এই পৃথিবীতে সবথেকে মূল্যবান এক দান।

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনে ইন্ধন যোগানোর সব থেকে সহজ পন্থা হল অন্যদের মূল্যবান মনে করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া।

বেশীরভাগ লোক রয়েছে যারা নিজেদের অন্যের সঙ্গে তুলনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর এটা করার দ্বারা তারা প্রায় সময়ে তাদের মূল্যবোধের মান এবং যোগ্যতার পরিসীমা যে কি তা তারা দেখতে অপারক হয়ে পড়ে। তাই অন্য লোককে মূল্যবান মনে করার যে প্রচেষ্টা সেটা কিন্তু ততোটা ব্যয় বহুল নয় আর তাই এরজন্য আমাদের বেশী সময় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ইহা করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হল মনকে বন্ধ রেখে চিন্তা করতে হবে যাতে যে কোন মূহুর্তে আমরা তাকে উৎসাহমূলক কিছু বলার দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারি। লোকেদের মূল্যবোধ অনুভব করার জন্য কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না কিন্তু তা তাদের এমন কিছু প্রদান করে যা অর্থের থেকেও মূল্যবান। অকপটভাবে কোন কিছু পূরণ করতে নিজেকে উৎসর্গ করা মনে হয় যেন সামান্য কিছু কিন্তু তা প্রচণ্ডভাবেই সামর্থ প্রদান করে থাকে।

আমার আস্থা এটাই যেন কোন উদ্দেশ্য আমি পূরণ করি আর তাই অন্যকে উৎসাহ প্রদান করার জায়গাটিকে উন্নত করার জন্য আমি যখন সদাপ্রভুর সঙ্গে কাজ করি তখন উত্তম আচরণে সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি প্রতিদিন তিনজন লোককে একে অপরের সম্পূরক করে তোলাতে প্রতিদ্বন্দী রাখি। আর তাই এরজন্য আমি এমন মত প্রকাশ করি আপনিও এমন কিছু করুন যেন এই একই উদ্যোগ নিয়ে সাহায্য করার জন্য অন্যের প্রতি আপনিও কিছু প্রকার কাজ করতে পারেন।

যারা ভুলে যায় তাদের ভুলবেন না

প্রায় সময়ে লোকেরা একাকীত্ব অনুভব করে ভাবে তাদের হয়তো সকলে ভুলে গিয়েছে। তারা হয়তো মনে করে যে তারা কঠিন পরিশ্রম করছে কিন্তু কেউ তাদের প্রতি মনোযোগ করছে না বা যত্ন নিচ্ছে না। আমি একজন মহিলার কথা বলতে পারি যিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি তার জীবনের বেশীরভাগ সময়ে অন্যের দৃষ্টির অগোচরে থেকে গিয়েছেন। তার মা বাবা তাকে যেভাবে এড়িয়ে চলতো সেই বিষয়ে যখন আমি তার মুখের দিকে তাকাই তখন তার ব্যথা আমি অনুভব করতে পারি। তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও ভীষণভাবে একাকী অনুভব করছিলেন যা তাকে অনুভব করাচ্ছিল যে তিনি অবাঞ্ছিত। তিনি যখন জন্মান তখন তার বাবা মা যুবক ও যুবতী ছিলেন সেইসঙ্গে তারা ছিলেন প্রচণ্ড স্বার্থপর। তারা তার প্রতি আবেগগত ভাবে কোন সাহায্য ও ভালো আচরণ করেন নি। তিনি বলেন তার শিশুকাল ও শৈশবকাল একা একটা ঘরে বসেই কেটেছে।

এই মহিলার শৈশবকালের বর্ণনা এবং তার দৃষ্টির অগোচরে ঘটে যাওয়া অনুভব এতটাই বেদনাদায়ক যে তা আমাকে আশ্চর্য করে তুললো। আর এইভাবে আমি নিজেকেও কতো সময়েই

না লোকেদের দৃষ্টির অগোচরে রেখেছি এইজন্য কেননা আমি যা করছিলাম সেখানে আমার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে চাইছিলাম বা যে উদ্দেশ্যে আমি এগিয়ে যেতে চাইছিলাম তারজন্য আমি হয়তো এমন সময়ও দিইনি যাতে তাদের উপস্থিতি স্বীকার করতে পারি। আমি এমন অস্তিত্বের মহিলা যে অত্যন্তভাবেই প্রতিফলনশীলা এবং আমার জীবনে অভিষ্টে পৌঁছানোর জন্য সংকল্পশীল ছিলাম। আমি বহু কিছু সমাধান করতে পেরেছি কিন্তু এখন আমাকে শিখতে হবে যেন এই পন্থার দ্বারা আমি কাউকে আঘাত না করি। উৎসর্গীকৃত লোকেদের সাহায্য ছাড়া কেউ কোনভাবেই জীবনে কৃতকার্য হতে পারে না আর সেটা দেখে কেউ যদি সেই বিষয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা না জানায় তবে সেটা হবে ভীষণ মর্মান্তিক আর এই প্রকার আচরণকারী লোকেদের প্রতি সদাপ্রভু কোনদিন সন্তুষ্ট হন না।

সাধারণ বিষয় এক মহত্বপূর্ণ বিষয়ও হতে পারে

বিধবা, অনাথ, পিতৃহীন এবং অত্যাচারিত বিদেশী লোকেদের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য বাইবেল প্রায় সময়ে আমাদের বলে থাকে। যারা একাকী, নিজেদের অবহেলিত মনে করে বা ভুলে গিয়েছে ও মূল্যহীন বলে মনে করে তাদের বিষয়েও উল্লেখিত হয়েছে। সদাপ্রভু অত্যন্তভাবেই অবহেলিত ও ভুখাদের প্রতি যত্নশীল। লোকেদের বিভিন্ন প্রকার চাহিদা থাকতে পারে। খাবারের জন্য তাদের হয়তো যথেষ্ট কিছু রয়েছে কিন্তু উৎসাহের ব্যাপারে তারা হয়তো অনাহারে রয়েছে বা কোন শব্দ যা হয়তো তাদের মূল্যবোধকে বাড়াতে পারে সেই তাড়না তাদের তাড়া করে চলেছে। যারা দুঃখার্ত সেই অবনতদিগকে প্রভু উত্থিত করবেন। তিনি বিদেশীদের উদ্ধার করেন, পিতৃহীন ও বিধবাদের সুস্থির রাখেন (দেখুন গীতসংহিতা ১৪৬ঃ৭-৯)। এটা তিনি কিভাবে করেন? তিনি লোকেদের মধ্য দিয়ে এই কাজ করেন। এইজন্য তাঁর প্রয়োজন হয়ে পরে সমর্পিত, আনুগত্যশীল ও নির্ভরযোগ্য লোকেদের যারা অন্যদের মূল্যবোধ অনুভব করতে সমর্থ। মাদার টেরিজা তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন যেন অচ্ছুত লোকেরা ভালোবাসা এবং মূল্যবোধ অনুভব করতে পারেন। যে কাজগুলো তিনি করেছিলেন তা অতি সাধারণ সম্ভবত অতি ছোট তথাপি সেগুলো ছিল মহৎ। তিনি বলেছেন, ''ভালোবাসাকে অকৃত্রিম করে তোলার জন্য আমাদের অসামান্য লোক হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভালোবাসার জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন আমরা যেন ম্লান হয়ে না যাই।

আমাদের দত্তক নেওয়া হয়েছে

শাস্ত্রের একটি অংশ যা আমাকে ভীষণভাবে উৎসাহ প্রদান করেছে তা হল গীতসংহিতা ২৭ঃ১০ - ''যদিও আমার পিতা মাতা আমাকে ত্যাগ করেছেন কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে তুলে ধরবেন (আমাকে তাঁর সন্তান হিসেবে দত্তক নেবেন)।''

আমার মা বাবাকে অত্যন্ত ভয় পেতেন আর তাই তিনি আমাকে তার হাত থেকে উদ্ধার করতে অপারক হয়ে পড়েন যারজন্য বাবাও আমার বিরুদ্ধে খারাপ কাজ করতেন ও আমার প্রতি অত্যাচার চালাতেন। এইজন্য আমি প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে নিজেকে একাকী, বিস্মৃতের পাত্রী ও বর্জিত বলে উপলব্ধি করতে থাকি।

পরিশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে কেউ আমাকে সাহায্য করবে না আর তাই যতদিন পর্যন্ত না সেগুলো থেকে পালাতে পারলাম ততদিন পর্যন্ত সেই অবস্থাতে ''বেঁচে থাকাটা'' আমার কাছে উদ্যোগহীন বলে মনে হল। আমি তখন এই বিষয়ে বুঝতে পারলাম যে অসংখ্য লোক যাদের প্রতিদিন আমরা সম্মুখীন হচ্ছি তাদের যতদিন পর্যন্ত না কেউ এসে উদ্ধার করছে ততোদিন তারা উদ্ধার লাভ করতে পারে না আর হতে পারে সেই কেউ হয়তো আপনি ও আমি।

বাইবেল আমাদের বলে সদাপ্রভুর ভালোবাসায় ''জগৎ পত্তনের আগে তিনি আমাদের খ্রীষ্টে মনোনীত (বাস্তবে তাঁর মধ্য দিয়েই তাঁর নিজের বলে) করেছিলেন'' (ইফিষীয় ১ঃ৪)। তাঁর নিজের দত্তক সন্তান হিসেবে তিনি তাঁর ভালোবাসাকে আমাদের জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর সেই সুন্দর বাক্য সকল আমার আহত মনে আরোগ্যতা নিয়ে এসেছিল। সদাপ্রভু একাকী এবং বর্জিত লোকেদের দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন আর তিনি তাদের তুলে ধরেন ও মূল্য দেন। এই কাজ তিনি তাঁর বাক্য দ্বারা পবিত্র আত্মার প্রভাবে করেন আর সেই একই আত্মার দ্বারা লোকেদের পরিচালিত করেন যেন অন্যদের সাহায্য করতে পারে। মাদার ট্রেরিজা যত লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন এই একই বিষয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে এর মধ্যে ''যীশুর ছদ্মবেশ'' রয়েছে। যেভাবে তিনি করেছেন সেইভাবে আমরা যদি লোকেদের প্রতি একই বিষয় একটু ভিন্নভাবে দেখি তাহলে একটু চিন্তা করুন বিষয়গুলো কেমন হয়ে উঠবে। যীশু বলেছেন আমরা যদি ভালো বা মন্দ এই উভয় কারো প্রতি প্রদর্শন করি তবে আমরা তাঁর প্রতিই সেটা করে থাকি (দেখুন মথি ২৫ঃ৪৫)। অন্যভাবে বলা যায় অন্যের প্রতি আমাদের আচরণকে তিনি নিজের বলেই অনুভব করেন। যদি কেউ আমার কোন সন্তানকে অবমাননা বা অপমান ও তুচ্ছভাবে বা এড়িয়ে যায় অথবা মূল্যহীন বলে মনে করে তবে সেটাকে আমি নিজের অপমান বলে মনে করবো। আর তাই এটা বুঝতে আমাদের এতটা কঠিন বোধ হলেও সদাপ্রভুও কিন্তু ঠিক সেটাই অনুভব করেন? তাই আসুন আমরা সকলে লোকেদের উন্নত করার জন্য জীবনধারণ করি। যাদের সঙ্গে আমরা মেলামেশা করি তাদের সকলকেই যেন ভালো অনুভব করতে দিই এবং তাদের জীবনে যেন এক মূল্যবোধ যোগ করতে থাকি।

হাসির মধ্য দিয়ে আরম্ভ করুন

একটু হাসি, আর এইভাব প্রদর্শন করাটাই হল ভালোবাসার এক সূচনা। ইহা গ্রহণযোগ্যতা এবং অনুমোদনের প্রতিই নির্দেশ প্রদান করে। প্রত্যেকের প্রতি আমরা যেন হাসতে শিখি, আর এটা

যখন করি তখন কেবল তারাই যে ভালো অনুভব করে তাই নয় আমারা নিজেরাও তখন স্বচ্ছন্দ অনুভব করি।

আমি স্বভাবত প্রায় সময়ে চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকি আর সেইজন্যই হয়তো আমি এইভাবে বিরাট কিছু করি। সেই সঙ্গে আমি বহু দায়িত্বে রয়েছি আর এই বিষয়ে আমি যদি যত্নশীলা না হই তবে আমার কাছে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হবে। তাই লোকেদের প্রতি তাকিয়ে হাসার বিষয়টি এখন আমি রপ্ত করতে চাইছি। সেইজন্য তারা কেমন তা জিজ্ঞাসা করি আর বন্ধুত্বপরায়ণ হয়ে ওঠার জন্য তাদের সঙ্গে আবার কিছু কথাও বলি। বন্ধুত্ব হওয়ার বিষয়ে আমরা যদি অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠি তবে আমরা সমতাহীন হয়ে পড়বো। আর সম্পর্কের বিষয়ে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো। এই সম্পর্ক কিন্তু আমাদের জীবনে এক বিরাট অংশ আর্বতন করে রাখে। আর বাস্তবে বাইবেলের মধ্যেই আমি দেখতে পেয়েছি যে ইহা এমন একটি বই যার মধ্যে সর্ম্পকের বিষয়ে বহু কিছু লেখা রয়েছে। এখানে সদাপ্রভুর সঙ্গে আমাদের সর্ম্পক সম্বন্ধে, সেইসঙ্গে আমাদের সঙ্গে অন্যদের সর্ম্পক কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে বলা হয়েছে।

এটা কতোই না বিস্ময়কর যে কেবলমাত্র একটু হাসি এবং বন্ধুত্বপরায়ণ শুভেচ্ছা লোকেদের কতোটাই না স্বচ্ছন্দ ও সতেজ করে তোলে। আর তাই বহু পন্থার মধ্যে এগুলো হল এমন দুটি পন্থা যা আমরা যেকোন জায়গাতেই যাই না কেন তা লোকেদের কাছে প্রদর্শন করতে পারি। আপনি হয়তো মনে করছেন, হ্যাঁ, সেটা কেবল আমার জন্য নয় কেননা আমি সবসময় বাক্ সংযম এবং নির্জনতাপ্রিয় লোক। আমি লোকেদের সঙ্গে সেইভাবে মিশতে চাই না তা আবার সেইসব লোকেদের সঙ্গে যাদের আমি চিনি না। আপনি যদি সেইভাবে কিছু অনুভব করেন তবে আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কেননা বাইবেল এই উৎসাহ, গেঁথে তোলা ও পরামর্শ এবং লোকেদের মূল্যবোধ অনুভব করা সম্বন্ধে কি বলতে চাইছে তা যখন দেখলাম তার আগে পর্যন্ত আমি সেইভাবেই চলাফেরা করতাম। আমি তখন শিখলাম হতে পারে কোন জায়গাতে আমি নিশ্চই প্রকৃতগতভাবে সৃজনশীল নয় কিন্তু এর অর্থ এমন নয় যে কি ভাবে তা করতে হয় তা আমি শিখবো না।

প্রায় বহু বৎসর আগে থেকেই আমি এই বন্ধুত্বের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চাইছিলাম কেবলমাত্র এই কথা বলার দ্বারা,''ইহা কেবল আমার জন্য নয়, কেননা আমি সবথেকে সীহীন।'' কিন্তু পরে আমি যখন অনুভব করতে পারলাম ''সঙ্গীহীন'' এই কথাটি বাইবেলে কোন দানের মধ্যে উল্লেখ নেই। তখন নিজেদের বিষয়ে ''সঙ্গীহীন'' ভাবাটা কেবলমাত্র একপ্রকার মার্জনা বলেই মনে করতে থাকলাম। আর তাই ইহার সমালোচনায় মধ্যে গিয়ে আমরা নিজেদের যেন তালগোল পাকিয়ে না ফেলি। সমস্ত কিছুর উপরে আমরা মনে করি ''আমি যদি কোন লোকের দিকে তাকিয়ে হাসি আর তার প্রতি উত্তরে সে যদি আমার প্রতি না হাসে তবে আমার অনুভব কেমন হবে? আমি তখন নিজেকে প্রত্যাখিত মনে করবো আর তাতে আমি নিজেকে ভালো বলে অনুভব করবো না।'' আমাদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা প্রত্যাখিত হওয়ার ভয়ে ভালো স্বাস্থ্যময়

সম্পর্ক উন্নত করার কোন প্রচেষ্টাই করে না। আর তাই আমি যখন চিকিৎসকের অফিসে বসে ডাকের আসায় বিলম্ব করি তখন সেখানে বসেও কোন অচেনা লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বপরায়ণ কথাবার্তা বলার চেষ্টা করি কেননা এটা স্পষ্ট যে তিনি একাকী অনুভব করছেন? আর তখনি হঠাৎ করেই নিজেকে কাজে লাগাই। এর জন্য নিজেদের খানিকটা অপ্রস্তুত ও উদ্ভট মনে হলেও সেখানে ''সুযোগ গ্রহণ'' করা থেকে আমি হয়তো নিজের নিরাপত্তার জন্য আলাদা হয়ে যেতে পারি। আর এই প্রকার কিছু যখন ঘটে তখন আমাদের বন্ধুত্বপরায়ণ কথোপকথন বা হাসির দ্বারা লোকেদের মাঝখানে সদাপ্রভুর ভালোবাসার স্পর্শ পৌঁছে দেওয়ার যে সুযোগ সেটাকে আমরা হাতছাড়া করে ফেলি। আমরা যখন কারো প্রতি হাসি তখন এর দ্বারা অন্য কাউকে হাসানোর চেষ্টা করছি আর সেটাই সবথেকে ভালো একটা উপহার যা আমরা লোকেদের দিতে পারি।

ভালোবাসার আমুল পরিবর্তনে অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রচেষ্টা এবং অভ্যাস। ইহা দাবি করে যেন আমরা আমাদের পন্থার পরিবর্তন নিয়ে আসি আর এইজন্য সদাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করছি যেন তিনি আমাদের সেই পথগুলো দেখিয়ে দেন। তিনি প্রত্যাখিত হচ্ছেন না বলে যীশু যদি সত্যসত্যই অমিত্রোচিত বা অগ্রাহ্য মনোভাব নিয়ে লোকেদের প্রতি ভুরু কোঁচকাতেন অথবা তাঁর কাজে তিনি ব্যস্ত আছেন বলে তাদের প্রতি মনোযোগ না দিতেন তাহলে কি হতো আপনি কি ভাবতে পারছেন? যীশু যে এইভাবে কোনদিন আচরণ করবেন না তা ঠিক আর তাই আমাদেরও সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেন আমরাও তা না করি। তাই বেশী করে হাসতে আরম্ভ করুন ও তাতে অভ্যস্থ হন। এরজন্য আপনি যখন একা থাকেন তখনও এই হাসির অভ্যাস জারি রাখতে পারেন আর তখন আপনি দেখবেন যে এটা যেন আপনাকে আনন্দিত ও হাল্কা অনুভব করতে সাহায্য করছে। প্রেরিত পৌল যাদের মাঝখানে সেবা করছিলেন তাদের তিনি বলেছিলেন তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে মঙ্গলবাদ কর (দেখুন রোমীয় ১৬ঃ১৬)। ইহা ছিল তাদের সময়ে এক সামাজিক প্রথা। তাই অন্যকিছুর থেকে এখানে আমি কেবল হাসির কথা বলছি।

ইহা যদি স্বাভাবিকভাবে না আসে তবে উদ্বিগ্ন হবেন না

এই অধ্যায়ের শেষে জন ম্যাক্সওয়েলের অবদান সম্বন্ধে পড়বেন, তিনি হলেন আর্ন্তজাতিক এক স্পিকার এবং সেইসঙ্গে ''নেতৃত্ব এবং আমাদের বন্ধু'' বইটির লেখক। বেশ কিছু সময় জনে'র উপস্থিতিতে থাকার ফলে প্রত্যেকেই এই মূল্যবান সময়ের উপস্থিতি উপলব্ধি করবে। এই জায়গাটিতে বা এই বিষয়টিকে নিয়ে তিনি এবং আমি উভয়ে মিলে এক মহান নৈপূণ্য সম্বন্ধে কথা বলেছি আর তিনি সাগ্রহে স্বীকার করেন যে তার বাবাও এই একইভাবে তাকে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি যখন বড় হয়ে হচ্ছিলেন এই বিষয়ে জন যে কেবল ভালো উদাহরণ দিয়েছিলেন তাই নয়, তার মধ্যে উৎসাহ প্রদান করার এক দান (যোগ্যতা, তালন্ত) ছিল যা তিনি সদাপ্রভুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

উৎসাহ প্রদানের যে দান সেই সম্বন্ধে বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে, (দেখুন রোমীয় ১২ঃ৮)। ইহা বলছে লোকেদের এই দান দেওয়া হয়েছে যেন তারা উদ্যেগ সহকারে, হৃষ্ট মনে ও আকাঙ্খার সঙ্গে তা করে। ঠিক আমার মধ্যে যেমন যোগাযোগ রাখার এক তালন্ত রয়েছে যা আমাকে সাহায্য করে কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই যেন কথা বলি। কোন কোন লোকের আবার উৎসাহ প্রদান করার তালন্ত থাকে। তারা অন্যদের উৎসাহ প্রদান করে কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই, এটা তাদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। যদিও অনেকে রয়েছে যারা এই উৎসাহ প্রদানের বিষয়টিকে অবমূল্যায়ন করে থাকে কিন্তু আমার মনে হয় সারা জগতে এটা হল একমাত্র প্রয়োজনীয় দান।

এই লোকেদের জানা বা তাদের চারপাশে থাকাটা এক অত্যাশ্চার্য বিষয় কিন্তু পুনরায় আমি আপনাদের বিনতী করি যেহেতু এই উৎসাহের বিষয়টা আপনার কাছে সহজাতভাবে আসে না তাই নিজেকে উদ্যমহীন ভাববেন না। আমার মধ্যে দান করার যে তালন্ত রয়েছে সেটা আমি এখন পর্যন্ত মনে রেখেছি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন পরিকল্পনা নিতে ভালোবাসতাম যেন কাউকে কোন উপহার দিয়ে আমি তাদের খুশী করি। প্রত্যেকের কাছে হয়তো দেওয়ার ব্যাপারে আত্মিক দানের উপস্থিতি নেই (অন্যদের উৎসাহ করার বিষয়ে রোমীয় ১২ অধ্যায়ে তা তালিকা বদ্ধ করা হয়েছে) কিন্তু প্রত্যেককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা যা কিছুকরে তা যেন উদ্দেশ্য নিয়েই করতে পারে।

এগিয়ে যান আর হাসুন

আমাদের শারীরিক এবং মানষিক স্বাস্থ্যের জন্য হাসির যে মূল্য রয়েছে তার বিষয়ে আমারা সকলকেই কিছু না কিছু শুনেছি। হা হা করে চিৎকার করার জন্য হাসিই হল একমাত্র প্রবেশ দ্বার আর সেটাতে প্রায় সময়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অভ্যস্থ হওয়ার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে।

বাইবেল বলে, সানন্দ হৃদয় স্বাস্থ্যজনক (দেখুন হিতোপদেশ ১৭ঃ২২)। আমার উপদেশমূলক সেবাকার্যের মধ্যে এক অদ্ভুত বিষয় আমি মনোযোগ দিয়ে দেখেছি তা হল আমি অত্যন্ত বিচিত্র প্রকৃতির। আর এটা আমি অদ্ভুত বলে মনে করি কেননা আমি ইহাকে ''স্বাভাবিক জীবন'' বলেই জানি আর এটা সে পন্থা নয় যার দ্বারা লোকে আমাকে বর্ণনা করবে। যেহেতু পবিত্র আত্মা আমার সঙ্গে কথা বলেন তাই আমি অনুভব করতে পারি যে তিনি সুস্পষ্টভাবেই জানেন কৌতুকপ্রিয় হওয়ার মূল্য কতোটা আর কি প্রকার আরোগ্যমূলক প্রভাবই না এই আরোগ্যতার মধ্যে রয়েছে।

সদাপ্রভু চান আমরা যেন হাসি, আর তিনি চান আমরা যেন অন্য লোকেদেরও হাসাতে পারি। এর অর্থ এমন নয় যেন আমরা কৌতুকপ্রবণ হয়ে হাসতে থাকবো বা অনুপোযোগী সময়ে হাসবো কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবেই একে অপরকে এমনভাবে প্রভাবিত করবো যেন জীবনকে স্বচ্ছ করার জন্য অত্যন্ত কোমল হৃদয়ে তার মোকাবিলা করি। তাই নিজেদের গভীরভাবে নেওয়ার থেকে কোন কোন সময়ে আমরা যদি হাসার বিষয়টিকে রপ্ত করি তবে আমরা সকলেই স্বচ্ছন্দ বা ভালো অনুভব করবো।

গত তিন বার সাদা প্যান্ট পরলে আমার উপরে কফি পড়ে যায়। এরজন্য আমি হয়তো চিন্তা করতে বা বলতে পারি আমি এমনই অর্কমণ্য যে কোন কিছুই ভালোভাবে ধরতে পারি না আর এইভাবে আমি নিজের অবমূল্যায়ন করতে পারি বা ইহার দ্বারা আমি কোন কৌতুকপ্রবণ হয়ে পরবর্তি সময়ে পরিষ্কার থাকার চেষ্টা করতে পারি। প্রায় বহু বৎসর ধরে লোকেরা যে ভুল করে আসছে তার বিষয়ে মৌখিকভাবেই আমি তাদের মর্যাদাহানীর কথা বলতে শুনেছি আর আমার ধারণা সদাপ্রভু তাতে দুঃখ পান। খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের মূল্য যে কি তা যদি বুঝতে পারি তবে আমরা আমাদের সম্বন্ধে এমন কিছু বলবো না বা চিন্তা করবো না যাতে সদাপ্রভু যা সৃষ্টি করেছে তার অবমূল্যায়ন হয়।

আমরা সকলেই দেখতে পাই যে ছোট ছোট ভুল আমরা সকলেই করি তাই আসুন না এই বিষয়ে লোকেদের সাহায্য করার জন্য আমরা যেন উত্তম আচরণে অভ্যস্থ হই। আর এরজন্য তাতে হয়তো আমরা বিচলিত হয়ে উঠতে পারি অথবা তাদের জন্য আমরা হাসতেও পারি? লোকেদের এমন সম্মতি দেবেন না যাতে তারা পরিশুদ্ধ হয়। কেননা সর্বউত্তম কাজ প্রদর্শন করার জন্য এই জগৎ যেন এক চাপের মধ্যে রয়েছে কিন্তু সেই উত্তম বিষয় যখন আমরা না পাই তখনও আমাদের এমন শব্দের প্রয়োজন যেখানে থাকবে দয়া আর এর দ্বারা জানতে দিন যে আমরা সকলেই গ্রহণযোগ্য ও মূল্যবান।

যারা ভুল করে সেই সময়ে আপনি যদি কোন লোকের সঙ্গে থাকেন তখন তাদের মধ্যে যে উত্তেজনা বা সামর্থ রয়েছে তা তাদের স্মরণ করিয়ে দিন অথবা এমন অদ্ভুত কোন কিছু যা আপনি সম্প্রতি সময়ে তার প্রতি দেখেছেন তাতে উৎসাহ প্রদান করুন। আমার দুই কন্যা অত্যন্তভাবেই অত্যাশ্চার্য ও উৎসর্গীকৃত মা। তারা যখন কোন কিছু ঠিকভাবে না করে ও ইহাতে যখন তারা খারাপ অনুভব করে তখন আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে তারা এক মহৎ মা আর সেই মহৎ বিষয়টিকে তাদের মধ্যে ধরে রাখা কতোটাই না গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এমন কিছু নেবো না বা করবো না যাতে লোকেরা আমাদের থেকে সুবিধা নিতে পারে। দিয়াবল অত্যাধিকভাবে এত বেশী পরিশ্রম করে চলছে যেখানে সে লোকেদের পতন সম্বন্ধে অনুভব করাতে চাইছে আর আমরাও যেন সেই একইভাবে পরিশ্রম করে তারা যে কৃতকার্য সেই বিষয়ে তাদের অনুভব করাতে সাহায্য প্রদান করি।

খারাপ বিষয়টিকে হাসির মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ভালো বিষয় আর হয় না। আমরা ''ছোট শিশুদের'' তাদের জীবনের এই বিষয়ে বহু আগেই দম বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করি। শিশুরা যখন কোন কিছু ফেলে দেয়, কাপড়ে নোংরা করে, পড়ে গেলে বা ভুল করলে তারা বিচলিত হয় না। তারা এমনভাবে হাসতে থাকে ও কৌতুক করে যেন প্রাপ্ত বয়স্করা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকে। যীশু বলেছেন সদাপ্রভু যা প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই অত্যাশ্চার্য জীবনে আমরা কখনো প্রবেশ করতে পারবো না যদি না আমরা ছোট শিশুর মতো হচ্ছি (দেখুন লূক ১৮ঃ১৭)। তাই আমি অত্যন্তভাবেই অনুমোদন করবো যেন আমরা একে অপরকে এই বিষয়ে সাহায্য করি।

আমি সেই লোকেদের চারপাশে থাকতে পছন্দ করি যারা পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আমার প্রতি চাপ সৃষ্টি করে না। সদাপ্রভু শর্তহীনভাবে আমাদের ভালো বেসেছেন যার অর্থ আমরা যেমনভাবে আছি ঠিক সেইভাবেই তিনি আমাদের গ্রহণ করেছেন আর আমাদের যা হওয়া প্রয়োজন তার জন্য তিনি আমাদের সাহায্য করে চলেছেন। তাই হাসি হল গ্রহণযোগ্যতার এক প্রতীক। হাসার মধ্য দিয়ে লোকেদের সাহায্য করার বিষয়টি হল ''আমি তোমাকে ও তোমার ভুল ও সমস্ত কিছুই'' গ্রহণ করছি।

একে অপরের দুর্বলতা বহন করা হল এমনি এক সাধারণ পন্থা যার দ্বারা আমরা ভালোবাসাকে প্রকাশ করতে বা দেখাতে পারি। প্রেরিত পৌল লোকেদের এইভাবে শিখিয়েছেন যেন আমরা একে অপরকে উৎসাহ প্রদান ও গঠন করি আর সেই সঙ্গে তিনি প্রায় সময়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তারা যেন সেগুলো করতেই থাকে। ''অতএব তোমরা যেন একে অপরকে উৎসাহ (তিরষ্কার ও অনুরোধ) প্রদান কর এবং একে অপরকে গাঁথিয়া (সামর্থযোগানো ও উন্নত করা) তোল'' (১থিষলনীকীয় ৫ঃ১১)। পবিত্র আত্মা নিজেই এমন এক সত্বা যিনি আমাদের মধ্যে বসবাস করেন আর আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গি থেকে কাজ করেন এবং আমাদের শান্তনা, উৎসাহ ও গেঁথে তোলেন। তিনি আমাদের বিনতী করেন আমরা যেন সমস্ত কিছুতে পরিপূর্ণ হই। আমরা যখন ভুল করি তখন তিনি আমাদের দোষী করেন না কিন্তু তিনি এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেন।

উৎসাহের অভাবে অবসাদ, হতাশা, পতন এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি ঘটতে থাকে। আর এই বিষয়গুলো তাদের জীবনে যে সামর্থ রয়েছে সেই জায়গায় পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে ও তাগের অকৃতকার্য করে তোলে। আমাদের সকলকেই উৎসাহিত হওয়ার প্রয়োজন। পুনরায় আমি সেই বিষয়েই বলতে চাই সাধারণভাবে উৎসাহ প্রদান করা হল এমনি এক প্রাথমিক ও মুখ্য প্রচেষ্টা যার দ্বারা আমরা আমাদের সমাজে ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনকে প্রজ্বলিত করতে পারি।

ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে গুরুত্ব আরোপ করুন

সদাপ্রভু আমাকে দেখালেন যে একমাত্র পন্থায় আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসতে পারি তা কেবল ছোটখাটো যে ভুলগুলো তিনি করেন তা যেন আমি তাকে স্মরণ করিয়ে না দিই - যথা দরজা বন্ধ করার সময়ে লাইট না নেভানো অথবা টয়লেট পেপার পরিবর্তন না করা ইত্যাদি। আবার এটাও হতে পারে আমি তাকে কিছু করার জন্য বলেছি কিন্তু তিনি হয়তো তা করতে ভুলে গিয়েছেন যেমন ধরুন, আমার ব্রিফকেস উপরে অফিসে নিয়ে গিয়ে রাখা যাতে সকালে কফি পান করার সময়ে সেটা নিয়ে আমাকে আর উপরে উঠতে না হয়। সেখানে এমন বহু বিষয় রয়েছে যার দ্বারা চালিত হয়ে আমরা প্রসঙ্গত একে অপরকে খেপিয়ে তুলি কিন্তু সেগুলি ধর্তব্যের মধ্যে না এনে আমরা যেন স্মরণ করি যে আমরা সকলেই ভুল করি আর সেগুলো তো লোকেরা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় না।

আপনাকে সত্যসত্যই যদি কোন কিছুর সন্মুখীন হতে হয় তবে যে কোন মূল্যে তা করতে থাকুন। বেশীরভাগ সম্পর্ক যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা এইজন্য কেননা কোন একজন সামান্য বিষয়ে বিভৎস কিছু করে বসে যা বাস্তবে অত্যন্ত গুরুত্বহীন। তারা যতবার মনে করে যে তারা যা করছে তা ঠিক নয় তখন লোকেরা নিজেদের ছিঁড়ে ফেলতে থাকে আর এইভাবে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। এর পিছনে আমি বহু বৎসর ব্যয় করেছি। আমি সেই সমস্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ করেছি সেই প্রত্যাশা নিয়ে যা কিছু আমাকে জ্বালাতন করেছে লোকেরা যেন সেগুলো বন্ধ করে কিন্তু আমি দেখেছি আমার সমালোচনা তাদের কাছে কেবল এক চাপের মধ্যে রেখেছে আর তা আমার উপস্থিতিতে তাদের অস্বস্তিতে ফেলেছে। তাই আমি দেখেছি এরজন্য প্রার্থনা ও ইহার প্রতি গঠনমূলক গুরুত্ব আরোপ করাই হল প্রাণবন্ত বিষয়।

আমরা যখন লোকেদের সামর্থ সম্বন্ধে আর সেই সমস্ত বিষয়গুলো যেখানে তারা সঠিক সেইগুলো নিয়ে ভীষণভাবে আদানপ্রদান করি তখন তাদের দুর্বলতা ও ভুল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকি। তাই আমার অন্বেষণগুলোর গোড়ার দিকে যেগুলো আমাকে অস্থির করে তুলতো সেগুলোর উল্লেখ না করে কেবলমাত্র তা ছেড়ে দেওয়াটা যেন আমার কাছে এক বিরাট প্রতিদ্বন্দীর ন্যায় ছিল আর তা দেখে আমি অভিভূত হয়ে যেতাম। এখানে আমি এমনি একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছিলাম যেখানে আমি আমার ছোটখাটো বিষয়গুলোর জন্য যে অস্থিরতা হচ্ছে তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম আর সেই ছোটখাটো বিষয়গুলোই যেন নিজে থেকে এক বিরাট সমস্যা খাড়া করে দিত। আর তাই পড়ার পরে লাইট যদি সেইভাবে বন্ধ করে না দেওয়া হয় তবে সেই বিষয়টি কেনই বা আমাকে বিব্রতের মধ্যে ফেলে? আমিও কি সেইভাবে লাইট কোন সময়ে জ্বালিয়ে রাখি না? হ্যাঁ, আমিও মাঝে মাঝে তা করি।

এই সম্প্রতি সময়ে আমি দেভকে সংশোধন করে দিলাম কেননা যে বিছানা আমি সবে সাজিয়ে ঠিক করলাম তার উপরে তিনি এসে বসলেন আর তার পরে সেটা পুনরায় ঠিক না করে সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন। আর ইহার জন্য দেভ আমার দিকে সাংঘাতিকভাবে তাকিয়ে রইলেন আর আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আমিই বাস্তবে সেই বিছানাতে বসেছিলাম, তিনি বসেন নি। অদ্ভুত, আমি এতটাই নিশ্চিত দেভ সেখানে বসেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গেলাম যে আমি সেখানে বসেছিলাম আর এইজন্য আমিই ছিলাম দোষী। এই উদাহরণ প্রকাশ করছে যে কিভাবে দোষ বের করার আত্মা তাদের একে অন্যের প্রতি অন্ধ করে দিয়েছিল আর সেই সঙ্গে তা আবার জোর করে অন্যদের দোষী সাব্যস্ত করাচ্ছিল।

লোকেদের মধ্যে এই ভালোবাসাকে ইতিবাচক দিকে নিয়ে এসে গুরুত্ব আরোপ করুন। এটা যথেষ্টই সুস্পষ্ট কেননা তারা যে নেতিবাচক বিষয়গুলো করে তা বের করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে না। যদিও সেগুলো লাল রঙের প্রতিফলনের বাতি বলে মনে হলেও আমাদের দেখতে হবে কেবল মাত্র সেই বিষয়গুলো যার উদ্দেশ্য ইতিবাচক - আর তা না হলে কম করে যতদূর পর্যন্ত না আমরা নতুন আচরণে উন্নত হচ্ছি ততদূর পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য্য রাখতে হবে।

আগে যেভাবে আমি প্রস্তাব করেছি সেইভাবে এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আপনি যাতে তিন জন লোককে উৎসাহ ও প্রতিদ্বন্দী জানাতে পারেন সেই উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হোন। আর তারপরে দিনের শেষে জবাব দিহির পন্থা হিসেবে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন তারা কারা ছিলেন। এই তিন জন যখন আপনার স্বাভাবিক অভিপ্রায় হয় দাঁড়ায় তখন আপনার উদ্দেশ্যকে বৃদ্ধি করে তা ৬ করুন তারপরে ১০ আর তখন এই সময়ের মধ্যে আপনি তাদের সঙ্গে এমনি স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন যাতে প্রতিদিনের জীবনে যারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের উৎসাহ প্রদান করতে পারবেন।

আপনার প্রতিদ্বন্দী এমন হবে না যেখানে আপনাকে ঝুঁকি নিতে হবে। সেগুলো ছোটও হতে পারে যাদের আপনি এইভাবে বলতে পারেন যথা, ''এই রঙটাতে তোমাকে ভালো মানিয়েছে,'' ''তোমার চুলটা আমি পছন্দ করি'', ''তোমার শার্টটা তো খুব সুন্দর'' তোমার উপস্থিতি আমাকে নিশ্চিন্ত করলো'' ''তুমি কঠিন পরিশ্রম কর'' ''আমি তোমার তারিফ করি'' অথবা আমি আনন্দিত যে তুমি আমার বন্ধু'' এই সমস্ত বিষয় গুলো অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সাহায্যকারী। এইভাবে আপনি যখন ইতিবাচক অর্থে বিষয়গুলোর গুরুত্ব আরোপ করেন তখন সেই একই সঙ্গে আপনি কিছু উপকারিতাও এর মধ্য দিয়ে লাভ করছেন।

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনে সমর্থন

জন সি. ম্যাকসওয়েল

উৎসাহ সমস্ত কিছুকেই পরিবর্তন করে।

উৎসাহের এই বিষয়টি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। এর প্রভাব অতি গভীর যা প্রায় অলৌকিক কাজের সমান। কোন উপদেষ্টার কাছ থেকে আসা উৎসাহের বাক্য কোন ছাত্রের প্রতি যেমন প্রতিদ্বন্দীময় ঠিক সেই একইভাবে কোন স্ত্রী'র কাছ থেকে আসা সেই প্রকার উৎসাহও তাদের বিবাহ জীবনকে দীর্ঘ স্থায়ী করতে বদ্ধপরিকর। কোন নেতার কাছ থেকে আসা এই উৎসাহ কোন লোককে এমনভাবে অনুপ্রাণীত করে যাতে সে তার প্রচ্ছন্নভাবের জায়গাটাতে পৌঁছাতে পারে। যেভাবে জিগ্ জিগ্লার বলেছেন, ''আপনি কোন সময়েই এটা উপলব্ধি করতে পারেন না যে কোন মুহূর্তে আন্তরিকতায়পূর্ণ একটা শব্দ কোন জীবনকে কেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে।'' সুতরাং লোকেদের উৎসাহ দেওয়ার অর্থ হল তাদের সাহস প্রদান করা আর তা না হলে সেটাকে তারা কোনভাবেই অধিগ্রহণ করতে পারবে না তাই দিনে প্রবেশ করে তার মুখোমুখী হওয়ার জন্য সাহস প্রদান থাকুন, সঠিক কাজ করার উৎসাহ দিন, আর এর জন্য ঝুঁকি নিন ও এর দ্বারা বিষয়গুলো বদলে দেওয়ার চেষ্টা করুন। উৎসাহের মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু হল কোন লোকের মূল্যবোধক জাগিয়ে তুলে তাকে তা জানিয়ে দেওয়া। আমরা যখন লোকেদের মূল্যবান, যোগ্য এবং প্রাণচঞ্চল করে তুলি তখন আমরা দেখতে চাই যেন তাদের জীবন চিরকালের জন্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তারপরে কোন একটা সময়ে আমরা দেখবো যে তারা জগৎকেও পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

আপনি যদি বাবা বা মা হয়ে থাকেন তবে আপনার দায়িত্ব রয়েছে যেন আপনার পরিবারের লোকেদের উৎসাহ প্রদান করেন। আপনি যদি কোন প্রতিষ্ঠানের নেতা তবে নাটকীয় ভঙ্গিমায় আপনার সাফল্যের বিস্তার আপনার দলের কাছে এমনভাবে উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা কবুন যাতে তারা পরিচালিত হয়ে আপনাকে অনুসরণ করতে পারে। এক বন্ধু হিসেবে আপনার সুযোগ রয়েছে এমন উৎসাহমূলক শব্দ আলোচনা করার যা হয়তো কাউকে তার কঠিন সময়গুলোতে তাকে ধরে রাখতেসাহায্য করতে পারে অথবা মহান হওয়াতে আপ্রাণ চেষ্টা করার জন্য অনুপ্রেরণা জাগায়। আর খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে আপনার মধ্যে সেই দায়িত্ব রয়েছে যা হল আপনি যেন অন্যদের ভালোবাসা ও তাদের উৎসাহপূর্ণ বাক্যের দ্বারা উন্নত করে যীশুকে তাদের কাছে উপস্থাপন করেন।

ক্লাবে যোগ দিন

উৎসাহ প্রদানের সামর্থ যে কতোটা প্রবল সেটাকে নিচু চোখে দেখবেন না। ১৯২০ সালে চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানী George W.Crane সামাজিক মনোবিদ্যা সম্বন্ধে শিকাগোর উত্তর

পশ্চিমে অবস্থিত মহাবিদ্যালয়ে পড়ানো শুরু করেন। যদিও তিনি এই প্রকার কলাকৌশলে নতুন হলেও মানবিক সম্ভারের প্রতি তিনি ধুরন্ধর ছাত্র ছিলেন আর তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ইহাতে নির্ভর করেন যে তার ছাত্রদের কাছে মানুষের জন্য এই মনোবিদ্যা অত্যন্তভাবেই ব্যবহারিক বিষয়।

একটি সন্ধ্যাকালীন ক্লাশে তিনি যখন পড়াচ্ছিলেন সেখানে বেশীরভাগ যে ছাত্ররা উপস্থিত ছিল তারা সাধারণ কলেজের থেকে একটু বেশী বয়সের। এখানে এই যুবক ও যুবতীরা শিকাগোর বিশেষ খাদ্য ভাণ্ডার, অফিস এবং কলকারখানায় দিনের বেলা কাজ করে আর এইভাবে সন্ধ্যাকালীন ক্লাশে যোগদানের দ্বারা তারা নিজেদের উন্নত করার চেষ্টা করে।

একদিন সন্ধ্যায় কোন একটি ক্লাশের পরে লোইস নামে এক যুবতী মহিলা উইসকনসিন নামক ছোট একটা শহর থেকে শিকাগোতে একটি অসামরিক বিভাগে কাজে যোগ দিতে এসেছিলেন আর Crane'র উপরে সুনিশ্চিত থাকা সত্বেও তিনি নিজে যেন একাকী এবং বিচ্ছিন্ন বলে মনে করছিলেন।

তিনি তখন কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন, ''এই অফিসে কেবলমাত্র কয়েকজন মেয়েকে ছাড়া আমি আর কাউকেই জানি না। তাই রাত্রি বেলা আমি বাড়িতে গিয়ে কেবলমাত্র চিঠিই লিখতে থাকি। আর এটাই দিনের পর দিন আমাকে সাহায্য করে যেন উইসকনসিন থেকে আমার বন্ধুদের কাছ থেকে চিঠির প্রত্যাশায় পথ চেয়ে বসে থাকি।''

আর এটা কেবলমাত্র লোইসের সমস্যার জন্যই Crane একটা অনুষ্ঠান নিয়ে হাজির হন যার নাম ''প্রতিদ্বন্দীমুখর ক্লাব'' যার বিষয়ে তিনি পরবর্তী সপ্তাহে ঘোষণা করেছিলেন। আর এটা ছিল আরো অন্যান্য কাজের মধ্যে এমনি ব্যবহারিক এক কার্য নির্দেশ যা তিনি তার ছাত্র ছাত্রীদের সেই পর্বের জন্য প্রদান করবেন।

Crane তাদের বলেন, ''এখানে তোমাদের মানষিক বিকাশের ভাবকে প্রতি দিনেই ব্যবহার করতে হবে। ইহা হতে পারে বাড়িতে বা কাজের জায়গাতে অথবা রাস্তায় গাড়ীতে বা বাসে'' তা যে কোন জায়গায় হতে পারে। প্রথম মাসেই তোমাদের কার্য নির্দেশ হবে প্রতিদ্বন্দীমূখর ক্লাবের সম্বন্ধে। এইজন্য প্রতিদিন তোমাদের প্রতি তিনজনের কাছে এক সৎ প্রতিদ্বন্দী উপস্থাপন করতে হবে। তোমরা যদি চাও তবে তার সংখ্যা বাড়াতে পারো কিন্তু ক্লাশে এই মানের জন্য উর্ত্তীণ হতে গেলে তোমাদের এই ত্রিশ দিনের মধ্যে অতি অবশ্যই তিনজনের কাছে প্রতিদ্বন্দী রাখতে হবে . . .। তিনি আরো যোগ করলেন আর এরপরে ত্রিশ দিনের মাথায় তোমাদের গবেষণার পরে আমি চাইবো তোমাদের এই অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে একটা কাগজে তা লিখবে। তোমাদের দেখতে হবে তোমাদের চারপাশে লোকেদের মধ্যে যে পরিবর্তন স্থান নিয়েছে তার ঘটনা এবং সেইসঙ্গ তোমাদের নিজের জীবনে বাহ্যিক যে পরিবর্তন তারও উল্লেখ করতে হবে।'' [১]

Crane'র বেশকিছু ছাত্র ছাত্রী এই কার্য নির্দেশের বিরোধিতা করতে থাকলো। কেউ আবার অভিযোগ করে বললো তারা জানেই না এরজন্য কি বলতে হবে। অন্যরা আবার গ্রহণযোগ্য না

হওয়ার ভয়ে ভীত হতে লাগলো। সামান্য কিছু চিন্তাধারা তাদের কাছে যেন এক অসততার কাজ হয়ে উঠবে সেই বিষয়ে লেখার জন্য আর তা আবার তাদের কেন্দ্র করে যাদের তারা জানেই না। এরমধ্যে কোন একজন আবার জিজ্ঞাসা করে, ''ধরুন আপনি এমন কারো কাছে উপস্থিত হলেন যাকে আপনি পছন্দই করেন না?'' ''তাই আপনার শত্রুর প্রশংসা বা গুনগান করা কি আন্তরিকতাহীন কাজ হবে না?''

এই বিষয়ে Crane প্রতি উত্তর করে, ''না, তোমরা যখন নিজেদের শত্রুর সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দীমূলক কোন বিষয় লেখো তখন তা আন্তরিকহীনতা নয়।'' কেননা আচার আচরণের বৈশিষ্ঠ্য এবং যোগ্যতা যা প্রশংসার যোগ্য তারজন্য এই প্রতিদ্বন্দীমুখর বিকৃতি হল এমন সৎ বিষয় যারজন্য আমরা গর্ব করতে পারি। এরমধ্যে তোমরা দেখবে যে সম্পূর্ণভাবে প্রশংসা ও সততা লাভ করার জন্য স্বাধীন কেউই নয়।

যারা উত্তম কাজ করার জন্য প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে ওঠাতে সংগ্রাম হীন হয়ে পড়ে তখন সেই সময়ে তোমাদের প্রশংসা হয়তো সেই একাকী আত্মার নৈতিকতার আশাকে উজ্জীবিত করতে পারে। তাই তোমরা কোন সময়েই বলতে পারো না যে তোমাদের এই আকস্মিক প্রতিদ্বন্দী কখন কোন সময়ে কোন ছেলে বা মেয়ে অথবা নর বা নারীকে তাদের সংকটপূর্ণ অবস্থা হতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মুহূর্ত থেকে আস্বস্ত করতে পারে!''[২]

Crane'র ছাত্র ছাত্রীরা বুঝতে পেরেছিল তাদের এই সরল প্রতিদ্বন্দী তাদের চারপাশের লোকেদের মধ্যে এক ইতিবাচক প্রাধান্য ফেলেছে আর তাদের সেই অভিজ্ঞতা সেই ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যেও এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। লোইস এক প্রকৃত লোকের উপস্থিতিতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো যখন সে তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো আর তিনি ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। আরো একটি ছাত্র যিনি বৈধ সচীব থাকা সত্বেও নিজের কাজ ছেড়ে দিতে চাইছিলেন কেননা তার কঠিন বস/মালিক তার প্রতি সর্বদা অভিযোগ জানাতো আর প্রথম থেকেই তার সঙ্গে দাঁত চেপে কথা বলতো। যদিও শেষ পর্যন্ত তার প্রতি যে বদমেজাজ ছিল তার পরিবর্তন হলেও সে কিন্তু তাকে হয়রানি করে ছাড়তো। পরিশেষে তারা এখন একে অপরের প্রতি সত্য সত্যই তাদের পছন্দের জন্য টানটান উত্তেজনা কাটিয়ে এখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

George Crane'র প্রতিদ্বন্দী ক্লাব আমাদের কাছে হয়তো একটু আগেকার দিনের ও পুরাতন বলে মনে হয় কিন্তু ইহার পিছনে যে নীতি রয়েছে তার মনোভাব মনে হয় যেন ১৯২০ সালের। তার আসল সীমারেখা হল যেখানে Crane এই উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন যাকে আমি বলি ''উন্নয়নকারী নীতি।'' আমাদের সম্পর্কের মধ্যে লোকেদের আমরা উন্নত করতে পারি বা তাদের আমরা অবনতও করতে পারি। তিনি ছাত্রদের এটাই শেখাতে চেয়েছিলেন যেন তারা সমর্থনকারী এক প্রাণবন্ত ছাত্র হতে পারে। Crane বলেছেন, এই জগৎ উদ্বেগের আশঙ্কায় অনাহারে ক্লিষ্ট হয়ে রয়েছে। আর খিদের জ্বালায় উদ্বেগ প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু এরজন্য কোন একজনকে প্রথমেই সেই সুখ দুঃখের সাথীর সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা বলটাকে এগিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।''[৩] বেঞ্জামীন ফ্রাঙ্কলিনের মনোভাবে তিনি অভিভূত হয়ে যান যিনি ইহাতে এইভাবে আস্থা রাখতেন ''আমাদের

সকলকে প্রতিটি উদ্দেশ্যবিহীন শব্দের জন্য যেমনভাবে হিসেব দিতে হবে - আর তাই ঠিক এইভাবে চিরকাল উদ্দেশ্যবিহীন অবস্থাতে থাকার জন্যও আমাদের জবাব দিতে হবে।''

প্রত্যেক উৎসাহকারীর প্রয়োজন রয়েছে যেন তারা লোকেদের প্রয়োজনের পাঁচটি বিষয় ভালোভাবে জানে।

আপনার চারপাশে লোকেদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার জন্য আপনার মধ্যে এক অদ্ভুত পারদর্শিতা রয়েছে। তাই আপনার কাছ থেকে কোন প্রকার উৎসাহ লাভ অন্য কোন লোকের কাছে তাদের দিনে, সপ্তাহে এমন কি জীবনের জন্য এক ভিন্নপ্রকার অবস্থান নিয়ে আনতে পারে যাতে সেই লোকটি সম্পূর্ণভাবে এক নতুন নির্দেশে চলতে পারে।

কোন বিষয়টি তাদের উৎসাহিত করতে পারে সেই বিষয়ে আপনি যদি ওয়াকিবহাল না হোন তবে লোকেদের উৎসাহ প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। আর তাই লোকেদের জন্য ছাত্রের ভূমিকা পালন করার জন্য সেটাই শিখুন যা তাদের কর্মে উদ্যোগী করে তুলতে পারে। তাদের কিভাবে উপরে উঠাতে হয় তা জানুন। আপনাকে এই বিষয়ে আরম্ভ করাতে সাহায্য করার জন্য আপনি লোকেদের সম্বন্ধে যা জানেন তাকে অবলম্বন করেই তা আরম্ভ করুন।

১. প্রত্যেকেই একজন হতে চায়।

প্রত্যেকেই চায় তারা যেন দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হন। প্রত্যেকেই ভালোবাসা পেতে চায়। প্রতিটি লোক চায় যেন তাদের চিন্তাধারা উত্তম হয়। আর প্রত্যেকেই কোন একজন হতে চায়। আর এটা শিশু থেকে আরম্ভ করে পরিণত প্রাপ্ত এক বয়স্ক লোকের জন্যও তা যথার্থ।

তারা যে একজনের ন্যায় ইহা অন্যদের কিভাবে অনুভব করাবেন? আপনি কাউকে ১০ বৎসরের বলে ভাবলে, আমার মনে হয় তাদের কাছ থেকে লোকেরা বেশীরভাগ সময়ে সেই প্রকারই প্রত্যাশা করে। আর আপনি যদি তাদের সম্বন্ধে সবথেকে উত্তমভাবে চিন্তা করেন তবে তারা সাধারণত তাদের উত্তমটাই উপস্থাপন করবে। আপনি যদি কোন লোকের সঙ্গে ''১০'' বৎসরের ন্যায় আচরণ করেন তবে তারা ''১০'' বৎসরের মতোই প্রতিউত্তর করবে। আবার কাউকে যদি ''২'' বৎসর বলে মনে করেন তবে সে ''২'' বৎসরের মতোই প্রতিউত্তর করবে। লোকেরা চায় তাদের অনুমোদন এবং স্বীকৃতি। এটা মানুষের এক অর্ন্তমুখী ইচ্ছা আর সেই জায়গাতে উঠে আসার জন্য আমরা ইহার জন্য লোকেদের মহান হতে সাহায্য করতে পারি যে আমরা কিভাবে তাদের প্রতি আস্থা রাখছি।

২. যে পর্যন্ত না তারা জানছে যে আপনি কতোটা তাদের প্রতি যত্ন নেন সেই পর্যন্ত তারা উপলব্ধি করতে পারবে না যে আপনি কতোটা জানেন।

আমরা কতোটা চালাক তা লোকেরা জানতে চায় না। আর আমরা কতোটা আত্মিক তাও তারা

জানতে চায় না। তারা এটাও জানতে চায় না কতোটা যোগ্যতা বা সম্পদ আমরা সঞ্চয় করছি কিন্তু তারা যেটা জানতে চায় সেটা হল আমরা সত্যসত্যই হৃদ্যতার সঙ্গে তাদের যত্ন নিচ্ছি কি না। তাই আমাদের প্রয়োজন হয় যেন আমাদের জীবনের দ্বারা তাদের কাছে সদাপ্রভুর ভালোবাসাকে প্রকাশ করি।

কার্টি হাচিসনের কাছে আমি এই বিষয়টি শিখেছি তিনি ছিলেন আমার সান্ডে স্কুলের মাষ্টারদের মধ্যে দ্বিতীয় সম্মানীয় লোক। তিনি অত্যাশ্চার্য ছিলেন। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন আর সেটা আমি জানতাম। অসুস্থতার সময় যখন আমি মণ্ডলীতে অনুপস্থিত থাকতাম তখন তিনি আমার কাছে আসতেন।

তিনি এসে বলতেন, ''হে আমার জনি, গত রবিবার তুমি মণ্ডলীতে যাও নি।'' আর সেই সময়ে তিনি আমাকে পাঁচ সেন্টের কিছু শৌখিন জিনিস উপহার দিলেও আমার কাছে তা মিলিয়ন ডলারের ন্যায় মূল্যবান বলে মনে হতো। ইহার পরে তিনি বলতেন, ''আমি আশা করি আগামী রবিবার তুমি সানড়ে স্কুলে আসবে, কেননা আমি তোমার অনুপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছিলাম।'' প্রসঙ্গত তুমি যখন মণ্ডলীতে আস তখন আমি যেন নিশ্চিতভাবেই তোমাকে দেখতে পাই আর তাই আমি যখন তোমাদের গল্প শেখাতে আরম্ভ করবো তখন তুমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার প্রতি হাত নাড়িয়ে তোমার উপস্থিতি জানাবে (সেই ক্লাশে প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র/ছাত্রী ছিল) আর তাহলেই আমি তোমাকে দেখতে পাবো আর আমি তখন হাসবো আর তা করলে আমি ভালো অনুভব করবো ও ভালোভাবে তোমাদের শেখাতে পারবো।

রবিবার উপস্থিত হলে আমি ভালো অনুভব করি বা না করি, আমি কিন্তু যাবো। আমি হাত নাড়াবো আর তাহলে তিনি হাসবেন আর মাথা নাড়িয়ে আমাদের শেখাবেন। তিনি কতোটাই না আমার প্রতি যত্ন নেন তা আমি জানতাম আর সেটাই আমাকে তার জন্য যে কোন বিষয় করতে সাহায্য করতো।

৩. যে কেউ যারা খ্রীষ্টের শরীরের মধ্যে রয়েছে তারা খ্রীষ্টের শরীরের সমস্ত কিছু।

খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে বহু লোক রয়েছে যারা বিষয়গুলো তাদের নিজের বলে মনে করে। এইভাবে তারা অন্যের প্রতি এমনি অমনোযোগিতার সঞ্চার করে যেখানে তারা এমন আশা করে যেন তারাও ইহাকে তাদের নিজেদের মতো করে নেয়। কিন্তু খ্রীষ্টের শরীর হিসেবে এইভাবে কাজের আশা আমাদের কাছে করা হয়নি।

যখন কোন খ্রীষ্টীয়ান ইহাকে এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে এমনি মজাদার রাজমিস্ত্রির গল্প বলে মনে হয় যার মধ্য দিয়ে আমি একবার গিয়েছিলাম। যার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যেন তিনি পাঁচশো পাউন্ডের ইঁট গুলোকে চারতলা থেকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আনেন। নিম্নলিখিত বিষয়টি তার নিজের বিবেচনার বাক্য বলে মনে হয় যেটা নেওয়া হয়েছে এক বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের সত্ববিধান থেকে ঃ

হাতে করে ইঁট গুলোকে নিয়ে নামতে হলে আমার বহুসময়ের প্রয়োজন হতো আর তাই সেগুলোকে আমি একটি ব্যারেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিচে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এরজন্য সেই দড়িকে নিশ্চিতভাবে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ভালোভাবে বাঁধার পরে আমি আবার বিল্ডিংয়ের উপর উঠে যাই আর ব্যারেলটি দড়ি দিয়ে মজবুত করে বাঁধি যার মধ্যে ইঁটে পরিপূর্ণ ছিল পরে সেটাকে দেওয়ালের গা বেয়ে আমি নিচে নামাতে থাকি।

এরপরে আমি পুনরায় নিচে নেমে একেবারে ফুটপাতে চলে আসি এবং দড়িটাকে আলগা করে দিই আর সেটাকে নিশ্চিতভাবে ধরে আস্তে আস্তে ব্যারেলটিক নিচে নামিয়ে দিই। যেহেতু আমার ওজন ১৪০ পাউণ্ড তাই উঁচুথেকে পাঁচশো পাউণ্ডের বোঝা নিচে থেকে এমনিভাবে আমাকে ঝাঁকুনি দিল ফলে আমি যেন দড়ি ফসকে ফেলার মতো হয়ে যাই।

এইভাবে আমি যখন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি তখন ব্যারেলটির সঙ্গে আমার শরীরে ধাক্কা লাগে। ফলে আমার শরীরে উপরের অংশটিকে ছিন্নভিন্ন করে বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে।

কিন্তু আমার হাতটা সেই দড়ির পুলির সঙ্গে আটকে থাকার ফলে দড়িকে দৃঢ়ভাবে ধরে আমি উপরে পৌঁছে যাই ফলে আমার বুড়ো আঙ্গুল ভেঙ্গে যায়।

যাইহোকনাকেন এই একই সময়ে সেই ব্যারেলটিও ফুটপাতে সজোরে এসে ধাক্কা মারে ফলে তার নিচের দিকটি চূর্ণ হয়ে যায়। এইভাবে ইঁটের বোঝা ছিটকে পড়ে গেলে তখন প্রায় চল্লিশ পাউণ্ডের ব্যারেলে যে টান থেকে যায় তার দ্বারা এইভাবে আমার ভারী শরীরও তখন ১৪০ পাউণ্ড ওজন নিয়ে নিচে নেমে আসে। তখন আমার সঙ্গে আবার খালি ব্যারেলের ধাক্কা হয় ফলে আমার পায়ের গোড়ালি ভেঙে যায়।

এইভাবে ধীরে ধীরে নামতে নামতে আমি ইঁটের স্তুপে এসে ধাক্কা খাই। এরফলে আমার শিরদাঁড়া এবং ঘাড় ভেঙে যায়। আর সেই সময়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আর তখন সেই খালি ব্যারেলটি নিচে নেমে এলে তা আমাকে এমনভাবে আঘাত করে ফলে আমার মাথায় আঘাত লাগে।

আর তাই আপনার বীমাকারী কোম্পানী থেকে আপনার শেষ জিজ্ঞাস্য বিষয় হল যদি এই প্রকার অবস্থা আবার ঘটে তবে আপনি তখন কি করবেন? অনুগ্রহ করে আমাকে পরামর্শ দিন কেননা এই কাজ নিজে থেকে করার জন্য আমি যেন শেষ হতে বসেছি।

এইভাবে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় এটাই ঘটে যখন লোকেরা খ্রীষ্টের শরীর থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখে। সদাপ্রভু আমাদের কাউকেই একা এগিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন নি। আমাদের তিনি এইজন্য সৃষ্টি করেছেন যেন একে অপরকে উৎসাহ করি। ভাই এবং বোন হিসেবে আমাদের প্রয়োজন রয়েছে যেন এই যাত্রাকে আমরা একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাই।

৪. কোন একজন যখন অন্যদের উৎসাহ প্রদান করে তখন বহু লোককেই তারা প্রভাবিত করেন।

আমার জীবনের প্রায় মুহূর্তে অনেক লোকই আমাকে সাহায্য করেছেন। এখন থেকে আমি যদি একষট্টি বৎসরের পিছনে তাকাই তখন অন্যরা আমার প্রতি কতোটা উদার এবং দয়ালু ছিলেন যা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই।

এদের মধ্যে একজন লোকের নাম আমার এখন মনে রয়েছে আর তার নাম হল গ্রেন লেদারউড্। সেই সময়ে আমি সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছিলাম যিনি আমার সানড্রে স্কুলের আরো এক অত্যাশ্চার্য মাষ্টার ছিলেন। এই সময়ে আমি একটা খারাপ দলের মধ্যে ছিলাম ঃ যেখানে সবসময় ক্লাশের মধ্যে নড়াচড়া করতাম,চেঁচাতাম, কথা বলতাম, ঝগড়া ও সমস্ত কিছুই করতাম কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও তার কথা আমি শুনতাম। আমরা গে-নের কথা এইজন্য শুনতাম কেননা তিনি ভালোবাসার মধ্যে জীবনযাপন করতেন ও আমাদের উৎসাহ দিতেন।

একদিন তার আওয়াজ যেন সমস্ত কিছুতেই তীব্র হতে থাকলো আর তখন সমস্ত ছেলে মেয়েরা চারদিকে তাকাতে তাকাতে গে-নের দিকে তাকালে দেখলাম তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রয়েছেন আর তখন তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে।

তিনি বললেন, ''ঠিক এই ক্লাসের পরেই, আমি স্টিফ বেনার, ফিল কনর‍্যাড্, জুনিয়র ফাওলার আর ম্যাক ওয়েলের সঙ্গে কয়েক সেকেণ্ড দেখা করতে চাই। তোমাদের কয়েকজনকে এক বিশেষ কথা বলতে চাই।''

ক্লাসের পরে আমরা তার সঙ্গে দেখা করলে তিনি বললেন, ''প্রতি শনিবার রাত্রে তিনি তার এই সপ্তম ক্লাসে সকলের জন্য প্রার্থনা করেন। আর গত রাত্রে প্রভু তাকে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এই চারজন বালক, তোমরা সেবাকার্যের জন্য আহ্বান পেয়েছো। আর তাই তোমাদের এই বিষয়টি প্রথমেই বলে দিচ্ছি। এর জন্য আমিই সেই প্রথম লোক হতে চাই যে তোমাদের হর্স্তাপন করে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করবো।''

গে-ন আমাদের মাথায় হাত রেখে হর্স্তাপণ করলেন আর তার হর্স্তাপণকে আমি আমার সেবা কাজের জন্য বিধিসঙ্গত হর্স্তপণ বলেই মনে করি। আর এই জায়গাতে যেটা ঠিক ছিল তিনি তাই করছিলেন। এখন আমাদের চারজনের প্রত্যেকেই সেবাকাজের মধ্যে পালকের কাজে সংযোজিত হয়ে রয়েছি।

এর বহু বৎসর পর আমি গেল্নের, কাছে যাই ও তাকে জিজ্ঞাসা করি সেই সময়গুলোর মধ্যে কতগুলো লোক সান্ডে স্কুলের ক্লাস থেকে এই সেবাকাজের মধ্যে এসেছে। তিনি বললেন এই বিষয়ে তিনি ততোটা নিশ্চিত নন, তথাপি কম করে হলেও ত্রিশ জন রয়েছ।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এইভাবে প্রতি বৎসর কতগুলো সপ্তম শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের তিনি উৎসাহ প্রদান করে কতো মণ্ডলীর প্রতিই না তিনি উৎসাহ এবং উপকার যুগিয়ে এসেছেন। আর

আরো কতো জীবনই না তার বাক্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে? এই বিষয়ে সম্ভবত আমি হয়তো তা জানতেই পারবো না যখন পর্যন্ত না আমি স্বর্গে যাচ্ছি। কিন্তু আমি আপনাকে এটাও বলতে চাইছি ঃ যে কেউ অন্যদের উৎসাহ প্রদান করে তারা তখন অন্য লোককেই প্রভাবিত করে তোলে।

৫. সদাপ্রভু সকলকেই ভালোবাসেন।

অনেক খ্রীষ্টীয়ান রয়েছে যারা কাকে সাহায্য করবে ও কাদের উৎসাহ প্রদান করবে এই বিষয়ে তারা অত্যন্তই যত্নশীল। এইজন্য তারা তাদের মতো লোকেদেরই অন্বেষণ করতে থাকে। অনেক লোক রয়েছে যারা মনে করে তারা কেবল তাদেরই সাহায্য করবে যারা তাদের মতো আর তাদের মতোই কাজ করে। এই বিষয়টি আমাদের কাছে যেন সেইভাবে না হয়। আর নিশ্চিতভাবে যীশুও ইহাকে সেইভাবে করেন নি।

বেশ কিছু বৎসর আগে আমি কোন একটা লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যিনি একটি গর্তে পড়ে গিয়ে সেখান থকে উঠে আসতে পারছিলেন না আর তখন অন্যরা কিভাবে তার প্রতি আচরণ করলো ঃ

এক কল্পনা প্রবণ লোক তার কাছে এসে তাকে বললেন, ''আমি মনে করি তোমার সেখানে থাকাই দরকার।''

পরে আরো এক বিষয়মুখী লোক তার পাশ দিয়ে এসে তাকে বলেন,

''ইহা তো খুবই ভালো, কেউ সেখানে পড়ে থাকুক এটাইতো এক ন্যায় সিদ্ধ কাজ।''

ফরীশীরা এসে বললো, ''কেবলমাত্র খারাপ লোকেরাই গর্তে পড়ে।''

পরে এক গণিতজ্ঞ হিসেব করে বললেন কিভাবে একজন লোক গর্তের মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

এক সাংবাদিক তখন গর্তে পড়ে যাওয়া লোকটির এক অনন্য সাধারণ গল্প চাইছিলেন।

পরে এক মৌলবাদী বললেন, ''তোমার জন্য এই গর্তটাই কেবল প্রাপ্য।''

একজন ক্যালভিন মতবাদক বললেন, ''তুমি যদি পরিত্রাণ লাভ করতে তবে কোন দিন ঐ গর্তে পড়তে না।''

এক আরমেনিয়াম বললেন, ''তুমি পরিত্রাণ লাভ করেও সেই গর্তে পড়ে রয়েছো।''

এরপরে এক কেরাসমেটিক লোক বললেন,''যীশু বলেছেন যেন আপনি গর্তের মধ্যে না থাকেন।''

পরে এক বাস্তববাদী সেখানে এসে বললো, ''আরে এটাতো কেবল গর্ত মাত্র।''

এক ভূতত্ববিদ তাকে বললেন, ''সেই গর্তের পাথরের স্তরের প্রশংসা কর।''

এক আই আর এস কার্যকারী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তিনি এই গর্তের জন্য কর দিয়েছেন কিনা।''

সেই দেশের পরিদর্শক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, '' গর্ত খোঁড়ার জন্য অনুমতি নিয়েছেন কিনা।''

আত্মদাম্ভিক লোক বললেন, ''এই বিষয়টি আরো খারাপ হতে পারতো।''

এক নৈরাশ্যবাদী লোক বললেন, ''এই বিষয়টি আরো খারাপ হয়ে উঠবে।''

যীশু এই লোকটিকে দেখে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের বাহুবলে তাকে সেই গর্ত থেকে তুলে নিলেন।

যীশু এসেছিলেন লোকেদের পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করতে। তিনি লোকেদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন এবং এখনো তিনি তাই করে চলেছেন। তাই আপনাকে ও আমাকে সেই লোকেদের সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে। আমাদের সর্ব অবস্থাতেই মনে রাখা প্রয়োজন যে সদাপ্রভু সকলকেই ভালোবাসেন আর তাই যীশু যেভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করতেন আমরাও যেন সেইমতো আচরণ করি। যে উদ্দেশ্যে সদাপ্রভু তাদের সৃষ্টি করছেন সেই উদ্দেশের জন্যই আমরা যেন তাদের উৎসাহ প্রদান করি।

আমার মনের সংকল্প এটাই যেন প্রত্যেকেই একে অপরের উৎসাহ প্রদানকারী হয় আর যারা যীশুকে জানে তাদের উচিৎ যেন তারা আরো যীশুর ন্যায় হয়ে উঠতে পারে তা এমন কি সেই লোকটির প্রতিও যিনি সবথেকে নেতিবাচক। কেন আমি এটা বলছি? কেননা আমি মনে করি যে আমরা সকলেই যেন অন্যের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করি। আমরা সেখানে তাদের মধ্য থেকে দূরে থাকতে চাই না আমরা অন্যের প্রতি মূল্যবোধ যোগ করতে চাই ।

তাই অনুগ্রহ করে আপনার উৎসাহী হওয়ার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। আপনিও এক পরিবর্তন আনতে পারন। আপনিও অন্যের জীবনে মূল্যবোধ যোগ করতে পারেন। যখন একজন বাক্য শোনে তখন আপনিও এই কথা বলার দ্বারা যীশুকে উত্তমভাবে তাদের কাছে উপস্থাপন করতে পারেন যথা ঃ ''তুমি ভালো কাজ করছো আমার উত্তম আস্থাভাজন দাস।'' আমাদের প্রত্যেকেই এক উৎসাহকারী লোক হতে পারি। এরজন্য আপনাকে অত্যন্ত প্রেরণা সঞ্চারকারী লোক হওয়ার প্রয়োজন নেই। আর এরজন্য সমস্ত কিছু এক সঙ্গে পাওয়ার কোন প্রয়োজনও আপনার নেই। আপনার প্রয়োজন রয়েছে যেন লোকেদের আপনি যত্ন নেন এবং তা আরম্ভ করার ইচ্ছা রাখেন। এরজন্য আপনাকে এমন এক বৃহৎ কিছু এবং খুব সুন্দর ভাবে কোন কিছু করার প্রয়োজন নেই। প্রতিদিন ছোট খাটো যে বিষয়গুলো আপনি করে থাকেন তার মধ্যে যে বিরাট প্রভাব প্রছন্ন হয়ে থাকে তা আপনি কোনদিন কল্পনা করতে পারেন না।

- তাই এমন কাউকে ধরুন যার প্রতি উত্তম কিছু করতে পারেন।
- কোন একজনকে এক প্রতিদ্বন্দীমুখর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন।
- যিনি প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছেন তাকে সাহায্য করুন।
- কেউ যখন কাঁদছে তখন তার সঙ্গে নিজের কাঁধ মিলিয়ে নিজকে উৎসর্গ করুন।

- যিনি কৃতকার্য হয়েছেন তারজন্য আনন্দ করুন।
- কোন একজনকে আশাপ্রদান করুন।

আপনি এটা করতে পারেন আর এই বিষয় মনে রেখেই ইহা উদ্ধৃত করুন আমি সর্বদাই ভালোবাসা পাচ্ছি ঃ ''আমার আশা যেন জগতের মধ্যে এটাকে কেবলমাত্র একবার দেখাই তাই নয় কিন্তু সর্বসময়েই তা প্রদর্শন করি। তাই যেকোন উত্তম কাজ আমি করি বা যে কোন সঙ্গী বা সৃষ্টির কাছে যে কোন অনুগ্রহ আমি প্রকাশ করতে চাই তবে তা যেন এখন করি। তাই ইহাকে যেন কোন মতেই আমরা অবহেলা বা ইহার মুলতুবি করে না দিই কেননা পুনরায় আমি এটাকে আর লঙঘন করতে চাই না।'' [৫]

দশম অধ্যায়

10

দয়াদ্রভাবের জন্য উদ্যমশীল আচরণ

আর আইস আমরা মনোযোগ করি
যেন প্রেম ও সৎকার্যের সম্বন্ধে পরস্পরকে
উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারি।
ইব্রীয় ১০ঃ২৪

আপনি কি কোন সময়ে আপনার স্ত্রী,পরিবারের সদস্য অথবা বন্ধুদের পরিবার অথবা বন্ধুদের সঙ্গে কোন সময়ে একসঙ্গে বসে এইভাবে আলোচনা করেছেন যে কিভাবে তাদের কাছে আপনি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে পারেন? এই বিষয়টাকে নিয়ে আমি সাহসের সঙ্গে বলতে পারি যে প্রায় অনেকেই তা করে না, আজ থেকে তিন বৎসর আগে আমিও তা করতাম না। কিন্তু এখন, যেভাবে আমি ছয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, এইভাবে কথোপকথোনকে আমি যেন এক কৌতুককর এবং অত্যন্ত সাহায্যকারী বলেই অনুভব করতে পেরেছি। এই বিষয়ে আমরা যখন উদ্দেশ্যমূলকভাবে চিন্তা করি এবং অন্য লোকেদের সাহায্য করার পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করি তখন আমরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে পড়ি। লোকেদের সাহায্য করার বিষয়ে আমরা যদি কাজগুলো উদ্দেশ্যমূলক ভাবে না করি তবে সেখানে কোন ভাবেই ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন আসবে না। এরজন্য অতি অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য স্থাপন করে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।

এক সময়ে আমি এই সংকল্প নিলাম, অন্যদের ভালোবাসাই যেন আমার জীবনের মূল চিন্তা হয় তাই এই ভালোবাসাকে প্রদর্শন করার জন্য আমি বিভিন্ন পন্থার জন্য আকাঙ্খিত হয়ে পড়ি।

ভালোবাসা কোন মতবাদ বা সাধারণ কোন কথাবার্তা নয়, ইহা একপ্রকার কর্মতৎপরতা (দেখুন ১ যোহন ৩ঃ১৮)। এটা নিশ্চিত আমারা আমাদের ভালো বাক্যের বা কথার দ্বারা ভালোবাসতে পারি আর তারা যে কতোটা মূল্যবান তার বিষয়ে চিন্তা করে তা ব্যাখ্যা করতে পারি। ঠিক যেমনভাবে এই বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছি, সেইসঙ্গে আমাদের এটারও প্রয়োজন রয়েছে যেন আমরা আমাদের সময়, উদ্যম, অধিকার সেইসঙ্গে অর্থ দিয়েও অন্যদের ভালোবাসার প্রয়োজনকে মেটাই।

আপনি হয়তো নিশ্চিত যে কোন কিছু দেওয়ার জন্য আপনার কাছে কিছুই নেই। হতে পারে আপনি হয়তো ঋণী, তাই নিজের বিল শোধ করার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলছেন তাই অন্যদের দেওয়ার বিষয়ে যে চিন্তা তা যেন আপনার কাছে উত্তেজনার বিষয় বলে মনে হচ্ছে বা এই বিষয়টি আপনাকে দুঃখী করে তুলেছে। কেননা আপনি হয়তো দেওয়ার চেষ্টা অনুভব করছেন কিন্তু এরজন্য কোন পথ দেখতে পাচ্ছেন না যে কিভাবে তা আপনি পরিপূর্ণ করবেন। সেখানে বাস্তবে বহু পথ রয়েছে যার দ্বারা আপনি দেওয়ার বিষয়ে এগিয়ে আসতে পারেন আর এইভাবে আপনি যদি উদ্যমশীলতার সঙ্গে তার অন্বেষণ করেন তবে ভালোবাসাকে উজ্জ্বল করে রাখতে পারেন।

বাক্য বা কথার সঙ্গে সংলিপ্ত থাকুন

আমার মনে হয় কি ভাবে কি করতে হবে সেই পথ বলে দিয়ে কেমন করে সেটা করতে হয় তার সমাধান করে না দেওয়াটা আমাদের কাছে এক বিরাট ভুল। অনেক লোক রয়েছে যারা ভালোবাসা নিয়ে কথা বলে কিন্তু এইভাবে ভালোবাসার বিষয়ে বলা লোকেদের এমন কোন দৃঢ় জায়গাতে নিয়ে আসে না যে এই ভালোবাসাকে তারা ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে। এই সবে মাত্র আমি ভালোবাসার বইটিকে সম্পূর্ণভাবে ভাসাভাসা ভাবে পড়েছি। এটা ২৮৭ পাতার একটা বই যেখানে এই উপদেশে রয়েছে যার জন্য তাদের কাছে যীশু একটা নতুন আজ্ঞা অনুসরণ করতে বলেছেন যেন তিনি যেভাবে আমাদের ভালোবাসেছেন আমরাও যেন পরস্পরকে সেইভাবে ভালোবাসি আর সেই ভালোবাসার দ্বারাই এই জগৎ তাঁকে জানতে পারবে (দেখুন যোহন ১৩ঃ ৩৪-৩৫)। কিন্তু এই বিষয়ে আমি এমন কোন ব্যবহারিক বা সৃজনশীল চিন্তাধারা খুঁজে পাইনি যে এটা ''কি ভাবে'' একজন লোকের জীবনে প্রকাশমান হবে। লেখক এখানে বার বার সেই বিষয়েই নির্দেশ করেছেন যে একে অপরকে ভালোবাসা হল সবথেকে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমরা করতে পারি। কিন্তু সততার সঙ্গে আমি বলতে পারি যে যদি তাঁর বইয়েতে ভালোবাসার সমস্ত জ্ঞান সম্বন্ধে আমি উপলব্ধি করি আর ইহাকে আরম্ভ করার জন্য আমার কাছে যদি সমাধানযোগ্য কোন সূত্র না থাকে তাহলে কি হবে। আমার মনে হয় যেটা সঠিক লোকেরা সেটাই করতে চায় কিন্তু তাদের প্রয়োজন রয়েছে ইহার জন্য যেন কোন একজন তাদের পরিচালিত করে সই পথ নির্দেশ করে দেয় যে কোনটা যথার্থ।

যীশু যে কেবলমাত্র ভালোবাসা সম্বন্ধে বলেছেন তাই নয়। কিন্তু প্রেরিত ১০ঃ৩৮ কি বলেছে তা স্মরণ রাখবেন তিনি প্রতিদিন ভোরবেলা অতি প্রত্যুষে উঠে ভালো কাজ করে বেড়াতেন এবং দিয়াবলের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত প্রপীড়িত সকল লোককে সুস্থ করতেন। তাঁর শিষ্যগণ প্রতিদিনই তাঁকে সাহায্য করতে দেখতেন, তাদের কথা তিনি শুনতেন আর তাঁর নিজের পরিকল্পনাকে অনেক সময় থামিয়ে দিয়ে যারা তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য আসে তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যেতেন। আর এই দেখে তারাও নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যেন দরিদ্রদের কিছু দেওয়ার জন্য কিছু অর্থ তাদের হাতে থাকে। তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে মার্জনা করার যে স্বভাব রয়েছে সেটাও তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অন্যদের মার্জনা এবং দুর্বলদের প্রতি ধৈর্য প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। তিনি ছিলেন মৃদ্যুশীল, দয়ালু ও উৎসাহ প্রবণ এক সত্বা যিনি কাউকে কখনো খালি হাতে বিদায় দেন নি। ভালোবাসার বিষয়ে যীশু যে কেবলমাত্র ভাষণ দিয়েছিলেন তাই নয় কিন্তু তার চারপশে সবাইকে দেখিয়ে ছিলেন যে কিভাবে ভালোবাসতে হয়। আমাদের কথা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমাদের আচরণ তার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

> আমাদের কথা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমাদের আচরণ তার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের সবথেকে বড় সমস্যা

আমাদের খ্রীষ্টীয়ানিটির মধ্যে সবথেকে বড় যে সমস্যা তা হল আমাদের কি করণীয় সেই সম্বন্ধে আমরা লোকেদের কাছ থেকে শুনি এমন কি লোকেদেরও আমরা বলি কি করত হবে কিন্তু তারপরেই আমরা যখন আমাদের মণ্ডলীর অট্টালিকা বা বাইবেল অধ্যয়ন থেকে বেরিয়ে আসি তখন আর সেই বিষয়ে আমরা কিছু করি না। আমরা কি ''জানি'' বা কতোটা ''জানি'' সেই বিষয়ে চিন্তা করা কোন বড় বিষয় নয়। কিন্তু আমাদের জানার যে প্রমাণ তা বাস্তবে আমরা কি করছি সেটাই তুলে ধরা। যীশু বলেছেন আমরা যে কে তা আমাদের ফলের দ্বারাই জানা যাবে (দেখুন মথি ১২ঃ৩৩)। যার অর্থ আমরা অন্তরের দিক দিয়ে কেমন তা লোকেরা বলতে তখনি সমর্থ হয়ে যে আমাদের জীবনে আমরা কি করছি ও আমাদের মনোভাব কেমন তার দ্বারা।

এইজন্য অতি অবশ্যই আমার নিজের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ যে ''এই ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য বাস্তবে আমি কি করছি?'' প্রেরিত পৌলের কথা অনুযায়ী আমরা জ্ঞানের দ্বারা প্রবঞ্চিত হতে পারি। যেটাকে আমরা দেখতে পাই না সেই বিষয়ে কোন কিছু জানার ভান করে বাস্তবে ইহার কিছু প্রয়োগ না করার অহঙ্কারে আমরা অন্ধ হয়ে থাকতে পারি। পৌল করিন্থীয়দের সেই কথা বলেছেন যে আমাদের জ্ঞান অহঙ্কারী করে কিন্তু প্রেমই (অনুরাগ, ভালো ইচ্ছা এবং উপকার) গেঁথে তোলে (দেখুন ১ করিন্থীয় ৮ঃ১)। তাই আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে আমরা

কি বলছি ও কি করছি। এই বলা ও করার মধ্যে আমাদের যেন কোন শূন্যস্থান না থাকে। তাই এই জগৎ যখন খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি আঙ্গুল দেখিয়ে বলে যে তারা কপটী তখন ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই কেননা তারা তাই।

প্রায় বহু বৎসর কাল আমি একটা মণ্ডলীতে যোগদান করে এসেছি যেখানে তারা মিশন সম্বন্ধে কেবলমাত্র বৎসরে একবারই বলে আর তা হল ''মিশন রবিবার।'' সেখানে আমি এই নগরের প্রয়োজনীয় লোকদলের তথা দরিদ্রদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কোন কিছু শুনেছি বলে আমার মনে হয় না। সেখানে বেশীরভাগ ভাষণ যেগুলো আমি শুনেছি তা খ্রীষ্টধর্মের ব্যবহারিক দিকের থেকে বরং মতবাদমূলক তথ্যে পরিপূর্ণ আর আমার সম্প্রদায়ের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হবে তার ছিটে ফোঁটাও সেখানে ছিল না। যথার্থ মতবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে কিভাবে আচরণ জানাতে হয় সেটাও কিন্তু মতবাদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই মণ্ডলী এমনি ছিল যেখানে পরচর্চা, ভাগাভাগি এবং পদাধিকার আয়ত্ব করার দিক দিয়ে এক প্রতিদ্বন্দীময় জায়গা। বহুভাবেই আমরা এই জগতের মতো আচরণ করতে থাকি আর মণ্ডলীতে কেবলমাত্র সাধারণভাবেই উপস্থিত হতে থাকি। পরিশেষে, আমাকে সেই মণ্ডলী ছাড়তে বলা হয় কেননা আমি সদাপ্রভুর অতিপ্রাকৃতিক দানের বিষয়ে অত্যন্তভাবেই সুদুর প্রসারী ও উৎসাহী ছিলাম। আমি আবিষ্কার করতে পারলাম এটা খ্রীষ্টীয়ানদের প্রাপ্য এক বিষয়। আর তাই আমি অত্যন্ত উত্তেজিত ও উদ্দীপনাময় খ্রীষ্টীয়ানে রূপান্তরিত হলে তারা আমাকে বললেন আমি প্রায় আবেগপ্রবণ হয়ে যাচ্ছি, আমাকে শান্ত হতে হবে।

এরপরে আমাকে বাধ্য হয়ে অন্য মণ্ডলীতে যেতে হলো সেখানের লোকেরা এই বিষয়ে উল্লাসিত আর তাদের সেই বিষয়গুলো আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই অনুভব করতে থাকলাম। যীশুর দ্বারা যে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এই বিষয়ে তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তারা তা প্রমাণ ও প্রচার করাতে বদ্ধ পরিকর। আমিও তাই উত্তেজিত হয়ে নিগুঢ়ভাবে সদাপ্রভুর সেবা করতে চাইলাম, আর তাই বেশ কিছু মহিলাদের একত্রিত করে একে অপরের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে প্রতি সপ্তাহের পঞ্চম দিনে সুসমাচার পুস্তিকা নিয়ে বাইরে বিলি করার জন্য চলে যেতাম। এইগুলো আমরা অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে দোকানে দোকানে,লোকেদের হাতে এবং গাড়ী রাখার জায়গাতেও জানালা দিয়ে গাড়ীতে ফেলে দিতাম। প্রায় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা দশ হাজার সুসমাচার পুস্তিকা লোকেদের হাতে দিতে সমর্থ হয়ে ছিলাম। সেইসঙ্গে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়ে আমার বাড়িতে বাইবেল শেখানোর একটা অনুষ্ঠান করতাম।

আমি সদাপ্রভুতে বৃদ্ধিলাভ করছিলাম এবং তাঁর সেবা করার জন্য অত্যন্তই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু মণ্ডলীর প্রাচীনেরা তাদের একটা সভাতে আমাকে ডাকলেন আর আমাকে বললেন আমি যেন একটু উদ্ধত হয়ে উঠেছি কেননা তাদের অনুমতি ছাড়াই মহিলাদের একত্রিত করে আমি সুসমাচার পুস্তিকা বিতরণ করছি। তারা আবার দেভকে এই কথা জানালো যেন আমার পরিবর্তে তিনি বাইবেল অধ্যয়ন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। পরে ধীরে ধীরে সেই

মণ্ডলী হ্রাস পেতে থাকলো আর বর্তমানে সেটা সেখানে নেই বললেই চলে কেননা তারা লোকেদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছিল আর এইভাবে তা করার দ্বারা সদাপ্রভু তাদের যা দিয়েছিলেন সেটাকে নির্ধারিত করতে চেয়েছিলেন।

আরো বেশ কিছু বৎসরের ঘটনা যেটা আমি অতি যত্নসহকারে মনে রেখেছি, আমি আরো একটা মণ্ডলীতে যোগদান করি যেখানে তারা ভালো বিষয়গুলোই শেখাতো কিন্তু সততার সঙ্গে বলতে হয় আমি যখন পিছনের দিকে ফিরে তাকাই তখন সেখানে আমি ভালোবাসার ঘাটতি রয়েছে বলে অনুভব করতে পেরেছিলাম। সেই মণ্ডলীতে সুসমাচার প্রচার খুবই সামান্য আর সারা জগতের প্রচারের জন্য তাদের বরাদ্দ খুবই অল্প তা আবার পরিশেষে অপসারিত হয়ে যায়। সেখানে আমাদের যিনি নেতা ছিলেন তিনি অত্যন্ত স্বার্থপর, অহংকারী ও সন্দিগ্ধমনা আর অন্যের কৃতকার্যে ভীতপ্রায়, কেউ কেউ আবার তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন যারা বিশেষত অপরিপক্ক ছিলেন। তাই আমি তো প্রত্যেক সময়ে বিগড়ে যেতাম এইভেবে যে আমি এখানে আমার জীবনের এতটা সময় কিভাবে নষ্ট করে ফেললাম যেখানে কিনা কেবল আত্মপরিতৃপ্তি বিরাজ করছে। সাধারণভাবে স্থানীয় মণ্ডলীকে নির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে তারা যেন নিজেদের মধ্যে পৌঁছানোর থেকে বরং অন্যদের কাছে পৌঁছায়। কেননা মণ্ডলীর উদ্দেশ্য হল সম্প্রদায়, নগর এবং শহর, দেশ, জাতি ও জগতের কাছে তাঁর মহিমাকে স্বীকার করা (দেখুন প্রেরিত ১ঃ৮)।

মণ্ডলী যেন আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে প্রেমের সঙ্গে কার্য সম্পাদন করে। যাকে বাইবেলকে পরিষ্কার ভাবে নির্দেশ করে ধৈর্য্য, দয়া, নম্রতা ও অন্যদের কৃতকার্যতায় আনন্দ প্রকাশ করা, যার মধ্যে থাকবে নিঃস্বার্থপরতা প্রদানকারী মনোভাব আর সবসময়ে উত্তমতায় প্রত্যয় রাখা, অন্যের অপরাধ মার্জনা করাতে সত্বর, বিচার প্রবণ হওয়ার থেকে অনুগ্রহ প্রকাশে সমর্থ, উপকার করা, ভালো কাজে লিপ্ত হওয়া সেই সঙ্গে দরিদ্র,বিধবা, অনাথ, পিতৃহীন, আর্ত, পীড়িত, গৃহহীন এবং অত্যাচারিতদের যত্ন নেওয়া। ভালোবাসা অন্যের উপকারের জন্য নিজের জীবন সমর্পণ করে। প্রসঙ্গত, এই ভালোবাসা যেন প্রাণবন্তভাবেই নিজের কাছে থাকে। ইহাকে অতি অবশ্যই প্রবাহমান এবং বৃদ্ধি পেতে হবে।

আপনার অনুকম্পাশীল হৃদয় নিয়ে আপনি কি করবেন?

১ যোহন ১ঃ১৭ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিজ্ঞাসা করে ঃ কিন্তু যার সাংসারিক জীবনোপায় আছে (জীবনযাপন করার উৎস বা প্রয়োজন রয়েছে) সে আপন ভ্রাতাকে দীনহীন দেখলে যদি তার প্রতি নিজের করুনা রোধ করে তাহলে সদাপ্রভুর ভালোবাসা কেমন করে তার অন্তরে থাকে? অন্যভাবে বলা যায় এই পদ সেটাই বলতে চাইছে যে যখন আমরা কারো প্রয়োজন দেখি তখন আমরা আমাদের অনুকম্পাশীল হৃদয়কে বন্ধ বা খুলে রাখার সিদ্ধান্ত আমরাই নিতে পারি। কিন্তু সেটাকে যদি বেশী সময়ের জন্য বন্ধ করে রাখি তবে সদাপ্রভুর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে

জীবিত থেকে আমাদের মধ্যে বসবাস করতে পারে না। কেননা ভালোবাসার যে স্বভাব তারজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রাণবন্ত ভাবের কেননা ইহা এক জীবন্ত বিষয়। সদাপ্রভু হলেন প্রেম।

এখানে যোহন চমৎকার ও চিন্তাশীল এক মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছেন,''যে ভালোবাসে না সে সদাপ্রভুকে জানে না (যে তাঁকে ভালোবাসে না সে কোন মতেই তাঁকে জানতে পারে না) কেননা সদাপ্রভু হলেন প্রেম বা ভালোবাসা'' (১ যোহন ৪ঃ৮)। যীশুর জীবনধারা অধ্যয়ন করে এই ভালোবাসা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কেমন হওয়া দরকার সেই বিষয়ে সত্বর একটা উপদেশ আয়ত্ব করতে পারি। অথবা কোন একজন যেভাবে বলেছেন, ''হতে পারে যীশু এই বিষয়ে যে জীবনধারা অবলম্বন করেছিলেন সেটা অধ্যয়ন করেও আমরা বেশ কিছু শিখতে পারি।'' সবসময়েই তিনি লোকেদের জন্য সময় দিতেন। তিনি সবসময় তাদের যত্ন নিতেন। তিনি কোথায় যাচ্ছেন সেটা তাঁর কাছে বড় বিষয় ছিল না কিন্তু যারা প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছেন সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে তাদের সাহায্য করতেন।

আসুন আমরা ব্যবহারিক হই

যারা প্রত্যয় রাখে যে আমরা ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারি সেই প্রকার বহু লোকের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি যেন তারা ব্যবহারিকভাবে আমার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে। এই বিষয়ে আমি বহু বই পড়েছি, ইন্টারনেটে তা খুঁজেছি এবং আমার প্রতিদিনের জীবনে লোকেদের ভালোবাসার বিষয়ে ইহাকে একীভূত করার জন্য বহু সৃজনশীল পন্থা অবলম্বন করে আমার নিজ যাত্রাপথকে উদ্যমশীল করে তুলেছি। তাই বেশ কিছু বিষয় যা আমি শিখতে পেরেছি তার কিছু বিষয় আলোচনা করতে চাই, একই সঙ্গে আমি আপনাকে সৃজনশীল হয়ে ওঠার জন্য উৎসাহ প্রদান করি আর তারপরে এই চিন্তাধারা আপনি অন্যের সঙ্গে আলোচনা করুন। আপনি আবার নেটে গিয়ে www. theloverevolution.com সাইডে যান যা ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনে অফিসিয়াল ওয়েবসাইড, আর সেখানে আপনি দেখতে পাবেন ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের সংযোগ স্থাপনকারী সামাজিক কাজের সমন্বয় বিন্যাস, গ্রাফিক্স, ডাউনলোড এবং আরো অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ যা আপনি ব্যবহার করে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। সেখানে আপনি আপনার চিন্তাধারা আলোচনা করতে পারেন সেইসঙ্গে তাদের কাছ থেকে শেখার জন্য যে সুযোগ রযেছে তা ব্যবহার করতে পারেন। স্মরণ রাখবেন আপনি নিজেই হলেন ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনকারী। তাই আপনার প্রাণচঞ্চল উপস্থিত ছাড়া ইহা কার্যকারী হতে পারে না।

এখানে বেশ কিছু চিন্তাধারা রয়েছে যা আমরা বিভিন্ন লোকেদের কাছ থেকে পেয়েছি ও সংগ্রহ করেছি ঃ

- ইহা যখন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আপনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কেউ সেই একই জায়গাতে গাড়ী পার্ক করার জন্য চেষ্টা করেছেন তখন অন্যকে সেই জায়গাটা হাসি মুখ করে ছেড়ে দিন।
- কোন বয়স্কা মহিলা প্রতিবেশীর জমির ঘাসকে কাস্তে দিয়ে কেটে সমান করে দিন বা শীতকালে বেলচা দিয়ে তুষার তুলে ফেলে দিন।
- কোন একজনকে এমনভাবে সাহায্য করুন যাতে সে মণ্ডলীতে আসতে পারে বা কোন ঘটনাতে সাহায্য করার মনোভাব রাখুন তা এমনকি আপনার সাধ্যের বাইরে হয় তখনও পর্যন্ত তা করার চেষ্টা করুন।
- কোন কিছুতে বাধা প্রকাশ না করে অন্যের কথা শুনতে থাকুন।
- এক বিনয়ী ও সুশীল গাড়ী চালক হন।
- কোন অচেনা অতিথির জন্য দরজা খুলে দিন আর সে যেন আপনার আগে চলতে পারে তার প্রতি দৃষ্টি রাখুন।
- আপনার বহন গাড়িটি যদি মুদির দোকানের জিনিসে ভর্তি হয়ে গিয়েছে আর আপনার পিছনের লোকটির যদি দুটো জিনিস থাকে তবে সেই লোকটিকে আগে যেতে দিন।
- কোন স্বামী বিচ্ছিন্নকারী মায়ের সন্তানদের পরিচালক বা পরিচালিকার দায়িত্ব নিয়ে তাকে কিছু সময় দিন যাতে সে তার দরকারী কাজগুলো করতে পারে।
- আপনার শহরে কোন লোকের যদি পরিবার নেই তবে তাকে ছুটির দিনে আপনার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান।
- কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ প্রকাশের জন্য কোন কার্ড বা ফুলও পাঠাতে পারেন।
- স্বামী হারা কোন মা'কে এমন একটা উপহার দিন যাতে তিনি তার সন্তানদের বাইরে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে পারেন।

ইহাও কাজ!

আমরা এইভাবে চিন্তাধারা নিয়েছি যে ''কোন রেষ্টুরেন্ট যেখানে আপনি সন্ধ্যাভোজ করছেন গুপ্তভাবেই সেখানে কারো একটা বিলের পয়সা দিয়ে দিন।'' দেভ এবং আমি এটা প্রায় সময়ে করি আর এর দ্বারা আমরা ভালো ফল লাভ করেছি। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজন বয়স্কা মহিলাকে রেষ্টুরেন্টর মধ্যে দেখতে পাই। তারা অতি সুন্দরভাবে সেজে সেখানে এসেছেন আর তাদের দেখতে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে তখন আমরা অনুভব করলাম তাদের সন্ধ্যার ভোজের পয়সাটা আমরা মিটিয়ে দেবো। আর এটা আমরা সাহায্যকারী লোকের দ্বারা করলাম যে আমাদের পরিচর্যা করছিল। আমরা তাকে বললাম তাদের আগে আমাদের ছেড়ে দিতে আর তাদের বলে

দিন কোন একজন তাদের সাহায্য করেছে এই সন্ধ্যায় ভোজের জন্য। এটা নিশ্চিত যে তারা জিজ্ঞাসা করেছিল এটা কে বা কারা করেছে তখন সেই সাহায্যকারী বলেছেন আমি যে টি ভি তে প্রভুর বাক্য প্রচার করি আর এইভাবে আমরা চাইছিলাম তাদের মুখে হাসি ফোটাতে।

বেশ কিছু মাস পরে আমরা সেই রেষ্টুরেন্টে পুনরায় যাই তখন কোন একজন মহিলা আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন আর বললেন আমরা তাকে চিনতে পারি না, আমরা নিশ্চিতভাবেই অনিশ্চিত ছিলাম কিন্তু তিনি সেই ঘটনাটি অতি সত্বর পুনরাবৃত্তি করলেন তারপরে তিনি আমাদের বললেন যে দিনে আমরা তাদের সাহায্য করছিলাম সেই দিন ছিল তার জন্মদিন আর সেইদিনে সেই বিষয়টি তার কাছে কতটাই না তৃপ্তিকর ছিল যে কেউ একজন তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। তিনি আমাকে বললেন এরপরে তিনি টেলিভিশানে অনুষ্ঠান দেখছেন। তাদের এইভাবে আনন্দ দিয়ে আমরা যে কেবল সুখী অনুভব করছিলাম তাই নয় কিন্তু সেই দিনে যে আলাদা একটা আশীর্বাদ সদাপ্রভু তাদের জন্য যোগ করে দিয়েছিলেন তা শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম। এখন তিনি আমাদের এই টেলিভিশান অনুষ্ঠানের দ্বারা সদাপ্রভুর বাক্যের উপদেশ নিয়মিতভাবে গ্রহণ করছেন আর ইহার ফল কি হবে কেবল তিনিই জানেন। তাই দেখুন একটু সামান্য অনুগ্রহ এবং অতিমাত্রায় ব্যবহৃত কিছু অর্থ কেবলমাত্র আনন্দ নিয়ে এসেছিল তাই নয় কিন্তু তা সদাপ্রভুর বাক্যের প্রতি পরিচয় করিয়ে দিতে সমর্থ করে তুলেছিল।

আরো একটা প্রস্তাব যা আমরা প্রয়োগ করেছিলাম, ''মুদির দোকানে কোন একজনের জিনিসপত্রের খরচা মিটিয়ে দেওয়া।'' আমাদের ছেলে একটা গল্প আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছিল যা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে গিয়েছিল আর তার মা হিসেবে আমার বুক গর্বে ভরে গিয়েছিল। সে ও তার স্ত্রী একটা মুদির দোকানে ছিল আর সে দেখলো এক মহিলা খুব ক্লান্ত, উত্তেজিত আর তার কাছে সামান্য অর্থ রয়েছে। সেই মহিলা ফর্দ বা তালিকা দেখেই বাজার করছে আর তার জিনিসগুলো এক এক করে ব্যাগের মধ্যে রাখছে আর সেই সময় তাকে দেখে মনে হল তিনি দ্বিধাগ্রস্থ আর আমার ছেলে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার একশো ডলারের বিল মিটিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল আর তাকে বললো যেগুলো আপনার প্রয়োজন তা নিয়ে নিন। কোন একবার আমি এইভাবে একটা বিষয় পড়েছিলাম যেখানে লেখা আছে, ভালোবাসা নিজে থেকেই ইহা প্রকাশ করার জন্য ছাওয়ার মধ্যে থেকে সুযোগের জন্য সবুর করে। তাই এগিয়ে যান আর তা কাজ করে কি না তা যাচাই করুন আর তারপরে সত্বর পিছিয়ে গিয়ে পুনরায় ছাওয়াতে সবুর করুন সেই সুযোগের জন্য। আমার মনে হয় সেটা এক সুন্দর চিন্তা ধারা তাই নয় কি?

আমি প্রায় সময়ে সেই সমস্ত লোকেদের প্রতি দৃষ্টি রাখি যারা নিরুৎসাহ আর তখন সেই মুহূর্তের জন্য তাদের কাছে আমি বলি ''সদাপ্রভু তোমাকে ভালোবাসেন।'' অনেকে অনেক সময়ে আমি সদাপ্রভুর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করি না কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁর চরিত্রকে প্রকাশ করি। একবার ষ্টারবাক্স ষ্টোরে তার টিফিনের সময়ে আমি এক যুবতী মেয়েকে দেখি যেখানে সে কাজ করে।

সে সেই সময় একটা টেবিলে একা বসেছিল আর তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে খুব ক্লান্তীজনক অবস্থাতে রয়েছে। আমি তাকে পঞ্চাশ ডলার দিয়ে বললাম, ''আমি এরদ্বার তোমাকে আশীর্বাদ করছি, আমার মনেহয় তুমি খুব পরিশ্রম করেছো আর এর দ্বারা আমি তোমার প্রশংসা জানাতে চাই।'' আর সে আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বললো, ''এটা তো খুবই সুন্দর বিষয় যেটা আমাকে আগে কেউ করে নি।''

কতো লোক রয়েছে যারা প্রতিদিন আমাদের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করছে যারা নিজেদের মধ্যে একাকী এবং তাৎপর্যবিহীন অবস্থায় রয়েছে বলে উপলব্ধী করছে। আর তাদের মধ্যে হয়তো খুব অল্প লোকই রয়েছে যাদের মধ্যে শর্তবিহীন ভালোবাসা সম্বন্ধে কোন অনুভব আছে বলে আমার মনে হয় না। কোন কিছুকে ''বিনামূল্যে'' গ্রহণ করতে তারা হয়তো অভ্যস্থ নয় অথবা কোন কিছু গ্রহণ করতে যোগ্য বা সমর্থ নয় যারজন্য তারা কিছুই করে নি। তাই আমার মনে হয় অন্য কোন কারণে কেবলমাত্র লোকেদের কাছে আশীর্বাদ নিয়ে আসার জন্য এই প্রকার কাজ অনবরত করা সদাপ্রভুর ভালোবাসার এক প্রতীক।

উত্তম কাজ করতে ভুলবেন না

ইব্রীয় ১৩ঃ১৬ বিনতী করে আমরা যেন ''উপকার ও সহভাগিতার কার্যসকল ভুলে না যাই, আমরা যেন প্রয়োজনীয় লোকেদের উদার চিত্ত এবং তাদের প্রতি দান ও কিছু প্রদান করি (এটা মণ্ডলীর জন্য, তাঁর প্রতিরূপকে প্রকাশের জন্য এবং সহভাগিতার প্রমাণ স্বরূপ) কেননা এইপ্রকার যজ্ঞে সদাপ্রভু প্রীত হন।'' যদিও শাস্ত্র নির্দিষ্টভাবে এই সমস্ত বিষয়গুলো তাদের জন্য করতে বলেছেন যারা মণ্ডলীর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু যে বিশেষ দিকে আমি তা নির্দেশ করতে চাই তা হল এইভাবে উদার চিত্তের মনোভাব নিয়ে জীবনযাপন সদাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করে। সেখানে আরো বহু শাস্ত্রাংশ রয়েছে যা সকলের প্রতি উত্তম থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, আর এটা কেবলমাত্র যারা আমাদের মতো সমমনা কেবলমাত্র তাদের প্রতিই নয়। উদাহরণ স্বরূপ ১ থিষলনীকীয় ৫ঃ১৫ বিনতী করে আমরা যেন সর্বসময়ে অনুগ্রহ দেখানোর প্রতি যত্নবান হই আর একে অপরের সঙ্গে ও সকলের সঙ্গে আমরা উত্তম কাজ করি।''

আমি আপনাকে উৎসাহ দিতে চাই সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি চিন্তা করতে যা আপনি লোকেদের জন্য করতে পারেন তা হল যারা বিশেষত আপনার আবর্জনা তুলে নিয়ে যায় অথবা মেল বা চিঠি দিয়ে যায়। এই সমস্ত লোকেরা যারা আমাদের জীবনে সর্বদাই রয়েছে কিন্তু আমরা খুব অল্প সময়েই তাদের এই প্রকার কাজ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করে রাখি না। আমরা নিশ্চিতভাবেই গন্ধ সহ্য করে সারাদিন আর্বজনা জোগাড় করবো না!

একবার আমার মেয়ে এক আর্বজনা বহনকারী লোককে একটা কাগজে কিছু লিখে দিয়েছিল আর সেখানে তাকে দুপুরে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল। আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো যে

কেবলমাত্র লোকেদের আশীর্বাদ করে তাই নয় কিন্তু তা প্রায় সময় অবাক করে দেয় কেননা এরকম ঘটনা তাদের প্রতি কোনদিনও ঘটে না। এই জগৎ এমন লোকে পরিপূর্ণ যারা কঠিন পরিশ্রম করে এমন সমস্ত কাজ করে চলেছে যা তাদের জন্য প্রীতিজনক নয় তথাপি আমাদের কেউ তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না।

কোন একবার যেখানে আমি জিনিসপত্র কেনাকাটা করি সেখানে কোন এক মহিলাকে এক প্রতিষ্ঠানের ষ্টোরে বাথরুম পরিষ্কার করতে দেখি আর তাকে আমি কিছু অর্থ দিয়ে বললাম,''তোমাকে কঠিন পরিশ্রমী বলে মনে হচ্ছে আর আমার মনে হয় এই আশীর্বাদ তুমি ব্যবহার করতে পারো।'' একথা বলে তার দিকে হেসে সেই জায়গা ছেড়ে আসি। এর কিছু মিনিট পরে সেই মহিলা প্রতিষ্ঠানের ষ্টোরে আমাকে দেখতে পায় আর সে সেখানে আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে আর বলে এই ভালোবাসার দান তাকে অত্যন্তভাবেই উন্নত করেছে।

সেই মহিলা আমাকে এইভাবে বললো যে এটা নিশ্চিত যে আমি এখানে কঠিন পরিশ্রম করি কিন্তু এরজন্য কেউ আমার প্রতি মনোযোগ করে না। এইভাবে আপনি যদি এইরকম কিছু কাজে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন তাতে হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে যাদের প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করে না তাদের প্রতি মনোযোগ করা কতোই না অদ্ভুত বিষয়। সদাপ্রভু তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন আর আপনি যদি তাদের প্রতি উদারমনা হন তবে তিনি খুশী হবেন কেননা আপনি ভালোবাসার অংশী হয়েছেন।

সকলের জন্য সমানভাবে সৌজন্য প্রয়োগ করুন

অন্যদের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর প্রতি আমরা যখন আবেদন জানাই তখন কোন এক লোক এই বিষয়ে উল্লেখ করার জন্য লিখেছেন ঃ সবসময়ে ''অনুগ্রহ করে'' আর ''ধন্যবাদ'' বলাতে অভ্যস্থ হোন। এই দুটো শব্দ নিশ্চিতভাবেই সমমনা প্রকাশের সৌজন্য প্রকাশ করে। এইভাবে প্রচণ্ডতার পরিবর্তে বিনীত স্বভাব প্রকাশ করা অন্যের প্রতি দয়া এবং সম্মান জানানো এক আদর্শ বিষয়। তাই এই জায়গাটিতে আমি বিশেষ করে আপনাকে উৎসাহ প্রদান করতে চাই যেন আপনার বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে আপনি এক বিনতীভাব ও স্বভাবকে প্রকাশ করেন। আমি যখন দেবকে কিছু করার জন্য বলি তখন তার প্রতি আমি এই উভয় শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্থ হওয়ার চেষ্টা করি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের ভালোবাসাকে কোনভাবেই যেন কোন সুযোগ বলে তার অপব্যবহার না করি। আমরা স্বাভাবিকভাবে বাড়িতে যেখানে আমাদের কেউ দেখতে পায় না তার থেকেও লোকেদের সামনে ভালো আচরণপ্রবণ হওয়াটা যেন তেমনি ভাবেই ছাপিয়ে যায়।

১ করিন্থীয় ১৩ঃ৫ অনুযায়ী ভালোবাসা কোন অশিষ্ট বিষয় নয়। এই অশিষ্টাচারণের উৎপত্তি আসলে স্বার্থপরভাবের দ্বারাই হয় আর এইজন্য সংগ্রাম করার এক পন্থা হল সবসময় আমরা

যেন ভালো আচরণে অভ্যস্থ হই। আমাদের সমাজ অশিষ্টাচার, নিষ্ঠুরতা এবং অভদ্র আচরণে পরিপূর্ণ কিন্তু এগুলো সদাপ্রভুর চরিত্রকে প্রকাশ করে না। যীশু বলেছেন, ''তিনি কোন নিষ্ঠুর, কঠিন, অসাধু এবং অনুরোধকারী সত্বা নন'' (মথি ১১ঃ৩০)। আর আমাদের প্রয়োজন রয়েছে আমরা যেন তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করি।

আমাদের নিশ্চিতভাবেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য এক নির্দিষ্ট অবস্থা তৈরী করতে হবে। বাইবেলে বিভিন্ন জায়গাতে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যেন আমরা ''ধন্যবাদ চিত্ত ও সেই প্রকার আচরণ করি।'' আমরা হয়তো মনে করি আমরা ধন্যবাদচিত্ত ও কৃতজ্ঞ লোক কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যা রয়েছে সেটাই আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে (দেখুন মথি ১২ঃ৩৪)। আমরা যদি প্রকৃতভাবেই বোধগম্য প্রিয় লোক তবে ধন্যবাদ যেন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে।

সময় হল মূল্যবান এক দান সেটাকে সহজাতভাবেই দিন

সহজাতভাবে নির্দিষ্ট যে তালন্ত আপনার রয়েছে সেটাকে সবসময়ে কিছু পাওয়া বা তারজন্য মূল্যের আশা না করে ইহাকে মাঝে মধ্যে এক দান হিসেবে প্রদান করুন। উদাহরণ স্বরূপ আপনি যদি আলোকচিত্রকারী তখন কোন কোন সময়ে আপনি বন্ধুর বিবাহে ছবি তোলার জন্য বা অন্য কারো যার বরাদ্দ খুবই সামান্য তাদের জন্য বিনামূল্যে তাদের জন্য ছবি তোলাতে উৎসাহ দেখাতে পারেন।

আপনি যদি কেশ বিন্যাশকারী তবে আপনি কোন গৃহহীন বাসস্থানে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করুন আর সেখানে মাসে একবার বা যদি ইচ্ছা করেন তার থেকেও বেশী সময় সেখানে গিয়ে চুল কাটার জন্য সময় ব্যয় করতে পারেন।

আমার এক বন্ধু হলেন সাজসজ্জা রঙ করা বা বাড়ি রঙ করার শিল্পী। আর তিনি সম্প্রতি সময়ে তিন দিন ধরে এক দুশ্চিন্তাগ্রস্থ যুবকের বাড়ি বিনা পয়সায়, রঙ করে দিয়েছেন।

সদাপ্রভু আমাদের প্রত্যেককেই এক যোগ্যতা প্রদান করেছেন আর সেগুলোকে যেন একে অপরের উপকারে আমরা ব্যবহার করি।

তিন অধ্যায়ে আমি এক মহিলার কথা উল্লেখ করেছি যার কাছে খুব সামান্যই অর্থ ছিল কিন্তু মিশন কাজে অর্থ দেওয়ার জন্য তার বিরাট এক ইচ্ছা ছিল। আর তিনি সেটা সম্পন্ন করলেন কেক ও রুটি তৈরী করে সেগুলো বেচে তার অর্থ মিশনকে তিনি দিয়েছিলেন। তার গল্প সেই বিষয়ের উপরেই জোর দেয় যে আমরা যদি কোন কিছু করার জন্য চিন্তা নিই আর যা পারি তাতে যদি মনোনিবেশ করি আর তা যদি প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে করি তবে জগৎকে মন্দতার হাত থেকে উত্তমের দ্বারা জয়করতে বেশী সময় লাগবে না।

বেশ কিছু উদ্দেশ্য স্থাপন করুন

আসুন আমরা উদ্দেশ্য স্থাপন করি। উদ্দেশ্য স্থির করাতে ও তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য পরিকল্পনা স্থির করার জন্য আমি দৃঢ় ধর্মভীরু মহিলা। আপনি হয়তো আপনার পালককে প্রস্তাব দিতে পারেন যে রবিবার দিন সবাই যখন মণ্ডলী ছেড়ে চলে যায় তখন তারা যেন এই কাজ করতে সম্মতি প্রকাশ করে। আপনি একবার ভাবুনতো যদি এইভাবে তা হয় তবে সারা পৃথিবীতে ইহা কি পরিণামই না বহন করে আনবে।

এই অধ্যায়ে আমি কেবলমাত্র জ্যোতিকেন্দ্র করেছি ভালোবাসার বেশকিছু গণনাতীত পন্থা নিয়ে যা আমরা অন্যের প্রতি দেখাতে পারি - এখানে যে চিন্তাধারা রয়েছে তা সম্ভবনাভাবেই আমরা কি করছি তা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে। আমরা যে কিছু করতে পারবো না এটা বলা ঠিক নয়। আমরা হয়তো অজুহাত দেখাতে পারি কিন্তু এই অজুহাত আমাদের নিজেদের প্রবঞ্চনা এবং কিছু না করার ন্যায্যতাকেই প্রতিপাদন করে। আপনি যদি উদ্যমশীলতার সঙ্গে অন্যদের কাছে পৌঁছাতে চান তবে এমন জীবন্তভাব অনুভব করবেন যা আগে কোনদিন উপলব্ধী করেন নি। এই জগতে মিলিয়নস লোক রয়েছে যারা অনুভব করে যে তাদের কোন উদ্দেশ্য নেই আর তাই তারা নিজেদের জীবনে সদাপ্রভুর ইচ্ছার অন্বেষণ করতে করতে এক দ্বিধার মধ্যে বসবাস করছে।

তাই আসুন যীশুর উচ্চারিত শব্দ আমরা যেন ভুলে না যাই ঃ ''আমি তোমাদের এক নতূন আজ্ঞা দিচ্ছি ঃ তোমরা যেন একে অপরকে ভালোবাস। ঠিক আমি তোমাদের যেভাবে ভালোবেসেছি তোমারাও যেন সেইভাবে একে অপরকে ভালোবাসো'' (যোহন ১৩ঃ৩৪)। আর তাই সন্দেহতীতভাবেই এটা আমাদের জীবনের জন্য তাঁর উদ্দেশ্য ও সদাপ্রভুর ইচ্ছা।

একাদশ অধ্যায়

11

লোকেদের কি প্রয়োজন তা বের করুন আর তা সমাধানের অংশী হোন

আমি সকলের কাছে সর্ববিষয় হলাম

১ করিন্থীয় ৯:২২

পৌল বলেছেন যদিও তিনি সমস্ত দিক দিয়ে যে কোন লোকের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন তবুও তিনি নিজেকে প্রত্যেকের কাছে এক দাসের মনোভাব ধারণ করে রেখেছেন। আপনি যদি ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করেন তবে তা বিস্মিতভাবেই এক চমৎকার বিবৃতি। এখানে তিনি নির্ভয়ে কোনভাবেই কোন সুযোগের অবলম্বন না করেই নিজেকে দাস হিসেবে দেওয়ার জন্য স্বাধীন করে রেখেছিলেন। তিনি জানতেন যে প্রকৃত জীবন লাভ করার জন্য তার নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে হবে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অন্যকে সুখী করার জন্য সেবার মনোভাব নিয়ে জীবনযাপন করবেন। তিনি তার প্রতিদিনের জীবনে যীশু যে উদাহরণ স্থাপন করে গিয়েছেন তা তিনি অনুসরণ করেছিলেন।

এইভাবে পৌল আরো বলেছেন, যিহূদীদের লাভ করার জন্য তাদের কাছে তিনি যিহূদী হলেন। তিনি ব্যবস্থার অধীনে না হলেও কিন্তু ব্যবস্থার অধীনে লোকেদের লাভ করার জন্য ব্যবস্থাধীনের ন্যায় হলেন (দেখুন১করিন্থীয় ৯:২২)। অন্যভাবে বলা যায় লোকেদের কাছে যেমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করলে উপকার হয় সেখানে তিনি নিজেকে সেইভাবেই উপস্থাপন করলেন। খ্রীষ্টের জন্য জয় করাতে যা কিছু করা প্রয়োজন সেইভাবে তাদের কাছে ভালোবাসা দেখাতে থাকলেন। পৌল

লেখাপড়া জানা লোক হলেও তাদের সামনে তিনি নিজেকে নিয়ে কোনদিন গর্ব করতেন না, নিজেকে কোনদিন জাহির করতেন না। প্রসঙ্গত, নিম্নলিখত বিবৃতি তার বিনয়ী ভাব এবং সংকল্পকে প্রকাশ করে যেন আমরা কোন সময়ে অন্যদের ছোট করে না দেখি। আর সেইজন্য তিনি লেখেন ''কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম তোমাদের মধ্যে আর কিছুই জানাবো না (কোন কিছুর সঙ্গে ই নিজেকে অবহতি করবো না, কোন জ্ঞান আছে বলে বিবেচনা করবো না আর নিজের অধিকার সম্বন্ধে কোন কিছুই উপলব্ধি করবো না) কেবল যীশু খ্রীষ্টকে (মশীহ) তাঁহাকে কাষ্ঠদণ্ডে (Cross) হত বলেই জানবো'' (১করিন্থীয়২ঃ২)।

পৌল যখন লোকেদের সঙ্গে থাকতেন তখন তারা কি বলে তা তিনি শুনতেন আর তাদের কাছ থেকে বিশেষভাবে কিছু শেখার জন্য সময় দিতেন। আমার মনে হয় এটা এমন কিছু যা আমাদের সকলেরই করার প্রয়োজন আর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আমি ইহা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে এইভাবে করার দ্বারা আমরা সম্পর্ককে অদ্ভুতভাবেই তীব্র করতে পারি। আমাদের প্রয়োজন রয়েছে যেন লোকেদের আমরা জানি। তারা কি পছন্দ করে বা করে না, কি চায় বা কি চায় না, তাদের প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের জন্য তাদের স্বপ্ন কি তা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তারা যদি কোন জায়গাতে দুর্বল বলে মনে হচ্ছে আর সেই জায়গাতে আমাদের যদি সবল বলে মনে হয় তবে তখন আমাদের নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন যেন আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা গর্ব না করি।

লোকেদের সাহায্য করার জন্য পথ বের করুন আর তাদের সম্বন্ধে উত্তম মনোভাব পোষণ করুন।

খাবার ব্যাপারে আমি পরিষ্কারভাবেই নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করি আর সম্প্রতি সময়ে আমি এক সপ্তাহ অন্যের সঙ্গে কাটিয়েছি যিনি সত্যসত্যই এই দিক দিয়ে যেন সংগ্রাম করে চলেছেন। সেই মহিলা বার বার উল্লেখ করেছেন যে এই ব্যাপারে আমি কতোটা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে রয়েছি। আর তখন আমি তাকে আমার যোগ্যতার দুঃখজনক দিক বলতে থাকি, ''আমার জীবনে বেশকিছু দুর্বলতা রয়েছে আর এগুলো থেকে আপনি উত্তীর্ণ হতে পারেন প্রার্থনার দ্বারা।''

আমার জীবনে সেখানে এমন সময়ও গিয়েছে যেখানে আমি আমার বান্ধবীদের সংবেদের প্রতি সেই মতো সংবেদনশীল ছিলাম না। সম্ভবত আমি হয়তো নিয়মানুবর্তিতার উপকারিতা এবং বেশী খাওয়া ও নিম্নমানের পুষ্টি সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতাম। যাইহোকনাকেন, তা করলে আমি হয়তো কৃতকার্য হতে পারতাম না কিন্তু আমার বন্ধবীকে কেবল দোষী এবং নিন্দনীয় দণ্ডের মধ্যে রাখতাম। তাই তিনি যখন আমার চিন্তাধারা তার কাছে আলোচনা করার জন্য ডাকলেন তখন তাকে সাহায্য করতে পেরে যা করার দরকার আমি তাই করলাম। কিন্তু তা এমন মনোভাব নিয়ে করলাম যেখানে তাকে এমন কিছু অনুভব করতে দিলাম না যে এগুলো আমার মধ্যে রয়েছে কেননা তিনি এক বিশৃঙ্খলের মধ্যে ছিলেন। আমি আবিষ্কার করলাম লোকেদের ভালোবাসার

এক পন্থা হল তারা যে বিষয়ে ইতিমধ্যেই খারাপ বলে অনুভব করছে সেই বিষয়ে যাতে তারা কিছু অনুভব করতে না পারে সেই বিষয়ে সাহায্য প্রদান করা।

মৃদুতা এবং নম্রতা হল ভালোবাসার সবথেকে সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ এক দিক। পৌল বলেছেন এই ভালোবাসা নিজের প্রশংশা করে না, গর্ব করে না, কারো অশিষ্টাচারণ করে না (দেখুন ১করিন্থীয় ১৩ঃ৪)। মৃদুতা এই সেবাকে এমনভাবে করতে থাকে যাতে সর্বদা তার দ্বারা অন্যদের উন্নত করে।

বাইবেল শেখায় আমাদেরও যেন সেই একই প্রকার মনোভাব এবং নম্রমনা ভাব থাকে যা যীশুর মধ্যে ছিল (দেখুন ফিলিপীয় ২ঃ৫)। তিনি সদাপ্রভুর স্বরূপ বিশিষ্ট থাকলেও তিনি তাঁর সঙ্গে সমান থাকার বিষেয়ে জ্ঞান করলেন না কিন্তু নিজেকে শূন্য করলেন মানুষের মতোই জন্মালেন এবং আকারে প্রকারে মানুষের মতোই নিজেকে নত করলেন আর মৃত্যু পর্যন্ত এমন কি কাষ্ঠদণ্ডে (Cross) মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত আজ্ঞাবহ থাকলেন (দেখুন ফিলিপীয় ২ঃ৬-৯)। লোকেরা তাঁর সমতায় না থাকলেও তিনি তাদের খারাপ অনুভব করতে দেন নি কিন্তু তিনি তাদের সমতায় নেমে এসে নিজেকে তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিলেন। পৌল সেই একই কাজ করেছিলেন, আর তাই আমাদেরও প্রয়োজন রয়েছে যেন বাইবেলের উদাহরণ আমরা অনুসরণ করে চলি।

আমাদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন

আমরা সকলেই ভিন্ন প্রকৃতির আর আমাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন প্রয়োজন রয়েছে। তাই আমি আপনার কাছে বিনতী করি তাদের সঙ্গে আরো একটু দূরবর্তী স্থানে গমনাগমনের ইচ্ছা রাখুন আর আপনি যা দিতে চান তা দেওয়ার পরিবর্তে দেখার চেষ্টা করুন যে লোকেদের প্রয়োজনের বিষয়টা কি। তাই সকলকে উৎসাহ দেওয়ার প্রচেষ্টা আপনি চালিয়ে যান। এটা উত্তম বিষয় কেননা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন যেন তারা বেশ কিছু উৎসাহপূর্ণ বাক্য আমাদের কাছে থেকে পায়। কিন্তু আপনি হয়তো এমন সমস্ত শব্দ লোকেদের দেবেন যাদের সত্য সত্যই দেখার প্রয়োজন রয়েছে যে ব্যবহারিক ভাবেও কোন সাহায্য তাদের প্রয়োজন রয়েছে কি না। হতেপারে কেউ হয়তো তিন মাসের ভাড়া দিতে পারেনি আর সেখানে হয়তো আপনি তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন সদাপ্রভু আপনার সমস্ত কিছু যোগান দেবেন কিন্তু বাস্তবে আপনি যেন তাদের ভাড়া মিটিয়ে দেন এটাই হল উৎসাহ। আপনি হয়তো অর্থনৈতিকভাবে তাদের সাহায্য করতে পারছেন না তা সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে কিন্তু এটা সবসময়েই ভালো যেন আপনি বাক্যের সমপর্যায়ে কাজ করেন।

হতে পারে আপনি লোকেদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন তাই ইহার জন্য মাঝে মাঝে লোকেদের বাড়িতে যান বা ফোনে তাদের সঙ্গে কথা বলুন অথবা কোন বন্ধুকে আপনার বাড়িতে খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ করুন আর এইভাবেই আপনি অন্যদের জন্য সময় দিতে পারেন। কিন্তু

সেই লোকেদের বিষয়ে কি মনে হয় যারা একাকী সময় কাটাচ্ছে এবং উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য কি আপনি সময় দিচ্ছেন। তারাও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবেন যদি আপনি তাদের কিছু খাবার উপহার দেন আর আপনি তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করেন। যাই হোক না কেন আপনি তাদের সেই বিষয়টিই দেওয়ার চেষ্টা করুন আর তা করলে আপনি তাতে আনন্দ পাবেন।

কিছু লোক রয়েছে যারা সর্ব বিষয়ে কর্তব্যপরায়ণ। তারা এমন কিছু চিন্তা করে ও বলে যা খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুকেই যোগ করে। তারা হয়তো আপনাকে এতবড় একটা ইমেল বা ভয়েস ম্যাসেজ পাঠায় যা হয়তো পড়ে ও শুনে শেষ হতে চায় না। কিছু কিছু লোক সেই প্রকার ইমেল এবং ভয়েস ম্যাসেজ পড়তে সাহস করে না, তারা মনে করে এটা করলে তাদের অনেক সময় লাগবে। তাই যারা এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তাদের কাছে যেটা সন্তুষ্টিজনক হয় সেটাই বলুন ও করুন কেননা তারা হয়তো মনে করে বেশী কিছু লেখা হচ্ছে না বলে অন্যরা তাদের এড়িয়ে যাচ্ছে।

এমন কি যোগাযোগের সময়ে, আমাদের দেখতে হবে যে লোকেরা কি চায় আর তাদের কি প্রয়োজন তখন তাদের কাছে তেমন কিছু বলবেন না বা লিখবেন না যা আমাদের সন্তুষ্ট করে। আপনার যদি তেমন কোন বন্ধু রয়েছে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ কিছু চায় তবে তাকে সেই বিষয়গুলোই জানান যেগুলো আপনি মনে করেন যে তার প্রয়োজন। যদি আপনার বন্ধু সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে জানতে চায় তবে তাদের কেবলমাত্র ''সেই ঘটনাটি'' জানান।

আমি তো উপহার দিতে পছন্দ করি আর এটা আমি স্বাভাবিকভাবে এইজন্য করি কেবল ভালোবাসাকে উপস্থাপন করার জন্য। এক সময়ে আমার এক সহকারী ছিলেন যিনি এই উপহারের বিষয়টিকে মনে হয় উপলব্ধী করতে পারছিলেন না। তাই ইহা বাস্তবে আমাকে যেন উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল কেননা তাকে মনে হচ্ছিল তিনি মনে হয় অকৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি যখন তাকে ভালোভাবে জানালাম তখন তিনি আমাকে বললেন, এই বিষয়ে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তারা যা বলছে তা শুনে কথা বলা আর ভালোবাসাকে প্রকাশ করা। আমি তাকে একটি উপহার দিতে চাইছিলাম কেননা সে যেটা শুনতে চাইছিল সেই শব্দটি বলা আমার কাছে সহজ বিষয় ছিল। কেউ যদি কঠিন পরিশ্রম করে তবে তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমরা তাদের কিছু জিনিস দিয়ে থাকি। কিন্তু সে আমাকে বোঝাতে চাইলো আমি যেন বার বার সেই কথা বলি যে কতো ভালো কাজ সে করছে আর এইজন্য আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তার প্রয়োজন ছিল আমি যেন তাকে আলিঙ্গন করি, তার পিঠে হাত দিয়ে সাবাস বলি। এইভাবে আমি এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে তাকে আমি ভালোবাসি কিন্তু তিনি আমার ভালোবাসা বুঝতে পারেন নি। এটা আমরা সাধারণভাবে বোঝার চেষ্টা করি বলেই এই প্রকার ঘটনা প্রায় সময়ে ঘটতে থাকে কেননা লোকেদের বাস্তবে কোন জিনিসটির প্রয়োজন সেই বিষয়ে আমরা যথেষ্ট ভালোভাবে কিছু শিখি না আর তাই আমরা তাদের মনের মতো জিনিস দিতে চাই এইজন্য কেননা সেটাই আমাদের কাছে সহজ বলে মনে হয়।

আমরা যখন প্রত্যাশা করি যেন সকলেই সমান হয় তখন তাদের কাছে আমরা এমন একটা কিছুর জন্য চাপ সৃষ্টি করি যার বিষয়ে তারা হয়তো জানেই না কিভাবে তা করতে হয়। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন রয়েছে সদাপ্রভু অনুগ্রহ সহকারে সেগুলো আমাদের যুগিয়ে দেন। তিনি আমাদের কাছে এমন সমস্ত লোকেদের দেন যাদের মধ্যে এক কঠিন উপাদান রয়েছে এরজন্য আমাদের প্রয়োজন তাদের সমস্ত উপাদানের জন্য আমরা তাদের কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তা দেখার।

লোকেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানুন

লোকেদের উদ্দেশ্য জানার মধ্য দিয়ে নিজেকে সেই অবস্থায় তুলে নিয়ে আসাটা হল তাদের যে প্রয়োজন রয়েছে সেই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি উত্তলন করার অভিজ্ঞতা সঞ্চার করা। উদাহরণ স্বরূপ, আমার স্বামীর প্রয়োজন রয়েছে সন্মানের আর সেটা জেনে আমি অনুভব করতে পারি আমার যত্ন নেওয়ার দ্বারা তিনি উত্তম কাজটাই করছেন। ভালোভাবে বসবাস করার জন্য তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এক শান্তিকামী অবস্থার। তিনি সর্বপ্রকার খেলাধূলা ভালোবাসেন আর এরজন্য তার সময়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যেন তিনি গল্ফ খেলতে পারেন এবং বল খেলা দেখতে পান। তাকে যদি আমি সেই মুহূর্তগুলো উপহার দিতে পারি তবে তিনি অত্যন্ত খুশী হবেন।

অন্যদিকে আমি কাজ পছন্দ করি। এর অর্থ অন্য কেউ যখন আমার জন্য কিছু করে তখন তা প্রচুর বলে মনে হয় আর তা আমার জীবনকে সহজ করে তোলে। আমাদের সন্ধ্যার খাবারের পরে আমার স্বামী রান্না ঘরে বাকি সমস্ত কাজে আমাকে সাহায্য করেন আর সেই সময় আমি একটু বসে বিশ্রাম করে নিই। তিনি যদি আমাকে তেমন কিছু করতে দেখেন যেটা আমার কাছে কঠিন যেমন ধরুন ভারি কিছু বয়ে নিয়ে যাওয়া আর তিনি যখন তা দেখেন তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে বলেন আমি যেন সেটা সেখানেই নামিয়ে রাখি আর তিনি সেই কাজ আমার জন্য করে দেন। এই বিষয়গুলো আমাকে মূল্যবান কিছু অনুভব করতে সাহায্য করে আর ভালোবাসা সঞ্চার করতে থাকে। একে অপরের কি প্রয়োজন তা বুঝে ওঠা এবং তা করার ইচ্ছা প্রকাশ করা আমাদের সম্পর্ককে ভীষণভাবে উন্নত করে তোলে।

আমার মেয়ে স্যান্ড্রার প্রয়োজন হয়ে পড়ে উন্নতমানের সময়ের ও উৎসাহ জনক বাক্যের। আমার মেয়ে লূরার প্রয়োজন উৎসাহমূলক বাক্যের কিন্তু এই বিষয়ে তাদের সঙ্গে সময় কাটানো তাদের কাছে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার দু মেয়ে আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে কিন্তু তাদের ভালোবাসা তারা আমার কাছে অন্যভাবে প্রকাশ করে। স্যান্ড্রা প্রতিদিন ফোন করে আর প্রায় সময়ে সে ও তার পরিবার আমাদের সঙ্গে ভোজন করে। লূরা কিন্তু সে রকম না, সে আমার প্রতি না করলেও সে কিন্তু আমার বয়স্কা মা ও কাকিমার যত্ন নেয়। সে তাদের বাজার ও দোকানের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে আসে আর ব্যাঙ্কের ব্যাপারে সমস্ত কিছুতে সাহায্য করে

ও বিভিন্ন বিল জমা দেয়। যদিও বাড়িতে তার চারটি সন্তান রয়েছে সেইসঙ্গে তার স্বামী, ঠাকুমাও সঙ্গে থাকেন তবু সে সেই কাজ গুলো করে।

আমার দুটো ছেলে রয়েছে তারা একেবারে ভিন্ন প্রকারের। একজন প্রতিদিন ফোন করে বলে সে আমাকে ভালোবাসে কিন্তু আরেকজন আমাকে সেইভাবে ডাকে না সে তার ভালোবাসাকে অন্যভাবে প্রকাশ করে। যে কোন সময় এদের কাউকে আমার জন্য কিছু করতে বললে তারা তা করে বা করার চেষ্টা করে। আমার বলার উদ্দেশ্য হল আমার সন্তানেরা অত্যাশ্চার্য, খুব ভালো সন্তান।

আমাকে আমার নিজের সন্তানদের অধ্যয়ন করতে হয় আর সেখান থেকে শিখি এদের কোন জিনিসটা আমার কাছ থেকে প্রাপ্য তাই সেই ভাবেই আমি তাদের প্রতি তাই করি। এদের একজন উপহার গ্রহণ করতে চায়, অপরজন পছন্দ করে সময়ের। আর একজনের প্রয়োজন উৎসাহপূর্ণ বাক্যের অপর দিকে অন্যজনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে কাজ বাস্তবে রূপদান করার। আমি এখনও পর্যন্ত সবসময়েই শিখছি কিন্তু পরিশেষে আমি নিজের পরিবর্তে তাদেরও সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছি।

আমাদের প্রত্যেকের জন্যই ''ভালোবাসার এক ভাষা'' রয়েছে। এই বিষয়ে ডাঃ গ্যারি চ্যাপম্যানের এক জনপ্রিয় শর্ত রয়েছে যা এই বইয়েতে ''ভালোবাসার পাঁচ প্রকার ভাষায়'' ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন একজন লোকের কাছে ভালোবাসার ভাষা হল সেটাই যার দ্বারা সে/তার জন্য এমন এক পন্থা বার করে যার দ্বারা তারা ইহা ব্যাখ্যা করে ও সেই ভালোবাসাকে গ্রহণ করে। আগে আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি, আমার কাছে ভালোবাসার ভাষা হল কাজের নির্দশন কিন্তু আমার মেয়ের কাছে সেটা হল উত্তম সময়ের। লোকেরা যখন আমাদের সঙ্গে নির্দিষ্টভাবে ভালোবাসার ভাষায় কথা বলেন তখন আমরা ভালোবাসাকে উপলব্ধি করি সেইসঙ্গে আমারাও যখন কারো সঙ্গে ভালোবাসার ভাষায় কথা বলি তখন তারাও ভালোবাসা উপলব্ধি করে। আমরা স্বভাবত আমাদের যা প্রয়োজন সেটাই লোকেদের দেওয়ার চেষ্টা করি - তাদের সঙ্গে কথাও বলি ভালোবাসার ভাষায় কিন্তু এইভাবে করার জন্য এক বিরাট ভুলও হতে পারে। আমাদের যা প্রয়োজন তা যদি তাদের প্রয়োজনে না লাগে তবে এরজন্য কতোটা পরিশ্রমের সঙ্গে আমরা কাজ করি ইহাতে কোন যায় আসে না। তারা কিন্তু তখনও সেই ভালোবাসার অনুভবহীনতা অনুভব করতে থাকে।

আমি আবার এটাও শিখেছি আমার যদি কিছু প্রয়োজন তবে সেটা যাই হোক না কেন লোকের কাছে আমি সেটা চাই আর তিনি হয়তো সেটা আমাকে দেওয়ার জন্য সেই সময়ে প্রস্তুত থাকেন না। তাই ইহার জন্য যতদিন পর্যন্ত না আমি প্রার্থনা এবং সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করছি যে সমস্ত লোকেদের তিনি আমার সামনে মনোনীত করলেন তাদের প্রয়োজনে দিতে শিখলাম ততোদিন পর্যন্ত আমি প্রায় নিরুৎসাহতা এবং নিরাশাগ্রস্থ হয়েই সময় কাটিয়েছি। সেই সময়ের মধ্যে যেটা সঠিক সেটা করার চেষ্টাই আমি করেছি আর এর দ্বারা আমি দেখেছি যে আমার আনন্দ তখন

বেড়ে গিয়েছে আর এটা এইজন্য হয়েছে আমি যা চাই সেটাই হয়েছে। সদাপ্রভু আমাকে যা করাতে চান তা করেই আমি অন্তরের মধ্যে পরিতৃপ্তি লাভ করেছি।

এইভাবে আপনি কি নিজের জীবনে কোন লোকেদের অধ্যয়ন করে দেখেছেন যে তাদের কি প্রয়োজন আর তারপরে সেই বিষয়টি তাদের দেওয়ার জন্য কি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন? আপনি কি কোন সময় তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন? তাই এটাই হচ্ছে সেই সময় যেন আমাদের কাছে যেটা আরামদায়ক সেই স্বার্থপরতার জীবনকে যেন আমরা ত্যাগ করি। সদাপ্রভু যে লোকেদের আমাদের জীবনে দিয়েছেন সেই লোকেদের জানা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে আর সেই সঙ্গে আমাদের নিজেদের সেবা করার থেকে তাদেরই সেবা করতে আমরা যেন অনুপ্রাণিত হই।

অন্যের প্রয়োজন মেটান

বাইবেল আমাদের শেখায় যে আমরা যদি নির্ভরতার দিক দিয়ে অটল তবে নিজেদের সন্তুষ্ট না করে যারা দুর্বল তাদের ভার বহন করি। আমরা যারা বলবান আমাদের উচিত যেন দুর্বলদের দুর্বলতা বহন করি আর যেন নিজেদের তুষ্ট না করি। আর আমাদের মধ্যে সকলে যেটা ভালো তা গেঁথে তোলাতে প্রতিবেশীকে তুষ্ট করি (দেখুন রোমীয় ১৫ঃ১,২)। এটা একটা সুন্দর পরামর্শ কিন্তু ব্যবহারিকভাবে আমরা ইহার উল্টোটাই করে থাকি। আমরা লোকেদের সঙ্গে এমন আচরণ করি যেন তারা আমাদের খুশী করে আর আমরা যাতে সন্তুষ্ট হই তারা যেন তাই করে। এর মানে হল লোকেরা যা কিছু করুক না কেন এতে কিছু যায় আসে না কিন্তু আমরা তাদের দ্বারা কোন মতেই সুখী বা পরিতৃপ্ত নয়।

মানুষের পন্থা কোনভাবেই কাজ করে না। বাস্তবে আমাদের কি প্রয়োজন আর কি চাই তা তারা কোন মতেই পূরণ করতে পারে না কিন্তু সদাপ্রভুর পন্থা নিশ্চই কাজ করে। তিনি যেভাবে নির্দেশ দেন সেইভাবে আমরা যদি কাজ করি তবে আমাদের কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আর তা করলে আমাদের মধ্যে এমন এক আনন্দ আমরা উপলব্ধি করবো যা সদাপ্রভুর ইচ্ছার কেন্দ্রস্থল ছাড়া আর অন্য কোন জায়গাতে তা পাওয়া সম্ভব নয়।

আপনি কি এই বিষয়ে সততার সঙ্গে নিজের জন্য কিছু জিজ্ঞেস করবেন? সেগুলো হয়তো উত্তর দেওয়ার জন্য কঠিন কিন্তু তা আপনাকে অন্য লোকদের ভালোবাসার প্রতি মুখ্য যে জায়গা তার সামনে আসতে সাহায্য করবে?

- অন্যদের জন্য আপনি কতোটা করেন?
- লোকেদের কি প্রয়োজন বা তারা কি চায় তা কি আপনি খুঁজে বের করবেন যাতে তাদের আপনি সাহায্য করতে পারেন?

- যে লোকেরা আপনার জীবনে প্রকৃতভাবে রয়েছে তাদের বিষয়ে জানার জন্য আপনি কি আন্তরিক মনোভাব রেখেছেন?
- আপনার নিজের পরিবারের লোকেদের আপনি কতোটা ভালো করে জানেন?

এই জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলো বেশকিছু বৎসর আগে আমি যখন উত্তর দিই তখন যদিও বেশ কিছু বৎসর খ্রীষ্টীয় সেবাকার্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলেও আমার সেই স্বার্থপরতার ভাবের বিষয়ে আমি যেন মর্মাহত হয়ে পড়ি। যদিও নিজেকে সুখী রাখার জন্য সেখানে আমার বহু কারণ থাকা সত্বেও কেন আমি অসুখী এবং অপূর্ণ সেই সত্য বিষয়টা আমার দৃষ্টিতে প্রকাশিত হতে থাকে। এর যে সীমারেখা ছিল তার জন্য আমি ছিলাম স্বার্থপর ও স্বার্থকেন্দ্রিক আর সেইজন্য আমারও প্রয়োজন ছিল পরিবর্তনের। এই পরিবর্তন হঠাৎ করে অতি সহজে উপস্থিত হয় নি আর না তো সেগুলো সম্পূর্ণ হয়েছিল কিন্তু আমি যখন প্রতিদিনের জীবনে অগ্রসর হই তখন সেখানে আমি উন্নতি লাভ করছি আর এখন আমি সব সময়েই নিজেকে সুখী উপলব্ধি করছি।

কিভাবে শুনতে হয় তা শিখুন

একবার আমি ভাবলাম আমি স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করি। এরজন্য তখন আমার প্রয়োজন হয়ে পড়লো যেন আশীর্বাদের জন্য আমি সৃজনশীল পন্থার অবলম্বন করি। যেহেতু লোকেরা ভিন্নপ্রকারের আর তাদের প্রয়োজন ভিন্ন তাই তখন আমাকে অনুশীলন করতে হলো তারা আমাকে কি বলছে তা বস্তুত শোনার জন্য। আমি দেখতে পেলাম যদি কোন একজনের বিষয় আমি দীর্ঘ সময় ধরে শুনি তবে সেখান থেকে এমন প্রজ্ঞা অর্জন করে বেরিয়ে আসতে সম্ভবপর হবো যার দ্বারা আমি তাদের কাছে আসতে পারবো, তাদের জন্য কিছু করতে পারবো বা যদি তারা সত্য সত্যই চায় তবে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারবো। কিন্তু ''কি করতে হবে তা আমি জানি না'' বলে অজুহাত দেখানো এক পুরাতন বিষয় আর তা দূরে ফেলে দেওয়া দরকার। আমরা যদি সত্য সত্যই কিছু দিতে চাই তবে তা করার জন্য আমরা পথ বের করতে পারি। উদাসীনভাব অজুহাত দেখাতে থাকে কিন্তু ভালোবাসা পথ খুঁজে বের করে।

> উদাসীনভাব অজুহাত দেখাতে থাকে কিন্তু ভালোবাসা পথ খুঁজে বের করে।

লোকেদের কিভাবে ভালোবাসতে হয় সেই সম্বন্ধে আমার মনে হয় শোনার এই যে প্রবণতা তা কিন্তু লোকেদের ভালোবাসার বিষয়ে অভ্যাস করা এক বিশেষ অংশ আর এইজন্য এক সপ্তাহ ব্যয় করুন। আর এই সময়ে লোকেরা স্বাভাবিক ভাবে কেমন করে কথোপকথন করে, কি চায়,

তাদের কি প্রয়োজন বা তারা কি পছন্দ করে তা লিখুন। আর তা নিয়ে প্রার্থনা করুন আর প্রভুকে বলুন তিনি যদি আপনাকে কিছু করাতে চাইছেন অথবা ইহার কোন কিছু করার ইচ্ছা যদি আপনার রয়েছে তবে তা করার জন্য অগ্রসর হোন। আমার মনে হয় না লোকেদের আশীর্বাদ করার জন্য সদাপ্রভুর কাছ থেকে আপনার বিশেষ বাক্য জানা বা তাঁর আহ্বানের প্রয়োজন। তাদের যেটা প্রয়োজন সেটা যদি আপনার কাছে করার জন্য বড় বলে মনে হচ্ছে তবে আমি প্রস্তাব রাখি আরো কিছু লোককে আপনার সঙ্গে একত্রিত করুন আর তারপর দলগতভাবে সেই কাজ আপনি করতে থাকুন। কোন বন্ধু যদি বলে বহু বৎসর হয়ে গেল তার বাড়িতে কোন খাট নেই কেননা তা কেনার জন্য তাদের কাছে কোন অর্থ নেই তখন দলগতভাবে সেই সমস্যার সমাধান করা হবে এক উত্তম বিষয়।

আমার এক বন্ধু তার মণ্ডলীর এক যুবকের বিষয়ে আমাকে বলেছিল যার দাঁতগুলো ছিল অত্যন্ত এবোড়ো খেবড়ো। সেগুলো এতটাই খারাপ ছিল যে তিনি হাসতে পর্যন্ত লজ্জা পেতেন সেইজন্য তিনি চাইতেন না যে তার দাঁতগুলো কেউ দেখুক। যখন আমি তার কথা শুনলাম তখন অত্যন্ত অনুকম্পাশীল হয়ে তার দাঁতের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হলাম। আর এই ঘটনার পরে তার জীবনটা যেন পরিবর্তন হয়ে গেল। এইভাবে কত বিষয় না আমরা শুনে থাকি আর তাদের প্রতি অনুকম্পাশীল হয়েও তাদের প্রতি সাহায্য করবো না ভেবে নিয়ে সেখান থেকে হেঁটে চলে যাই? আমার মনে হয় এইভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমরা দূরে চলে যাই। এইজন্য প্রয়োজন এই জায়গাতে আমরা যেন নিজেদের যোগ্য প্রতিপন্ন করি এবং অনুসন্ধান করে তা পুনরুদ্ধার করি। আমাদের প্রয়োজন রয়েছে নূতন আচরণ গঠন করার। আমি কিছু করতে পারবো না এই বিষয়ে চিন্তা করার পরিবর্তে আমরা যেন এই বিষয়ে কম করে হলেও একবার অন্তত চিন্তা করি। তাই স্মরণ রাখবেন ঃ

১যোহন ৩ঃ১৭, "যার সাংসারিক জীবনোপায় আছে (জীবন যাপনের উৎস রয়েছে) সে আপন ভাইকে দীনহীন দেখলে যদি সে তার প্রতি নিজের করুণা না দেখায় তবে কেমন করে সদাপ্রভুর ভালোবাসা তার অন্তরে বাস করবে?"

আমি এক বন্ধুকে এই কথা বলতে শুনলাম যে তার শরীরের চামড়ার যত্ন নেওয়ার জন্য উপাদানজাত কোন দ্রব্যের প্রয়োজন। আমার কাছে সেই উপাদানের আলাদা একটা সেট্ ছিল আর সেটা আমি তাকে দিলাম। আমরা মা উল্লেখ করছিলেন তার সুরভিত নির্যাস নেই আর তাকেও আমি একটা বোতল দিয়েছিলাম। আমার কাকিমা তিনি ষ্টারবাক্সে যেতে পছন্দ করেন, তাই আমি তাকে সেখানে যাওয়ার জন্য একটা কার্ড উপহার দিলাম। এই বিষয়গুলো আমি উল্লেখ করছি বলে আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না এগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করছি যেন আপনাদের কাছে একটা ধারণা দিতে পারি যার ফলে বিভিন্নভাবে আপনারা জগতে লোকেদের কাছে আপনি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারেন। আমি নিশ্চিত আপনারও বহু চিন্তা রয়েছে তাই অনুগ্রহ করে ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের যে ওয়েব সাইড সেখানে তা আলোচনা করে আমাদের আপনি উদ্দীপ্ত করতে পারেন।

প্রতিসময়ে আমরা যখন এই কাজের দ্বারা অন্যের জীবনকে উন্নত করতে চাইছি অথবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চাইছি তখন এর দ্বারা আমরা আশাহীন সমাজের কাছে তরঙ্গায়িত অবস্থায় এক প্রত্যাশা প্রেরণ করছি। আমরা সত্যসত্যই উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজিত করতে পারি। তাই আসুন এই কাজ করার জন্য আমরা অবিরাম, নিরন্তর নিজেদের সংকল্পকে সুদৃঢ় করি।

দ্বাদশ অধ্যায়

12

শর্তহীন ভালোবাসা

ভালোবাসা অন্ধ নয়
ইহা অল্প মাত্রায় নয় কিন্তু অধিক মত্রাতেই দেখতে থাকে।
রবি জুলিয়াস গর্ডন

বাইবেল আমাদের সবথেকে সুন্দর একটা বিষয় বলে তা হলো যখন আমরা পাপী ছিলাম তখন খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন (দেখুন রোমীয় ৫ঃ৮)। তাঁর ভালোবাসার যোগ্য লোক হয়ে ওঠার জন্য তিনি কিন্তু ধৈর্য্য ধরলেন না কিন্তু শর্তহীন ভাবেই তিনি আমাদের ভালোবাসলেন। শততার সঙ্গে বলতে হলে এই তাৎপর্য বুঝে ওঠা আমাদের অনেকের কাছে তা কঠিন কেননা আমরা নিজেদের জীবনে যা কিছু পেতে চাই তার সমস্ত কিছুই উপার্জন করার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছি।

সদাপ্রভু দয়াধনে ধনবান বলে আপনার যে মহান ভালোবাসায় আমাদের ভালোবাসলেন যার জন্য তিনি তাঁর জীবনকে স্বাধীন ভাবেই আমাদের জন্য দিয়ে দিলেন (দেখুন ইফিষীয় ২ঃ৪)। আর একেই বলে আমূল পরিবর্তন সাধক ভালোবাসা। প্রকৃত পরিবর্তন সাধক ভালোবাসা হল সেটাই যেন তিনি নিজে থেকেই তা সমর্পণ করেন কেননা ইহা পরিতৃপ্তি করার জন্য আর ইহা কোনভাবে কোন দিক দিয়ে অল্প কিছু করে না।

ইহা কেবলমাত্র সদাপ্রভুর শর্তবিহীন ভালোবাসাই আমদের তাঁর কাছে আসতে সাহায্য করে, আর সেইভাবে তাঁর নামের গুণেই আমাদের শর্তবিহীন ভালোবাসা অন্যদের তাঁর প্রতি আর্কষিত করে তোলে। তিনি চান আমরা যেন তাঁর স্কুলে থেকেই লোকেদের ভালোবাসি আর তিনি যেমন

শারীরিকভাবে এই পৃথিবীতে ছিলেন ঠিক সেইভাবেই আচরণ করি। তিনি চান আমরা যেন ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনকারী হিসেবে বসবাস করি।

আপনি হয়তো ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেই গল্প স্মরণ করতে পারছেন যেখানে আমি আমার বাবার সম্বন্ধে বলেছি। সেখানে সদাপ্রভু, দেভ ও আমাকে নির্দেশ দিলেন যেন আমরা তাদের যত্ন নিই। যদিও এই যত্ন পাওয়ার যোগ্য তিনি ছিলেন না। তার প্রতি শর্তবিহিন ভালোবাসা দেখানোর ফলেই তার কঠিন হৃদয় ভগ্ন হলো আর তিনি তার পাপকে স্বীকার করলেন এবং যীশুকে তার জীবনে ত্রাণকর্তা রূপে স্বীকার করলেন।

মানবিক যে ভালোবাসা তা শর্তবিহীন ভালোবাসায় যেন অসহনীয়ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে আশ্রিত লোক হিসেবে আমাদের মধ্যে সদাপ্রভুর যে ভালোবাসা বিদ্যমান রয়েছে তাই শর্ত বিহীন ভাবেই আমরা সেই ভালোবাসাকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করতে পারি। মানুষের যে ভালোবাসা তার পতন ঘটে। মানুষের ভালোবাসা শেষ হয়ে যায় কিন্তু তাঁর ভালোবাসা শেষ হয় না। কখনো কখনো আমি এটাও উপলব্ধি করেছি যদিও আমি আমার নিজের মানবীয় সামর্থে কোন লোককে হয়তো ভালোবাসতে পারছি না কিন্তু সদাপ্রভুর ভালোবাসার গুণে তাদের আমি ভালোবাসতে পারি।

কোন একজনকে যে আমাকে বারবার প্রায় বহু বৎসর আঘাত দিয়ে এসেছে তিনি সম্প্রতি সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের সম্বন্ধে আমি কি মনে করি। আমি কি তাদের ভালোবাসি? আর সেই সময় সততার সঙ্গে আমি বলতে পারি যদিও তাদের প্রতি সেইরকম কোন মনোভাব আমার মধ্যে ছিল না আর তা হয়তো আমি ধরে রাখতে পারতাম যদি জিনিসগুলো ভিন্ন হতো কিন্তু নিশ্চিতভাবে সদাপ্রভুর সন্তান হিসেবে আমি তাদের ভালোবাসি আর তাদের প্রয়োজনেও সাহায্য করতে চাই।

সদাপ্রভুর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা আবেগের উপর নির্ভর করে না কিন্তু এই ভালোবাসা নির্ভর করে সিদ্ধান্তের উপরে। যে কোন লোক যাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে তাদের আমি সাহায্য করবো আর সেই সময়ে তাদের যদি সাহায্য না করছি তবে আমি সম্ভবত তাদের আঘাত দিচ্ছি। এইজন্য তাদের যোগ্য লোক হতে হবে তার কোন মানে নেই। প্রসঙ্গত বাস্তবে কোন কোন সময়ে আমার এমন মনে হয় এইজন্য তারা যতটা কম যোগ্য বলে মনে হয় তখন ইহা যেন ততটাই সুন্দর এবং ততটা প্রভাব বিশিষ্ট হয়। তারা ইহার যোগ্য কি না এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে না থেমেই আমরা লোকেদের ভালোবাসতে সম্ভবপর হয়ে উঠবো।

মার্জনা

ইহা ছিল জিজ্ঞাস্যের বর্হিভূত আর তা স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করার জন্য বিতর্কমূলক এক বিষয়। বিল ইবার্ব কিভাবে সেই লোকটিকে মার্জনা করতে পারে যে তার ভাইকে ঠান্ডা

মাথায় হত্যা করেছিল? বিল ইবার্ব এবং চালর্স ম্যানুয়েল এরা দুজন ছিলেন অচেনা লোক যাদের জীবন চিরকালের জন্য কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে বিজড়িত হয়ে পড়লো যখন চার্লস তার বন্দুকের বোতাম টিপে বিলের ভাই জনকে হত্যা করলো। আর ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই বিল তার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া আর কোন কিছুই ভাবতে পারে নি।

বিলের হৃদয় তো সব সময়েই যেন উগ্র এবং রোষে ও রাগে পরিপূর্ণ কেননা সে যা হারিয়েছে তা ফিরে পাওয়ার জন্য মরিয়া আর এরজন্য কোন শাস্তিই তার কাছে যথাযথ নয়। জন হত্যা হওয়ার পরে তার এমন কোন দিন যায় নি যেখানে সে সেই হত্যাকারী সম্বন্ধে চিন্তা করে নি। এইভাবে মারাত্মক একটা রোষ তাকে যেন জীবন্ত খেয়ে ফেলতে চাইছিল। আর এই দুশ্চিন্তা যেন বিলকে অত্যন্তভাবে তার কাজ ও বিবাহের মধ্যে এক ঝুঁকির সৃষ্টি করেছিল। তিনি জানতেন যে তিনি যদি এইভাবে ধ্বংসাত্মক পথের দিকে এগিয়ে যান তবে এরজন্য তাকে হয়তো জীবনে এক মূল্য দিতে হতে পারে।

বিল যখন তার নিজের জীবনে পরিবর্তন উপলব্ধি করলেন তখন যে দিনে তিনি তার ভাইকে হারিয়েছিলেন তার থেকেও নিজের মধ্যে তিনি তেজস্বী কিছু উপলব্ধি করতে সাহায্য করলেন। বিল খ্রীষ্টের মার্জনা উপলব্ধি করলেন। এটা একটা এমনি অতিপ্রাকৃতিক বিষয় যা যে কোন মার্জনার উর্দ্ধে যেটা মানুষ নিজে থেকে উপলব্ধী করতে পারে। সদাপ্রভু তার মধ্যে অবস্থানকারী সেই বিদ্বেষভাব এবং উগ্ররোষকে দূর করে দিলেন।

বিলের হৃদয় অলৌকিকভাবে এমনি করেই রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল যে তিনি যেন অসম্ভব কিছু চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি অনুভব করতে থাকলেন তার জীবনে এই পর্যন্ত তিনি যা কিছু করেছেন তা যদি প্রভু মার্জনা করে দিয়েছেন তবে তারও প্রয়োজন যেন তিনি চার্লসের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা প্রকাশ করে তাকে মার্জনা করে দেন। আর এইজন্য তাকে অবশ্যই বলতে হবে তার ভাইকে হত্যা করলেও তিনি তাকে মাফ করে দিয়েছেন। প্রথমে ইহা ছিল বাধ্যতার এক প্রতিফলন কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা তার নিজের হৃদয়ের এক বিষয় হয়ে উঠলো। আর এইভাবে জনের মৃত্যুর আঠারো বৎসর পরে বিল এবং চার্লস একটি সভাতে পাশাপাশি বসলেন যা নিশ্চিত করেছে যে সদাপ্রভু তাদের উভয়ের জীবনে ইতিমধ্যেই কত আশ্চর্য কাজই না করেছেন। সদাপ্রভু এই উভয় লোককে মার্জনার আধিক্যে তাদের স্বাধীন করলেন।

পরিসংখ্যন [১] বলে ঃ

- মার্জনা সমস্ত ছাপকে বা চাপকে রূপান্তর করে দেয়। কোন শত্রুর প্রতি শুশ্রূষা করার দ্বারাও এইভাবে যে কোন পীড়া রূপান্তর হতে পারে যথা - আপনার শরীরে উত্তেজিত পেশীবহুল চেহারা, উচ্চতর স্নায়ূচাপ, প্রচণ্ড ঘাম যন্ত্রণাদায়ক কোন কিছু ইত্যাদি।

- আপনি যদি মাফ বা মার্জনা করতে সমর্থ হন তবে আপনার হৃদয়ে শান্তি উপলব্ধি করবেন। এইভাবে গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে হৃৎপিণ্ড এবং ব্লাড প্রেসারের সঙ্গে মার্জনা করার এক যোগসূত্র রয়েছে।
- সম্প্রতি সময়ে এক গবেষণায় ইহা দেখা গিয়েছে যে মহিলা যারা তাদের স্বামী বা স্ত্রীদের মাফ বা মার্জনা করাতে ও তাদের প্রতি দয়াশীল হওয়াতে সম্ভবপর হয়েছে তারা এই দ্বন্দের হাত থেকে প্রাণবন্তভাবেই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে।

মানুষের ভালোবাসা আবেগের উপরেই নির্ভরশীল। আমরা লোকেদের এইজন্য ভালোবাসি কেননা আমাদের প্রতি তারা উত্তম আচরণ করে, আমাদের সাহায্য করে অথবা প্রথমেই তারা আমাদের ভালোবাসে। তারা আমাদের সম্বন্ধে ভালো অনুভব করতে সাহায্য করে অথবা তারা আমাদের জীবনকে সরল করে তোলে আর তাই আমরা বলি তাদের আমরা ভালোবাসি কেননা আমরা চাই তারাও যেন আমাদের ভালোবাসে। কিন্তু সেই প্রকার ভালোবাসা তার উপরেই নির্ভরশীল যে তারা কি করছেন আর এইভাবে তারা যদি তা করা বন্ধ করে দেয় তবে আমরাও হয়তো আমাদের ভালোবাসাকে বন্ধ করে দেব। এই প্রকার ভালোবাসা আসে আবার চলে যায় ইহা ঠিক ঠান্ডা ও গরমের মতো। আর এইপ্রকার ভালোবাসা আমরা এই পৃথিবীতে অনুভব করে থাকি। বহু বিবাহ এবং একে অপরের প্রতি সর্ম্পক ঠিক এই প্রকার ভালাবাসার উপরে ভিত্তি করেই গঠিত হয়। আমরা বরফের মিষ্টি ভালোবাসি কেননা এর স্বাদ ভালো এইভাবে আমরা লোকেদের এইজন্য ভালোবাসি কেননা তারা আমাদের বড়দিনে উপহার দেয়।

সদাপ্রভুর ভালোবাসা সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন প্রকৃতির আর এটা তিনি ছাড়া অন্য কোন কিছুর উপরে ভিত্তি করে গঠিত নয়। এইভাবে খ্রীষ্টকে যখন ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি তখন পবিত্র আত্মার দ্বারা সদাপ্রভুর ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে দেওয়া হয় (দেখুন রোমীয় ৫ঃ৫)। আমরা যখন তাঁর সঙ্গে এক অংশীদার হয়ে উঠি তখন তিনি আশা রাখেন আমরা যেন এই জগতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করি আর তিনি তখন আমাদের সেই ভালোবাসায় সজ্জীভূত করেন যেন সেই কাজে আমরা ব্রতী হই যা করার জন্য তিনি আমাদের বলেছেন। মানুষের ভালোবাসা যখন শেষ হয়ে যায় তখন সদাপ্রভুর ভালোবাসা আমাদের মধ্যে আসে যেন যা করার তা আমরা করতে পারি।

যেভাবে মেয়ে হয়ে ভালোবাসা দরকার সেভাবে আমার বাবাকে আমি ভালোবাসতে পারি না কেননা তিনি কোন সময় আমার বাবা ছিলেন না। কিন্তু সদাপ্রভুর ভালোবাসা আমার অন্তরের মধ্যে ছিল এইজন্য আমার নিজের আবেগ ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিতে সম্মত হলাম যে তার বৃদ্ধ বয়সে আমি তার সমস্ত কিছুর জন্য যত্ন নেব এবং তার প্রতি অনুগ্রহশীলা থাকবো। আমি বাস্তবে তার জন্য অনুকম্পিত হলাম কেননা তিনি তার জীবনের সবটাই নষ্ট করে ফেলেছেন আর এখন যে স্মৃতিচারণা তার মধ্যে রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভাবেই অনুতপ্তের।

মার্জনা সম্বন্ধে প্রায় সময়ে আমরা বহু গল্প শুনে থাকি। আমি নিজেও এক কিশোরের বিষয়ে শুনেছিলাম যে মদ্যপান করতে করতে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেছিল যার ফলে একজনের স্ত্রী এবং

সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল। সেই লোকটি প্রভুকে জানতেন আর সেই কিশোরকে মার্জনা করতে চেয়েছিলেন যে তার স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল। আর এইভাবে বহু প্রার্থনার পর তিনি সেই জায়গাতে এলেন যেখানে সদাপ্রভুর ভালোবাসা তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকলো। সেই লোকটি ছিলেন ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনকারী!

লোকেরা আমাদের প্রতি কি করছে তা দেখার বদলে এটা দেখা ভালো যে তারা নিজেরা কি করছে বা কি শিখছে। স্বাভাবিকভাবে যখন কোন একজন অন্যকে আঘাত করে তখন সে হয়তো সাম্ভাব্যভাবেই তার নিজের হানি করে বসে আর তাই সম্ভবত পরিণাম স্বরূপ তারা এই প্রকার দুঃখভোগের স্বীকার হয়ে পড়ে। আর সেটাই হয়তো যথাযথভাবে যীশু করেছিলেন যখন তিনি বললেন, ''পিতা তুমি তাদের অপরাধ মার্জনা কর কেননা তারা জানে না যে তারা কি করছে'' (লূক ২৩ঃ৩৪)।

সদাপ্রভুর মতো ভালোবাসা আমাদের মনে সাগ্রহে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে কেননা এটা হৃদয় থেকে গ্রহণ করতে হয়। তাই আমাকে এটা বলার জন্য ইহা মনে হয় সদাপ্রভুর কাছে ইহা একটু ন্যায় বর্হিভূত বিষয় যেন আমি আমার পিতার যত্ন নিই - কিন্তু ইহার পরেও ভালোবাসা যেন কেমন শর্তবিহীন বলে মনে হয় তাই নয় কি? এইভাবে আমরা যখন পাপে লিপ্ত ছিলাম ও সম্পূর্ণভাবে তাকে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম সেখানে আমাদের ভালোবাসার জন্য সদাপ্রভুরও কোন কারণ ছিল না কিন্তু তবুও তিনি তা করলেন ও আমাদের ভালো বাসলেন।

দয়া বিচারের উর্দ্ধে গিয়ে জয়োল্লাস করে

কোন লোক বা তার অবস্থার বিচার করা এবং সংগতভাবে তার প্রতি বিষণ্ন থাকা খুব সহজ কিন্তু দয়া সেই সমস্ত কিছু থেকে মহত্বর স্থানে থাকে। কারো অন্যায় দেখে তা এড়িয়ে যাওয়া খুব গৌরবের বিষয়। পৃথিবীর তৃতীয় স্থনে অবস্থানকারী লোকেদের সাহায্য করার জন্য আমি কিন্তু সেই ঘটনাগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করি না যেখানে তারা মুর্তি পূজা করে অথবা কোন পশু বা সূর্য এমন কি ভূতদের পর্যন্ত বা মন্দ আত্মাদের অনুসরণ করে। ইহার জন্য আমি কিন্তু সহজেই বলতে পারি, ''সেখানে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নেই কেননা তারা তাড়নায় কষ্ট পাচ্ছে, আর তারা সদাপ্রভু থেকে পিছু হটেছে।'' কিন্তু সেইভাবে আমি যদি জন্মগ্রহণ করতাম তবে আমিও হয়তো সেই একই অবস্থার সন্মুখবর্তী হয়ে পড়তাম যেখানে তারা রয়েছে। তাই অতি অবশ্যই আমাদের এই বিষয়টা স্মরণে রাখতে হবে, ''সদাপ্রভুর অনুগ্রহ যদি আমার জীবনে না থাকতো তবে আমিও তাদের মতো একজন হয়ে পড়তাম।''

সমলিঙ্গে অভ্যস্থ কারো এইড্স হয়েছে বলে চিন্তা করে তার জন্য সেটাই প্রাপ্য বলে মন্তব্য করাটা কোন ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন লোকের কাছে খুবই সহজ বিষয় হয়ে পড়ে। কিন্তু সেইভাবেও কি সদাপ্রভু মানুষের প্রতি দেখেন? অথবা সদাপ্রভু কি প্রকৃতভাবে ''কেন''র পিছনে ''কি''

রয়েছে তা কি তিনি দেখেন? যতদূর পর্যন্ত মানুষের শরীরে ফুসফুসে বায়ূ নির্গত হতে থাকে তখন পর্যন্ত সদাপ্রভু উদ্ধারের হাত প্রসারিত করে তাদের প্রতি তিনি এগিয়ে চলতে চান আর তা করার জন্য তিনি আমাকে বা আপনাকে ব্যবহার করেন। এর অর্থ এমন নয় যেন আমরা অন্যের পাপকে আলিঙ্গন করি কিন্তু এরজন্য আমরা যেন লোকেদের এমনভাবে আলিঙ্গন করি এবং তাদের প্রয়োজনে সাহায্য প্রদান করি। এটা হতে পারে ঔষধপত্র দেওয়া, বাসস্থান করে দেওয়া, দয়াপূর্ণ কথা বলার দ্বারা তাদের সাহায্য করি যেন তারা সদাপ্রভুতে প্রত্যাশা খুঁজে পায়।

কৃপা এবং অনুকম্পা হল ভালোবাসার দুই চমৎকার গুণ আর প্রসঙ্গত তাদের ছাড়া প্রকৃত ভালোবাসা সম্ভব নয়। আমার জীবনের ত্রিশ বৎসর সময় কালের মধ্যে যেহেতু সমস্ত কিছু উপার্জন করার জন্য আমাকে বাধ্য হতে হয়েছিল এইজন্য আমার মনে হচ্ছিল তারা নিজেদের সাহায্য করার জন্য কিছুই করেনি। আমি কাজ করছিলাম কিন্তু লোকেদের দেওয়ার ব্যাপারে আমি ততটা উদার ছিলাম না। মানুষের ভালোবাসা এবং সদাপ্রভুর যে ভালোবাসা তার মধ্যে যে পার্থক্য তা শেখার মধ্যে আমার মধ্যে যেটা গচ্ছিত রাখা হয়েছে তা জানার জন্য আমার বেশকিছু সময় পার হয়ে যায়। দয়া কোনভাবেই উপার্জন বা পরিশ্রম করে পাওয়া যায় না। তাই প্রেরিত পৌল কলসীয়দের প্রতি পত্র লেখার সময়ে তাদের বললেন তারা যেন ''ভালোবাসা পরিধান'' করে (দেখুন কলসীয় ৩ঃ১৪)। ''পরিধান কর'' বলে এই অনুচ্ছেদটি আমি ভালোবাসি যার প্রকৃত অর্থ হল কোন কিছু উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা যার মধ্যে থাকবে না কোন আবেগ ও কারণ। আর এই প্রকার ছোট্ট একটি অনুচ্ছেদ থেকে আমি অনুপম ভাবধারায় জীবন যাপনে সমর্থ হয়েছি।

এই বিষয়টি আমি যখন লিখছি তখন দুপুর শেষ হয়ে গিয়েছে যেখানে আমি পায়জামা পরে লিখছিলাম আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেভ আমাকে ডেকে বললেন তিনি এসে আমাকে মাসট্যাঙ্গের গাড়ী শো'তে নিয়ে যাবেন। আমি আপনাকে নিশ্চিয়তার সঙ্গে বলতে পারি তার সঙ্গে গাড়ীর শো' তে যাওয়াটা হল ভালোবাসার এক নিদর্শন। তখন আমি আর অন্য কিছু পরিধান করে প্রস্তুত হতে চাইলাম না কেননা আমার কাছে পায়জামাটাই বেশী আরামদায়ক বলে মনে হল কিন্তু তবুও আমি অন্য কিছু পরিধান করলাম। ঠিক একইভাবে আমরা সকলেই এমন সমস্ত সুযোগের সন্মুখীন হই যা মনোনয়নের জন্য আমাদের শর্তবিহীন ভালোবাসা পরিধান করতে হয়।

যতদিন পর্যন্ত না আমারা নিজেদের স্পর্শানুভূতির উর্দ্ধে গিয়ে বসবাস করতে শিখেছি ততদিনপর্যন্ত আমরা সদাপ্রভুর ন্যায় ভালোবাসায় অন্যদের ভালোবাসতে পরবো না বা এই জগতের প্রয়োজনীয় লোকেদের সাহায্য করতে পারবো না। তাই এই দয়া পরিধান করার জন্য আপনি কি প্রস্তুত? আপনি যদি এই অনুভব নিয়ে দ্বন্দ করছেন যা আপনাকে সঠিক কাজ করাতে বাধা সৃষ্টি করছে, তাই নিজেকে জিজ্ঞেস করুন ''এই অবস্থায় যীশু থাকলে তিনি কি করতেন?'' এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে দেভ যদি আমাকে ত্যাগ বা আমার প্রতি হাল ছেড়ে দিতেন তবে আজকে আমি যা হয়েছি তা কোনদিনও হতে পারতাম না। তিনি তার আবেগের প্রতি কর্ণপাত

করেন নি কিন্তু হৃদয়ের কথা শুনেছিলেন আর তা করার জন্য আজ আমি আপনাকেও উৎসাহ প্রদান করছি।

ভালোবাসা অনায়াসে চলে যায় না

লোকেদের ভালোবাসার অর্থ এমন নয় যেন তারা আমাদের কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণ করে। এর অর্থ এমন নয় তারা যখন কিছুই করছে না তখন তাদের জীবনে বিনামূল্যে গাড়ীতে পরিভ্রমণ করানো। বাইবেল বলে যে, ''কেননা প্রভু যাকে ভালোবাসেন তাকে তিনি পালন করেন'' (দেখুন ইব্রীয় ১২ঃ৬)। শাসন করার অর্থ শাস্তি নয় কিন্তু ইহা হল সঠিক আচরণের জন্য তালিম দেওয়া। কোন কোন সময়ে সেই তালিমের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে আশীর্বাদকে ধরে রাখার এক প্রবণতা কিন্তু সদাপ্রভু সব সময় আমাদের প্রয়োজন মেটাবেন যখন আমরা তাঁর কাছে চাইবো। বাইবেল বলে যদি তোমাদের কারো জ্ঞানের অভাব হয় তবে সে সদাপ্রভুর কাছে যাচ্ঞা করুক, তিনি সবাইকে অকাতরে দিয়ে থাকেন তিরষ্কার করেন না (যাকোব ১ঃ১-৫)। ইহা তো এক সুন্দর চিন্তাধারা।

আমি ড্রাগে আছন্ন কাউকে নতুন গাড়ী কিনে দেবো না কেননা সে সেটাকে বেচে দিয়ে ড্রাগ কিনবে কিন্তু তাকে আমি খাওয়াতে পারি, স্নান করার জায়গা দিতে পারি আর সেই সঙ্গে নতুন জীবনের এক প্রত্যাশা প্রদান করতে পারি। তাকে আমি বলতে পারি, সদাপ্রভু তাকে ভালোবাসেন আর তিনি তাকে সাহায্য করতে চান এবং তার বিচার করা থেকে আমি বিরত থাকতে পারি কেননা আমি যদি তার বিচার করি তবে তাকে আমি ভালোবাসতে সম্ভবপর হব না।

প্রায় সময়ে লোকেরা যখন আমাদের আঘাত করে বা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য আমাদের জীবন কঠিন হয় তখন তাদের আমরা আমাদের জীবনের বাইরে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু এর পরিবর্তে সদাপ্রভু যদি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে বলেন তখন তাহলে কি হবে? আমাদের কাছে কতোটাই না সহজ হয়ে ওঠে এই রকম কোন অবস্থায় সেই স্থান ছেড়ে চলে যাওয়া বা সেই সমস্ত কঠিন লোক গুলোর প্রতি জীবনের দরজা বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু এইভাবে সদাপ্রভু তা সবসময় করার জন্য আমাদের প্রতি ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। প্রতিটি অবস্থায় ভালোবাসা প্রকৃতভাবে যে কি তা যেন আমরা শিখি আর তাকে যেন আমাদের দেওয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ণ করি আর তা না হলে আমরা তাদের অনুপস্থিতি উপলব্ধী করি।

প্রায় সময়ে আমার কাছে জিজ্ঞাস্য বিষয় থাকে যে ''এই লোকটির সঙ্গে কতদূর পর্যন্ত আমি লেগে থাকবো?'' ইহা এমনি এক জিজ্ঞাস্য বিষয় যা কেবলমাত্র আপনার হৃদয় উত্তর দিতে পারে। সদাপ্রভু কেবলমাত্র এক সত্বা যিনি সমগ্র অবস্থায় উভয়দিক দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন আর তাই আপনি যদি নিজের ইচ্ছার থেকেও সত্য সত্যই তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান তবে তিনি আপনাকে আপনার সিদ্ধান্তে পরিচালিত করবেন। তাই কেবলমাত্র স্মরণ করুন এই ভালোবাসার

আমূল পরিবর্তনে যোগ দেওয়ার অর্থ হল অন্যদের ভালোবাসার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা তা এমন কি যখন তা অসম্ভব হয় তখন পর্যন্ত।

লোকেদের সঙ্গে এই শর্তবিহীন ভালোবাসা সম্বন্ধে যখন আলোচনা করি তখন আরো একটি জিজ্ঞাস্য বিষয় আমাদের সামনে চলে আসে, ''লোকেরা কি করবে তার প্রতি মনোনিবেশ না করে আমি কি কেবল দিতেই থাকবো?'' এই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর হবে না। ধরুন পরিবারের কোন সদস্য তার পরিণত বয়স থেকেই নিজের জীবনে ড্রাগ এবং মাদকের সমস্যায় ভুগছে আর বৃদ্ধির দিক দিয়ে হয়তো দায়িত্ব জ্ঞানহীন। সেই পরিবার এরজন্য হয়তো যথেষ্ট সময়, অর্থ ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাকে সাহায্য করার জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সবসময় তার পুরাতন আচরণ এবং জীবন ধারাতেই ফিরে যাচ্ছে। আর এটা এমনি এক প্রকার অবস্থা যেখানে শত্রু পরিবারের এই দুর্বল সদস্যকে এমন ভাবে ব্যবহার করে যাতে সে ঘাবড়ে যায় আর তাদের মধ্য থেকে সেই ভালোবাসা হরণ করে যারা তাকে ভালোবাসে ও সাহায্য করার চেষ্টা করে। এইজন্য কোন কোন সময়ে আমরা যাদের সাহায্য করতে চাই তখন আমাদের সেই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে ইহাতে কাউকে কতোটা সাহায্য করতে হয় তাতে কোন যায় আসে না,এরজন্য তারা যদি সত্য সত্যই মন থেকে সাহায্য করার জন্য সাড়া না পায় ততদিন পর্যন্ত এই প্রকার কাজ করা যায় না। প্রসঙ্গত, প্রায় সময়ে বহু বৎসর কাল একইভাবে সাহায্য করা সুনির্দিষ্টভাবে এক বিরাট ত্যাগের বিষয় আর তখন পরিবার হয়তো আর কোন সাহায্যের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতে চায় না। এটা এমন কোন সিদ্ধান্ত নয় যা অতি সত্বর নেওয়া সম্ভব কিন্তু প্রায় সময় এইভাবেই তা করতে হয়।

অনেক সময়ে খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে এই প্রকার অবস্থা যখন সামনে আসে তখন আমাদের দোষারোপ করা হয় যে আমরা প্রকৃতভাবে খ্রীষ্টের ভালোবাসাতে অভ্যস্থ নয়। তখন আমরা এইভাবে কথা শুনি, ''তুমি যখন নিজের আত্মীয়দের সাহায্য করছো না তখন তোমরা কিভাবে দাবি করতে পারো যে তোমরা লোকেদের ভালোবাস?'' যদিও ইহা অত্যন্ত কঠিন, ভালোবাসার বিষয় হল দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এই কথা বলা যে, ''আপনি যদি কোন সময় এইভাবে কিছুর সম্মুখীন হন আর প্রকৃত সাহায্য পেতে চান, তবে তা আমাদের জানান,'' কিন্তু এরজন্য আমি তখন কোন পুরুষ বা নারীকে এইভাবে সমর্থন করতে পারি না যেন তারা একইভাবে সর্বনাশমূলক জীবনধারা অব্যাহত রাখে।

আমরা চাইবো না ভালোবাসার প্রার্থী যেন উপসী চেহারায় সমস্যার মধ্যে থাকে বা সাহায্য ব্যতিরেকে দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়ে, সেইসঙ্গে আমরা এটাও চাইবো না যেন সে আমাদের শান্তি চুরি করে নেয় বা কেবলমাত্র আমাদের ব্যবহার করে। লোকেদের ভালোবাসার অর্থ এমন নয় যে তাদের যা করা দরকার তা আমরা তাদের জন্য করে যাবো।

যারা সাহায্যের যোগ্য নয় অনুকম্পা কেবল তাদেরই সাহায্য করে। কিন্তু শর্তবিহীন ভালোবাসার অভিপ্রায় এটা নয় আমরা যখন তাদের জন্য বিল জমা দিয়ে দিই তখন তারা সেই বিষয়ে

দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। অনুকম্পা বহু সুযোগের ব্যবস্থা করে দেয় আর শর্তবিহীন ভালোবাসা কোন দিন হাল ছেড়ে দেয় না। ইহা প্রার্থনা করে এবং ছায়ার মধ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সাহায্য করে আর এইভাবে পৃথকিকতা নিয়ে আসার চেষ্টা করে।

সদাপ্রভু চান যেন তাঁর ভালোবাসা আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় আর তা যেন আন্যের মধ্যেও থাকে। আমাদের প্রয়োজন রয়েছে যেন এক সাম্যবস্থার মধ্যে নিজেদের ভালোবাসি কেননা অতিঅবশ্যই আমাদের ভালোবাসতে হবে তা না হলে অন্যের প্রতি ভালোবাসা প্রদান করার জন্য আমাদের কিছু থাকবে না। আমাদের প্রয়োজন রয়েছে সদাপ্রভুর ভালোবাসা গ্রহণ করার আর ইহাই যেন আমাদের আরোগ্য প্রদান করে। তাই স্মরণে রাখবেন যা আমাদের নেই তা আমরা অন্যদের দিতে কোনদিন সম্ভবপর হব না। কিন্তু আমরা যেন সেখানেই থেকে না যাই। সদাপ্রভু আমাদের আরোগ্য প্রদান করেন যেন অন্যদের প্রতি আরোগ্যতা নিয়ে আসি। সদাপ্রভু চান যারা উদ্ধার পেয়েছে ও অন্যদের উদ্ধার করেছে আমরা যেন তাদের কাছ থেকে স্থানান্তরিত হই। মানুষের ভালোবাসা সর্বদাই একটা শেষ সীমাতে উপস্থিত হয় কিন্তু ধন্যবাদ প্রদান করি কেননা সদাপ্রভুর ভালোবাসা কোনদিন শেষ সীমায় পৌঁছায় না। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাঁর ভালোবাসা কোনদিন অপ্রতুল হয়ে পড়বে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

13

ভালোবাসা অন্যদের বিবরণ রাখে না

ভালোবাসা অর্ধামিকতায় আনন্দ করে না
কিন্তু সত্যের সঙ্গে আনন্দ করে। সকলই বহন করে,
সমস্ত কিছুতে নির্ভর করে, সব কিছুতে প্রত্যাশা করে
আর সকলই ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে।
(১ করিন্থীয় ১৩ঃ৬-৭)

আপনি কি ভালো হিসেব পরিদর্শক? আপনার প্রতি যা করা হয়েছে আপনি কি সেই সমস্ত মন্দ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ নথি রেখে দিয়েছেন? সেই বৎসরগুলোর প্রায় সময়ে দেভ ও আমার মধ্যে এক বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলতো, তখন আমি আমার মনের ফাইল খুলে সেই সমস্ত বিষয়গুলো তার সামনে হাজির করতাম যেগুলোর মধ্যে ভুল ছিল আর যেগুলোতে তিনি লিপ্ত ছিলেন বা করেছেন। তাকে আমি তার অতীতের ভুলগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিতাম আর এতে তিনি অবাক হয়ে যেতেন কারণ সেগুলো অনেক পুরানো হলেও তথাপি আমি সেগুলো স্মরণে রেখেছি। আমি এখনো সেই কথা মনে করতে পারি যখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, ''তুমি এই বিষয়গুলোকে কোথায় মজুত করে রাখ?'' যখন আমি বহু বৎসরের জিনিসগুলোকে তুলে ধরতাম, তখন দেভ সত্বর সেগুলো একপাশে ফেলে দিয়ে আমার উচ্চারিত সমস্ত কিছু মার্জনা করে দিতেন।

সদাপ্রভু চান আমরা যেন এই সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে গিয়ে একে অপরকে ভালোবাসি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মাফ বা মার্জনা করা ছাড়া এটা করা অসম্ভব। আমরা যাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বা রুষ্ট

তাদের আমরা প্রকৃতভাবে ভালোবাসতে পারি না। তাই পৌল করিন্থীয়দের এইভাবে লিখে বলেছেন, ''ভালোবাসা (তাঁর ভালোবাসা আমাদের মধ্যে রয়েছে) তার নিজের অধিকার বা ইহা নিজের পন্থায় অনড় থাকে না কেননা ইহা স্বার্থ চেষ্টা করে না, ইহা স্পর্শকাতর বা অসন্তুষ্ট বা রুষ্ট নয় ইহার প্রতি মন্দ কাজ করলে তারা তার কোন হিসেব নেয় না (অর্থাৎ ভুলভাবে দুঃখভোগ করলে তার প্রতি কোন মনোযোগ করে না)'' ১ করিন্থীয় ১৩ঃ৫।

উত্তমতায় আস্থা রাখে

আমরা যদি লোকেদের ভালোবাসতে চাই তবে আমরা যেভাবে লোকেদের বিষয়ে চিন্তা করি আর যে কাজ তারা করে তার জন্য সদাপ্রভুই যেন সেই পথকে রূপান্তর করেন। আমরা হয়তো সবথেকে খারাপের উপরে প্রত্যয় রাখতে পারি আর অন্যরা যা বলে বা করে তাতে হয়তো সন্দিগ্ধমনা হতে পারি কিন্তু প্রকৃত যে ভালোবাসা তা উত্তমতার প্রতি আস্থা রাখে। আমরা কিসের উপরে আস্থা রাখছি বা চিন্তা করছি সেটা হল আমাদের এক মনোনয়ন। আমাদের জীবনে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তার মূল কারণ আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করি না বা আমাদের চিন্তাধারার কোন নিয়ন্ত্রণ করি না। আমাদের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ না করার জন্য আমরা অবচেতন ভাবেই কারো সম্বন্ধে সেই জঘন্য খারাপ বিষয়ের উপরে প্রত্যয় রাখি বা সন্দিগ্ধমনা হয়ে পড়ি।

ভাববাদি যিরমিয় লোকেদের এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''আর কতদিন তোমরা অন্তরে দুশ্চিন্তা নিয়ে বাস করবে?'' (দেখুন যিরমিয় ৪ঃ১৪)। যে চিন্তাধারা তারা মনোনীত করেছে তা সদাপ্রভুর প্রতি বিরাগজনক।

আমরা যখন উত্তমতায় আস্থা রাখার মনোনয়ন নিই তখন আমরা সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে জলাঞ্জলী দিই যা উত্তম সম্পর্কের জন্য অনিষ্টকর। সাধারণভাবে আমাকে যা বলা হয়েছিল সেগুলো রাগের দ্বারা ব্যবহার না করার ফলে আমি প্রচুর উদ্যম সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছি ''এইজন্য তারা আমাকে যা বলেছে তা আমাকে আহত করলেও আমি ইহাতেই আস্থা রাখার মনোনয়ন নিয়ে ছিলাম যে তাদের হৃদয় সঠিক।'' সেই মুহূর্ত গুলোতে আমি নিজের মধ্যেই কথা বলতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ি যখন পর্যন্ত না তা আমার আবেগকে এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট বা শিথিল করে দিচ্ছে। তখন আমি এই প্রকার কথা বলি যথা, ''তাদের ব্যবহার আমাকে কিভাবে প্রভাবিত করলো তাতে আমি সত্যসত্যই আস্থা রাখি না। তারা সেই কথা বলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাকে আঘাত করলেও আমি তাতে আস্থা রাখি না। তারা যখন সেই কথা বলে তারা বুঝতেই পারে না তারা কতোটা নির্ভরযোগ্য। হতে পারে আজকে তারা হয়তো শারীরিকভাবে ভালো অনুভব করছে না অথবা তাদের মধ্যে হয়তো এমন কোন আন্তরিক সমস্যা রয়েছে যা হয়তো তাদের অনুভূতিহীন করে তুলেছে যে কিভাবে অন্যের সঙ্গে আচরণ করতে হয়।''

আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি ও অনুভব করতে পারি খারাপ জিনিস মনের মধ্যে রাখাটা আমাদের জীবনকে যেন সর্বনাশায় ভরিয়ে তোলে আর তা বাস্তবে অন্য কোন লোককে

পরিবর্তন করতে সাহায্য করে না। অনেক সময়ে কারো প্রতি রেগে গিয়ে আমরা এমন কি সেই দিনটা এমন ভাবে নষ্ট করে ফেলি যে যার প্রতি আমরা রেগে গিয়েছি সে বা তিনি হয়তো অনুভব করতে পারেন না যে সে বা তিনি এমন কিছু করেছেন যাতে আমরা রেগে গিয়েছি। এর জন্য কি হয় তারা হয়তো সেই দিনটি উপভোগ করে আর আমরা দিনটিকে নষ্ট করে ফেলি।

তাই আমরা যদি বিবরণী লিপিবদ্ধ করছি তাহলে ভালো বিষয়গুলোকেও কেন লিপিবদ্ধ করছি না যেগুলো লোকেরা আমাদের বলে এবং ভুলের থেকে ভালোকে তুলে ধরে?

নেতিবাচক বিবরণী লিপিবদ্ধ করার উদাহরণ ঃ

দেভ সবসময় খেলা দেখে আর তিনি জানেন সেগুলো আমি উপভোগ করতে বা তাতে আনন্দ পেতে চাই না।

আমি যখন গল্প বলার চেষ্টা করি তখন দেভ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ঠিক করে দেন।

আমার যখন কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন দেভ আমাকে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করে।

আমাদের বিবাহের বিয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে দেভ কতোবার আমাকে ফুল পাঠিয়েছে তাও আমি গুনতে পারি।

দেভ তার বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে গল্ফে যাওয়ার সময়ে আমাকে বলে না যে সে কোথায় যাচ্ছে।

ইতিবাচক বিবরণী লিপিবদ্ধ করার উদাহরণ ঃ

আমি যখন দেভের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি তিনি অতি সত্বর আমাকে মার্জনা করে দেন।

দেভ আমাকে আমার নিজের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

দেভের কাজ হয়ে গেলে তিনি নিজে থেকেই সমস্ত পরিষ্কার করে নেন। তিনি চান না যেন অন্য লোকেরা তার জমানো নোংরাগুলো পরিষ্কার করে।

আমাকে যে দেভ ভালোবাসে তা প্রতিদিন আমার কাছে স্বীকার করে আবার কোন কোন সময় একদিনে তা বহুবার সেই কথা বলেন।

আমার পোষাক কেমন হবে সে সম্বন্ধে দেভ সবসময় ইতিবাচক কথা বলেন।

আমাদের সাধ্যের মধ্যে যে কোন জিনিস আমি চাইলে দেভ তা আমাকে এনে দেন।

যেকোন জায়গায় আমি যেতে চাইলে দেভ আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা রাখেন।

দেভ কোন সময় আমার কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না।

আমাকে নিরাপদে রাখার জন্য তিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তার সঙ্গে থাকার সময় আমি নিজেকে নিরাপদ অনুভব করি।

নেতিবাচক বিষয়ের তালিকা দেখার থেকে ইতিবাচক বিষয়ের তালিকা অনেক বড় আর আমার মনে হয় প্রায় লোকেদের মধ্যে ইহা ততোটাই হবে যদি তারা বসে বসে এই সমস্ত উত্তম বিষয়গুলো লিখতে আরম্ভ করে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন এই পৃথিবীতে লোকেদের মধ্যে যে উত্তম বিষয়গুলো রয়েছে তার অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করি কেননা আমরা উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজিত করি। লোকেদের সম্বন্ধে উত্তম বিষয়টি ভাবা ও বলা কোনমতে আমাদের সেই বিষয়টি দেখতে সাহায্য করায় না যা সত্য সত্যই আমাদের হতভম্ব করে।

পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দেবেন না

বাস্তবে আমরা আমাদের রাগ, খারাপ আচরণ, মার্জনা না করার ভাব, তিক্ত(তা, ঝগড়া এবং তর্ক বিতর্কে দ্বারা পবিত্র আত্মাকে দুঃখার্ত করে তুলি। বাইবেল আমাদের বিনতী করে আমরা যেন হিংসা, গালমন্দ এবং যেকোন ভিত্তিহীন বিষয় থেকে নিজেদের দূরে রাখি। যখন আমি সদাপ্রভুর পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিই তখন এটা আমাকেও দুঃখ দেয়। আমার স্মরণে আছে একবার আমি যখন অতি সহজে রেগে উঠেছিলাম আর তখন আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম যে আমি তাঁকে দুঃখ দিয়েছি তাই তা আমি আর কোনদিন করতে চাইছিলাম না। কেবলমাত্র যে পন্থায় আমি এটা থেকে দূরে থাকতে পারি তা হল আমার যখন রাগ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে তখন আমি আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে নিজেক দূরে নিয়ে যাই। আমাদের প্রয়োজন রয়েছে আমরা যেন একে অপরের প্রতি ব্যবহারিক, সাহায্যকারী ও দয়ালু হই। কেননা সদাপ্রভু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের অপরাধ যেভাবে মোচন করেছেন তেমন আমরাও যেন সাগ্রহে এবং বিনামূল্যে একে অপরকে মার্জনা করি (দেখুন ইফিষীয় ৪ঃ৩০-৩২)।

আমাদের রাগ যে কেবলমাত্র পবিত্র আত্মাকে দুঃখার্ত করে তাই নয় কিন্তু সদাপ্রভু চান আমরা যেন একে অপরকে ভালোবাসি যেহেতু তিনি জানেন যে এটা নেতিবাচকভাবে আমাদের মধ্যে প্রভাব ফেলে আর তাই তিনি চান আমরা যেন স্বাধীনভাবেই জীবনযাপন করি। আমাদের সদাপ্রভুর অনুকারী হতে হবে। তিনি রাগে ধীর আর দয়াতে মহান আর মার্জনা করার দিক থেকে অতি সত্বর। তিনি আমাদের জীবনকে আত্মিক করেছেন আর তাই আমরা রাগের দ্বারা সদাপ্রভুর ধার্মিকতায় বসবাস করতে পারি না।

আমরা কেমন অনুভব করি সেইভাবে প্রকৃত ভালোবাসার যেমন কিছুই করার নেই তেমনিভাবে প্রকৃত মার্জনারও তেমন কিছু অনুভব করার নেই। এদের উভয়ই নির্ণয় নিয়ে আসে আমাদের সিদ্ধান্তের উপরে কিন্তু আমাদের আবেগের দ্বারা নয়। আমি এটাই শিখেছি যদি আমি মার্জনা করার সিদ্ধান্ত নিই তখন আমার আবেগ বাস্তব দিক দিয়ে আমার সিদ্ধান্তের উপরেই কাজ করে। অন্যদের মার্জনা করা আমার জীবন থেকে দূর করে দেওয়ার পরিবর্তে বরং তাদের সঙ্গে কথা বলতে সাহায্য করে। আর ইহা আমাকে অনুমোদন জানায় যেন তাদের জন্য আমি প্রার্থনা করি আর তাদের উদ্দেশ্যে নেতিবাচক, মন্দ কথা বলার থেকে বরং তাদের সম্বন্ধে আশীর্বাদ যাচ্ঞা

করি। আমরা আমাদের আবেগের দ্বারা পরিচালিত হই। আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের আবেগ অস্থির এবং অপরিবর্তিত কিন্তু ভালোবাসার কোনদিন পরিবর্তন হয় না।

একে অপরের জন্য বিবেচনা করুন

আমরা যদি সত্যসত্যই একে অপরকে ভালোবাসি তবে আমরা একে অপরের ভার বহন করবো ও একে অপরকে সহ্য করবো এবং একে অপরের জন্য বিবেচনা করবো (দেখুন ইফিষীয় ৪ঃ১-২)। অন্যদের বিষয়ে বিবেচনা করার অর্থ এমন নয় যেন লোকেদের খারাপ আচরণের জন্য অজুহাত বের করি কেননা ইহা যদি ভুল তবে তা ভুলই আর ইহাতে অস্বীকার করাতে কোন ফল দর্শায় না। একে অপরের প্রতি বিবেচনা করার অর্থ হল আমরা যেন প্রত্যেকে পরিশুদ্ধ বলে মনে করি। আমরা আমাদের মনোভাব বাক্যের দ্বারা এমনভাবে সংবাদের মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকি যথা ঃ ''তুমি এই কাজ করছো বলে আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি না। আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো না। আমি এর মধ্য দিয়ে তোমার সঙ্গে কাজ করবো আর তোমার উপরেই আস্থা রাখবো।''

আমি আমার ছেলে মেয়েদের বলেছি তোমরা যা কিছু কর তার সমস্ত কিছুকে আমি সমর্থন না করলেও আমি সবসময় তোমাদের বোঝার চেষ্টা করবো আর তোমাদের ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যাবো না। আমি তাদের জানাতে চাই তারা যেন আমাকে সবসময় তাদের জীবনের সঙ্গে যোগ করে রাখে।

সদাপ্রভু আমাদের পতন সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন তথাপি তিনি আমাদের মনোনীত করেছেন। আমরা যে ভুল কাজ করতে চলেছি তা বাস্তবে করার আগেই সেই ভুল সম্বন্ধে তিনি অবগত রয়েছেন আর আমাদের প্রতি তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি তা হল ''আমি কোনমতে তোমাকে ছাড়বো না, তোমাকে পরিত্যাগ করবো না (দেখুন ইব্রীয় ১৩ঃ৫)।

এমন কি আমার সমস্ত কিছুতেই পুরোপুরিভাবে তেমন কিছু কম হলেও দেভ আমাকে আমার নিজের মতো করেই বিবেচনা করেন, তিনি কোনদিন আমার উপর চাপ সৃষ্টি করে কোন কিছু ''পরিবর্তন'' করার কথা বলেন না। অসম্পূর্ণ এক স্ত্রী হয়ে জীবনযাপন করলেও আমি তার দ্বারা অযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার ভয় কোনদিন উপলব্ধি করিনি। আমাদের পরিবারের এবং আত্মীয়দের মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে যার জন্য অনেক কিছু ভিন্ন বা আলাদা হলেও আমরা যখন একে অপরকে ভালোবাসি তখন তাদের সমস্ত কিছুই গ্রহণ করি। আমরা গ্রহণ করে থাকি উত্তম জিনিসটা কিন্তু যেটা অতি উত্তম নয় সেটা গ্রহণ করি না। বাস্তবে ঘটনা হল এটাই যে সেখানে নিখুঁত লোক একটাও নেই। আমরা যদি উৎকর্ষতার আশা করি তবে সবসময় আমাদের নিরুৎসাহ এবং এমন কি অপ্রতি বিহিত বহু অনুভবের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। একে অপরের জন্য বিবেচনা করা জীবনকে অসাধারণভাবে সহজ করে তোলে আর তার থেকেও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটা সদাপ্রভুর প্রতি আমাদের বাধ্যতাকে প্রদর্শন করে।

লোকেরা যখন কিছু করে যা আপনি হয়তো বুঝে উঠতে পারেন না তখন তাদের সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিনিধিত্ব করার থেকে নিজেকে বলতে থাকুন ''তারা মানুষ।'' যীশু মানুষের স্বভাব বুঝতে পারতেন আর এইজন্য তাদের যে কাজ করার নয় সেই কাজটাই তারা করতো আর তাতে তিনি তাদের প্রতি হতবাক বা অবাক হতেন না। পিতর তাঁকে জানা স্বত্বেও অস্বীকার করলেন তথাপি তিনি তাকে ভালোবাসলেন। এমনকি তাঁর দুঃখভোগ এবং যন্ত্রণার মুহূর্তে পিতর ও অন্য শিষ্যরা তার সঙ্গে জেগে থেকে প্রার্থনা করতে অপারক হয়ে পড়লেও তিনি তাদের ভালোবাসলেন। আর আমরা যদি আগে থেকেই বুঝতে পারি যে তারা নিঁখুত লোক হবে না তখন আমাদের সকলের মধ্যে মানবীয় ভাবধারার যে বিবেচনা থাকে সেইভাবে কি লোকেরা তাদের ভালোবাসা থেকে আমাদের গতিরোধ করে দেবে।

অন্যরা যে ভুল করছে আমরা যে কেবলমাত্র তাদের সেই ভুলের নথি রাখবো তা নয় কিন্তু আমরা যেটা ঠিক করেছি বলে নিশ্চিত তার নথিও আমরা যেন না রাখি। আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে অত্যন্ত উঁচুভাব নিয়ে চিন্তা করা অন্য লোকেদের প্রতি অধৈর্য এবং নির্দয় করে তোলে। প্রেরিত মথি বলেছেন,আমরা যখন ভালো কাজ করি তখন আমাদের ডান হাত যেন জানতে না পারে যে আমার বাঁ হাত কি করলো (দেখুন মথি ৬ঃ৩)। আমার কাছে ইহার অর্থ হল আমার ভালো কাজ যেগুলোতে আমি নির্ভর করি বা আমার যে আচরণগুলো ভালো তা যেন আমি আর চিন্তা না করি। আমার প্রয়োজন রয়েছে যাদের সঙ্গে আমি মেলামেশা করি তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদান করি। আর সেটাই হল ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

ভালোবাসা পাপ সকল আচ্ছাদিত করে

প্রেরিত পিতর বলেছেন, সমস্ত কিছুর উপরে একাগ্রভাবে একে অপরকে ভালোবাস কেননা ভালোবাসা পাপ সকল আচ্ছাদিত করে (দেখুন ১ পিতর ৪ঃ৮)। ভালোবাসা কেবলমাত্র একটা ভুল বা অন্যায়কে আচ্ছাদিত করে তাই নয়, ইহা বহু সংখ্যক পাপকে আচ্ছাদিত করে। সদাপ্রভু আমাদের ভালোবেসেছেন তিনি কেবলমাত্র আমাদের পাপ আচ্ছাদন করার জন্য নয় কিন্তু ইহা এমন মূল্য প্রদান করেছে যেন চিরকালের জন্য সেগুলো দূর করে দেন। ভালোবাসা হল বলশালী ও পরিশুদ্ধকারী প্রতিনিধি। আমি চাই আপনি যেন এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন সেখানে পিতর এই বিষয়ে বলেছেন - সমস্ত কিছুর উপরে সকলকে ভালোবাস বা ভালোবাসা পরিধান কর।

কলসীয়দের প্রতি পৌলেরও সেই একই সংবাদ ছিল যেখানে তিনি তাদের বিনতী করেছেন তারা যেন সমস্ত কিছুর উপরে ভালোবাসা বা প্রেমকে পরিধান করে (দেখুন কলসীয় ৩ঃ১৪)। বার বার আমরা বাইবেলের মধ্যে প্রায় সময়ে দেখি যেখানে একে অপরকে অবিরত ভালোবাসার জন্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর এটা করার জন্য যেন কোন কিছুই ইহা থেকে আমাদের বিরত না রাখে।

পিতর যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার কোন ভাই একই দোষ বার বার করলে তবে কতবার তাকে মার্জনা করবে, যীশু তাকে উত্তর দিয়ে বলেছিলেন যতবার তুমি তাকে দোষ করতে দেখ ততবার তুমি তাকে মার্জনা করো (দেখুন মথি ১৮ঃ২১-২২)। এখানে পিতর বলেছেন সাতবার কিন্তু এই বিষয়ে আমি প্রায় আশ্চর্য হয়ে যাই তিনি ইতিমধ্যেই ছয়বার করেছেন কি না আর তারপরে হয়তো মনে করলেন আর একবার হয়তো চেষ্টা করবে। আমরা যদি ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনে যোগদান করতে চলেছি তবে আমাদের বুঝে ওঠার দরকার যে এরজন্য বহুবার মার্জনা করার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে। প্রসঙ্গত, হতে পারে ইহা আমাদের জীবনে হয়তো দিন প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় তা করতে হতে পারে। বেশ কিছু বিষয় যেগুলো আমাদের মার্জনা করার প্রয়োজন যা হয়তো সামান্য, সম্ভবত সহজ কিন্তু সেইসঙ্গে বড়গুলোও যখন সঙ্গে এসে হাজির হয় আর তখন আমরা বিস্মিত বোধ করি যে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো কি না। তাই সবসময়ে আপনি মনে রাখবেন, সদাপ্রভু আপনাকে এমন কোন কাজ করতে বলবেন না যারজন্য তিনি আমাদের যোগ্যতা প্রদান করতে অনিচ্ছুক। আমাদের জীবনের মধ্য দিয়ে যদি সদাপ্রভুর ন্যায় পরায়ণতা ও ভালোবাসাকে প্রবাহ করার ইচ্ছা রাখি তখন আমরা যেকোন লোককে যেকোন বিষয়ের প্রতি মার্জনা করতে পারি।

আমরা যখন লোকেদের দুর্বলতা সকল গুপ্ত রাখি তখন আমরা আশীর্বাদ লাভ করি আর তাদের যখন উন্মোচিত করি তখন অভিশাপ গ্রহণ করি। কোন একজনের পতন বা দুর্বলতা আচ্ছাদন করা হল তাকে গোপন করে রাখা। তাই অন্য কারো দুর্বলতা বা পতনের কথা আরো একজনের কাছে অতিসত্বর বলার বা প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করবেন না। ঠিক আপনি নিজের দুর্বলতা যেমনভাবে গোপন করে রাখেন তেমনি লোকেদের দুর্বলতাও গোপন করে রাখার চেষ্টা করুন। বাইবেলে আমরা দেখি নোহ যখন নেশাগ্রস্থ অবস্থায় উলঙ্গ ছিলেন সেই সময় তার এক ছেলে বাবার এই কথা অন্য ভাইদের কাছে গিয়ে বললে সেই দিন থেকে সে অভিশাপ বহন করতে থাকলেন। আর তখন তার অন্য দুই ছেলে পিছন থেকে তাদের বাবার উলঙ্গতা না দেখে কাপড় দিয়ে তাকে ঢাকা দিলেন। বাইবেল আমাদের বলে যে তারা আশীর্বাদ লাভ করলেন (দেখুন আদিপুস্তক ৯ঃ২০-২৭)। নোহের উলঙ্গতা তার প্রতি এক বিচারের নির্দেশ প্রদান করে, তাই একে অপরের দুর্বলতা বা ভুল অনাবৃত করার থেকে আমাদের প্রয়োজন রয়েছে যেন তা আচ্ছাদিত বা আবৃত করি।

যখন কোন ভাই আমাদের প্রতি অন্যায় করে সেই বিষয়ে যীশু আমাদের এক নির্দেশ দিয়েছেন যে কিভাবে তার সমাধান করতে হয় (দেখুন মথি ১৮ঃ১৫-১৭)। তিনি বলেছেন এইজন্য প্রথমেই আমাদের যা করনীয় তার কাছে গোপনে যাও আর তার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বল, আর তখন যদি সে তোমার কথা না শোনে তবে নিজের সঙ্গে আরো দুই তিন জনকে সঙ্গে করে এই প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে যাও সে তোমাদের কথা শুনে মন পরিবর্তন করবে। এইভাবে আমরাও যদি এই সাধারণ নির্দেশ মেনে বা অনুসরণ করে চলি তবে সমস্যার যে বিরাট সংকট তা আমাদের কাছে এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়ে উঠবে। আমি আপনাকে এই কথা বলতে পারি যে

কতোগুলো লোক এই বিষয় নিয়ে আমার কাছে কতোবার এসেছেন যেগুলো তাদের নিজেদের মধ্যেই আদানপ্রদান করার প্রয়োজন ছিল- এই বিষয়গুলো কেবল তাদের উভয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা দরকার ছিল যেটাতে তারা অনুভব করেছে যে তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। আপনি যদি মনে করেন যে সত্যসত্যই আপনার ইহা করা প্রয়োজন তবে কারো সামনে আসার জন্য ভয় পাবেন না। কোন কোন সময় মার্জনা করার সহজ পন্থা হল তাদের সেই বিষয়টি উভয়ের মধ্যে নিয়ে এসে তা আলোচনা করা। গুপ্ত দোষ যেন ছোঁয়াচে রোগের মতো। তারা নীরবে এতটা এগিয়ে যায় যতদূর পর্যন্ত না তা সারা জায়গাটিকে তারা প্রভাবিত করে দুর্বল করে ফেলেছে তাই সেই চোটকে আর দেরী না করে অতি সত্বর পরিষ্কার করার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে।

বাইবেল আমাদের যোষেফের গল্প উপস্থাপন করে, যাকে তার নিজের ভাইদের দ্বারা অন্যের কাছে বেচে দেওয়া হয়েছিল। আর বহু বৎসর পরে তার ভাইয়েরা যখন জানতে পারলেন তিনি জীবিত রয়েছেন এবং যে খাদ্য তাদের একান্ত প্রয়োজন সেই খাদ্য ভাণ্ডারের তত্বাবধানকারী তিনি নিজে আর তখন তারা এইকথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। তারা স্মরণ করলেন কিভাবেই না তারা তার ভাইয়ের প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছেন আর তখন তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি কারো কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন না। তিনি গোপনে তাদের সঙ্গে কথা বললেন আর তিনি তাদের বললেন তিনি সদাপ্রভু নন, কেননা প্রতিশোধ কেবল সদাপ্রভুই নেন। তিনি তাদের মার্জনা করে দিলেন আর তাদের বিনতী করে বললেন, তারা যেন ভয় না পান আর এইভাবে তাদের ও তারপরিবারের জন্য তিনি শষ্যপ্রদান করতে থাকলেন। যোষেফ যে একজন প্রতাপশালী নেতা ছিলেন ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কেননা তিনি যে কোন জায়গাতে গিয়েছেন সেখানেই অনুগ্রহ পেয়েছেন। তিনি ভালোবাসার প্রতাপ ও মার্জনা করার সম্পূর্ণ গুরুত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন।

আপনার সমস্ত বিবরণী বা নথি সুনিশ্চিত করুন

আপনার বকেয়া সম্পূর্ণভাবে শোধ করছেন না কেন? "ধন্য তাহারা যাদের পাপ প্রভু গণনা করেন না" (রোমীয় ৪ঃ৮)। এখানে তার অর্থ এমন নয় যে তিনি পাপ দেখতে পান না। ইহার অর্থ হল তিনি পাপীদের বিরুদ্ধে তা আর দোষ বলে দেখেন না। যে অন্যায় কাজ ইতিমধ্যেই করা হয়ে গিয়েছে ভালোবাসা সেটাকে মেনে নিয়ে হৃদয়ের মধ্যে তার মূল ছড়ানোর আগেই তাকে মুছে ফেলেছেন। ভালোবাসা কোন ভুল কাজের নথি লিপিবদ্ধ করে না, আর এইভাবে তা করা হয় বলেই অসোন্তোষের এমন কোন পথ থাকে না যেন তা বৃদ্ধি পায়।

আমাদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা নিজেদের স্মৃতি ভাণ্ডার নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন কিন্তু সত্য বিষয় হল এর থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদের কিছু ভুলে যাওয়া দরকার। আমার মনে হয় আমাদের মনে রাখা দরকার সেটা আমরা ভুলে যাই, আর যেটা ভুলে যাওয়ার দরকার সেটাই আমরা স্মরণ করি। তাই আমাদের জীবনে প্রভুর ন্যায় উত্তম যে বিষয়টা আমরা করতে পারি

তাহল যেন কোন বিষয় মার্জনা করে তা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাই। কোন কোন লোক বলে থাকে, ''আমি তাদের মার্জনা করে দেব কিন্তু তা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না।'' এই কথার অর্থ হল আমরা যদি স্মৃতির মধ্যে তা ধরে রাখতে বলি তবে আমরা সত্য সত্যই মার্জনা করছি না। আপনি হয়তো বলতে পারেন সেই বিষয়টি আমাদের এত বেদনাগ্রস্থ করেছে যে তা ভুলে যাওয়া আমার কাছে কঠিন। যদি এরকম হয় তাহলে আমাদের অতি অবশ্যই মনোনয়ন নিতে হবে যেন সে বিষয় নিয়ে আমরা আর চিন্তা না করি। সেই বিষয়গুলো যখন আমাদের চিন্তার মধ্যে আসে তখন তা আমাদের দূরে ফেলে দিতে হবে আর যেটাতে আমাদের উপকার হয় সেই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে।

আপনার সমস্ত নথি বা বিবরণ মিটিয়ে ফেলা এক ভালো ফল উৎপন্ন করে। এটা চাপ থেকে হাল্কা করে আপনার জীবনের মান উন্নত করবে। আপনার সঙ্গে সদাপ্রভুর যে অন্তরঙ্গতা তাও উন্নত হবে আর আপনার আনন্দ ও শান্তি বৃদ্ধি পাবে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে কেননা উদ্বিগ্নহীন মন এক শান্ত হৃদয় ও শরীরের জন্য জীবন (দেখুন হিতোপদেশ ১৪ঃ৩০)। অসোন্তোষ প্রচীর সৃষ্টি করে। ভালোবাসা সেতুবন্ধন করে।

চর্তুদশ অধ্যায়

14

ভালোবাসা প্রকাশের জন্য ব্যবহারিক পন্থা

সবসময় সুসমাচার প্রচার করুন আর যখন প্রয়োজন হয়
তখন আপনার অনুভূতিকে কথার দ্বারা প্রকাশ করুন।
অ্যাসিসের সাধু ফ্রান্সিস

ব্যবহারিক পন্থায় ভালোবাসা দেখানো জন্য সত্বর কোন পথ যদি আমি উল্লেখ না করি তাহলে এই বইটি অযোগ্য হয়ে পড়বে। আমি আগে যেভাবে আলোচনা করে এসেছি ভালোবাসা কোন তত্ব বা সাধারণ কোন বার্তা নয়, এটা হল এক কার্য কৌশল। ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনাকারী হিসেবে এই জগতের প্রতি ভালোবাসা বহন করে আনার জন্য আমাদের সবসময়ে তাকিয়ে থাকতে হবে এক নতুন এবং উত্তম পন্থার দিকে।

আমি আপনাকে বলতে চাই আমরা যা কিছু করি বা আমাদের যাই থাক না কেন আমাদের মধ্যে যদি প্রেম বা ভালোবাসা নেই তবে আমাদের কিছুই নেই আর তখন আমরাও কিছুর মধ্যেই গণ্য হবো না (১করিন্থীয় ১৩ঃ১-৩)। তাই আমাদের সমাজে উন্নতির জন্য এটা এতটাই অত্যাবশ্যক যেন আমরা উদ্যমশীলতার সঙ্গে এই ভালোবাসাকে দেখতে আরম্ভ করি। সদাপ্রভু সেখানে রয়েছেন কি না আর কেনই বা তারা এই জগতে রয়েছে, ইহা জানার জন্য আজকের দিনে লোকেরা অত্যন্ত আশাহত। সদাপ্রভু যদি রয়েছেন তাহলে এই জগৎ কেন তবে এত মন্দতায় পরিপূর্ণ? আমার মনে হয় তারা যদি ভালোবাসার বিষয়টিকে কর্মশীল অবস্থায় দেখার চেষ্টা করে তবে তাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর সন্তুপর হয়ে উঠবে। সদাপ্রভু হলেন প্রেম আর তিনি অতি অবশ্যই

আমরা যা কিছু করি বা আমাদের যাই থাক না কেন আমাদের মধ্যে যদি প্রেম বা ভালোবাসা নেই তবে আমাদের কিছুই নেই আর তখন আমরাও কিছুর মধ্যেই গণ্য হবো না!

বিদ্যমান রয়েছেন। তিনি নিজেকে আরো এক মুখ্য পন্থায় প্রকাশ করেন তা হল লোকের মাধ্যমে বা আপনার ও আমার মাধ্যমে। তাই এই জগতের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যেন উন্নত মাত্রায় তারা এই ভালোবাসাকে প্রকাশমান অবস্থায় দেখতে পায়। তাদের দেখার প্রায়োজন রয়েছে যেন তারা ধৈর্যশীল, দয়া, স্বার্থহীনতা এবং মার্জনা করার ইচ্ছাকে আমাদের মধ্যে দেখতে পায়। আর এই সমাজে যারা সুযোগ সুবিধার নিচে বসবাস করছেন তাদেরও দেখার প্রয়োজন রয়েছে যে লোকেরা অন্যদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করছে। ভালোবাসার স্পর্শ অনুভব করাটা এমন যেন শীতকালে কম্বলের নীচে থেকে রৌদ্র তাপের মতো আরামে তাপ অনুভব করা। এই অনুভবকে যেন কোন কিছুর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই সামর্থ রয়েছে যেন অন্যের কাছে আমরা তা প্রদান করি।

ধৈর্যশীল হোন

বাইবেলে ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে পৌলের ব্যাখ্যায় ভালোবাসার প্রথম যে গুণের তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা হল ধৈর্য। পৌল লেখেন ভালোবাসা বা প্রেম সকলই সহ্য করে আর তা ধৈর্যশীল। ভালোবাসা ধৈর্যশীল অর্থাৎ আপনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে তা কাজ না করলেও আপনি তখনো সুস্থির এবং সামঞ্জস্য প্রিয় থাকেন।

আমিও সেইভাবে ধৈর্যশীল হওয়াতে অভ্যস্থ হচ্ছি বিশেষত সেই কর্মচারীদের প্রতি যারা শিথিল, যারা কোন জিনিসের দাম সহজে বের করতে পারে না, যারা কাজের সূচীত নিবন্ধ থেকে দূরে থাকে অথবা যারা ফোনের কাছে দাঁড়িয়ে শুধুই দেরি করে, রাগে খরিদ্দারদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে আর তখনি আমি সাহায্যের জন্য ধৈর্যশীল হওয়ার চেষ্টা করি। বেশ কিছু ষ্টোর কর্মচারী ছিল যারা আমার ধৈর্যের জন্য ধন্যবাদ জানাতো। আমি নিশ্চিত এইভাবে আশাহত, অধৈর্য ও অরুচিকর অভ্যাসের জন্য তারা অন্য খরিদ্দারদের কাছ থেকে অবমাননাকর কথা শুনতেন আর তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তাদের সমস্যার মধ্যে আর কিছু যোগ করবো না। কিন্তু আমি যেন তাদের উপকার করতে পারি। এটা নিশ্চিত আমরা সকলেই সমস্ত কিছুতে তাড়াতাড়ি করতে চাই আর তাই সময় নষ্ট না করে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু পেতে চাই। যেহেতু ভালোবাসা স্বার্থ অন্বেষণ করে না তাই আমাদের অতি অবশ্যই শিখতে হবে আমরা যেটা অনুভব করছি তার বহু আগে তারা সেই বিষয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি এক ষ্টোরের কর্মচারী অত্যন্ত শিথিলভাবে কাজ করার জন্য আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে আর সেই সময়ে

আমি তাকে বললাম আমি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি না যে আমাকে অধৈর্য হয়ে পড়তে হবে আর আমার এই কথা শুনে সে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করলো।

বাইবেলে আমাদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যেন আমরা সকলের সঙ্গে ধৈর্যশীল হই, আর আমরা যেন সবসময় সকলের প্রতি সহনশীল হই (১ থিষলনীকীয় ৫ঃ১৪)। ইহা যে কেবলমাত্র অন্য লোকেদের কাছে আমাদের উত্তম প্রমাণ ও প্রতিপন্ন করবে তাই নয় কিন্তু ইহা আমাদের নিজেদের উত্তমের জন্য। আমরা যতবেশী ধৈর্যশীল হবো তখন আমাদের ঝুঁকিও ততো কম হবে। প্রেরিত পিতর বলেছেন, প্রভু তোমাদের জন্য সহনশীল কেননা কতক লোক যে বিনষ্ট হয় তা তিনি চান না (দেখুন ২ পিতর ৩ঃ৯)। আর এই কারণে আমরা যেন একে অপরের প্রতি ধৈর্যশীল হই তা বিশেষত তাদের প্রতি যারা এই জগতে সদাপ্রভুর প্রতি তাকিয়ে রয়েছে।

পৌল তীমথিকে বলেছিলেন, প্রভুর দাসের উচিত যেন তারা সকলের প্রতি কোমল ও উপদেশ প্রদানে নিপুণ হয়, তারা যেন সহনশীল মৃদ্যুভাবে বিরোধী গণের শাসন করতে পারে আর সকলের সঙ্গে ধৈর্যশীল ও দয়ালু ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় (দেখুন ২তীমথিয় ২ঃ২৪)। আমরা নিজেদের কর্মশীলতার দ্বারাই প্রতিদিনের জীবনে লোকেদের উপদেশ প্রদান করে থাকি। এই উপদেশ যে কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা করা হয় তাই নয় কেননা ইহা কর্মশীলতাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। আমাদের সকলেরই প্রভাব বিস্তার করার যোগ্যতা রয়েছে আর সেটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি সেই বিষয়ে আমাদের যত্নশীল হওয়া দরকার। খ্রীষ্টীয়ান হওয়ার জন্য আমাকে নিজের গলায় লকেটের মতো করে যীশুর cross'র মধ্যে নকল হীরে বসিয়ে নিজেদের অধৈর্য হওয়ার মূহুর্তে যে কর্মচারীরা দোকানে বা ষ্টোরে কিছু বেচছে তাদের প্রতি ধৈর্যশীল বা ভালোবাসা না দেখানোটা ভালো বিষয় নয়। তাই সততার সঙ্গে বলতে হয় এইভাবে প্রায় কুড়ি বৎসর তা দেখতে দেখতে পেটের মধ্যে রোগ ধরে গিয়েছে।

আমরা যদি সেইভাবে পূর্ণ মাত্রায় জীবনযাপন করতে অপারক তবে আমরা যেন খ্রীষ্টীয় ধর্মের সেই প্রকার আস্থাকারী কোন ছাপ বা প্রতীকও ধারণ না করি। সদাপ্রভুর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তার প্রমাণ কেবল মাত্র আমার গাড়ীর পিছনে লাগালো ষ্টিকার বা ছাপ নয় বা আমার গহনার কোন খ্রীষ্টীয়ান প্রতীকও নয় বা আমার মণ্ডলীর খাতায় কতোজনের নাম লিপিবদ্ধ আছে তা নয়। ইহা এমনও নয় যে শাস্ত্রের কতগুলো পদ আমি মুখস্থ করেছি বা আমার খ্রীষ্টীয়ান গ্রন্থাগারে কত বেশী বই, ডি ভি ডি এবং সি ডি কতটা জায়গা নিয়ে রয়েছে এমন নয়। আমার খ্রীষ্টীয়ানিটির যে বাস্তব প্রমাণ তা দেখা যাবে ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনকারী ফলের দ্বারা।

তাই আমি অনুরোধ করবো নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা করুন যাতে ঠাণ্ডা মেজাজে যা কিছু আসে তার ভারসাম্য বজায় রাখতে সম্মত হোন। আমার কথায় আস্থা রাখুন কেননা এমন এমন বিষয় আপনার সামনে এসে উপস্থিত হবে যার জন্য আপনাকে সেইভাবে থাকা থেকে বিচলিত করে তুলবে কিন্তু এইজন্য আপনি যদি আগে থেকে প্রস্তুত থাকেন তবে যখন আপনি সেই সমস্তের সম্মুখীন হন তখন আপনি ইহাতে নিশ্চল থাকতে সম্ভবপর হবেন। তাই আমাদের মানষিক

মেজাজে অবিচল থেকে খোশমেজাজ প্রদর্শন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকে এই জগতে বহু লোক রয়েছে যারা তাদের মধ্যে বিষয়গুলো নিজেদের মতো না হলে তারা তখন উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আমি সত্য সত্যই মনেকরি বিষয়গুলো যখন ঠিক নয় তখনও যদি আমরা ধৈর্যশীল থাকি তাহলে আমরা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবো।

বেশ কিছু সপ্তাহ আগে আমি এই ধৈর্য সম্বন্ধে প্রচার করি যেখানে আমি বলি আমাদের অবস্থা যেমনি হোক না কেন আমরা যেন সবসময়ে ধন্যবাদ চিত্ত থাকি। এই ছয় সপ্তাহের মধ্যে আমি বেশ কয়েকটি সভা করেছি এরমধ্যেও আমার অন্যান্য যে কাজ এবং দায়িত্বগুলো ছিল সেগুলোও শেষ করেছি কিন্তু শনিবার সকালের অধিবেশন ছিল সমর্পণের জন্য এক উত্তেজনাময় মুহূর্ত। আমি সত্যসত্যই সেই দিন সভা শেষে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কেননা আমি বাড়ি গিয়ে ভালো খাবার খাবো, কিছু কেনার জন্য দেভকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যাবো, বাড়িতে গরম জলে স্নান করবো, বরফের মিঠাই খাবো সেইসঙ্গে ভালো চলচ্চিত্র দেখবো। আপনি দেখতে পাচ্ছেন কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আমি পুরষ্কারের জন্য নিজেকে কিভাবে প্রস্তুত করছিলাম। আমার নিজের জন্য আমি উত্তম পরিকল্পনা করছিলাম!

এর জন্য যথাসময়ে বাড়ি ফেরার জন্য আমরা বিমানে প্রবেশ করলাম, বিমান আর মাত্র পঁইত্রিশ মিনিটের মধ্যে উড়ে যাবে। ইহার জন্য আমি একবারে পরিতৃপ্ত . . . । এরপরেই অঘটন ঘটলো, বিমানে দরজা ভালোভাবে বন্ধ হল না সেইজন্য আমাদের দেড় ঘন্টা সেখানে বসে থাকতে হলো। সেই সময় আমার মনের মধ্যে বহু কথা নিজেকে বিপর্যস্ত করতে লাগলো, আমি হয়তো গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি আসতে পারতাম। আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না সেই দিনে আমার কাছে ধৈর্যশীল হওয়াটা কতোটা ব্যবহারিক ছিল। সেই দিনে আমার মুখটাকে বন্ধ করে রাখাটা যেন নিজের কাছে এক নৈপূণ্য বলে মনে হল। কেননা আমি ধৈর্য সম্বন্ধে প্রচার করেছি কিন্তু আমি প্রার্থনা করতে ভুলেই গিয়েছি যেন এই মূল্যায়নের মধ্যে আমি সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারি।

আপনার কি তেমন কোন অভিজ্ঞতা হয়েছে যেখানে আপনি এই প্রকার কোন ভাষণ বা সংবাদ শুনেই সত্বর নিজেকে সেই প্রকার মূল্যায়নের মুখোমুখি হয়ে তার মোকাবিলা করেছেন? সেইজন্য আপনার কাছে এটাই ভালো যে আপনি যখন এই বিষয়ে কোন কিছু প্রচার করছেন তখন দেখতে হবে যে কতো তাড়াতাড়ি আপনি এর যোগ্যতা নিজের প্রতি বা নিজের জীবনে যাচাই করছেন। আমি অনুভব করতে পারছি আমরা হয়তো সবসময়ে ধৈর্যের বিষয় অনুভব না করলেও এই ধৈর্য সম্বন্ধে আমরা যেন নিজেদের এক নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে নিয়ে আসি। কোন কোন সময়ে আমি যেমন অনুভব করি তার জন্য আমি কিছুই করতে পারি না কিন্তু আমি কিভাবে আচরণ করছি সেটাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আর সেইভাবে আপনিও তা করতে পারেন। আমি আপনাকে নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারছি রানওয়ে বিমানে বসে আমি যেন নিজেকে ধৈর্যশীল অনুভব করতে পারছিলাম না। কিন্তু ইহার জন্য আমি প্রার্থনায় ছিলাম, ***"হে প্রভু তুমি আমাকে***

কৃপা করে সাহায্য কর যেন আমি যা প্রচার করে এসেছি সেই বিষয়ে আমার মধ্যে কোন দুর্বলতা প্রমাণ প্রকাশিত না হয়।'' সদাপ্রভু আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন। আর তখন যে কোন বিষয় সেই মুহূর্তে আমি যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে তা না চললেও আমি কিন্তু যথাসময়ে বাড়ি ফিরে সেই সমস্ত কাজগুলো করতে পেরেছিলাম যা আমার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল।

আপনি যখন নিজেকে এক কঠিন অবস্থার মধ্যে খুঁজে পান তখন নিজের শান্তি ধরে রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান আর তখন আপনি দেখবেন যে সদাপ্রভু আপনার হয়ে কাজ করছেন। ইস্রায়েলীয়েরা যখন লোহিত সাগর ও মিশরীয় সৈন্যদের মধ্যবর্তি স্থানে অবস্থান করছিলেন সেই সময়ে মোশি বলেছিলেন, ''সদাপ্রভু তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন, তোমরা নীরব হয়ে শান্তি সহকারে তা দেখবে'' (যাত্রাপুস্তক ১৪ঃ১৪)।

সময় দিন

আমাদের অধিকাংশ লোকের কাছে সময় হল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। আমরা যখন লোকেদের সময় দেওয়ার ব্যাপারে বলি তখন আমাদের অনুভব করা দরকার আমরা এক মূল্যবান উপহার তার কাছ থেকে চাইছি আর আমরা যখন তা পাই তখন তার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের প্রয়োজন। লোকেরা প্রায় সময়েই আমার কাছ থেকে সময় চেয়ে বসে আর দুর্ভাগ্যবশত আমি তাদের সকলকে আমার সময় দেওয়াতে অপারক হয়ে উঠি। আর আমি যদি চেষ্টাও করি তার জন্য আমি যে কেবল শেষ হয়ে যাবো তাই নয় কিন্তু এই পৃথিবীতে থাকাকালীন অবস্থায় সদাপ্রভু যে কাজ করার জন্য আমাকে আহ্বান করেছেন তা শেষ করার জন্যও আমার কাছে সময় থাকবে না।

এইজন্যই সকলকে আমরা হ্যাঁ, বলতে পারি না কিন্তু এই একই সময়ে আমরা আবার তাদের না'ও বলতে পারি না। তাই ইহার জন্য কিছু সময় দেওয়াতে আমি অত্যন্তভাবেই নিজেকে অনুমোদন করে রাখি কেননা এই ভালোবাসাই এক পথ প্রদর্শন করে। সম্প্রতি আমি টেনিসিজ মণ্ডলীতে আমার এক বন্ধুর আনুকূল্যে কথা বলি আর আমি যখন সেখানে ছিলাম তখন আমি উপলব্ধি করি যে প্রভু যেন আমার অন্তরে খোঁচা মারছেন কিছু করার জন্য। তখন সেই রাত্রে তারা আমার জন্য যে দান সেখান তুলেছিলেন তা আমি সেই শহরে গরীবদের কাজের জন্য দিয়ে দিই। আমি যখন অনুভব করলাম সদাপ্রভু চান যেন আমি আমার সময় ও অর্থ বিনামূল্যে দিয়ে দিই তখন আমি তাঁর বাধ্য হলাম। তিনি চাইছিলেন দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ তার থেকে যেন বেশী কিছু আমার না থাকে যা সমস্ত কিছুর থেকে যথেষ্ট। এইভাবে প্রায় বৎসরে আমি দেখেছি যে প্রভু বেশ কিছু সময়ে আমার দ্বারা তিনি এই বিষয়ে যে যোগ্যতা থাকা দরকার তা তিনি যাচাই করেন। আমি ইহাতে আনন্দিত কেননা তিনিই ইহা করেছেন। আমি কোন সময়ে সেই

আচরণ সম্বন্ধে চিন্তাই করি না যে অন্যদের জন্য আমি যা কিছু করি সেখান থেকে আমার প্রয়োজনের জন্য কিছু রাখি।

আমি স্বীকার করছি কেননা আমার অর্থ এবং অন্যান্য সম্পদের থেকে সময় দেওয়াটা আমার কাছে যেন কঠিন হয়ে পড়ে। এই সময় পর্যন্ত আমি আমার জীবনের দুই তৃতীয়াংশ সময় ইতিমধ্যেই কাটিয়ে ফেলেছি আর এই অবস্থায় আমি অনুভব করেছি যা কিছু করার আমার বাকি রয়েছে তাকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই জ্যোতিকেন্দ্র করতে হবে। তাই প্রয়োজনের উপরে জোর দিয়েই প্রায় সময়ে আমি না বলাটা অনেক সময়ে প্রযোজ্য মনে করি তথাপি আমি হ্যাঁ বলে থাকি এইজন্য কেননা আমি জানি আমার সময় ভালোবাসার এক মূল্যবান দান।

এগিয়ে চলার জন্য যখন কোন একজন আপনাকে সাহায্য করে তখন তারা আপনাকে তাদের সময়ের মহামূল্যবান উপহারটাই প্রদান করেন। আপনি যখন কারো কাছে সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করছেন তখন তারা আপনাকে সম্মান জানিয়ে ভালোবাসাকে প্রদর্শন করছেন। আমরা যতবার কাউকে বলি, ''তুমি আমার জন্য কিছু করবে?'' তখন আমরা তার কাছে সেই সময়টাই চাইছি যা তার কাছে সবথেকে মূল্যবান।

তাই আপনি নিজের সময় সম্বন্ধে চিন্তা করুন। সদাপ্রভুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে উন্নত করার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়ার জন্য চিন্তা করুন সেইসঙ্গে তাঁর ভালোবাসাকে প্রদর্শন করার জন্য তাঁর লোকদেরও সেইভাবে তা প্রদান করতে উদযোগী হোন। টমী বারনেট যিনি ফোনিক্সের সর্বপ্রথম এ্যাসেম্ব্লি অফ গড্‌ের বর্ষিয়ান পাষ্টার, যেটা কি না আমেরিকার সবথেকে দ্রুতহারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এক মণ্ডলী, তিনি বলেন, ''জীবন এমন কিছু যেটাকে আমরা অনবরত হারিয়ে ফেলছি।'' আর সেইজন্য আমরা যা কিছু করি না কেন তার জন্য যেন গভীরভাবে চিন্তা করি। লোকেরা যখন বলে তাদের দেওয়ার মতো কিছুই নেই তখন তারা ভুলে যায় যে আমরা আমাদের সময়টাকেও অন্যদের জন্য দিতে পারি।

সময় যেহেতু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাই আমরা যেন সেটাকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রজ্ঞা সহকারে ব্যবহার করি। তাই লোকেরা যেন আপনার সময় চুরি করে না নেয় তারপ্রতি দৃষ্টি রাখুন। তাই আপনি কোন সময় এমন ভাবে বলবেন না ''আমি চেষ্টা করছি যেন সামান্য সময়কে নষ্ট করে ফেলতে পারি।'' আপনার প্রাধান্য বুঝে আপনার সময়কে ব্যয় করুন। এরজন্য সদাপ্রভু এবং অপনার পরিবার যেন আপনার তালিকার উর্দ্ধে থাকে। সেইসঙ্গে আপনার প্রয়োজন রয়েছে যেন আপনি নিজের জন্যও সময় দেন। আপনার প্রয়োজন রয়েছে কাজ করার, বিশ্রাম করার সেইসঙ্গে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার আর খেলাধূলা করার প্রয়োজনও আপনার রয়েছে। যাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের জন্যও কিছু সময় ব্যয় করার প্রয়োজন আপনার রয়েছে।

আপনি যদি মনে করেন সমস্ত কিছু করার জন্য আপনার কাছে সময় নেই তবুও আপনি অন্যদের তা দিয়ে থাকেন তবে আমি আপনাকে সেই কাজ করার জন্যই উৎসাহ প্রদান করবো যা করাতে টমি বারনেট বলেছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন তার আধ ঘন্টা সময় যেন বিজ্ঞতার

সঙ্গে ব্যবহার করেন। তিনি তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তার কাছে আধ ঘন্টা সময়ের বেশ কিছু ব্যবধান রয়েছে। পাষ্টার বারনেট বলেন যে আপনি যদি এই আধ ঘন্টা সময় নিয়ে কি করেন তা আমাকে বলেন তবে তিনি আপনাকে বলবেন আপনার জীবন কিসের জন্য। প্রতিদিন আপনার কাজে যাওয়া ও বাড়িতে ফেরার সময়ে ড্রাইভ করে যে আধ ঘন্টা ব্যয় করেন তখন আপনি সেই সময়ে কি করেন? চিকিৎসকের অফিসে যখন বসে থাকেন তখন সেই আধ ঘন্টা সময় কি করেন? রেষ্টুরেন্টে খাবার টেবিলে পৌঁছাবার আগে পর্যন্ত যে আধ ঘন্টা সময় হাতে থাকে তা নিয়ে আপনি কি করেন? আপনার সেই আধ ঘন্টা সময় তাঁকে বা অন্যের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করার জন্য। সেই আধ ঘন্টা সময়ে আপনি ফোনে কাউকে উৎসাহ প্রদান বা কাউকে কোন পত্র প্রেরণ করতে পারেন? সেই সময়ে কি কারো জন্য প্রার্থনা করেন? অন্য কারো প্রতি আপনি কি করতে পারেন তার জন্য কি আপনি প্রার্থনা করেন? তাই আপনাকে যা দেওয়ার প্রয়োজন তা করার জন্য সময় নিয়ে সৃজনশীল হওয়ার বিষয়ে কিছু চিন্তা করুন।

সেই আধ ঘন্টা সময়ে আপনি বই লিখতে পারেন। একটা আত্মা জয় করতে পারেন। কোন মূখ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই আধ ঘন্টা কোন একটা পরিষ্কার বা নোংরা গৃহের মধ্যে পৃথকিকতা নিয়ে আসতে পারে। আপনার আধ ঘন্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর আপনি যদি সেই সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তবে আরো অনেক কিছুই আপনি করতে পারেন। আমি কিন্তু এর দ্বারা এই কথা বলতে চাইছি না যে দিনের প্রতি সেকেণ্ডে আপনার কি করা প্রয়োজন? না, আমি সেই কথা বলছি না। প্রসঙ্গত, এরজন্য আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেই আধ ঘন্টা সময়ে আপনি বিশ্রাম নেবেন না কি করবেন, আপনি যদি তা করেন তবে তা ঠিক আছে। কিন্তু বিষয় হল কোন কিছু না করে আপনি যেকোনভাবে কোন উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার করেছেন।

মনে রাখবেন প্রতিদিন যা এইভাবে চলে যায় তাকে আপনি আর কোনদিন ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। তাই ইহাতে বিনিয়োগ করতে থাকুন কিন্তু ইহাকে নষ্ট করবেন না।

আপনার চিন্তায়, বাক্যে এবং অধিকারের সঙ্গে তা ভালোবাসুন।

চিন্তার প্রভাবশালী সামর্থ - কোন এক মহিলা এই গল্প আলোচনা করছিলেন যেন চিন্তার প্রভাবশালী সাধ্যকে তিনি অনাবৃত করতে পারেন ঃ

> খ্রীষ্টমাসের সময়ে আমি একটা ডুমুর গাছকে উপরে শোয়ার ঘরে নিয়ে যাই খ্রীষ্টমাস ট্রী'র জন্য। সেই গাছটির মধ্যে একটা ডাল নিচের দিকে ছিল আর তাতে প্রায় বারোট পাতা ছিল, আর ইহা দেখতে ভালো লাগছিল না কেননা ইহা গাছের গঠনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল।
>
> সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে জানলার দিকে গাছটিকে দেখে আমি মনে করলাম *"আমি সেই ডালটিকে কেটে ফেলবো।"* কেননা যতবার সেই গাছটির পাশ দিয়ে যাচ্ছি

ততবারই মনে হচ্ছে এই ডালটির জন্য গাছটিকে যেন ভালো দেখাচ্ছে না, আমি এটাকে বাদ দিতে চাই।

এইভাবে সময় এগিয়ে যেতে থাকে। আর একদিন আমি গাছটিকে বসার ঘরে নিয়ে এলাম। আর আমি যতবারই সেই গাছটির দিকে তাকাই ততবারই নিচের ডালটি কাটার কথাই চিন্তা করি। আর এটা এইভাবে প্রায় এক থেকে দেড় মাস পর্যন্ত চলতে থাকে।

একদিন সকালে আমি যখন গাছটির পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন দেখি সেই ডালটির প্রতিটি পাতা প্রায় হলুদ হয়ে গিয়েছে। আর সমুদয় গাছটাতে সেই প্রকার হলুদ রঙ গাছের আর অন্য কোথাও ছিল না। আর তা দেখে আমি অনুপ্রেরণা পেলাম আর আমার স্বামীকে সে কথা বললাম। তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আমি নিশ্চিতভাবে *আনন্দিত* যে তুমি আমার বিষয়ে ভালো কিছু চিন্তা কর।''

আর সেই দিনেই আমি সেই ডালটিকে কেটে ফেললাম!

শাশুড়ির সঙ্গে সবসময়েই আমার একটা কঠিন সম্পর্ক হয়ে থাকে। যদিও এরজন্য কোন সময়েই আমার মনে হয় না যে আমার কোন দোষ রয়েছে। আমি সবার সঙ্গে মধুর এবং ভালো আচরণ করতাম। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এটা একটা অভিজ্ঞতার মতো। তাই যতবার আমি আমার শাশুড়ির কথা ভাবি ততবারেই আমার মনে হয় আমি যেন তাকে আশীর্বাদ করতে পারি। আর তাই আমার সাধ্যের বাইরে হলেও আমি তার কথা চিন্তা করবো এবং তাকে আশীর্বাদ করবো।

তিনিও মাঝে মাঝে আমাকে ডাকেন বা আমার সঙ্গে কথা বলার কৌতুহল প্রকাশ করেন। কিন্তু এই পাঁচ দিনের মধ্যে তিনি আমাকে পাঁচবার ডাকেন কিছু সময়ের জন্য আর তা আবার বন্ধুত্বের মতো করেই ডাকেন। গত বৎসর তিনি আমাকে ছয়বারের বেশী ডাকেন নি।

এই মহিলা ''চিন্তার কার্যকারিতা'' সম্বন্ধে আমাকে উপদেশের ধারার নির্দেশ করে বলেন, ''অন্য লোকেদের সম্বন্ধে আমি কি চিন্তা করি তা আমি দেখলাম।''

অন্য লোকেদের বিষয়ে আমরা বহু কিছু চিন্তা করে থাকি কিন্তু সেই চিন্তা যেন সহানুভূতিশীলতার মধ্যে হয়। আমি মনে করি আমাদের চিন্তা কাজ করে আত্মিক রাজ্যেও আর যদিও সেগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না তথাপি আমাদের চিন্তা সকল অন্য লোকেরা অনুভব করতে পারে। ঠিক যেমনভাবে সেই ডুমুর গাছের হয়েছিল তেমনিভাবেই লোকেরাও নেতিবাচক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়।

লোকেদের সম্বন্ধে আমরা যা চিন্তা করি তা যে কেবল তাদেরই প্রভাবিত করে তা নয় কিন্তু আমরা যখন তাদের চারপাশে থাকি তখন যে পন্থায় আমরা আচরণ করি সেই ভাবে তা আমাদেরও

প্রভাবিত করে। কোন একজনের বিষয়ে গোপনে আমি যদি মানষিকভাবে তাকে আমি পছন্দ না করি আর তখন তার মধ্যে যে দোষ রয়েছে সেগুলো যখন কল্পনা করতে থাকি তখন তাদের প্রতি আমরা সেইভাবেই আচরণ করতে থাকি কেননা আমি তাদের প্রতি মনের মধ্যেসেই মনোভাব ইতিমধ্যেই উন্নত করে ফেলেছি।

একদিন আমার মেয়ের সঙ্গে আমি কিছু কিনছিলাম সে সেই সময়ে সে অত্যন্ত তরুণী। আর তার গালে বেশ কিছু ব্রণ ও ফুসকুড়ির মতো কিছু হয়েছিল আর তার চুলটাও এলোমেলো ছিল। সেই দিনের কথা আজও আমার মনে পড়ে যখন আমি তার প্রতি তাকাতাম তখন চিন্তা করতাম, ''তোমাকে নিশ্চিতভাবেই আজকে ভালো দেখাচ্ছে না। আর তখন দিন যতই শেষ হতে লাগলো তখন আমি দেখলাম, তাকে যেন অবসাদগ্রস্থ বলে মনে হচ্ছে। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই তোমার কি হয়েছে? আর সে আমাকে বলেই ফেললো, আজকে আমি নিজেকে খারাপ অনুভব করছি।'' সেই দিনেই সদাপ্রভু চিন্তার মহত্ব সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ কিছু শেখালেন। এইজন্য আমরা যেন লোকেদের সাহায্য করি উত্তমভাবে, ভালোবাসার মধ্যে এক ইতিবাচক চিন্তাধারা নিয়ে।

এই কারণে আমি আপনাদের উৎসাহ প্রদান করছি আপনি কোন একটি লোককে আপনার প্রার্থনার এক বিষয় বস্তু বলে মনে করে উদ্দেশমূলক ভাবেই তাদের বিষয়ে উত্তম কিছু চিন্তা করাতে অভ্যস্থ হোন। সেই দিনের মধ্যে চিন্তার জন্য কোন অধিবেশন মনোনীত করুন যেখানে আপনি সেই লোকটির সবল অবস্থান সম্বন্ধে ধ্যান করতে পারেন, আর তাদের মধ্যে যে উত্তম গুণগুলো রয়েছে সেই বিষয়ে ভাবতে থাকুন, তার যে সমস্ত ভালো কাজ, তারা আপনার জন্য যা করেছেন সেইসঙ্গে যে কোন প্রতিদ্বন্দীমূলক বিষয় যা তাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে প্রকাশ করে তা চিন্তা করতে থাকুন। এইভাবে পরের দিনে আপনি আবার অন্য লোকের সম্বন্ধে চেষ্টা করুন। আর অনর্গল একের পর এক সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের নিয়ে সেইভাবে তা করতেই থাকুন ততদিন পর্যন্ত যতদিন না আপনার মধ্যে তাদের জন্য ভালোকিছু চিন্তা করার অভ্যাস সুদৃঢ় হচ্ছে।

আপনার চিন্তার মধ্য দিয়ে লোকেদের ভালোবাসুন আর এইভাবে আপনি যখন তা করেন তখন তাদের আপনি গঠন করছেন আর তাদের জীবনে সামর্থ বহন করে নিয়ে আসছেন।

বাক্যের মধ্যে যে সামর্থ রয়েছে তা আমরা আলোচনা করেছি যে কিভাবে আমাদের বাক্যের দ্বারা অন্যদের উন্নত করতে পারি ও তাদের উৎসাহ প্রদান করে গেঁথে তুলতে পারি। কিন্তু এটাকে আমি বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাই যেন এই ভাবধারায় আমরা অন্যদের ভালোবাসতে পারি। আমাদের সকলের সেই যোগ্যতা রয়েছে যেন আমাদের বাক্যের দ্বারা অন্যের প্রতি ভালোবাসাকে প্রদর্শন করতে পারি। গতকাল আমার সঙ্গে এক ভূসম্পতির ম্যানেজার বা প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা হয়, তার চোখের রঙ অতি সুন্দর ও নীল তাই আমি তাকে বললাম আপনার চোখ দুটো খুব সুন্দর আর আমার সেই কথায় তিনি ভালো কিছু অনুভব করলেন। এরজন্য আমাকে যা করতে হলো তা কেবল কিছু সময় আর নিজের প্রচেষ্টা। তারপরে আমি আবার আরো এক প্রতিনিধিকে

দেখলাম যিনি সত্যসত্যই অসম্ভব এক আর্কষিতা মহিলা। আমি তাকে বললাম আপনাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে আর আমার সেই কথায় তাকে অত্যন্ত আনন্দিত বলে মনে হল। এইভাবে আমার কথার দ্বারা আমি দুজনকে গেঁথে তুললাম। আমাদের এই আচরণের দ্বারা বহু কিছু আমরা অন্যের প্রতি করতে পারি। ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন হিসেবে আমাদের অতি অবশ্যই প্রতিদিন ভালোবাসার এমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে যাতে আমাদের চারপাশে যারা রয়েছে তারা উৎসাহ লাভ করতে পারে।

গতকাল আমার স্বামী গল্ফ খেলে বাড়ি ফিরে এসে পাঁচ মিনিট পরে আমাকে বললেন ''তিনি আমাকে ভালোবাসেন, আমি খুব পরিশ্রমী ও আমাকে দেখতে সুন্দর। এই বইটির জন্য আমি কাজ করে চলেছি প্রায় সাত ঘন্টা এখন একটু বিশ্রাম নিতে চাই আর ঠিক সেই সময়ে তার এই সহানুভূতি শব্দ আমার মনকে আনন্দিত ও মূল্যবান করে তুললো। গতকাল আমরা আমাদের ছেলে তার স্ত্রী ও ছোট সন্তানের সঙ্গে সন্ধ্যা ভোজের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম। আমি সেই সময় আমার বৌমা নিকোলকে বললাম সে অত্যন্ত ভালো স্ত্রী ও এক উত্তম মা, আর ঠিক সেইসময় আমার ছেলে তার কানে ফিসফিস করে বললো সে তাকে ভালোবাসে। এই প্রকার ভালোবাসা এবং অনুপ্রেরণামূলক কথা আমরা যেন একে অপরকে বলাতে অভ্যস্থ হই।

জীবন ও মৃত্যুর সামর্থ জিহ্বার অধীন। এটা একটা বিস্ময়কর চিন্তাধারা। আমাদের নিজেদের ও অন্যের প্রতি জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে ঘোষণা করার কর্তৃত্ব আমাদের রয়েছে। অন্যের প্রতি আমরা কি উচ্চারণ করছি বা বলছি তার প্রভাব আমাদের মধ্যে রয়েছে। বাইবেল বলে, ''মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন, যাহারা তাহা ভালোবাসে তাহারা তাহার ফল ভোগ করবে'' (হিতোপদেশ ১৮ঃ২১)।

বাক্য সামর্থের আধার আর তা আমাদের মনোনয়নের মধ্য দিয়ে সৃজনশীল বা ধ্বংসাত্মক প্রভাব বহন করে আনতে পারে। তাই অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে আপনার বাক্য বা শব্দ মনোনীত করুন আর স্বাধীনতার সঙ্গে তা বলতে থাকুন। আমরা যেন এমন সংবাদ বহন করি যা জীবনকে প্রাণবন্ত করাতে প্রস্তুত থাকবে। আমাদের কথার দ্বারা আমরা কোন লোকের প্রতিমূর্তি গঠন বা তা ছিন্ন করতে পারি। আমাদের কথার দ্বারা যে কোন লোকের সুনামকে ধ্বংস করতে পারি। আর তাই অন্য লোকেদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন সেই সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন। কোনমতেই একজনের মনোভাবের দ্বারা অন্য আর একজনের মনোভাবকে নষ্ট করবেন না।

আসুন, এইভাবে মনে করি আপনার কথা হয়তো কোন গুদামঘরে রাখা আছে, আর ইহার জন্য আপনি প্রতিদিন সকালে সেখানে গিয়ে তার তাক গুলি যত্ন সহকারে দেখেন আর যখন বাইরে যান তখন সেখান থেকে অতি যত্নসহকারে সেই দিনের বাক্য বা কথা সঙ্গে নিয়ে যান। আপনি হয়তো ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন আপনি কোন লোকেদের সঙ্গে থাকবেন আর তাই তাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করুন যা তাদের নির্ভরতাকে আরো বাড়িয়ে দেবে। আপনি এমন শব্দ নিয়ে বাড়ি যান যা প্রত্যেকের জীবনে প্রযোজ্য হবে। আর আপনার হৃদয়কে এমনভাবে প্রস্তুত করুন যাতে প্রত্যেককে আশীর্বাদ দিতে পারে আর তার দ্বারা তারা আনন্দ পায়।

আমি প্রতিদিনেই দেখতে চাই যে কতগুলো লোককে আমার কথার দ্বারা উন্নত করতে পারছি। এটা ঠিক আমার জীবনে আমি এমন অনেক সময় নষ্ট করেছি যেখানে আমার কথা বলার কোন ভিত্তিই ছিল না, আর আমার সেই কথা কারো কোন উপকারে তো আসে নি অথবা তাতে হয়তো লোকেরা খারাপ অনুভব করেছে। আমার সেই সমস্ত কথা বা বাক্যের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত আর অতীতের আমার কথার দ্বারা যে লোকসান আমি করেছি সেই বিষয় গুলোকে আমি এখন বলতে চাই।

জিহ্বা শরীরের ছোট্ট একটা বাগ্‌যন্ত্র কিন্তু আমরা যদি সতর্ক না থাকি তবে ইহা ধ্বংসকারী অগুনে পরিণত হতে পারে। প্রতিদিনের এক নিয়ম হিসাবে রাজা দায়ূদ তার জিহ্বার বাক্য সম্বন্ধে প্রার্থনা করে বলছেন, ''আমি আপন পথে সাবধানে চলবো যেন জিহ্বা দ্বারা পাপ না করি'' (গীত ৩৯ঃ১)। তিনি প্রার্থনা করেছেন, ''যেন তার মুখের বাক্য ও মনের ধ্যান তাঁর দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয় (গীতসংহিতা ১৯ঃ১৪)। তিনি পরিষ্কারভাবে জিহ্বার সামর্থ সম্বন্ধে জানতেন আর তাই তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যেন সঠিকভাবে ও সঠিক পন্থায় তা প্রয়োগ করার জন্য সদাপ্রভু সাহায্য করেন। এই বিষয়ে আমাদেরও উচিত যেন সদাপ্রভুর উদাহরণ আমরা অনুসরণ করি।

ভোগ দখলের বা অধিকারের সামর্থ। আমাদের সকলের কাছেই ভোগদখল করার কিছু না কিছু রয়েছে। কারো কারো আবার অন্যের থেকে বেশী রয়েছে। কিন্তু আমাদের সকলের এমন কিছু রয়েছে যা আমরা অন্যদের স্পর্শ করার জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ তা ব্যবহার করতে পারি। আমাদের চিন্তা ও বাক্য উভয়ই অতি সুন্দর বিষয় আর সেগুলো আমাদের ভালোবাসা প্রদর্শন করাতে সাহায্য করে, কিন্তু এই ভোগ দখল এবং উপকরণ সামগ্রীও সেই একই কাজ করাতে তৎপর আর এগুলো কিছু লোকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাইবেল বলে যার দুটো কোট রয়েছে সে যার নেই তাকে একটা দিক সেই একই সঙ্গে আমাদের খাবার ব্যাপারেও সেই একই নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে (দেখুন লূক ৩ঃ১১)। প্রেরিত বইয়ে আমরা যে প্রাচীন মণ্ডলীকে দেখি তা অদ্ভুতভাবেই তাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাদের মাঝখানে সমস্ত প্রকার অতিপ্রাকৃতিক নিদর্শন, আশ্চর্য কাজ ও অলৌকিক বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবেই দৃশ্য হতো। সদাপ্রভুর বলশালী সামর্থ তাদের সঙ্গে ছিল আর তাদের মন প্রাণ সামর্থ ও সম্পদ দিয়ে তারা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতো।

''আর যে বহু সংখ্যক লোক আস্থা স্থাপন করছিলেন
তারা এক মন ও এক প্রাণ ছিলেন''
''তাদের একজনও আপন সম্পত্তির কিছুই নিজের বলতো না
কিন্তু তাদের সকল বিষয় সাধারণে থাকতো''
প্রেরিত ৪ঃ৩২

আমরা সত্বাধিকারী না তত্বাবধায়ক? আমাদের যা কিছু আছে সব সদাপ্রভুর কাছ থেকেই আসে আর বাস্তবভাবে ইহার সমস্ত কিছুই তাঁর। আমরা কেবল তাঁর সম্পত্তির তত্বাবধায়ক মাত্র। প্রায় সময়ে আমরা আমাদের জিনিসগুলো অত্যান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রাখি। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন সেগুলো আলগাভাবে ধরি আর সেগুলো এমনি আলগাভাবে ধরি যাতে সদাপ্রভুর যখন প্রয়োজন হয় তখন যেন সেগুলোকে আমরা সহজেই ছাড়তে পারি। তাই আসুন আমরা নিজেদের এই বিষয়ে স্মরণ করি যে আমাদের সম্পত্তির অনন্তকালীন কোন মূল্য নেই। অন্যদের জন্য আমরা যা করি সেটাই অনন্তকালের জন্য থেকে যায়। পৌল করিন্থীয়দের জন্য বলেছিলেন দরিদ্রদের জন্য তাদের যে দান তা চিরকালের জন্য তাদের সঙ্গে থাকবে (দেখুন ২ করিন্থীয় ৯ঃ৯)।

সদাপ্রভু চান আমরা যেন আমাদের সম্পত্তি উপভোগ করি। কিন্তু তিনি চান না আমাদের সম্পত্তি যেন আমাদের পরিচালিত করে। তাই হতে পারে প্রতিদিনের জীবনে আমাদের এই প্রকার বিষয় জিজ্ঞাসা করা ভালো ঃ ''আমি কি আমার সম্পত্তির ভোগ দখল করছি না কি আমার সম্পত্তি আমাকে ভোগ করছে?'' আপনার যা রয়েছে তা ব্যবহার করে লোকেদের সাহায্য বা আশীর্বাদ করাতে আপনি কি তৎপর হয়েছেন না কি যে বিষয় গুলো আপনি ব্যবহার করছেন না সেগুলো পর্যন্ত হাত ছাড়া করাতে আপনি হৃদয়ে কঠিনতা অনুভব করছেন?

আমি প্রায় সময়ে সুগন্ধি নির্যাসের বোতল উপহার পাই। আর সম্প্রতি আমার জন্মদিন থাকাতে আমার তাকে সুগন্ধি নির্যাসের বোতলে তা ভরে গিয়েছিল। একদিন আমার কোন এক বন্ধু আমার কোন উপকার করলে আমি অনুভব করলাম যেন তাকে আমি আশীর্বাদ করি আর তখন আমি অনুভব করলাম তিনি এক বিশেষ সুগন্ধি নির্যাস পছন্দ করেন যেটা তখন আমার কাছে রয়েছে। এটা ঠিক আমার কাছে এর একটা নতুন বডি লোশনও ছিল আর সেটা আমার কাছে অত্যন্ত দামি। এইজন্য আমি তখন নিজের মনের সঙ্গে অল্প আলাপন সেরে নিয়ে কিছু মিনিটের মধ্যেই আমি সেটাকে আমার তাক থেকে বের করে নিয়ে একটা উপহারের ব্যাগ তৈরী করে তার হাতে সেটাকে দিলাম। আর এটা তাকে আনন্দিত করলো।

আমি আপনার কাছে অনুনয় করছি যেন আপনার সম্পদকে আপনি সুনির্দিষ্টভাবে লোকেদের ভালোবাসার জন্যই ব্যবহার করেন। ভালোবাসা দেখানোর এক উত্তম পন্থা হল উপহার প্রদান করা। উদাহরণ স্বরূপ, কোন একবার আমার এক বান্ধবী আমাকে বলেছিলেন আমার জন্মদিনের উপহারটা পেতে একটু দেরি হবে কেননা সেটা তখনও তৈরী হয় নি। শেষে আমি যখন এটা সেটা পেলাম তা দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম কেননা সেটা ছিল হাতে আঁকা আমার কুকুরের একটি রঙিন ছবি, আর সেই ছবিটা দেখে আমি বহু বৎসর আনন্দ করতে পারি। আর সেই রঙিন ছবিটি পেয়ে আমি আশীর্বাদ লাভ করেছি। কিন্তু তার থেকে বেশী আশীর্বাদ হল তার প্রচেষ্টার জন্য যা তিনি আমার জন্য করেছেন।

যা কিছু দেওয়া হয় তার সবটাই ভালো, তবে যতদূর সম্ভব এরজন্য আপনি এমন কোন প্রচেষ্টা চালিয়ে যান যাতে কারো হাতে আপনি এমন কিছু দিতে পারেন যেটা আপনি জানেন যে

সে/তিনি তা পছন্দ করেন। কিন্তু এরজন্য ঘটনা হল আপনি যেন যথেষ্ট ভাবে নিশ্চিত হন যে তারা সেই বিশেষ জিনিসটি পছন্দ করে আর তাহলেই তা তাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হবে। আমার এক বন্ধুর একটা বিশেষ ছোট কুকুর ছিল। আর সেটা ছোট অবস্থাতেই মারা যায়। সেই কুকুরটার জন্য তিনি এতটাই হতাশা হয়ে গিয়েছিল যে সেই কুকুরের স্থান কোনভাবেই ভরাতে পারছিলেন না তাই তার জন্য আরো একটা কুকুর দিয়ে আমি তাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিলাম। আমরা যদি তাঁকে বলি তবে সদাপ্রভু আমাদের সেই লোকদের দেখিয়ে দেবেন যেন তাদের আমরা ভালোবাসতে পারি। তিনি সবসময়েই আমাদের যথেষ্ট দেন যেন আমরা তা উপভোগ করি এবং অন্যদেরও তা দিতে পারি। এইজন্য আমাদের প্রয়োজন যেন সমস্ত জিনিসকে আমরা হাল্কাভাবে ধরতে শিখতে যাতে যেন যাদের প্রয়োজন রয়েছে তখন আমরা তাদের তা দিতে পারি।

কোন কোন সময়ে আমি এমন কিছু করতে থাকি যাকে আমি বলি উন্মত্ত আচরণ বিনিময় করা। আশীর্বাদ করার এক বিরাট ইচ্ছা আমার মধ্যে রয়েছে আর সেইজন্য আমি চাই আমার যা সম্পদ রয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে ভালোবাসাকে প্রকাশ করে আর তাই আমি আমার বাড়ির দেরাজ, দেওয়াল আলমারি এবং আমার জুয়েলারি সিন্দুক ইত্যাদি নিখুঁতভাবে খুঁজে সেই জিনিসগুলো খোঁজার চেষ্টা করি যেন তা আমি অন্যদের দিতে পারি। কোন জিনিস খুঁজে পাওয়াতে আমি কোনভাবেই অকৃতকার্য হই না। ইহাতে আমি অত্যন্তভাবেই বিস্মিত হই যে কি ভাবেই না আমি সেগুলোর প্রতি লেগে থাকলেও সেখানে এমন জিনিসও থেকে যায় যা হয়তো আমি দুই তিন বৎসরের অধিক ব্যবহার করি নি। আমরা কেবলমাত্র জিনিসগুলিকে আমাদের নিজের করে রাখতে চাই! কিন্তু সেগুলো তখন আরো কতোই না উত্তম হয়ে ওঠে যখন আমাদের সম্পদ অন্যদের আশীর্বাদের জন্য ব্যবহার করি। আর তখন তা তাদের ভালোবাসাকে মূল্যবান বলে অনুভব করতে সাহায্য করে।

কোন্‌টা দেওয়া প্রয়োজন সেটা দেখাতে আপনার যদি কঠিনতা বলে মনে হয় তবে সদাপ্রভুকে বলুন তিনি যেন আপনাকে সাহায্য করেন। আর তখনি আপনি দেখতে আরম্ভ করবেন যে আপনার মধ্যে এমন সম্পদ রয়েছে যা বেদনাগ্রস্থ লোকেদের প্রদান করার মধ্য দিয়ে ভালোবাসা দেখাতে সম্ভবপর হয়ে উঠবেন। আমাদের যা রয়েছে তা ভালো উদ্দেশ্যে আমরা যখন ব্যবহার করি তখন ভালোবাসা যেন সবসময় উন্নত হতে থাকে আর যখন আমরা সদাপ্রভুর ভাণ্ডারকে উত্তম তত্বাবধায়কের ন্যায় ব্যবহার করি তখন অন্যান্য বিষয়গুলো আমাদের জন্য সংযোজিত হতে থাকে।

এই কথা (মনে রাখা দরকার) ঃ যে লোক অল্প পরিমাণে বীজ বুনে
সে অল্প পরিমানে শস্য কাটবে কিন্তু যে লোক আশীর্বাদের সঙ্গে বীজ বুনে
(সেই আশীর্বাদ অন্য কারো কাছে আসতে পারে)
সে আশীর্বাদের সঙ্গে শষ্য কাটবে।

তাই প্রত্যেক লোক নিজ নিজ মনে যেমন সংকল্প করেছে
সেইভাবে দান করুক (দিক) মনো দুঃখ কিংবা আবশ্যক বলে না করুক
কেননা সদাপ্রভু হৃষ্টচিত্ত (দেওয়ার জন্য উন্নত) দাতাকে
(যার হৃদয় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত) তিনি ভালোবাসেন
(তিনি দেওয়াতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, অন্যান্য বিষয়ে কর্তৃত্ব দেখানোতে,
দেওয়াতে উচ্ছাসিত বা নিশ্চিতভাবে তা করে)
২করিন্থীয় ৯:৬-৭

আপনি যখন আপনার মৃত্যু শয্যায় তখন আপনি আপনার ব্যঙ্কের জমা খরচের বা আপনার সম্পত্তির বিস্তারিত তালিকার হিসেব চান না। তখন আপনি তাদেরই দেখতে চান যারা আপনার পরিবারের চারপাশে রয়েছে ও যাদের আপনি ভালোবাসেন। তাই আপনার উৎস সকল ব্যবহার করে লোকেদের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর মধ্য দিয়ে সেই সম্পর্ককে এখনি উন্নত করতে প্রস্তুত হন।

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনসাধক
পাষ্টার টমী বারনেট্

আর্বতন বা **আমূল পরিবর্তন** বিশেষ্যপদ, **১** ঃ সূর্যের চারপাশে গ্রহ ও উপগ্রহের এক নির্দিষ্টপথে ঘোরাকেই বলা হয় আর্বতন **২)** ঋতু পরিবর্তন **৩)** ঘুর্ণন **৪)** মৌলিকভাবে হঠাৎ করেই সম্পূর্ণ এক পরিবর্তন, বিশেষ করে কোন সরকারের পতন ঘটিয়ে বলিষ্ঠ কোন সরকারের দ্বারা তার অস্তিত্ব বাস্তবায়িত করা।

এই আমূল পরিবর্তনের অভিধানগত যে সজ্ঞা তা আপনাকে নিজের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধেই জ্ঞাত করে যেন সদাপ্রভু এই জগতে যা ব্যাপৃত করেছেন আপনি যেন তার পরিবর্তনকারীর এক অংশ হতে পারেন।

প্রসঙ্গত, অভিধান এই আমূল পরিবর্তন সাধককে এমনভাবে বর্ণনা করেন যিনি এই পরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছেন বা এই আমূল পরিবর্তনকারী মতবাদের বা নীতির সমর্থন করছেন। ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন প্রকৃতভাবেই পরিবর্তনসাধক এক নীতি কেননা এই জগতের যে দর্শন তা এমন কিছুকে ভালোবাসে যেন তারা সেটাকে সত্য সত্যই পায়। এইভাবে যীশুও চাইছেন যেন তিনি আমাদের চিন্তায় ও আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভালোবাসাকে এমনভাবে নির্ধারণ করতে যেন তা আমাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তাকে আমরা অন্যের জন্য প্রদান করতে পারি।

আমাদের ভালোবাসা এবং উৎসাহের মৌলিক যে বৃত্ত তা অর্ন্তগত করে গৃহহারা লোকেদের, দুর্ঘটনায় আবদ্ধ মানুষগণ যথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মানুষেরই দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত আহত লোক সকল, কুকাজে অপব্যয়িত বা আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার মানুষ জন, মহিলা যারা গর্ভপাতে বেদনাগ্রস্থ, যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে বা তেমন সুবিধা হতে বঞ্চিত অথবা কাজের অভাবে জর্জরিত, ধনসম্পদ অপব্যবহারের স্বীকার সেইসঙ্গে তেমনি আরো বহু উদাসীন লোকেদের নাম অর্ন্তগত করা যায় যাদের তালিকা কোনভাবেই শেষ হবে না। অতীতে প্রায় সময়েই মণ্ডলীকে বিবেচনা করা হয়েছে সেই প্রকার লোকেদের কাছে সেবা করার জন্য তা মানবজাতির এক ছাকনি হিসেবে। কিন্তু তাদের আমরা ভবিষ্যতে সদাপ্রভুর রাজ্যের লোক হিসেবে দেখতে চাইছি।

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের বিষয়টি খুবই সাধারণ, ইহা আরম্ভ হয় আমাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়ে আর তারপরে এই ভালোবাসার বৃত্ত ব্যাপৃত হতে থাকে তাদের সকলের মধ্যে যারা বিশেষ করে বেদনাগ্রস্থ। প্রায় বহু বৎসর মণ্ডলী সেই অনুষ্ঠানের প্রতিই জোর দিচ্ছে যেন নতুন লোকেদের ইহার মধ্যে নিয়ে আসে। ইহার জন্য রীতিমতো বহুভাবে বহু অনুষ্ঠান হয়েছে তারা

এসেছে আবার চলেও গিয়েছে আর তা এই কাজকে প্রসারণ করাতে অকৃতকার্য হয়েছে। ইহার উল্টোদিকে মণ্ডলী যেন চারপাশের প্রভাবে বৃত্তকারে হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে। যিনি ঘোষণা করেছিলেন আমরা যেন একে অপরকে ভালোবাসি তাই লোকেদের মধ্যে অনুষ্ঠানের উপরে জোর দেওয়ার দ্বারাও তারা যীশুর প্রতিদ্বন্দীকে সম্পাদন করতে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

আমূল পরিবর্তনের প্রতিদ্বন্দী

অন্তহীন আর্বতনের যে বৃত্ত অথবা অন্য লোকদের জন্য যীশুর ন্যায় জীবন যাপন করে আমূল পরিবর্তনের যে প্রকাশ তা এক প্রতিদ্বন্দী। আর সেটাকেই প্রেরিত পৌল আমাদের সামনে রেখেছেন, ‘‘ অতএব প্রিয় বৎসদের ন্যায় তোমরা সদাপ্রভুর অনুকারী হও। আর ভালোবাসার মধ্যে গমনাগমন কর যেমন খ্রীষ্টও তোমাদের ভালোবাসলেন এবং আমাদের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে সৌরভের জন্য নিজেকে উপহার ও বলিরূপে উৎসর্গ করলেন’’ (ইফিষীয় ৫ঃ১-২)।

ইহাকেই বলা হয় ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের আহ্বান ঃ যথা শুধুমাত্র ভালোবাসার মনোনয়ন নেব তাই নয় কিন্তু ভালোবাসায় গমনাগমন করুন। বহু লোক রয়েছে যারা জানেন ভালোবাসা হল ভালো কাজ কিন্তু কিভাবে আপনি ভালোবাসার এই বৃত্তকে পরিব্যপ্ত করবেন? ইহা ঘটে প্রতিদিনের গমনাগমনের মধ্য দিয়ে।

আমাদের সকলেরই প্রভাব বিস্তার করার জন্য এক পরিধি রয়েছে আর আমরা সকলে সেই পরিধির মধ্যেই রয়েছি। অনেকে রয়েছেন যারা বন্ধু বান্ধবদের পরিধির মধ্যে থেকে আনন্দ পায়। আপনার পরিধির পরিমাপ কেমন? এর কতোটা শুদ্ধ এবং কতোটা নির্দিষ্ট? আমি বহু সদুদ্দেশ্যে আকৃষ্ট লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছি যারা তাদের পরিধিতে অত্যন্ত ছোট এবং অপ্রত্যাশিত। আমরা যদি ‘‘খ্রীষ্টীয়ান স্বভাব’’ নিয়ে বসবাস করি আর খ্রীষ্টের মন যদি আমাদের রয়েছে তবে আমাদের পরিধির কাউকে ত্যাগ না করে তাদের সকলকেই যেন ইহার মধ্যে অর্ন্তগত করি।

আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তের নির্বাচন করার উৎস হল পাপী লোকেদের যেন আমি আমার পরিধির মধ্যে নিয়ে আনতে পারি। এখানে আমি নিজেকে সহজ বলে মনে করি কেননা পাপের জন্য যে ঘৃণাবোধ তা পাপীদের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়, আর ইহা আমাকে অনুপ্রাণিত করতে থাকে পাপীদের ঘৃণা করতে এইজন্য কেননা আমি পাপকে ঘৃণার চোখে দেখি। আমি শিখেছি যে সদাপ্রভু আমার মধ্যে এই অভিপ্রায় যোগাচ্ছেন যেন আমি পাপকে ঘৃণা করি আর পাপীদের ভালোবাসি। কোন কোন সময়ে পাপের প্রতি আমাদের যে মনোভাব তা এমনি যেন বিপদ সংকুল অবস্থায় কোন বিষধর সাপ কোন শিশুকে আস্ত গিলে খাওয়ার জন্য ওৎ পেতে বসে রয়েছে। আর সেই মুহূর্তে সাপও কুণ্ডুলী পাকিয়ে তাকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা সকলেই সাপকে ঘৃণা করি কিন্তু শিশুকে সবাই ভালোবাসি তাই তাকে সেই ধারালো দাঁতের হাত থেকে যথা সাম্ভাব্য মৃত্যু থেকে উদ্ধার করার জন্য তখন আমরা মরিয়া হয়ে পড়ি।

পাপের যে পরিণাম সেই সম্বন্ধে লোকেদের সর্তক করে দেওয়ার জন্য আমরা যেন বদ্ধ পরিকর হই। সেই একই সঙ্গে আমাদের অতি অবশ্যই প্রভুর ন্যায় অনুকম্পাশীল হয়ে পরিচালিত হওয়া দরকার যেন পাপীদের এক ভালোবাসার পরিধিতে নিয়ে আনতে পারি। অনেক পাপী তাদের নিজেদের জীবনে খারাপ সিদ্ধান্তের জন্য যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তার সম্বন্ধে তারা অত্যন্ত ওয়াকিবহাল। আর তাই এই সময়ে তাদের আর এমন লোকের প্রয়োজন হয় না যারা তাদের পাশে গিয়ে তাদের দোষী সাব্যস্ত করে। এদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা এমনটাই মনে করে কষ্ট পাচ্ছে যে তাদের জীবনধারা, লিপ্সা প্রবণভাব,অনুগত্যহীনতা এবং ভুলের জন্য মণ্ডলী এবং সদাপ্রভু হয়তো তাদের স্বাগত জানাবে না।

ফোনি্কস এবং লসএ্যাঞ্জেলসের ড্রিম সেন্টারে যে সমস্ত নেতৃত্বাধীন লোকেরা রয়েছে তারা প্রায় জিজ্ঞেস করে কেন আমাদের মণ্ডলী উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বিশেষত যারা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত, কুৎসিৎ এবং অবাঞ্ছিত তাদের সঙ্গে কাজ করে। তাদের মনোনয়ন অত্যন্ত খারাপ। সদাপ্রভু যে অভিপ্রায় করে রেখেছেন সকলেই যেন তাঁর ভালোবাসার পরিধিতে আসে আর এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

আমরা যা তা যদি স্বীকার করি তবে যীশু খ্রীষ্টের জন্য আমাদের যে প্রকৃত প্রকাশ তা থেকে কাউকেই আমরা বাতিল করতে পারি না। ইহা অর্ন্তগত করে বিভিন্ন মতবাদের মধ্য থেকে আসা লোকদল, সম্প্রদায় এবং অভিজ্ঞ লোক সমূহদের। এরজন্য অতি অবশ্যই আমাদের উৎসাহ দিতে হবে, প্রত্যাশার বার্তা বহন করতে হবে যাতে লোকেরা সদাপ্রভুর শর্তবিহীন ভালোবাসার প্রতি নির্দেশিত হতে পারে এবং তা আমাদের ও তাদের প্রতি এক নিদর্শন স্থাপন করতে পারে।

তারা আমাকে গ্রহণ করুক বা বর্জন করুক তার জন্য আমি দায়িত্বশীল নয়। আমি নিজের জন্য ও যাকে আমি বর্জন করি তার জন্য দায়িত্বশীল। যীশু সেই সর্বজনীন বিবৃতির মধ্যে যখন তিনি কাষ্ঠদণ্ডের (Cross) উপরে ঝুলছিলেন তিনি স্বাভাবিকভাবে এই কথা বলছিলেন, ''পিতা তুমি তাদের মার্জনা কর কেননা তারা জানে না যে তারা কি করছে'' (দেখুন লূক ২৩ঃ৩৪)। তাঁর পরিধি তখন তাদেরও অঙ্গীভূত করেছিল যারা তাঁকে কাষ্ঠদণ্ডে (Cross) দণ্ড বিধান করেছিল। এমন কি তার পাশে অপর দস্যু যে কাষ্ঠদণ্ডের (Cross) উপর থেকে তাঁর সমালোচনা করেছিল, যারা তাঁকে থুতু দিয়েছিল আর তিনি পিপাসিত হলে জল পান করতে চাইলে তাঁকে অম্লরস দিয়েছিল তাদেরও তিনি তাঁর ভালোবাসার পরিধিতে অঙ্গীভূত করেছিলেন।

তাই আমাদের পরিধি তাদেরও অঙ্গীভূত করে এমন কি যারা আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করে তাদেরও। আমি শিখেছি যেন আমার পরিধির লোকেদের সঙ্গে কোনভাবেই ঝগড়া না করি। কেননা সেখানে আমার জন্য কোন প্রতিদ্বন্দী নেই। আমি যতদূর পর্যন্ত সকলকে আমার ভালোবাসার পরিধিতে অঙ্গীভূত করি তখন পর্যন্ত আমি নিরাপদ। আর তাই আমি কোন সময় আঘাত প্রাপ্ত হব না।

আপনি তো তেমনভাবে খুব বেশী একটা বন্ধুত্ব তৈরী করতে পারেন না কিন্তু আপনার যদি কোন শত্রু থাকে তবে আপনি যে কোন জায়গাতেই যান না কেন তার সম্মুখীন আপনকে হতে

হবে। তখন আপনি যেটা ঘৃণা করেন সেটাতেই বাঁধা পড়ে যাবেন। তাই প্রত্যেককে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সদাপ্রভুর ভালোবাসা যে কি তা আপনি আয়ত্ব করুন। আর তাই যে কোন লোক যারা এই ভালোবাসার পরিধির বাইরে তারা তখন আপনার অনিষ্ঠ করতে পারে না কিন্তু যারা আপনার বৃত্তের মধ্যে রয়েছে তারাও আপনাকে বেদনাগ্রস্থ করে তুলতে পারবে না।

ধর্মের যে বৈধতা ও মহত্বপূর্ণ মান তা প্রায় সময়ে এক সংকীর্ণমনা এবং স্বাতন্ত্রভিমানী। ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের মান হল সার্বজনীন। ভালোবাসা সুস্থ করে। ভালোবাসা পুর্নগঠন করে। ভালোবাসা উদ্ভাসিত করে। ভালোবাসা তুলে ধরে। আমার ভালোবাসার পরিধি যত বড় হয় তখন আমি ততটাই সুখী হই আর আমি সদাপ্রভুর ভালোবাসাকে দেখতে সমর্থ হই।

ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন কর্মতৎপরতার দ্বারাই হয়

প্রথমে আমরা যখন লস এ্যাঞ্জেলস ড্রিম সেন্টারের সূচনা করি তখন আমার উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সেই ভালোবাসা বিহীন জায়গাতে গিয়েছিলাম যাদের সরকার, মণ্ডলী এবং এমন কি পুলিশ বেপরোয় মনোভাব নিয়ে আশাহীন বলেই তাদের ত্যাগ করেছিল। যেহেতু আমরা আমাদের ভালোবাসার পরিধিকে শ্রমিকদলের সদস্য, দলছুট, গৃহহারা, বেশ্যা, নির্মম দস্যু এবং প্রত্যাখিত যুবকদের মধ্যে ব্যাপৃত করতে পেরেছি তাই আমাদের ভালোবাসার পরিধি এতটা পরিমানে বড় হয়েছে যাতে এই ড্রিম সেন্টার সারা জগতে অবাঞ্ছিত এবং ভালোবাসা বিহীন হতভাগ্যদের মাঝে খ্রীষ্টের ভালোবাসাকে এই প্রকার সেবামূলক কাজের দ্বারা প্রদর্শন করতে সম্ভবপর হয়েছে।

এইভাবে প্রতি সপ্তাহে লসএ্যানেজলস ড্রিম সেন্টারে বহু শত স্বেচ্ছাসেবী সঙ্গে নিয়ে আমরা এক একটা ব্লকের মধ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে (ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের ইচ্ছা নিয়ে শত শত দৃষ্টিকোন থেকে এই ড্রিম সেন্টার বাইরে যাচ্ছে) প্রতিবেশীদের মাঝখানে কেবলমাত্র তাদের জায়গাগুলো পরিষ্কার করার দ্বারা, দেওয়ালে বিভিন্ন প্রকার চিত্র অঙ্কন এবং বিভিন্ন পন্থায় তাদের মাঝে সেবা করে চলেছে। যাদের তারা জানে না কেবলমাত্র খ্রীষ্টের ভালোবাসা প্রদর্শন করার জন্যই তারা এই লোকেদের মধ্যে সেবা করে করে চলেছে ।

কোন একটা সময়ে যখন কুকাজ ও অপরাধে এবং সামাজিক অধঃপতনের মাত্রা লসএ্যাঞ্জেলসের নগরীতে বেড়ে চলছিল তখন ড্রিম সেন্টারের কাছাকাছি প্রতিবেশী সেই অপরাধের সংখ্যা সত্তর শতাংশে নেমে আসতে দেখেছিল। যে জায়গা গুলোতে কুখ্যাত দুর্নিতি, অপরাধ এবং পাপ বিরাজ করছিল সেখানে এই লোকেরা খ্রীষ্টের ভালোবাসার মধ্যে গমনাগমন করে এক জলন্ত উদাহরণ হয়ে রয়েছে। আর এটাই ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন।

মার্জনাশীল হওয়া আর মার্জনা করা

আপনি কি কোন সময় মার্জনা গ্রহণ করেছেন ? তাহলে আপনিও অন্যদের মার্জনা করুন। ভালোবাসা হল মার্জনাশীল হওয়া আর মার্জনা করা।

ভালোবাসা প্রদান করা সবথেকে এক কঠিন কাজ। অনেক দিক দিয়ে ইহা আবার কাউকে অর্থ প্রদান করার থেকেও কঠিন বলে মনে হয় কেননা ভালোবাসা সম্পূর্ণরূপে হৃদয় থেকে আসে তাই এটা হাল্কাভাবে নেওয়া যায় না।

ভালোবাসা যে কি তা অনেকে বুঝে উঠতে পারে না। আমরা মনে করি এটা এমন কিছু যা আমরা উপহারের ন্যায় গ্রহণ করি বা এমন কিছু যা প্রাপ্য বিষয় বলে অধিকার প্রকাশ করি। কিন্তু ভালোবাসা তেমন নয়।

ভালোবাসা আপনি দিতে পারেন কিন্তু তাকে অধিকার করে রাখতে পারেন না। আমাদের কারো কাছেই নিজস্ব কোন ভালোবাসা নেই কিন্তু আমরা ভালোবাসাকে ব্যবহার করি। বাইবেলে ভালোবাসার যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা কর্মবাচ্যে যার অর্থ হল যে ভালোবাসা দেওয়া হয় তা কোন ভালোবাসাই নয়।

আপনি কি এমন কারো সঙ্গে মেলামেশা করেছেন যার সর্বদাই ভালোবাসার প্রয়োজন কিন্তু তাতেও সে পরিতৃপ্ত নয়? ভালোবাসার বিষয়ে তারা যতই জ্যোতিকেন্দ্র করে তখন তারা মনে করে যেন তা তাদের মধ্যে অল্প পরিমানে রয়েছে। তারা এই বিষয়ে এতটাই অভাব বোধ করে যাতে তাদের সরবরাহ এই বিষয়ে যথেষ্ট হয় না।

আমরা যখন অত্যাচারিত লোকেদের সাহায্য করি তখন আমরা এই প্রকার লোকেদের সম্মুখীন সবসময়েই হয়ে থাকি যারা আমাদের বলে যে তারা অন্যের কাছ থেকে ভালোবাসা পেতে চায়। আমি মনে করি এর উল্টো দিকটিই হল আসল সত্য ঃ আমরা যেভাবে অন্যদের ভালোবাসা দেখাই সেইভাবে ভালোবাসা লাভ করার প্রয়োজন আমাদের নেই।

আমরা যখন শর্তহীনভাবে ভালোবাসি তখন আমরা কোন নর নারীকে কোন মতেই বন্দি করে রাখতে পারি না। কিন্তু আমরা যখন দাবি করি যেন কেউ আমাদের ভালোবাসে তখন আমরা তাদের দাস হয়ে যাই আর তখন আমাদের প্রতি তাদের ভালোবাসার অভাব উপলব্ধি করলে যেন নিজেদের বন্দি বলে মনে করি।

গ্রহণ করার থেকে দেওয়াটাই হল সবথেকে মহত্বপূর্ণ

আমি মনে করি লোকেদের কাছে ইহাই সবথেকে মহত্বপূর্ণ যেন ভালোবাসা গ্রহণ করার থেকে সেই ভালোবাসাকে আমরা অন্যদের কাছে দেখাতে পারি। আপনি যখন ভালোবাসা দেখেন তখন তা স্বর্গীয় আধারে রূপান্তরিত হয় যেন সদাপ্রভু সেখানে থেকে অবিরত আমাদের প্রতি ভালোবাসা বর্ষন করে চলেছেন। এইভাবে যতবেশী করে এই ভালোবাসা দেখাতে থাকেন তখন তা আপনার মধ্যে এতটাই সঞ্চিত হতে থাকে যে সেই ট্যাপ আলগা করে দিতে এতটাই সহজ হয় যেন অন্যের প্রতিও তা প্রবাহিত হতে পারে।

যে পরিমান ভালোবাসা আপনার রয়েছে তা সরাসরিভাবে এমন ভাব প্রভাবিত করে যে কতোটা ভালোবাসা আপনি প্রদান করছেন ঃ ইহা সম্ভবত এক অবাস্তব দৃষ্টান্ত, কিন্তু ইহাই প্রকৃত সত্য ঃ একমাত্র পন্থায় আমরা ভালোবাসাকে ধরে রাখতে সম্ভবপর হই যখন তা প্রদর্শন করি।

একমাত্র পন্থায় আমরা ভালোবাসাকে
ধরে রাখতে সম্ভবপর হই যখন তা প্রদর্শন করি।

আপনি যদি অবিরাম এই ভালোবাসাকে প্রদান করতে থাকেন তাহলে আপনাকে যেটা দেওয়ার দরকার তার প্রতিই আপনি জ্যোতিকেন্দ্র করছেন আর তখন সেই সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। এইজন্য কেউ যদি আপনাকে ভালো না বাসে তথাপি প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে আপনার মধ্যে এমন এক সীমাহীন ভালোবাসার সরবরাহ প্রবাহিত হতে থাকবে যেখানে আপনার জীবন ভালোববাসায় পরিপূর্ণ থাকবে।

আমি যখন কিশোর ছিলাম তখন আমি বর্তমানে যেভাবে করছি তার থেকেও অল্প পরিমানে ভালোবাসতাম। কিন্তু আমি চেষ্টা করতাম যেন ভালোবাসা বিতরণ করি আর তখন দেখেছি আমার ভালোবাসার সরবরাহ যেন প্রসারিত হয়েছে। যতদূর পর্যন্ত আমার মধ্যে অবস্থানকারী ভালোবাসাকে প্রদান করেছি তখন সদাপ্রভু অবিরত আরো গভীরভাবে ভালোবাসা প্রদান করছেন।

এক কিশোর অবস্থায়, আমি ছোট শিশুদের সত্য সত্যই ভালোবাসা না দেখালেও তাদের আমি সমাদর করতাম। কিন্তু একদিন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি তাদের ভালোবাসবো। আজকে আমার হৃদয় ছোট শিশুদের ভালোবাসায় পূর্ণ হয়েছে। তাই এখন আমি ভদ্রভাবেই বলতে পারি তাদের আমি ভালোবাসি। আর এইজন্য ভালোবাসি যেন তাদের আমি আশীর্বাদ করতে পারি।

এখন আমি আমার জীবনকে ভালোভাবেই উপভোগ করি কিন্তু আমি যখন যুবক প্রচারক ছিলাম তখন আমি আনন্দিত ছিলাম না। কুড়ি বৎসর আগে আমার মধ্যে যে ভালোবাসার অভাব ছিল এখন তার কুড়িগুন আমার মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আনন্দিত থাকার ও অন্যের প্রতি প্রিয় পাত্র হওয়ার মনোনয়নও আমি নিই। যখন থেকে আমি ভালোবাসা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন থেকে আমি উপলব্ধি করছি আমার মধ্যে এই ভালোবাসা যেন অত্যাধিকভাবে বিরাজ করছে।

খ্রীষ্টের শরীরের অঙ্গ হিসেবে ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের যে অংশ তা লোকেদের এটা দেখতে সাহায্য করা যেন লোকেরা ভালোবাসার মধ্যে ভুল ধারার বিষয়টাকে অনুসরণ করে না চলে। উদাহরণমূলক জীবন ধারার মধ্য দিয়ে লোকেদের সাহায্য করার প্রয়োজন আমাদের অতি অবশ্যই রয়েছে যেন ভালোবাসার অন্বেষণ না করে তা যেন আমরা বিতরণ করার চেষ্টা করে।

প্রকৃত ভালোবাসা কোন মানুষের কাছ থেকে আসে না ইহা আসে সদাপ্রভুর কাছ থেকে। এমন কি আমার স্ত্রী মার্জা'র প্রতি আমার ভালোবাসা এতটাই পরিশুদ্ধ কেননা এর উৎস আমি

খুঁজে পেয়েছি। আমরা শিখেছি ভালোবাসা গ্রহণ করার থেকে ভালোবাসা প্রদান করাটা যেন আশীর্বাদের বিষয়। আর স্বামী ও স্ত্রী যখন একে অপরের প্রতি এই ভালোবাসা দেখায় তখন এই বিবাহ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

খ্রীষ্টের শরীর যখন প্রাণবন্তভাবে এই হারিয়ে যাওয়া ও মৃতপ্রায় জগতের কাছে ভালোবাসা প্রদান করতে শেখে তখন আমরা আমাদের ভালোবাসার পরিধিকে ব্যাপৃত করাতে তৎপর হই। আর ইহাকে আমাদের সমাজে উত্তমতার জন্য প্রভাবিত করে আর এইভাবেই আমরা আমাদের সমাজকে উন্নত করতে পারি।

আপনি কি সেই আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত? এখানে বেশ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হলো যা আপানর স্বকীয় ভাবধারার মধ্য দিয়ে ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনকে খ্রীষ্টের ভালোবাসায় বহন করে নিয়ে যেতে সম্ভবপর করে তুলবে।

১. ভালোবাসার কথা বলুন, দেরি না করে এগিয়ে গিয়ে তা বলুন ঃ

''ভালোবাসা এক জলপ্রপাতের'' ন্যায় সবসময় তা অন্যদের প্রদান করাতে অভ্যস্থ হোন। কোন কোন সময় অনেকে বলে ''আমি তার দিয়ে বাঁধা মানুষ নয়।'' যদি প্রতিটি অন্বেষী বলতে থাকে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি'' তবে তা এই জগতের সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে পুনঃনির্ধারণ করে তুলবে। তাই ইহাতে অভ্যস্থ হন, আপনি যদি লোকেদের বলেন, আপনি তাদের ভালোবাসেন তবে তা আপনি পুনরায় শুনতে পাবেন। আপনি যখন অন্তরঙ্গতার সঙ্গে এই শব্দ উচ্চারণ করে বলেন ''আমি তোমাকে ভালোবাসি'' তবে ইহা আপনাকে খ্রীষ্টের ভালোবাসার সামর্থে উন্নত করবে।

২. আপনার ভালোবাসাকে লিখিতভাবে প্রকাশ করুন ঃ

যে সমস্ত ভালো চিঠি আমি পাই সেইজন্য আমি ''আমি তোমাকে ভালোবাসি'' বলে একটা ফাইল তৈরী করেছি। কেননা সেই পত্রগুলো আমার কাছে বিরাট এক অর্থ বহন করে আনে। আপনার কাছ থেকে পাওয়া একটা সাধারণ নোট অন্য কারো কাছে এক বিরাট কিছু আদানপ্রদান করতে সাহায্য করে। আপনার ভালোবাসাকে লিখে রাখাটা আপনাকে স্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। যদি কেউ অবসাদের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে তবে সেটা তাদের কাছে সারা জীবনের জন্য এক অপরিবর্তিত বিষয় হয়ে ওঠে। কোন একজনের কাছে সদাপ্রভুর ভালোবাসা নিয়ে কোন সংবাদ লেখাটাও তাদের কাছে এক উৎসাহের বিষয়, ইহা আপনাকে অনুপ্রাণিত করে এবং সদাপ্রভুর ভালোবাসার এক সচেতনতা নিয়ে আনতে সাহায্য করে।

৩. জবরদস্তভাবে ঝুঁকি নিয়ে কোন বিষয় ভালোবাসা ঃ

অন্যরা যখন আমাদের কাছে কিছু আশা করে তখন আমরা যখন তার উর্দ্ধে বা বাইরে গিয়ে খ্রীষ্টের ভালোবাসাকে প্রকাশ করি তখন ভালোবাসার সেই ফল অন্যের জীবনে গুণনশীল হারে

বৃদ্ধি পায়। কোন কোন সময়ে ইহা করার জন্য হয়তো একটু ঝুঁকি নিতে হয় আর সেটাই হল ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের এক অংশ। তাই নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন ''বর্তমানে যেমনভাবে আমি অন্যদের ভালোবাসি তার থেকেও কি আরো একটু বেশী করে আমি তা করতে পারি?'' আপনার জীবনকে স্মরণীয় করে তুলুন। আমূল পরিবর্তন সাধক সব সময়েই সাংঘাতিকভাবে কাজ করে। সদাপ্রভুর ভালোবাসার প্রকাশভঙ্গি নিয়ে আপনার ভালোবাসাকে সাংঘাতিক করার মধ্য দিয়ে তাকে এক অসাধারণ দিনে রূপান্তরিত করে তুলুন।

৪. ভালোবাসা আনন্দ এবং কান্নার প্রতি এক ইচ্ছা প্রকাশ করে ঃ

যার মানষিক অবস্থা খারাপ তার প্রতি প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে ভালোবাসা প্রদর্শন করুন। কারো সঙ্গে মনস্তাপের বিষয় আলোচনা করা বা তাদের সঙ্গে সেই উপত্যকা দিয়ে গমনাগমন করা তাদের মধ্যে ভালোবাসা এবং নির্ভরতার এক ভিত্তি স্থাপন করে। আর এইজন্যই যীশু সেই বিবাহ বাড়িতে এবং কবরস্থানে গিয়েছিলেন। তাদের সেই উভয় মুহূর্তে কি প্রয়োজন তা তিনি জানতেন। তাই আমাদেরও অতি অবশ্যই সেই সমস্ত মুহূর্তে সদাপ্রভুর ভালোবাসা আলোচনা করা দরকার এইজন্য যাতে আমরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে আনন্দিত ও দুখার্ত লোকেদের কাছে ভালোবাসা দেখতে পারি।

৫. বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন পন্থায় ভালোবাসতে শিখুন ঃ

ভালোবাসাকে লোকেরা বিভিন্নভাবে প্রদান ও গ্রহণ করে থাকেন আর তাই আমাদেরও শেখার প্রয়োজন রয়েছে যেন ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় এই ভালোবাসাকে প্রদান করি। যারা আমাদের নিকটবর্তী তাদের প্রত্যেকেই আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই ভালোবাসা যে কি তা কিভাবে আদানপ্রদান করতে হয় তা যেন আমরা শিখি। তাই ইহা অত্যন্ত জরুরী যেন এই জগতে যারা আমাদের চারপাশে রয়েছে তাদের কি ভাবে ভালোবাসা প্রদান করতে হয় তা শিখি বিশেষত তাদের কাছে যারা কোন সময়ই কারো কাছে ভালোবাসা পায়নি। লোকেদের ও সেইসঙ্গে সদাপ্রভুর বাক্য অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করুন যীশু কিভাবে তাদের ভালোবেসেছিলেন আর ইহাতে আপনিও তাতে অভ্যস্থ হবেন কিভাবে বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন পন্থায় ভালোবাসা দেখাতে হয় আর ইহা করলে প্রত্যেকেই মহান কিছু অনুভব করবে আর তা সদাপ্রভুর গৌরব নিয়ে আসবে।

আমূল পরিবর্তনকারী হতে চান?

তাহলে আজই কি আপনি আমূল পরিবর্তনকারী হিসেবে কাজ করবেন? এখন থেকে দিন প্রতিদিন আপনার জীবনে কি এমন প্রমাণ রাখবেন যা ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের অংশ হয়ে উঠবে? তাহলে আপনাকে কোন বিষয়টি মনে রাখতে হবে? আপনার বুদ্ধিমত্তা? সমস্ত কিছুর শেষে ইহা কেবলমাত্র ভালোবাসা যা হল এক বিরাট বিষয়। ভালোবাসা হল এমন বিষয় যা আপনাকে

অনন্তকালীন মূল্য প্রদান করে। এক আত্মিক সৃষ্টি হিসাবে প্রত্যেকেরই অনুভব করা প্রয়োজন যে তারা সদাপ্রভুর প্রতিমূর্তিতে গঠিত আর তা করার জন্য ভালোবাসাই হল তার একমাত্র পন্থা।

ভালোবাসা যদি আপনার কাছে সীমাহীন হয় তবে আপনি দেখবেন যে ইহা তাই। আপনি যখন কোন মানুষের সঙ্গে প্রথম মেলামেশা করেন তখন হয়তো তাকে ভালোবাসেন না কিন্তু আপনার মধ্যে যে ভালোবাসা রয়েছে তা যদি দেন তবে তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

আমি আপনার কাছে প্রতিদ্বন্দী রাখছি আপনি যেন ''মমতাময়'' মানুষ হতে পারেন আর এইজন্য আগে থেকেই আমি আপনাকে বলতে চাই আপনি যদি সবসময় ভালোবাসতে থাকেন তবে আপনি কোনদিন শুকিয়ে যাবেন না।

তাহলে আপনি কি বলবেন? তাই আজকে যে বিষয় উঠে এসেছে সেখানে সদাপ্রভুর সৈন্য হিসেবে নিজের নাম তালিকাবদ্ধ করুন আর আমি আপনাকে ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করতে দেখতে চাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

15

আমাদের কি উদ্দীপনার প্রয়োজন না এক আমূল পরিবর্তনের?

প্রত্যেকেই এই জগতের পরিবর্তনের কথা চিন্তা করছে
কিন্তু এইজন্য কেউ নিজেকে পরিবর্তন করতে চাইছে না।
লিও টোলস্ট্রয়

কোন কিছু যখন নূতনভাবে জেগে ওঠে তখন পুরাতন বিষয়গুলো পুনরায় জীবন ফিরে পায়, আর পুর্নজীবন প্রদানকারী পরিচর্যা তখন কোন অস্তিত্বপ্রাপ্ত কিছুতে পরিণত হয়। সমাজ জীবন যখন নতুনভাবে ধর্মীয় গুরুত্ব অনুভব করে তখন তাকে বলা হয় উদ্দীপনা। ম্যারিয়ান ওয়েবষ্টার কলিজিয়েট অভিধান এই উদ্দীপনাকে ব্যাখ্যা করেন, ''অত্যন্ত উচ্চমানের আবেগ জড়িত সুসমাচার প্রচার মূলক সভা বা সভার বেশ কয়েকটি ভাগ,'' হিসাবে। খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে আমার জীবনে আমি শুনে আসছি যেখানে লোকেরা উদ্দীপনার বিষয়টিকে নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য বলতেন। কিন্তু আমি আর এই বিষয়ে নিশ্চিত নয় যে সেই প্রকার উদ্দীপনার আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। আমার মনে হয় তার থেকেও মৌলিক কিছুর প্রয়োজন আমাদের রয়েছে। আর তাই আমাদের যেটা প্রয়োজন তা হল আমূল পরিবর্তনের। ওয়েবষ্টার অভিধান ''আমূল পরিবর্তন'' শব্দটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যথা ''হঠাৎ করে, মৌলিকভাবে অথবা সম্পূর্ণ এক পরিবর্তন।''

পুরোনো বিষয়ের প্রতিবিধান করে আমরা কোনরকমে মৌলিক পরিবর্তনের থেকেও যেন একটু ভালো ও আরামদায়ক অবস্থায় রয়েছি বলে মনে করছি। কিন্তু সেই অতীতের নবজাগরণ

কি মণ্ডলী ও তার জগৎকে রূপান্তরিত করতে পেরেছে? সেগুলো নিশ্চিতভাবেই তাদের সময়ে উপকার সাধন করেছে কিন্তু এই বর্তমান মুহূর্তে আমাদের মণ্ডলীতে যা প্রয়োজন তার দ্বারা এই জগৎকে আমরা কিভাবে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারি? যে জ্যোতি প্রকাশ করার জন্য খ্রীষ্ট আমাদের আহ্বান করেছেন সেইজন্য আমাদের কি করা প্রয়োজন?

"The Barbarian Way" নামক বইয়ে অ্যারউইন ম্যাকমানুস লেখেন, খ্রীষ্টীয়ানিটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বলীয়ানতার সঙ্গে প্রাচীনকালের আন্তরিকতাময় সেই স্থিতি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হোক যেখানে ইহা এক আপস নিষ্পত্তির উর্দ্ধে গিয়ে আমূল পরিবর্তন, চারপাশের নির্বিঘ্ন অবস্থা, ঔদাস্যহীনতাদের মধ্যে এক তীব্র উত্তেজনা ও ভয়াবহতা কমিয়ে আনার জন্য এক ধর্মীয়ভাব মনোনীত করাতে সামর্থ হয়ে উঠবে।" যে প্রবল উৎসাহ খ্রীষ্টের মধ্যে ছিল সেটাই তাকে কাষ্ঠ দণ্ডের (Cross) উপরে যেতে সাহায্য করেছিল। তাই কম করে আমাদের মধ্যে অবস্থানকারী বেশ কিছু পুরাতন ভাবধারা যেমন রয়েছে তাকে এক পাশে ফেলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রূপান্তরকামী সামর্থ অনুভব করার জন্য আমূল পরিবর্তনকারী ভালোবাসা প্রদানে আমরা কি পরিচালিত হবো?

যীশু ছিলেন আমূল পরিবর্তনসাধক এক সত্বা আর নিশ্চিতভাবেই তিনি কোন পরম্পরাগত ভাবধারার সমর্থনকারী সত্বা ছিলেন না। তিনি এসেছিলেন রূপান্তর ঘটাতে আর ইহাই তাঁর সময়ে ধর্মীয় লোকেদের বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দিয়েছিল। সদাপ্রভুর পরিবর্তন কোন সময়ই হয় না কিন্তু তিনি অন্যদের পরিবর্তন করেন। আমি দেখেছি তিনি সৃজনশীলতা এবং নতুনত্ব পছন্দ করেন আর বিষয়গুলোকে সতেজ অবস্থায় রেখে তা উত্তেজিত অবস্থার মধ্যে নিয়ে আনেন।

কিছু মণ্ডলীও আমাদের মধ্যে রয়েছে যারা তাদের সংগীত ধারার কোন পরিবর্তন ঘটাতে চান না। তারা কেবলমাত্র সেই অর্গানেই গান গাইতে অভ্যস্থ যতদিন পর্যন্ত সেটা তাদের কাছে থাকে। তারা এটা মানতে নারাজ যে তাদের সভ্য সংখ্যা ধীর ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে আর তাদের সম্প্রদায়কে তারা কোনভাবেই প্রভাবিত করে তুলতে পারছে না। তাই আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যেন তারা রবিবারর সকালে সভার চারপাশে একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজেদের জিজ্ঞাসা করে কেন এই সভার সকলেই মধ্য বয়স্ক বা প্রাচীনেরা উপস্থিত। যুবকেরা কোথায় গেল? সেই উদ্দীপনাই বা কোথায় গেল? সেই জীবনই বা কোথায়?

বেশ কিছু বৎসর আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা যে সভা করি সেখানে লোকেদের উপস্থিতির হ্রাস আমরা অনুভব করতে পেরেছিলাম আর আমরা দেখেছিলাম এই সভাগুলোতে যারা যোগদান করছেন তারা কেবল মধ্য বয়স্ক এবং বয়স্কা। আমাদের ছেলে যার বয়স সেই সময়ে কেবলমাত্র চব্বিশ বৎসর সে আমাদের উৎসাহ দিতে থাকে যেন আমাদের সভাতে সংগীত, আলোক ও সাজসজ্জা এবং আমাদের পরিধানের মধ্যেও মৌলিক কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসি। সে আরো বললো তার প্রজন্ম নিশ্চিতভাবেই যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার নিয়ে পৌঁছাতে চায় কিন্তু তা যেন পুরাতন যুগের ধর্মীয় প্রভাবের বৈধকরণের ফলে ইহাকে এক ক্লান্তিজনক অবস্থার

দিকে পৌঁছে না দেয়। এই বিষয়টিকে নিয়ে প্রায় দীর্ঘ একবৎসর দেভ এবং আমি যেন এক প্রতিরোধের সন্মুখীন হতে থাকলাম। কেউ যখন পরিবর্তন চায় না তখন সেই প্রচুর সংখ্যক লোকেদের সঙ্গে আমরাও বলতে আরম্ভ করলাম ঃ ''সদাপ্রভুর কোন পরিবর্তন নেই।'' তখন আমরা এটাও অনুভব করলাম এতদূর পর্যন্ত আমরা যা করেছি তা ভালোভাবেই কার্য সিদ্ধ হয়েছে। তাহলে ইহাকে আবার পরিবর্তন করতে হবে কেন? ইহার জন্য আমাদের মনের মধ্যে যে গর্ব সন্নিবেশিত হয়েছিল আর সেটা মনে রেখে আমাদের তখন সেই চব্বিশ বৎসরের ছেলে যে সবেমাত্র এই সেবাকাজে এসেছে সে আমাদের বলে দেবে আমাদের কি করতে হবে এই কথা ভাবতে থাকলাম! কিন্তু এইভাবে যখন বৎসর ঘুরতে থাকলো তখন আমরা যুবকদের কথা শুনতে থাকলাম আর আমরা অনুভব করলাম সেই প্রকার আরাধনার ভাবধারায় আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের সংবাদের কোন পরিবর্তিত হবে না কিন্তু এইজন্য যে প্যাকেজে আমাদের কাছে পরামর্শের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে তা পরিবর্তনের করার প্রায়োজন আমাদের রয়েছে।

এই জগতের পরিবর্তন হচ্ছে, লোকেরাও রূপান্তরিত হচ্ছে, নূতন প্রজন্মও আগের থেকে ভিন্নভাবে চিন্তা করছে, আর তাই আমাদেরও প্রয়োজন রয়েছে সেই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার যে কিভাবে আমরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারি। আমার সভাতে আমি যুবক যুবতীদের দেখতে চাইছিলাম কিন্তু তাদের উৎসাহ মূলক এমন কিছু করার জন্য আমি ইচ্ছা প্রকাশ করছিলাম না। তারা যে জায়গাটাতে রয়েছে তাদের সঙ্গে আমি মেলামেশা করতে চাইছিলাম না। কিন্তু আস্তে আস্তে নতুন জিনিসে অভ্যস্থ হওয়ার জন্য আমাদের হৃদয় জাগরিত হতে থাকলো। আর এইভাবে আমরা এক ভালো ফল দেখতে সম্ভবপর হলাম। এইজন্য আমাদের যে লোক ছিল তাদের আমরা হারালাম এমন নয় কিন্তু নতুন লোকেরাও আসতে আরম্ভ করলো আর যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল যুবক এবং উদ্দীপনায় পূর্ণ। পুরাতন প্রজন্মের প্রজ্ঞা আর বর্তমান প্রজন্মের কাছে অতুৎসাহী সৃজনশীলতা যদি আমাদের রয়েছে তা হলে উভয় জগতের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের কাছে এক উত্তম বিষয় রয়েছে।

আমাদের অফিসে নেতৃত্বকারী দলের সঙ্গে যখন বাণিজ্যিক সভা হচ্ছিল, সেখানে আমাদের ছেলে যে পরিবর্তনের জন্য আমাদের চাপ সৃষ্টি করছিল তখন তার কাছে এক চিন্তা ছিল আর আমি তার চিন্তাধারায় অসন্মতি প্রকাশ করছিলাম। সে কিন্তু তার বিষয়টিকে নিয়ে চাপ সৃষ্টি করেই চলেছিল আর তাই আমি অন্য সকলকে বললাম তার চিন্তার বিষয়ে অন্যরা কি মনে করে আর তারা সকলেও আমার সঙ্গে সন্মতি প্রকাশ করলো। আমি যখন পুনরায় নির্দেশ করলাম এই ঘরে আমার সঙ্গে সকলেই কিন্তু একমত প্রকাশ করছে আর সেই সময় আমার ছেলে ড্যান বললো, ''মা,এটা ঠিক যে তারা সকলেই আপনার সঙ্গে একমত কেননা তারা সকলেই আপনার বয়সী।'' ঠিক সেই সময়ে আমি অনুভব করতে পারলাম যে আমি এমন লোকেদের চারপাশে রয়েছি যারা আমারই মতো আর সেইভাবে তা করার দ্বারা আমি তাদের বৈচিত্রতার মধ্যে এক পর্দা স্থাপন করেছি। আমাদের প্রয়োজন যেন সব বয়সের নেতা আমাদের সঙ্গে থাকে। যেন এমন না হয় যে একপ্রকার প্রজন্মই সেখানে থাকে।

আরো একটি ঘটনায় ড্যান,আমাদের মাসিক পত্রিকায় বেশ কিছু প্রকার রঙের ব্যবহার করতে চাইছিল যা আগে কখনো ব্যবহার করা হয়নি। আর সেগুলো আমার অপছন্দ হওয়াতে আমি তাকে না বলে দিলাম। সে কিন্তু নতুন রঙ ব্যবহার করতে অত্যন্ত উদ্যোগী আর তাই আমি তাকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললাম, ''আমি সেগুলো পছন্দ করি না, আর আমরা সেগুলো ব্যবহার করবো না।'' সে আমাকে বললো, আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি নিজের জন্য সেবাকাজ করছো। অন্য লোকেরা যদি সেই রঙ পছন্দ করে তাহলে কি হয়েছে? সেই মুহূর্তে আমার চোখ যেন অন্য কোন অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করলো। আমি তখন অনুভব করলাম অফিসের মধ্যে পোষাকের জন্য বিধিবদ্ধ যে জায়গা রয়েছে তা আমরা পছন্দ অনুযায়ী এবং পত্রিকাতে যে রঙ ব্যবহার করেছি, বিজ্ঞাপনেও সেই একই রঙ এবং যে বিল্ডিং আমি পছন্দ করি তার রঙও আমার পছন্দের। আর তখন আমি এইভেবে সত্যই লজ্জিত হয়ে গেলাম কেননা এই প্রকার কতোগুলো সিদ্ধান্তই না আমার নিজের পছন্দের আর তার সঙ্গেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম আর এরজন্য লোকেদের কি প্রয়োজন তা আমি উপলব্ধি করি নি।

দেভ এবং আমি উভয়ই অনুভব করতে থাকলাম আমরা এমন কর্মপদ্ধতির আরধানা করছি যে সেই সমস্ত কর্মপ্রণালী বা পদ্ধতি সদাপ্রভুর কাছে কোন অর্থ প্রকাশ করে না। ইহা ছিল তাঁর সংবাদ আর তিনি চাইছিলেন যেন তা বাইরে যায় আর সেই সঙ্গে যে প্রণালী বা প্যাকেজ সামনে এল তা যেন নিশ্চিতভাবেই পরিবর্তিত হয়। আর তাই আমরাও পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করলাম আর তখন থেকেই অবিরাম আমরা নিজেদের ইহার জন্য উদারমনা করে রাখলাম। আমরা আমাদের বেশভূষাকে সমসাময়িক সময়ের মতো পরিবর্তন করলাম। আমরা আরাধনায় বাজনা ও সংগীত সরঞ্জামের পরিবর্তন করলাম যেন আরো বেশী যুবক যুবতীদের আমাদের কাছে টানতে পারি। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যেন এই বর্তমান প্রজন্মকে এত বেশী করে ভালোবাসি যাতে তাদের সঙ্গে সেই গান গাওয়াতে অভ্যস্থ হই যা তাদের আনন্দ দেবে। আমাদের সভার সময়কে একটু ছোট করে দিলাম কেননা আমাদের বর্তমান সমাজে লোকেরা কাজগুলো তাড়াতাড়ি করাতে অভ্যস্থ। আমি তিন ঘন্টার মণ্ডলী সভাতে যোগদান করাতে অভ্যস্থ ছিলাম কিন্তু সকলে তার স্বছন্দতা অনুভব করে না। আর তাই সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা যেন লোকেদের সঙ্গে মধ্যবর্তী সময়েই মিলিত হই। আমরা আমাদের আলোক সজ্জাকে বদলে ফেললাম। এমন কি আমরা কুয়াশা পরিমাপ করার যন্ত্র নিলাম যা আমাদের বলে দেবে যে আবহাওয়া কেমন রয়েছে। এখন পর্যন্ত আমি মনেকরি ইহা যদি সংবাদ সম্পর্কিত বিষয়ে হয় তবে সেই সময়ে কুয়াশা থাকলেও তা নিয়ন্ত্রণ করে বলতে সম্ভবপর হয়ে উঠবে লোকেরা পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছে কি না। তাই পৌল যা বলেছেন তা স্মরণ রাখবেন ব্যবস্থাবিহীন লোকেদের লাভ করার জন্য আমি যেখানে যেমন সেখানে তেমন ভাব ধারণ করে খ্রীষ্টের ব্যবস্থার অনুগত হয়ে রয়েছি (দেখুন ১ করিন্থীয় ৯ঃ২-২২)। তিনি কোন কর্মপ্রণালীর আরাধনা করেন নি আর আমরাও যেন তা না করি।

বাইবেল বলে, আমরা শেষ দিনে মণ্ডলীকে এমনভাবে উপলব্ধি করবো যা স্বার্থপর এবং স্বার্থ কেন্দ্রিক। লোকেরা নৈতীক দিক দিয়ে শীথিল হয়ে উঠবে আর তারা শ্রদ্ধার অবয়বধারী হয়ে

উঠবে কিন্তু সুসমাচারের সামর্থকে অস্বীকার করবে (দেখুন ২তীমথিয় ৩ঃ১৫)। সদাপ্রভুর সামর্থ যে কি প্রকার তা আমাদের মণ্ডলী যেন দেখতে পায়। আমাদের দেখার প্রয়োজন রয়েছে জীবনের পরিবর্তন, আরোগ্যতা, পুনরুদ্ধার এবং উদ্ধারের। সদাপ্রভুর ভালোবাসা স্বাধীনভাবে প্রবাহিত হতে পারে আর তা দেখার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে। আমূল পরিবর্তন আমাদের দেখতে হবে, আমি নিশ্চিত যে ইহার এক অংশী আমি হতে পারবো।

তাই সততার সঙ্গে আমি বলতে চাইছি যে আমাদের সভাগুলোতে আমরা এতটাই পরিবর্তন নিয়ে আসছি আর সেটা কেবল একটা নয় যেটা বিশেষ পছন্দের। কিন্তু আমি প্রতিদিনেই বেশ কিছু শিখছি যেন ভালোবাসার যে প্রয়োজন সেইজন্য আমরা যেন নিজেদের পন্থাকে দূরে রেখে এই বর্তমান অবস্থায় সদাপ্রভুর পন্থা কি তা খুঁজে বের করি। আমার মধ্য থেকে বহু বিষয় নিজে থেকে ত্যাগ বা বিসর্জন দিতে হয়েছে কিন্তু এইজন্য আমি নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে যেগুলো আমার কাছে করা যথার্থ ছিল তা আমি করেছি। আর এইভাবে মনে করলে যেন তা মুর্খের মতো মনে হয়, সেখানে এমন সময়ও ছিল যার জন্য আমি বাস্তবে মনে করতাম সদাপ্রভু তেমন কাউকেই আশীর্বাদ করবেন না যদি তারা সুতির কাপড় পড়ে মঞ্চে উঠে লোকেদের পরিচালিত করে। ইহার পরে আমি আরো ভালোভাবে চিন্তা করতে থাকলাম মোশির পোষাক সম্বন্ধে, যখন তিনি দশ আজ্ঞা নিয়ে আসার জন্য পর্বতে উঠেছিলেন তখন তার পোষাক কেমন ছিল। তখন আমি উপলব্ধি করলাম আমি যেন কতো বোকা কারণ তিনি সাধারণ বস্ত্র পরেই সেখানে গিয়েছিলেন। যোহন বাপ্তাইজক অদ্ভুত পোষাক ব্যবহার করতেন আর তার খাবারও ছিল অদ্ভুত ধরনের আর তিনি বাস করতেন মরু প্রান্তরে কিন্তু তিনি এক আমূল পরিবর্তনসাধক লোক ছিলেন। তিনি মশীহের আগমনের পথ প্রস্তুত করছিলেন। তিনি কোন ধর্ম স্থাপনকারীর সমর্থক ছিলেন না কিন্তু তিনি তার সময়ে ধর্মীয় নেতাদের ''সর্পের বংশ'' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি তার সময়ে আত্মধার্মিক লোকেদের জন্য অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন যারা মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করতেন কিন্তু অন্যদের সাহায্য করার জন্য তাদের একটা আঙুল পর্যন্ত নড়াতেন না।

সদাপ্রভু হৃদয় অন্বেষণ করেন তাই আমাদের প্রয়োজন যেন আমরাও সেটা শিখি। মোশি এবং যোহন কিভাবে দেখেছিলেন সেইভাবে তিনি কোন উদ্বেগ প্রকাশ করেন না। কিন্তু তিনি এমন কাউকে পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন যিনি মৃতপ্রায় ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে লোকেদের তাঁর অন্তরঙ্গ তার মধ্যে পরিচালনা করাতে ভীত ছিলেন না।

ভালোবাসার বলিদান

ত্যাগস্বীকার শব্দটা কেবলমাত্র একটা স্বাভাবিক বিষয় নয় যেটা কেবলমাত্র আমাদের উত্তেজিত করে তুলবে কিন্তু ইহার অর্থ হল আমাদের মধ্য থেকে এমন কিছু হাত ছাড়া করা যেটাকে আমরা নিজেদের বলে ধরে রাখতে চাই। নূতন নিয়মের আসল পাণ্ডুলিপি গ্রীক ভাষায় এই শব্দের অর্থ,

''উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য অথবা এমন কিছু যা বলিরূপে উৎসর্গ করা হয়।'' ভালোবাসা নিজের পন্থায় কোন কিছুর জন্য পীড়াপীড়ি করে না (দেখুন ১করিন্থীয় ১৩ঃ৫)। ভালোবাসা প্রায় সময়ে আমাদের নিজেদের ভাবধারায় যা করি তার থেকে ত্যাগ স্বীকার করতেই বাঞ্ছা প্রকাশ করে।

পুরাতন নিয়মে ''বলিদান'' নির্দেশ করে পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত প্রদান করা। কিন্তু নূতন নিয়মে ইহা নির্দেশ করছে খ্রীষ্ট নিজে কাষ্ঠ দণ্ডের (Cross)উপরে বলিকৃত হলেন। নূতন নিয়ম অন্বেষীদের অনুরোধ করে যেন ''আমরা আমাদের দেহকে পবিত্র, জীবিত, সদাপ্রভুর প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ করি আর এটাই আমাদের চিত্তসংগত আরাধনা (রোমীয় ১২ঃ১)।

এই জগতে ভালোবাসাকে আমাদের যেভাবে দেখা দরকার সেইভাবে আমরা দেখতে পাই না এইজন্য কেননা লোকেরা বলিদান বা ত্যাগ স্বীকারকে পছন্দ করে না। আমাদের স্বভাবজাত দোষ হল আমরা ত্যাগ স্বীকার করে কোন কিছু দেওয়ার থেকে তা ধরে রাখাটাই বেশী পছন্দ করি। আমরা আমাদের আরামের জায়গাকে নিরাপদে রাখতে চাই। আমরা হয়তো তা সেইসময় দিতে পারি যদি তা আমাদের সুবিধামতো হয়। আর ত্যাগের প্রয়োজন হলে আমরা তখনি পিছু হটতে আরম্ভ করি। এইভাবে কতো ইচ্ছা বা পথই না আপনার কাছে ভীষণভাবে কেমন একটা জিজ্ঞাস্যহীনভাবের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। ''সদাপ্রভুর কাছে কি এর থেকে ভিন্ন কোন পথ রয়েছে যা আমি করতে পারি?'' এই সমস্ত কিছুর উপরে বাইবেল আমাদের বলে যে তাঁর পথ সকল আমাদের পথের থেকে অত্যন্ত উঁচু (দেখুন যিশাইয় ৫৫ঃ৮)।

ধন্যবাদের মধ্য দিয়ে আমরা নূতন আচরণ গঠন করতে পারি আর বাস্তবে সেইভাবে উৎসর্গকৃত জীবনযাপন করে আমরা আনন্দ লাভও করতে পারি। আমরা যদি অন্যদের প্রতি দয়ার ভাব প্রকাশ করে তাদের প্রতি উদারতার দেখাই তাহলে, বাইবেল বলে, সদাপ্রভু সেই প্রকার বলিদানে তৃপ্ত (দেখুন ইব্রীয়১৩ঃ১৪)। সদাপ্রভু এই জগৎকে এত ভালোবাসলেন যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতের জন্য প্রদান করলেন'' (যোহন ৩ঃ১৬)। ভালোবাসা অবশ্যই প্রদান করে আর এই প্রদান করার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমাদের বলিদান বা কৃচ্ছসাধনের।

আমাদের সকলরেই এক পন্থা রয়েছে যার দ্বারা আমরা কাজগুলো করে থাকি আর এইজন্য স্বভাবতই আমরা মনেকরি আমাদের পন্থাই হল সঠিক পন্থা। স্বাভাবিকভাবে ধর্মের মধ্যে এক বিরাট সমস্যা হল আমরা প্রায় সময়ে ''পুরাতন পন্থার'' কাছে এসে থমকে যাই ফলে সেটা আর কোনভাবেই লোকেদের প্রতি সেবা করতে সত্য সত্যই ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু ইহা আবার পরিবর্তশীলতাকে প্রত্যাখ্যান করে। আর যেভাবে বলিদান উৎসর্গ করা প্রয়োজন সেটাকেও ইহা প্রত্যাখ্যান করে থাকে।

আমার এক বান্ধবী বেশ কিছুদিন আগে বলেছিলেন তিনি তার যুবতী মেয়েকে প্রতি রবিবার মণ্ডলীতে নিয়ে যান কিন্তু তারা সেখানে এক ঘেয়েমি উপলব্ধি করে তাই সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত তার আর ধৈর্য ধরতে পারে না। এই মেয়েটিও স্বীকার করেছে যে সেখান থেকে সে কিছুই পাচ্ছে না। এই মেয়েটি সম্ভবত প্রভুকে ভালোবাসে কিন্তু সেই মণ্ডলীর মধ্যে যে পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে

তার সঙ্গে সে মানিয়ে নিতে পারছে না। এমনি যারা এই নতুন একটা প্রজন্ম থেকে আসছে তারা বিষয়গুলো নতুনভাবে করতে চায়। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় আজ বহু ছেলে মেয়ে যারা খ্রীষ্টীয়ান পরিবারে বড় হয়েছে তারা এই বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ভাবধারা থেকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। হতে পারে তার হয়তো তাদের সেই সাধু ভাবধারার জন্য নিরুৎসাহ, নীতিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা বিঘ্নিত এবং একঘেয়েমির দ্বারা বিদির্ণ। মণ্ডলী তাদের জন্য কোন কাজ করছে না। তারা চাইছে এমন প্রকৃত ও সত্য কিছু একটা বিষয়, এমন কিছু কৌতুকময় ও দুঃসাহসিক বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দেখাতে কিন্তু পরিশেষে তারা তা না পেয়ে এমন এক বৃহৎ তালিকায় নিয়ে গিয়ে নিজেদের সমাপ্ত করছে যেখানে তারা কিছুই করতে পারছে না।

টমী বারনে্টে যিনি লসএ্যঞ্জেলস ড্রিম সেন্টারের যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা তিনি আবিষ্কার করলেন এমন বহু যুবক রয়েছে যারা স্কেট্ বোর্ডের সঙ্গে খেলা করে। তিনি যখন শুনলেন যে এক জনপ্রিয় স্কেট্যার সেই জায়গাতে আসতে চলেছে তাদের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করার জন্য আর সেইজন্য ৫০,০০০ ডলার ব্যয় করে পাইপ দিয়ে সেই জায়গায় তাঁবু ঘটানো হয়েছে। সেইসময় তিনি সাহসের সঙ্গে ই জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই চলচ্চিত্র যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তিনি যদি সেটাকে মণ্ডলীতে তাদের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। আর ইহার জন্য তারা তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। আর ইহা তখন ড্রিম সেন্টারে স্থানান্তরিত হয়েছিল আর এখন সেই সপ্তাহের শনিবার দিনে যে কেউ যারা সেই সভায় যোগদান করেছিল তাদের জন্য তারা যদি তা চায় তবে তিনি স্কেট্ বোর্ডের জন্য একটি করে টিকিট তাদের দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিছু একটা করার জন্য পাষ্টার বারনেটের যে ইচ্ছা তা ছিল অত্যন্ত মৌলিক আর এইভাবে নতুন করে হাজার সংখ্যক তরুণ তরুণীদের সেই স্কেটের জন্য ড্রিম সেন্টারে আসতে সাহায্য করেছিল। আর বহু তরুণ তরুণী খ্রীষ্টকে সেখানে গ্রহণ করেছিল। স্কেট্যারের মধ্য দিয়ে যে ভালোবাসার মনোভাব তিনি প্রকাশ করেছিলেন এর দ্বারা তিনি এমনি এক বলিদান উৎসর্গ করলেন যা হয়তো তার পুরাতন পরম্পরা তার অনুমোদন জানতো না। তিনি তাদের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আর তা পূর্ণ করার জন্য তাদের সাহায্য করেছিলেন। আমরা কোনভাবেই যুবকদের বা অন্য কোন লোকেদের প্রতি এই আশা রাখতে পারি না যে তারা কেবলমাত্র বাইবেল অধ্যয়ন ও প্রার্থনা করার জন্য সেখানে আসবে। সেগুলোর সঙ্গে লোকেদের এটাও প্রয়োজন রয়েছে যেন তারা কৌতুকপ্রবণ ও দুঃসাহসিক হয় আর এইজন্য বাইরের জগতে গিয়ে তা করার কোন প্রয়োজন তাদের নেই।

পাষ্টার বার্নে্ট বলেছিলেন তারা যখন সাদা পোষাক পরে দুইশত কণ্ঠ বিশিষ্ট আওয়াজে ''তুমি কত মহান'' বলে গানটি গায় তখন তরুণ তরুণীরা যেন ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সময়ে তারা বলেছিল আগামী সপ্তাহে যদি তাদের কিছু গান পরিবেশন করতে দেওয়া হয় তাহলে কেমন হয়, এইজন্য তা করতে তিনি তাদের অনুমোদন জানিয়েছিলেন। পরের সপ্তাহে তিনি যখন তাদের গান শুনলেন তখন তিনি অনুভব করলেন আরে তারা তো রক আর রোল গানটিকে আধ্যাত্মিক গানে রূপান্তরিত করেছে। প্রথমে তিনি ভাবলেন, আরে বাবা আমি এ কি করলাম? কিন্তু আমি যখন তাদের গান শুনতে থাকলাম তখন আমি অনুভব করলাম সদাপ্রভুর আশীর্বাদ এই গানের

মধ্যে রয়েছে। ইহা কতোই না আশ্চর্যের বিষয় আমরা যেগুলো প্রত্যাখ্যান করি সদাপ্রভু সেগুলোকে কেমন ব্যবহার করেন। তিনি দেখেন হৃদয়!

আমি মনে করি আমাদের অতি অবশ্যই শেখার প্রয়োজন রয়েছে যে কেবলমাত্র সুসমাচারের সংবাদটাই হল পবিত্র কিন্তু কিভাবে বা কোন পদ্ধতিতে তা উপস্থাপন করবো তা পবিত্র বিষয় নয়। আমরা যদি শেখার মনোভাব না রাখি তবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেটাকে ভয়ানক ভাবেই হারিয়ে ফেলা হবে। সদাপ্রভুর ভালোবাসা সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন তাদের অবশ্যই রয়েছে আর তারজন্য আমাদেরই কষ্ট করতে হবে।

আমরা যখন আমাদের সভাগুলেতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি তখন তাদের জন্য যাদের আসার যত্ন আমরা নিচ্ছি বর্তমানে উপস্থিত সেই লোকগুলোর জন্য আমরা কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছি? যারা আমাদের সঙ্গে বহুকাল ধরে রয়েছে তাদের প্রতি আমরা কি অন্যায় কিছু করছি? আমার মনে হয় না তেমন কিছু আমরা করেছি কেননা আমরা যারা আত্মিকভাবে পরিপক্ক সেই সত্য জানানোর জন্য তাদের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করি। পরিবর্তন কেন করছি এই বিষয়ে আমি যখন লোকেদের কাছে ব্যাখ্যা করি তখন সকলেই উৎসাহিত বোধ করে। যা ঠিক লোকেদের তাই করতে চায় আর এইজন্য তাদের প্রয়োজন রয়েছে কেবল বিজ্ঞতা। সেখানে আবার এই প্রকার লোকও রয়েছে যারা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আর সেই প্রকার লোকেরা পিছনেই পড়ে থাকবে। তারা যেখানে ছিল সেখানেই তারা থেকে যাবে। কিন্তু সদাপ্রভু অবিরাম তাদের সঙ্গে বা তাদের ছাড়া এগিয়ে চলবেন।

আমরা যখন ভালোবাসার আমূল পরিবর্তন সম্বন্ধে বলছি তখন আমরা বলতে চাইছি যেভাবে আমরা জীবন অতিবাহিত করছি তার ফলে তিনি আমাদের জন্য কি করবেন কেবল সেই বিষয়ের মৌলিক পরিবর্তন নয় কিন্তু তাঁর জন্য আমরা কি করতে পারি তা যেন প্রতিদিন সদাপ্রভুকে আমরা জিজ্ঞাসা করি। যারা ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করতে চাইছেন তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়বে যেন অন্যদের জন্য তারা নিজেদের বলিরূপে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকেন। সেই বলিদান যেন এক নতুন আনন্দ নিয়ে আসতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য যেন নিজেদের থেকে বরং অন্যদের জন্য কিছু করার চিন্তা করি। আমারা কি পাবো সে চিন্তা না করে আমরা কি করতে পারি তা নিয়ে যেন চিন্তা করি। যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের জন্য চিন্তা করেছিলেন তখন তিনি জীবন সম্বন্ধে বহু কিছু শিখিয়েছিলেন। তাই আমি মনেকরি কিভাবে আমরা প্রতিদিনের জীবনে অভ্যস্থ হতে পারি যা সদাপ্রভুর তুষ্টিজনক সেই বিষয়ের সংবাদ প্রচার বেদী থেকে শোনার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই সংবাদ যা কেবলমাত্র মতবাদ বিষয়ক হবে তেমন নয় কিন্তু তা হবে ব্যবহারিক। তাই আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার যেন সেই সংবাদকে প্রতিটি প্রজন্মের কাছে এক তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলি।

খ্রীষ্টকে বহুকাল ধরে জেনেও তাঁর ভালোবাসা কি আপনার মধ্যে কেবলই বন্দি হয়ে রয়েছে? যদি তাই হয় তবে ইহা হল সেই সময় যেন আপনি সাহসের সঙ্গে সেটাকে বাইরে প্রকাশ করেন। আমাদের মধ্য দিয়ে সদাপ্রভুর ভালোবাসাকে প্রবাহিত করতে হবে, তাকে যেন আমরা চৌবাচ্চায়

বন্ধ করে না রাখি। তাই নিজেকে তাঁর জন্য ব্যবহার করতে সবসময় প্রস্তুত থাকুন। এইজন্য সাহসের সঙ্গে আমি আপনাকে বলছি এই প্রার্থনা আপনি করতে থাকুন, ''হে প্রভু, তুমি আমাকে দেখিয়ে দাও যে আজকে আমাকে কি করতে হবে।''

সদাপ্রভু চান আমরা যেন দিন প্রতিদিন নিজেদের শরীরকে জীবন্ত বলিরূপে উৎসর্গ করি (দেখুন রোমীয় ১২ঃ১)। তিনি চান আমাদের সমস্ত প্রকার ইচ্ছা এবং বিচার বুদ্ধি ও উৎসকে তাঁর জন্য উৎসর্গ করি। ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে সময়ের বলিদান, ইচ্ছার বলিদান, অর্থের বলিদান, আমাদের নিজ নিজ পথের ও আরো বহু কিছুর কিন্তু ভালোবাসা ছাড়া জীবন যাপন করা এমন এক বলিদান যার জন্য যীশু মৃত্যুবরণ করেছেন যেন তিনি আমাদের তা দিতে পারেন।

সেই ধর্মীয় পদ্ধতির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসুন

আপনি কি ধর্মীয় পদ্ধতির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে সেই লোকেদের সঙ্গে জড়িত হতে চান যাদের মধ্যে প্রকৃত সমস্যা রয়েছে? এই আনন্দের যে চাবিকাঠি তা যে কেবল ভালোবাসার মধ্যেই পাওয়া যায় তাই নয় কিন্তু ইহার জন্য কাউকে ভালোবাসা। আপনি যদি সদাপ্রভুর মুখে হাসি ফোটাতে চান তাহলে আঘাতপ্রাপ্ত ও বেদনাগ্রস্থ লোকেদের সাহায্য করুন।

প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরে আমি এমন একটা মণ্ডলীতে যোগদান করে এসেছি যেখানে অনাথ, বিধবা, দরিদ্র, এবং অত্যাচারিতদের বিষয়ে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য বাইবেলের কোন সংবাদ শুনতে পাইনি। কিন্তু বাইবেলের কত জায়গাতেই না অন্যদের সাহায্য করার জন্য বলা হয়েছে আর সেই কথা যখন আমি জানতে পারলাম তখন অবাক হয়ে গেলাম। আমার খ্রীষ্টীয়ান জীবনে এতটা সময় আমি ব্যয় করেছি যেখানে আমি মনে করেছিলাম যে বাইবেল হল এমন একটা বই যেখানে তিনি আমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন সেই বিষয়েই লেখা। আমি যে অসুখী ছিলাম সেই বিষয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

বর্তমানে আমি ভ্রমণে বাইরে দেশে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি। আমি আফ্রিকা, ইথোপিয়া, রাওন্ডা এবং উগাণ্ডাতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি। আমি জানি সেখানের প্রয়োজন তা হয়তো অন্যান্য জায়গাতে আমি যে প্রয়োজন দেখেছি তার থেকেও প্রচণ্ড আর তাই তাদের দেওয়ার জন্য আমি ইচ্ছা রাখছি ও প্রস্তুত রয়েছি। আমার এই ভ্রমণ বা যাত্রা হবে সময়ের বলিদান, উদ্যম, আরাম এবং অর্থের বলিদান। তবুও আমাকে সেখানে যেতে হবে। বেদনাদায়ক লোকেদের স্পর্শ করার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে। আমার প্রয়োজন রয়েছে যেন তাদের দারিদ্রতা, কষ্ট এবং যারা অনাহারে মারা যেতে বসেছে সেইসব লোকেদের কাছে যাই আর সেই স্পর্শ যেন এতটাই আমাতে মর্মস্পর্শী হয় যেন আমি বাড়ি ফিরে এলেও তাদের কোনদিন ভুলে যেতে না পারি।

যারা অনাহারে অপুষ্টিতে ভুগছে আমি সেই শিশুদের কোলে নেবো, আমি দেখতে চাই সেই মায়েদের চোখের ব্যথা যারা তাদের সন্তানদের জন্য কিছু করতে না পেরে কেবল তাদের মৃত্যু

দেখতে থাকে কিন্তু তাদের কাউকে কাউকে আবার আমি সাহায্য করবো। হতে পারে তাদের সবাইকে আমি সাহায্য করতে পারবো না কিন্তু আমার যতটা সম্ভব আমি তা করবো কেননা কোন কিছু না করাটা আমি পছন্দ করি না। সম্ভবত সেখান থেকে ফিরে আসার পরে প্রথমে যারা আমাদের কার্যের সঙ্গে রয়েছেন তারা লোকেদের সঙ্গে মিলেমিশে কিভাবে তাদের সাহায্য করতে পারি সেই বিষয় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করবো।

লোকেরা সাহায্য করতে চায় কিন্তু অনেকে রয়েছে যারা জানে না কি করতে হবে। তাদের এমন কারো প্রয়োজন রয়েছে যেন তারা এটা করতে পারে। আপনার মধ্যে কি নেতৃত্বের নৈপূণ্যতা রয়েছে? যদি রয়েছে তাহলে আপনার শহরে গরীবদের জন্য একটা সুসমাচার প্রচার সভা সংগঠিত করুন অথবা আপনার বন্ধুদের জন্য এমন এক পথের সূত্রপাত করুন যেন গরীবদের ও সেইসঙ্গে এই জগতে হারিয়ে যাওয়াদের এক মিশনের সঙ্গে যোগ করতে পারেন। একদল মহিলা সংকল্প নিয়েছিলেন যে তারা কিছু করবেন, তাই তারা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বেশকিছু ''জিনিস'' জোগাড় করে এক বিরাট গ্যারাজে সেল দিয়েছিল আর তাদের সেই অর্থ গরীবদের সাহায্যের জন্য দেওয়া হয়েছিল। ইহাতে তারা এতটাই সাফল্য পেয়েছিলেন যে তারপর থেকে তারা ইহা করতেই থাকলেন আর এখন তাদের এমন একটা ষ্টোর রয়েছে যেটা স্বেচ্ছাসেবী দ্বারা পরিচালিত হয়। সেখানে যা কিছু জিনিস আছে তার সবটাই দানের আর তারা সেইসব সেল করে তার সমস্ত অর্থ মিশন কাজেই দেওয়া হয়। একবৎসরে তারা পঁয়ষট্টি ডলার এই কাজে দিতে পেরেছিল। (এই বিষয়ে বলতে চাই যে সেখানের বেশীরভাগ মহিলা ষাট বৎসরের। আমি তাদের জন্য অত্যন্ত গর্বিত কেননা তারা সৃজনশীলতার সঙ্গেই সমস্ত কিছু করে চলেছেন। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেন তাদের পরবর্তি বৎসর গুলোও এইভাবে ফলবন্ত থাকে।)

তাই কোন একজনকে সাহায্য করার জন্য সংকল্প নিন। সৃজনশীল হোন। যে মণ্ডলীতে আপনি যান সেখানের ধর্মীয় আচার আচরণে ঘৃণ্য জীবনযাপনের বিরুদ্ধাচারণ করুন কেননা ইহ দেখে বাড়ি ফিরে যাওয়া আবার মণ্ডলীতে একইভাবে ফিরে আসাতে আপনি বাস্তবে কাউকেই সাহায্য করছেন না। দুঃখী ও আর্তজনের সাহায্য করাতে এই সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। মনে রাখবেন যীশু কি বলেছেন ঃ

> ''আমি যখন ভুখা ছিলাম তখন তোমরা আমাকে আহার দাওনি, পিপাসিত ছিলাম তখন তোমরা জল দাওনি যখন তোমার অতিথি হয়ে ছিলাম তখন আশ্রয় দাও নি, বস্ত্রহীন হয়েছিলাম আমাকে বস্ত্র দাওনি, পীড়িত ও কারাগ্রস্থ হয়েছিলাম তখন আমরা তত্বাবধান কর নি।''
>
> তখন তারাও উত্তর করে বলবে, ''প্রভু কবে আপনাকে ভুখা, পিপাসিত,কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন, পীড়িত, কারাগ্রস্থ দেখেও আপনার পরিচর্যা করিনি?''
>
> আর তিনি উত্তর করে বলবেন,''আমি তোমাদের সত্যই বলছি তোমরা এই নীচ ও হীনদের কোন একজনের প্রতি যখন ইহা করনি তখন তা আমারই প্রতি করনি।''
>
> *মথি ২৫ঃ৪২-৪৫*

আমাদের ধর্মমত

আমি অনুকম্পাকে **প্রাধান্য দিই** আর নিজের **অজুহাত বিসর্জন** দিয়ে
অন্যায়ের বিরুদ্ধে **রুখে দাঁড়াই** আর সদাপ্রভুর
স্বাভাবিকভাবে ভালোবাসায় জীবনযাপন করতে আমি **সমর্পিত হই।**
কোন কিছু না করা আমি **অপছন্দ** করি আর এটাই আমার সংকল্প।
আমি ভালোবাসার আমূল পরিবর্তনকারী।

লেখক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

জয়েস মেয়ার ১৯৭৬ সাল থেকে ঈশ্বরের বাণী শিক্ষা দিচ্ছেন এবং ১৯৮০ সাল থেকে পূর্ণ সময়ের ভিত্তিতে পরিচর্যার কাজ করছেন। তিনি ৫০ টির বেশি বহুল বিক্রীত অনুপ্রেরণামূলক জনপ্রিয় বইয়ের লেখিকা। তিনি আরও লিখেছেন, *হাউ টু হিয়ার ফ্রম গড* , *দি জয় অফ বিলিভিং প্রেয়ার* এবং *ব্যাটেলফিল্ড অফ দি মাইন্ড* , সেই সঙ্গে আছে, হাজার হাজার অডিও ক্যাসেট এবং সম্পূর্ণ একটি ভিডিও ক্যাসেট লাইব্রেরি। জয়েসের *লাইফ ইন দি ওয়ার্ড* সারা পৃথিবী জুড়ে রেডিও ও টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয় এবং তিনি 'লাইফ ইন দি ওয়ার্ড' কনফারেন্স পরিচালনার জন্য ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন। জয়েস ও তাঁর স্বামী ডেভ চারজন বয়োঃপ্রাপ্ত সন্তানের পিতামাতা এবং তাঁরা মিসৌরির সেন্ট লুইস-এ তাঁদের গৃহ নির্মাণ করেছেন।

To contact the author in the United States, please write:

Joyce Meyer Ministries
P.O. Box 655,
Fenton, Missouri 63026
or call: (636) 349-0303
or log on to: www.joycemeyer.org

To contact the author in India, please write:

Joyce Meyer Ministries
Nanakramguda,
Hyderabad - 500 008
or call: 2300 6777
or log on to: www.jmmindia.org

পরিবর্তনঃ যে বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবে করা হতো তার হঠাৎ, মৌলিক ও সম্পূর্ণ পরিবর্তন।

আমুল পরিবর্তন ঃ এই শব্দ নিজে থেকেই মানবীয় কোন শব্দনির্ঘন্টে ব্যবহৃত বাক্যে আশার এক স্ফুলিঙ্গ, উদ্দীপনাময় প্রজ্জ্বলন এবং আনুগত্যশীল অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। ইহা ছোট দলভুক্ত লোকেদের প্রতিমূর্তিকে যথাযোগ্য করে আর অতীতের ন্যায় জীবনযাপনে নারাজ করে তোলে।

" আর এটাই হল জগৎকে পরিবর্তন করার পরবর্তি সময় যা আমুল পরিবর্তনের উর্দ্ধে।" আমাদের সেই প্রকার আমুল পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই যা ইতিহাসে পূর্ব - প্রজন্মের কাছে আভ্যন্তরীণ ভূখণ্ডের মতিভ্রম ঘটিয়েছে আর তাই রাজনীতি, অর্থনীতি বা প্রয়োগ কুশলতা ভিত্তিক কোন আমুল পরিবর্তনের প্রয়োজন আমাদের আর নেই।

যে পুস্তকটি আপনি ধরে রয়েছেন তা কিন্তু এক বিপজ্জনক পরিবর্তনকামী পুস্তক। ইহা কেবল কার্যের জন্য আহ্বান করে তাই নয় কিন্তু ইহা অস্তিত্বের অংশী হওয়াতে আহ্বান জানাচ্ছে ... সেই অস্তিত্বশালী ব্যক্তি, যিনি তাদের বন্ধুদের প্রয়োজনে সাহায্য করবেন... বিদেশীদের প্রয়োজনে সাহায্য করবেন ... আর আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে দয়ার কার্য প্রকাশ করবেন।

জয়েস মেয়ার নির্দেশ করেন, আমরা যদি কেবল নিজেদের জন্য জীবনযাপন করি তবে কোন দিনই পরিতৃপ্ত হবো না। বাইবেল শিক্ষা দেয় আমরা যখন নিজেদের সমর্পণ করি তখন আমরা যে কেবল যা দিয়েছি সেটাই গ্রহণ করি তাই নয় কিন্তু প্রচুর সংখ্যায় আশীর্বাদ গ্রহণ করি।

অতিথিদের দ্বারা যে অধ্যায় প্রদান করা হয়েছে তা হিলসঙের ডার্লেন স্কিচ্, ডিলিরিয়াসের মার্টিন স্মিথ ঃ পাস্টর পৌল স্কেলটন আর টমি বারনেট এবং জন ম্যাক্সওয়েল ভালোবাসার আমুল পরিবর্তনের খসড়াচিত্রের মধ্য দিয়ে জীবনযাপনের এক পথ খুলে দিয়েছেন যা আপনার জীবনের সঙ্গে সারা জগৎকে পরিবর্তন করাতে সক্ষম।

সেই আমুল পরিবর্তন

আমি অনুকম্পাকে **প্রাধান্য দিই** আর নিজের
অজুহাত বিসর্জন দিয়ে
অন্যায়ের বিরুদ্ধে **রুখে দাঁড়াই** আর সদাপ্রভুর
স্বাভাবিকভাবে ভালোবাসায় জীবনযাপন
করতে আমি **সমর্পিত হই**।
কোন কিছু না করা আমি **অপছন্দ**
করি আর এটাই আমার সংকল্প।

আমি ভালোবাসার আমুল পরিবর্তনকারী।

JOYCE MEYER
MINISTRIES
Nanakramguda, Hyderabad - 500 008